নৃসিংহপরিচর্য্যা।

শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্য-

প্রণীতা।

-০:*:০-

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নেনানুবাদিতা

মুর্শিদাবাদ।

বহরমপুর,—রাধারমণযন্ত্রে

তেনৈব মুদ্রিতা।

প্রকাশিতা চ।

৪০৫ চৈতন্যাব্দ।

২০ জ্যৈষ্ঠ।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীল শ্রীপূজ্যপাদ সনাতনগোস্বামী শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণচৈতন্যদেবের আদেশানুসারে বৈষ্ণবস্মৃতি প্রস্তুতকরণে প্রবৃত্ত হইয়া সংক্ষেপে হরিভক্তিবিলাসনামক গ্রন্থ সংগ্রহ করেন, তাহা সাধারণের বোধগম্য হইবে না বিবেচনায় শ্রীল শ্রীপূজ্যপাদ গোপালভট্ট গোস্বামী ঐ হরিভক্তিবিলাসকে ভগবদ্ভক্তিবিলাস নামে প্রণয়ন করেন। তিনি যৎকালে বৈষ্ণব ধর্ম্মশাস্ত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন,তখন বহু প্রাচীন কৃষ্ণ-দেবাচার্য্য প্রণীত নৃসিংহপরিচর্য্যার মত অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবস্মৃতির ব্যবস্থাসকল স্থির করেন। পূর্ব্বে বঙ্গদেশে হরিভক্তিবিলাস প্রচলিত ছিল না, শ্রীশ্রীপূজ্যপাদ গোপাল ভট্টগোস্বামির শিষ্য শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু শ্রীশ্রীপূজ্যপাদ জীবগোস্বামির নিকট হইতে বৈষ্ণবশাস্ত্র সকল বঙ্গদেশে আনয়ন করেন, তদনন্তর বহুকাল পরে এতদ্দেশে বৈষ্ণব-শাস্ত্রের প্রচার হয়। বঙ্গদেশের পণ্ডিতগণ কেহ গুরুকরণ করিয়া হরিভক্তিবিলাস পাঠ করেন নাই, যাঁহার যে অংশ প্রয়োজন, তাহাই কেবল দেখিয়া ব্যবস্থা দেন, একারণ পর-স্পর বৈষ্ণবদিগের মতের ঐক্য হয় না। আমি সেই বিবাদ-ভঞ্জন নিমিত্ত ৺ বৃন্দাবনধামে পূজ্যপাদ গোপীলাল গোস্বা-মির নিকট হইতে নৃসিংহপরিচর্য্যা গ্রন্থ আনয়নপূর্ব্বক অনু বাদিত করিয়া প্রকাশ করিলাম। পণ্ডিতগণ অভিমানশূন্য হইয়া আমার কৃত অনুবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আর কাঁহারও বিবাদ থাকিবে না এবং শ্রীএকাদশী প্রভৃতি ব্রতের সুব্যবস্থা করিতে পারিবেন। ইতি॥

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন।

বহরমপুর,—রাধারমণ যন্ত্র।

উৎসর্গঃ।

-০:*:০-

বিষমসমরবিজয়ি—
শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রীমন্মহারাজ বীরচন্দ্র বর্ম্মমাণিক্য-
বাহাদুর সমীপে—

মহারাজ! সম্প্রতি একখানি নৃসিংহপরিচর্য্যানামক প্রাচীনগ্রন্থ মুদ্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইলাম। আপনকার অনুগ্রহে যখন সমস্ত ভারতবর্ষ বৈষ্ণবশাস্ত্র দেখিতে পাইলেন, তখন শ্রীএকাদশী প্রভৃতি বৈষ্ণবব্রত সকলে মানবগণ অনভিজ্ঞ থাকিবেন কেন? এই বিবেচনায় নৃসিংহপরিচর্য্যা বঙ্গভাষায় অনুবাদ সহ মুদ্রিত করিয়া আপনকার করকমলে সমর্পণ করিলাম। আপনি স্বয়ং এবং আপনকার সেক্রেটরী সুপণ্ডিত পরমবৈষ্ণব শ্রীযুক্ত বাবু রাধারমণ ঘোষ বি এ, মহাশয়-দ্বারা পর্য্যালোচনা করিলে শ্রম সফল বোধ করিব। ইতি॥

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন।

বহরমপুর,—রাধারমণ যন্ত্র।

নৃসিংহপারিচর্য্য-সূচীপত্রং।

বিষয়াঃ	পৃষ্ঠে	পঙ্‌ক্তৌ।
দশমপটলে—		
বিবিধাসনেষু ভগবৎপূজা	২৬১	১
তুলসীচয়নস্য নিষেধবিধি	২৬৮	৬
অন্যান্য বৃক্ষজপত্রপুষ্পাদি	২৭০	৩
তত্র, বিশেষবিহিতানি	২৭০	৯
তত্র, বিশেষনিষিদ্ধানি	২৭৭	৭
কর্পূরেণারাত্রিকং	২৭৫	১
বিষ্ণুপাদোদকপানং	২৭৯	৭
বিষ্ণুবিষ্ণুভক্তপাদোদক পানে আচমননিষেধঃ	২৮০	?
একাদশপটলে—		
বৈশ্বদেবাদিবিধিঃ	২৮১	১
তুলসীবৃন্দাবনগমনং তৎ পূজাচ	২৮৮	২
প্রসাদভোজন বিধিঃ	২৯১	৪
অনিবেদিতভোজননিষেধঃ	২৯২	৪
ভগবৎ কথাশ্রাবণং	২৯৪	৬
যথাশক্তি জপবিধিঃ	২৯৬	৩
মালাবিধানং	২৯৬	৬
মালাগ্রন্থনং	২৯৭	৮
মালাজপনিয়মঃ	২৯৯	২
হস্তাৎ মালাপতনে ব্যবস্থা	২৯৯	৭
কিমর্থং কীদৃগ্‌ জপঃ	৩০০	১
জপ করণাৎ সর্ব্ববিঘ্নশান্তিঃ	৩০৬	২
গ্রন্থসমাপ্তিঃ	৩০৯	৯
ক্রোড়পত্রে স্বকুলভেদে অন্যকুলভেদে চ বর্ণান্ বিন্যস্য মন্ত্রোদ্ধার-নিয়মঃ	৩১০	?

॥ ০ ॥ সূচীপত্রং সম্পূর্ণং ॥ ০ ॥

নৃসিংহপরিচর্য্যা।

প্রথমঃ পটলঃ ॥

ওঁ নমঃ শ্রীনরসিংহায় কৃষ্ণায় ॥

হেরম্ব লম্বজঠর জঠরীকৃতবাঙ্ময়।
বিদ্যামদ্যানবদ্যাং মে দেহি ধেহি দয়াং ময়ি ॥ ১ ॥
ভোগাপবর্গাহ্বয়পাদুকোদ্যৎ-
পাদদ্বয়ীং সিংহমুখাঙ্ঘ্রিভক্তিং।
প্রেমাভিধাং লব্ধুমনাদিসিদ্ধং
শ্রীবৈষ্ণবাচারবিধিং বিধাস্যে ॥ ২ ॥

ওঁ নমঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় ॥

হে হেরম্ব ! হে লম্বজঠর ! হে জঠরীকৃতবাঙ্ময় !, আপনি অদ্য আমাকে অনবদ্য (অনিন্দনীয়) বিদ্যা প্রদান করুন এবং আমার প্রতি দয়া করুন ॥ ১ ॥

যাঁহার পদদ্বয় ভোগ এবং মোক্ষরূপ পাদুকায় উদ্দীপ্ত, সেই শ্রীনৃসিংহদেবের চরণকমলে ভক্তি লাভ করিবার নিমিত্ত অনাদি সিদ্ধ শ্রীবৈষ্ণবাচারবিধি প্রণয়ন করিতেছি ॥ ২ ॥

প্রথমং তাবদৈহিকামুত্রিকত্রিবর্গাপবর্গফলকামো বা ভগবচ্চরণপরমপ্রেমলক্ষণভক্তিকামো বা শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণাগমসৎসম্প্রদায়সংসিদ্ধশ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মানুষ্ঠানপরিপুষ্ট-গাত্রৈঃ শ্রীমন্ত্ররাজাদিমন্ত্রৈর্মুররিপুমারিরাধয়িষু র্মন্ত্রতন্ত্র-জিজ্ঞাসয়া সিদ্ধগুণগণার্ণবং গুরুং শরণমুপেয়াৎ ॥ ৩ ॥

গুরুলক্ষণং মন্ত্রমুক্তাবল্যামুক্তং ॥

অবদাতান্বয়ঃ শুদ্ধঃ স্বোচিতাচারতৎপরঃ।
আশ্রমী ক্রোধরহিতো বেদবিৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ॥
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ প্রিয়বাক্ প্রিয়দর্শনঃ।

প্রথমতঃ ঐহিক ও পারলৌকিক ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষফলকামী অথবা ভগবচ্চরণে পরমপ্রেমলক্ষণা ভক্তি-কামী, শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ আগম এবং সৎসম্প্রদায় সংসিদ্ধ শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মানুষ্ঠানে পরিপুষ্টগাত্র শ্রীমন্ত্ররাজাদি মন্ত্রদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি মন্ত্র তন্ত্র জিজ্ঞা-সার নিমিত্ত প্রসিদ্ধ গুণগণের সমুদ্রতুল্য শ্রীগুরুর শরণাগত হইবে ॥ ৩ ॥

গুরুলক্ষণ মন্ত্রমুক্তাবলীতে কথিত হইয়াছে যথা ॥

কখনও যাঁহার বংশে পাতিত্যাদিদোষ উৎপন্ন হয় নাই, যিনি স্বয়ং শুদ্ধ অর্থাৎ পাতিত্যাদিদোষরহিত, নিজের উচিত আচার বিষয়ে তৎপর, আশ্রমযুক্ত অর্থাৎ গৃহস্থ, ক্রোধ-রহিত, বেদজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা, শ্রদ্ধাশালী, অসূয়াশূন্য, মিষ্ট-ভাষী, প্রিয়দর্শন অর্থাৎ যাঁহাকে দেখিলে মন পরিতৃপ্ত হয়,

শুচিঃ সুবেশস্তরুণঃ সর্ব্বভূতহিতেরতঃ।
ধীমানন্থদ্ধতমতিঃ পূর্ণোহহন্তাবিমর্শকঃ।
সগুণার্চ্চাস্থ কৃতধীঃ কৃতজ্ঞঃ শিষ্যবৎসলঃ।
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো হোমমন্ত্রপরায়ণঃ।
উহাপোহপ্রকারজ্ঞঃ শুদ্ধাত্মা যঃ কৃপালয়ঃ।
ইত্যাদিলক্ষণৈর্যুক্তো গুরুঃ স্যাদ্গরিমানিধিঃ। ইতি ॥৪
শিষ্যলক্ষণঞ্চ তত্রৈবোক্তং ॥
শিষ্যঃ শুদ্ধান্বয়ঃ শ্রীমান্ বিনীতঃ প্রিয়দর্শনঃ।
সত্যবাক্ পুণ্যচরিতোঽদভ্রধীর্দম্ভবর্জিতঃ।
কামক্রোধপরিত্যাগী ভক্তশ্চ গুরুপাদয়োঃ।

শুচি, সুবেশ, যুবা, সর্ব্বপ্রাণির হিতসাধনে তৎপর, বুদ্ধিমান্ স্থিরমতি,পূর্ণ অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষাশূন্য, অহিংসক, বিবেচনাশীল, অথবা অহন্তার বিমর্শক অর্থাৎ তত্ত্ববিচারক, বাৎসল্যাদিগুণযুক্ত, ভগবৎপ্রতিমাসকলের পূজায় কৃতনিশ্চয়, কৃতজ্ঞ, শিষ্যবৎসল, নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সমর্থ, হোমমন্ত্রপরায়ণ, উহ এবং অপোহের অর্থাৎ বেদমন্ত্রে কোন কোন স্থানে উহ্য ও সংক্ষেপ বিষয়ের প্রকার বেত্তা। অপর যিনি পবিত্রচিত্ত ও কৃপার আলয়, এই সকল গুণযুক্ত গুরু গরিমার (গুরুত্বের) সাগরস্বরূপ ॥ ৪ ॥

অথ শিষ্যলক্ষণ ॥

শুদ্ধ বংশোৎপন্ন, শ্রীমান্, বিনীত, প্রিয়দর্শন, সত্যবাদী, পবিত্র-আচার-সম্পন্ন, মহাবুদ্ধি, দম্ভবর্জিত, কাম-ক্রোধ

দেবতাপ্রবণঃ কায়মনোবাগ্‌ভির্দিবানিশং।
নীরুজো নির্জ্জিতাশেষপাতকঃ শ্রদ্ধয়া যুতঃ।
দ্বিজদেবপিতৃণাঞ্চ নিত্যমর্চাপরায়ণঃ।
যুবা বিনিয়তাশেষকরণঃ করুণালয়ঃ।
ইত্যাদি লক্ষণৈর্যুক্তঃ শিষ্যোদীক্ষাধিকারবান্‌॥ ইতি ॥৫
অনয়োশ্চ পরীক্ষা সংবৎসরবাসাদবসেয়া।
তয়োর্বৎসরবাসেন জ্ঞাতান্যোন্যস্বভাবয়োঃ।
গুরুতা শিষ্যতা চেতি নান্যথৈবেতি নিশ্চয়ঃ॥
ইতি তত্রৈবোক্তত্বাৎ॥ ৬॥
নাসংবৎসরবাসিনে দেয়াদিতি শ্রুতেশ্চ॥

পরিত্যাগী, গুরুপাদপদ্মযুগলে ভক্তিমান্‌, দিবারাত্র কায়-মনোবাক্যে দেবতার প্রতি নত, রোগহীন, অশেষ পাতক জয়কারী, শ্রদ্ধান্বিত, সর্ব্বদা দেব, দ্বিজ ও পিতৃগণের পূজা-পরায়ণ, যুবা, সমস্ত ইন্দ্রিয়জয়ী ও করুণার আলয় ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত শিষ্য দীক্ষাগ্রহণে অধিকারী হয়েন॥

ইতি শিষ্যলক্ষণ॥ ৫॥

গুরু ও শিষ্য সম্বৎসর একত্র বাসদ্বারা পরস্পরের স্বভাব জ্ঞাত হইলে ঐ দুই জনের গুরুভাব ও শিষ্যভাব জানিতে পারা যায়, অন্য প্রকারে হয় না, ইহাই নিশ্চয়। মন্ত্রমুক্তাবলীতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে॥ ৬॥

যে সম্বৎসর একত্র বাস করে নাই, তাহাকে মন্ত্র প্রদান করিবে না। এইরূপ শ্রুতিও আছে

এবম্বিধাদ্গুরোরাত্মশুদ্ধ্যর্থং প্রায়শ্চিত্তং শক্ত্যা স্বীকৃত্য সসর্ব্বস্বমাত্মানং নিবেদ্য শুভমাসে স্বমুহূর্ত্তে বিদ্যাং স্বীকুর্য্যাৎ ॥ ৭ ॥

তথাচোক্তমাগমে ॥

মন্ত্রস্বীকরণং চৈত্রে বহুদুঃখফলপ্রদং ।
বৈশাখে রত্নলাভঃ স্যাজ্জ্যৈষ্ঠেতু মরণং ধ্রুবং ।
আষাঢ়ে বন্ধুনাশায় শ্রাবণেতু ভয়াবহং ।
প্রজাহানি র্ভাদ্রপদে সর্ব্বত্র শুভমাশ্বিনে ।
কার্ত্তিকে ধনবৃদ্ধিঃ স্যান্মার্গশীর্ষে শুভপ্রদং ।
পৌষেতু জ্ঞানহানিঃ স্যান্মাঘে মেধাবিবর্দ্ধনং ।

এই প্রকার গুরুর নিকট হইতে আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত শক্ত্যনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সর্ব্বস্ব ও আত্মাকে নিবেদন করিয়া শুভমাসে ও সুভমুহূর্ত্তে বিদ্যা (দীক্ষণীয় মন্ত্র) গ্রহণ করিবে ॥ ৭ ॥

এই বিষয় আগমে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

চৈত্রমাসে মন্ত্রগ্রহণ করিলে ঐ মন্ত্র বহুতর দুঃখফল প্রদান করেন, বৈশাখমাসে মন্ত্রগ্রহণ করিলে রত্ন লাভ হয়, জ্যৈষ্ঠমাসে নিশ্চয় মরণ ঘটে, আষাঢ়মাসে বন্ধুনাশ, শ্রাবণ মাসে ভয়, ভাদ্রমাসে সন্তানের হানি, আশ্বিনমাসে সর্ব্বপ্রকার শুভ, কার্ত্তিকমাসে ধনবৃদ্ধি, অগ্রহায়ণমাসে কল্যাণ, পৌষমাসে জ্ঞানহানি, মাঘমাসে বুদ্ধিবৃদ্ধি এবং ফাল্গুনমাসে সকল বৈশ্যত্ব অর্থাৎ সকলকেই বশীভূত করিবার শক্তি

ফাল্গুনে সর্ব্ববশ্যত্বমাচার্য্যৈঃ পরিকীর্ত্তিতমিতি ॥ ৮ ॥
অত্র বিশেষো রুদ্রযামলে শিবেনোক্তঃ ॥
সত্তীর্থেঽর্কবিধুগ্রাসে তন্তুদামনপর্ব্বণোঃ।
মন্ত্রদীক্ষাং প্রকুর্ব্বীত মাসর্ক্ষাদি ন শোধয়েৎ ॥ ৯ ॥
শুলগ্নচন্দ্রতারাদি বলমত্র সদৈব হি।
লব্ধোঽত্র মন্ত্রো দীর্ঘায়ুঃ সম্পৎসন্ততিবর্দ্ধনঃ ॥ ইতি ॥১০
শিষ্যস্ত্রৈবর্ণিকাগমিকসমাচারাশ্চাস্য বচসোঽনুগ্রাহকাঃ।
গুরুশ্চ সিদ্ধসাধ্যাদিভেদেন স্বকুলান্যকুলভেদেন বাল-
প্রৌঢ়ভেদেন স্ত্রীপুংনপুংসকভেদেন সুপ্তবুদ্ধাদিভেদেন

প্রাপ্তি হয় ॥ ৮ ॥

এই বিষয়ের বিশেষ রুদ্রযামল গ্রন্থে
শিবকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে যথা ॥

প্রধান তীর্থে, সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণ সময়ে, তন্তুপর্ব্বে অর্থাৎ ভগবানের পবিত্রারোপণ তিথি শ্রাবণী পূর্ণিমায়, তথা দামন-পর্ব্ব অর্থাৎ চৈত্রমাসীয় মদনভঞ্জন চতুর্দ্দশীতে মন্ত্র দীক্ষা করিলে মাস নক্ষত্রাদির শোধন আবশ্যক করিবে না ॥ ৯ ॥

এই সকল শুভলগ্ন ও চন্দ্র তারাদির বল সকল সময়েই আবশ্যক, সত্তীর্থাদিতে মন্ত্র লাভ হইলে ঐ মন্ত্র দীর্ঘায়ু ও সম্পৎ সন্ততি বৃদ্ধি করে ॥ ১০ ॥

শিষ্য ও ত্রৈবর্ণিক আগম প্রসিদ্ধ আচারও এই বাক্যের পোষক ॥

গুরু সিদ্ধসাধ্যাদিভেদে স্বকুল ও অন্যকুলভেদে বাল-প্রৌঢ়ভেদে স্ত্রী পুরুষ নপংসকভেদে, নিদ্রিত ও জাগরিত

রাশিনক্ষত্রভেদেন ঋণধনবিভাগেনচ সুপরীক্ষ্য মন্ত্রানুপদিশেৎ ॥ ১১ ॥

* তথাহি রাশিভেদেন অকড়মচক্রং যথা ॥

অ ক ড় ম চক্রং।
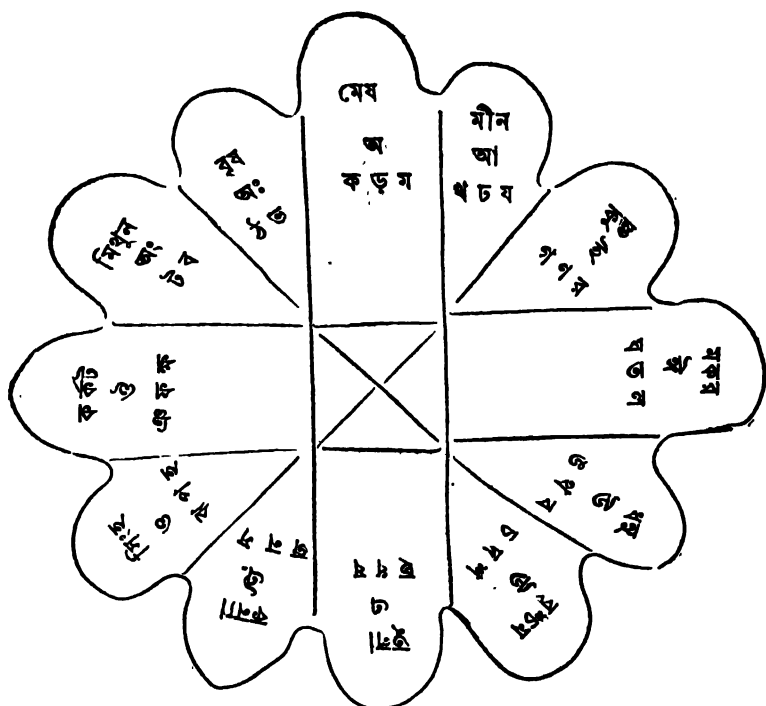
ভেদে, রাশি ও নক্ষত্র ভেদে, ঋণ ধন বিভাগদ্বারা সম্যক্ পরীক্ষা করিয়া শিষ্যকে মন্ত্র উপদেশ করিবেন ॥ ১১ ॥

তন্মধ্যে রাশিভেদে অকড়মচক্র ॥

---

* রেখাদ্বয়ং পূর্ব্বপরেণ কুর্য্যাৎ তন্মধ্যতো যাম্যকুবেরভেদাৎ।

নবৈকপঞ্চভিঃ সিদ্ধঃ সাধ্যঃ ষড়্‌দশযুগ্মকৈঃ।
সুসিদ্ধস্ত্রিসপ্তরুদ্রৈস্তুর্য্যাষ্ট দ্বাদশে রিপুঃ॥ ১২॥
অথ অকথহ চক্রং॥
প্রাক্‌প্রত্যগগ্রা রেখাঃ স্যুঃ পঞ্চ যাম্যোত্তরাগ্রগাঃ।

নয় এক পঞ্চ দ্বারা সিদ্ধ, ছয় দশ দুই দ্বারা সাধ্য, তিন সাত একাদশ দ্বারা সুসিদ্ধ, চারি আট্ দ্বাদশ দ্বারা রিপু॥ ১২॥

অথ অকথহচক্র॥

পূর্ব্ব এবং পশ্চিমাগ্র তথা দক্ষিণ ও উত্তরাগ্র পাঁচ পাঁচটী রেখা করিবে, তাহাতে চতুঃকোষ্ঠে চারিটী করিয়া

মহেশরক্ষোধিপতি ক্রমেণ তির্য্যক্ তথা বায়ু হুতাশনেন॥
অকারাদি ক্ষকারান্তান্ ক্লীবহীনান্ লিখেত্ততঃ।
একৈক ক্রমতো লেখ্যান্ মেষাদিষু বৃষান্তকান্।
গণয়েৎ ক্রমশো ভদ্রে নামাদি বর্ণকাদিকান্।
মেষাদিতোঽপি মীনান্তান্ গণয়েৎ ক্রমশঃ সুধীঃ।
জপ্তঃ স্বনামতো মন্ত্রী যাবন্মাত্রাদিমাক্ষরং।
সিদ্ধ সাধ্য সুসিদ্ধারীন্ পুনঃ সিদ্ধাদয়ঃ পুনঃ॥
নবৈকপঞ্চমে সিদ্ধঃ সাধ্য ষড়্‌দশ যুগ্মকে।
সুসিদ্ধস্ত্রিসপ্তরুদ্রে বেদাষ্ট দ্বাদশে রিপুঃ॥
এতত্তে কথিতং দেবি অ ক ড় মাদিকমুত্তমং।
ইদন্তু গোপাল বিষয়মেব।
গোপালে হকড়মঃ স্মৃত ইতি বচনাৎ॥

তাবত্যশ্চ চতুঃকোষ্ঠচতুষ্কং মণ্ডলং ভবেৎ ॥ ১৩ ॥

সিদ্ধ্যাদি শোধন যন্ত্রং।

অ ক থ হ চক্রং।

(ক)　পূর্ব্ব।　(ঘ)

উত্তর					দক্ষিণ
	১ অ ক থ হ	৫ উ ঙ প	২ আ খ দ	৬ ঊ চ ফ	
	১৩ ও ড ব	৯ ঌ ঝ ম	১৪ ঔ ঢ শ	১০ ৡ ঞ য	
	৪ ঈ ঘ ন	৮ ৠ জ ভ	৩ ই গ ধ	৭ ঋ ছ ব	
	১৬ অঃ ত স	১২ ঐ ঠ ল	১৫ অং ণ ষ	১১ এ ট র	

(খ)　পশ্চিম।　(গ)

মণ্ডল হইবে অর্থাৎ সমুদায়ে ষোলটী গৃহ হইবে ॥ ১৩ ॥

তত্রচ ॥
আদ্যাগ্নীশগ্রহাক্ষ্যব্ধিঃ সূর্য্যদিগ্রসদিগ্‌গজাঃ।
কলামন্বিষু সপ্তাহ বিশ্বে বর্ণান্‌ পুনর্ন্যসেৎ ॥ ১৪ ॥
ততশ্চ ॥
লিপৌ চতুষ্পদস্থায়াং সাধকাখ্যাদিবর্ণতঃ।
মন্ত্রাদ্যক্ষরপর্য্যন্তং গণনীয়ং মুহুর্মুহুঃ।
সব্যেনামাদ্যক্ষরতঃ সিদ্ধাদিক্রম ইষ্যতে ॥ ১৫ ॥
সিদ্ধঃ সিধ্যতি কালেন সাধ্যস্তু জপহোমতঃ।
সুসিদ্ধস্তু গ্রহাদেব রিপুর্মূলং নিকৃন্ততি ॥ ১৬॥

তন্মধ্যে আদ্য, তিন, একাদশ, নয়, দুই, চারি, দ্বাদশ, দশ, ছয়, আট, ষোড়শ, চতুর্দ্দশ, পঞ্চ, সপ্ত, পঞ্চদশ ও ত্রয়োদশ গৃহে ক্রমে অকারাদি হকারান্ত বর্ণসকল পুনঃ পুনঃ ন্যাস করিবে অর্থাৎ লিখিবে ॥ ১৪ ॥

তদনন্তর, চতুষ্পদস্থ লিপিতে অর্থাৎ সিদ্ধ্যাদি চারিগৃহে সাধকের নামের আদ্যক্ষর হইতে মন্ত্রের আদ্যক্ষর পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ গণনা করিবে, বামগতিতে নামের আদ্যক্ষর হইতে সিদ্ধাদি ক্রম জানিবে ॥ ১৫ ॥

লিখিতযন্ত্রের মধ্যে গণনাদ্বারা মন্ত্রের আদ্যক্ষর সিদ্ধাদি স্থান প্রাপ্ত হইলে যে ফল হয় বলি শ্রবণ কর। সিদ্ধ কালেতে অর্থাৎ তন্ত্রোক্ত নির্দ্দিষ্টকালে, সাধ্য জপ হোম-দ্বারা এবং সুসিদ্ধ কেবল দীক্ষা গ্রহণ মাত্রে সিদ্ধ হয়, আর অরি মূলকে নাশ করে, অর্থাৎ শিষ্যকে বিনষ্ট করে ॥ ১৬ ॥

সিদ্ধসিদ্ধো যথোক্তেন দ্বিগুণাৎ সিদ্ধসাধকঃ।
সিদ্ধসুসিদ্ধোঽর্দ্ধজপাৎ সিদ্ধারির্হন্তি বান্ধবান্॥
সাধ্যসিদ্ধোদ্বিগ্নজপাৎ সাধ্যসাধ্যো নিরর্থকঃ।
তৎসুসিদ্ধ স্ত্রিগুণিতাৎ সাধ্যারির্হন্তি গোত্রজান্।
সুসিদ্ধসিদ্ধোঽর্দ্ধজপাৎ তৎসাধ্যস্তু গুণাধিকাৎ।
তৎসুসিদ্ধোগ্রহাদেব তদরির্জ্জাতিজাতহা।
অরিসিদ্ধঃ সুতং হন্যাদরিসাধ্যস্তু কন্যকাং।
তৎসুসিদ্ধস্তু পত্নীঘ্নস্তদরিঃ সাধকাপহঃ॥ ১৭॥

এই প্রকার বৃহৎ চারিকোষ্ঠ ব্যবস্থাদ্বারা ফল উল্লেখ করিয়া এক্ষণে তাহার অবান্তর ষোড়শকোষ্ঠ ব্যবস্থা দ্বারা পূর্ব্ব ও পরের সহিত সিদ্ধ্যাদি চারিপ্রকারের পরস্পর সংযোগের ফল বলিতেছেন।

যথা সিদ্ধসিদ্ধ তন্ত্রোক্তজপে, সিদ্ধসাধক তন্ত্রোক্তজপের দ্বিগুণজপে, সিদ্ধসুসিদ্ধ অর্দ্ধজপে অর্থাৎ জপের যত সংখ্যা আছে তাহার অর্দ্ধজপে সিদ্ধ হয়, আর সিদ্ধঅরি বান্ধবসকলকে বিনাশ করে। সাধ্যসিদ্ধ দ্বিগুণজপে, সাধ্যসাধ্য অনর্থ স্বরূপ। সাধ্যসুসিদ্ধ ত্রিগুণজপে সিদ্ধ হয়, আর সাধ্য অরি বংশ বিনাশ করে। সুসিদ্ধসিদ্ধ অর্দ্ধজপে, সুসিদ্ধসাধ্য দ্বিগুণজপে। সুসিদ্ধ সুসিদ্ধ গ্রহণমাত্রে এবং সুসিদ্ধঅরি গোত্র সংহার করে। অরিসিদ্ধ সন্তানদিগকে তথা অরিসাধ্য কন্যাকে,অরি সুসিদ্ধ পত্নীকে,আর অরি অরি সাধককে সংহার করে॥ ১৭॥

অস্য মন্ত্রবিশেষেঽপবাদঃ ॥
নৃসিংহার্কবরাহাণাং প্রাসাদপ্রণবস্য চ।
বৈদিকস্য চ মন্ত্রস্য সিদ্ধাদীনৈব শোধয়েৎ।
স্বপ্নলব্ধে স্ত্রিয়া দত্তে মালামন্ত্রে ত্রিবীজকে।
একাক্ষরে তথা মন্ত্রে সিদ্ধাদীনৈব শোধয়েৎ ॥ ১৮ ॥
স্বকুলান্যকুলভেদপ্রকারস্ত্বাগমতোঽবগন্তব্যো।বিস্তরভয়া-
ন্নেহ লিখ্যতে। এবং সুপরীক্ষিতং মন্ত্রমুপদিদিক্ষুর্গুরু
র্দীক্ষামারভেত।
তৎপ্রকারস্তু ॥

মন্ত্রবিশেষে ইহার অপবাদ যথা ॥

নৃসিংহ, সূর্য্য এবং বরাহ মন্ত্রসকলের তথা প্রাসাদ, (হৌঁ) শিবমন্ত্র, প্রণব ও বৈদিকমন্ত্রের সিদ্ধাদি শোধন করিবে না। স্বপ্নলব্ধ, স্ত্রীলোক কর্তৃক প্রদত্ত, এবং যাহা বিংশতি অক্ষরের অধিক এমত মালামন্ত্র, ত্রিবীজক, তথা একাক্ষর মন্ত্রে সিদ্ধাদি শোধন করিবে না ॥ ১৮ ॥

আর ইহা স্বকুল এবং ইহা ভিন্ন কুল ইত্যাদি মন্ত্রবিষয়ক ভেদ প্রকার আগম (তন্ত্র) হইতেই জানিতে হইবে, গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে এস্থানে তাহা লিখিত হইল না, উপদেশে-চ্ছুক গুরু এই প্রকার সুপরীক্ষিত মন্ত্র শিষ্যকে দীক্ষা প্রদান করিবেন।

তাহার প্রকার যথা,

সমে দেশে নবহস্তং চতুর্দ্বারং চতুস্তোরণং মণ্ডপং বিরচয্য তন্মধ্যে প্রাগাদিদিক্ষু চতুরস্রং ধনুস্ত্রিকোণবর্ত্তুলাকারাণি কুণ্ডানি।

একং বা চতুরস্রমুত্তরতঃ সযোনিসমেখলং হস্তমাত্রং কৃত্বা মধ্যে সুলক্ষণং দীক্ষামণ্ডলং সর্ব্বতো ভদ্রং বা পদ্মগর্ভং বিলিখ্য তৎপূর্ব্বতো বাস্তুমণ্ডলমুদ্ঘাট্য স্বয়ং কৃতপূর্ব্বাহ্নিকক্রিয়ো দীক্ষাসংকল্পং বিধায় বাস্তুদেবতাঃ সংপূজ্য মণ্ডলস্য পুরতঃ স্বাসনোপবিষ্টঃ তয়োপদেক্ষ্যমাণবিদ্যয়া শীর্ষমুখন্যাসাদিকৃত্বা পূজাসংভারান্ স্বস্ব স্থানে হবস্থাপ্য নিজদক্ষিণতোগুরুং বামতো গণেশমভ্যর্চ্চ্য মণ্ডলান্তঃ পীঠপূজাং কৃত্বা কর্ণিকোপরি শালীন্

সমভূমিতে নবহস্ত পরিমিত চতুর্দ্বার চতুস্তোরণযুক্ত মণ্ডপ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে পূর্ব্বাদি দিক্ সকলে চতুরস্র ধনুস্তুল্য ত্রিকোণ বর্ত্তুলাকার কুণ্ড সকল, অথবা উত্তরদিকে চতুরস্র,যোনি ও মেখলার সহিত একটী কুণ্ডমাত্র করিয়া তন্মধ্যে সুলক্ষণ দীক্ষা মণ্ডল অথবা পদ্মগর্ব্ব সর্ব্বতো ভদ্রমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তৎ পূর্ব্বে বাস্তুমণ্ডল উল্লেখন পূর্ব্বক স্বয়ং পূর্ব্বাহ্লিক ক্রিয়া সমাধা করিয়া দীক্ষা সঙ্কল্প করত বাস্তুদেবতা পূজানন্তর মণ্ডলাগ্রে নিজাসনে উপবিষ্ট হইয়া সেই উপদেক্ষ্যমাণ বিদ্যা দ্বারা শীর্ষ ও মুখন্যাসাদি করত পূজা দ্রব্যসকল যথা স্থানে স্থাপন করিয়া নিজ দক্ষিণে গুরু এবং বামে গণেশের পূজা করিয়া মণ্ডল মধ্যে পীঠ-

দর্ভাংশ্চ বিন্যস্য তদুপরি নবং লোহিতং সজলং নবপল্লব-পঞ্চরত্নোপেতং গন্ধাক্ষতস্রগ্ভূষিতং দর্ভকূর্চ্চোপেতং বাসোযুগবেষ্টিতং কলসং নিধায় তত্রৈব প্রাগাদিদিক্ষু অষ্টৌ কলসান্ চূতাশ্বত্থপলাশাদিপল্লবোপেতান্ অবস্থাপয়েৎ। একমেব বা প্রধানকলসং॥ ২০॥

উক্তঞ্চ শঙ্করভগবৎপূজ্যপাদৈঃ॥

প্রোক্তেনৈবং কলসবিধিনৈকেন বানেককুম্ভৈরিতি। বিহিতকষায়োদকৈর্ব্বা কলসপূরণং। ততঃ কষায়জল-পূরিতে শুদ্ধজলপূরিতে বা। শঙ্খে চন্দন-কর্পূরাগুরু

পূজা করিয়া কর্ণিকার উপরি ভাগে ধান্য ও কুশ সকল বিন্যাস পূর্ব্বক তদুপরি নূতন লোহিতবর্ণ জলপূর্ণ, নবপল্লব ও পঞ্চরত্নযুক্ত চন্দন অক্ষত ও মালা দ্বারা বিভূষিত, দর্ভ কূর্চ্চ (কুশমুষ্টি) যুক্ত বস্ত্রযুগ বেষ্টিত কলস নিধান করিয়া সেই স্থানেই পূর্ব্বাদিদিকে চূত অশ্বত্থ পলাশাদি পল্লবসমন্বিত আটটী কলস সংস্থাপন করিবে। অথবা একটী মাত্র প্রধান কলস স্থাপন করিবে॥ ২০॥

ভগবৎ-পূজ্যপাদ শঙ্কর কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে যথা॥

পূর্ব্বোক্ত এই প্রকার একটী কলস বিধিতেই হউক অথবা বহু কুম্ভদ্বারাই হউক ইতি।

শুদ্ধোদক বা কষায়োদক দ্বারা কলস পূরণ করিবে। তদনন্তর কষায়োদক পূরিত বা শুদ্ধ জলপূরিত শঙ্খে চন্দন কর্পূর, অগুরু, কুঙ্কুম, কপি (শিহ্লক অর্থাৎ লোবান) মাংসী,

কুঙ্কুমকপিলাংসীরোচনাকচোরাখ্যং গন্ধাষ্টকং বিলোড্য তত্রাষ্টত্রিংশৎকলাঃ প্রবিন্যসেৎ।

তাশ্চ।

অমৃতা মানদা পূষা তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ রতিঃ ধৃতিঃ শশিনী চন্দ্রিকা কান্তিঃ জ্যোৎস্না শ্রীঃ প্রীতিঃ অঙ্গনা পূর্ণামৃতা জ্ঞানা তপনী তাপনী ধূম্রা মরীচিঃ জ্বলিনী রুচিঃ সুষুম্না ভোগদা বিশ্বা বোধনী ধারণী ক্ষমা ধূম্রার্চ্চিঃ উষ্মা জ্বলিনী জ্বালিনী বিস্ফুলিঙ্গিনী সুশ্রীঃ সুরূপা কপিলা হব্যবহা কব্যবহা ইতি ॥ ২১॥

অথ পঞ্চাশৎ কলাঃ প্রবিন্যসেৎ।

তাশ্চ।

(জটামাংসী) রোচনা (রক্তকম্বল) ও কচোরাখ্য (ককোল) এই গন্ধাষ্টক বিলোড়ন করিয়া তাহাতে অষ্টত্রিংশৎ কলা বিন্যাস করিবে।

কলা সকলের নাম যথা ॥

অমৃতা, মানদা, পূষা, তুষ্টি, পুষ্টি, রতি, ধৃতি, শশিনী, চন্দ্রিকা, কান্তি, জ্যোৎস্না, শ্রী, প্রীতি, অঙ্গনা, পূর্ণামৃতা, জ্ঞানা, তপনী, তাপনী, ধূম্রা, মরীচি, জ্বলিনী, রুচি, সুষুম্না, ভোগদা, বিশ্বা, বোধনী, ধারণী, ক্ষমা, ধূম্রা, অর্চ্চিঃ, উষ্মা, জ্বলিনী, জ্বালিনী, বিস্ফুলিঙ্গিনী, সুশ্রী, সুরূপা, কপিলা, হব্য-বহা ও কব্যবহা ইতি ॥ ২১ ॥

অনন্তর পঞ্চাশৎকলা বিন্যাস করিবে।

তাহাদের নাম যথা ॥

সৃষ্টিঃ ঋদ্ধিঃ স্মৃতিঃ ধৃতিঃ কান্তিঃ লক্ষ্মীঃ দ্যুতিঃ স্থিতিঃ সিদ্ধিঃ জরা ফলিনী শান্তিরৈশ্বরী সর্ব্বকামিকা বরদা হ্লাদিনী প্রীতিঃ দীর্ঘা তীক্ষ্ণা রৌদ্রা স্থিরা অভয়া নিদ্রা তন্দ্রী ক্ষুৎ ক্রোধনী ক্রিয়া উৎকারী মৃত্যুঃ পীতা চেতা অরুণা অসিতা হরিতা নিকৃতিঃ প্রতিষ্ঠা বিদ্যা শান্তিঃ ইন্ধিকা দীপিকা রেচিকা মোচিকা সূক্ষ্মা মৃতা জ্ঞানা অমৃতা আপ্যায়িনী ব্যাপিনী ব্যোমরূপা অনন্তেতি ॥ ২২ ন্যাসশ্চ কলানাং প্রণবাদি নমোঽন্তনামোচ্চারণেন। ততোহংসঃ শুচিষৎ প্রতদ্বিষ্ণু ত্রিয়ম্বক বিষ্ণুর্যোনিমিতি পঞ্চমাত্রা বিন্যস্য। প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রং অমুষ্যেত্যাদি

সৃষ্টি, ঋদ্ধি, স্মৃতি, ধৃতি, কান্তি, লক্ষ্মী, দ্যুতি, স্থিতি, সিদ্ধি, জরা, ফলিনী, শান্তি, ঐশ্বরী, সর্ব্বকামিকা, বরদা, হ্লাদিনী, প্রীতি, দীর্ঘা, তীক্ষ্ণা, রৌদ্রা, স্থিরা, প্রভয়া, নিদ্রা, তন্দ্রী, ক্ষুৎ, ক্রোধনী, ক্রিয়া, উৎকারী, মৃত্যু, পীতা, চেতা, অরুণা, অসিতা, হরিতা, নিকৃতি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তি, ইন্ধিকা, দীপিকা, রেচিকা, মোচিকা, সূক্ষ্মা, মৃতা, জ্ঞানা, অমৃতা, আপ্যায়িনী, ব্যাপিনী, ব্যোমরূপা ও অনন্তা ইতি ॥ ২২ ॥

প্রণবাদি নমোঽন্ত নামোচ্চারণ দ্বারা কলসকলের ন্যাস করিবে।

তদনন্তর হংসঃ, শুচিষৎ, প্রতদ্বিষ্ণু, ত্রিয়ম্বক, বিষ্ণু-র্যোনিং” এই পঞ্চমন্ত্রা বিন্যাসপূর্ব্বক, প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্র

মায়ান্তু স্বাহেত্যন্তং ন্যসেৎ। ততো মূলমন্ত্রমুচ্চারয়ন্ শঙ্খস্থং জলং প্রধানকলসে নিক্ষিপেৎ॥ ২৩॥

অথ পূর্ব্বেদ্যুরুপোষিতং শিষ্যং মণ্ডলস্য পুরতঃ উপবেশ্য কালং স্মৃত্বা এবং গুণবিশেষণবিশিষ্টায়াং তিথৌ শিশোরস্যানুগ্রহার্থং দেবতার্চ্চনং করিষ্যামীতি সঙ্কল্প্য-কৃতন্যাসঃ কলসে দেবতামাবাহ্য শকলীকৃত্যোপদেক্ষ্যমাণমন্ত্রেণাসনাদীন্নৈবেদ্যান্তানুপচারান্ প্রকল্প্য শুভলক্ষণে কুণ্ডে হোমং কুর্য্যাৎ॥ ২৪ ॥

কুণ্ডলক্ষণং ভবিষ্যপুরাণাম্নায়রহস্য জ্ঞানমুক্তাবলী নারদীয় মোহন স্বায়ম্ভুব ত্রৈলোক্যসার মুখ্যমুনিপ্রণীতত-

---

অমুষ্যেত্যাদি স্বাহান্তমায়াবীজ (হ্রীং) ন্যাস করিবে। তৎপরে মূলমন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক প্রধান কলসে শঙ্খস্থজল নিক্ষেপ করিবে॥ ২৩॥

অনন্তর পূর্ব্বদিবস কৃতোপবাস শিষ্যকে মণ্ডলাগ্রে উপবেশন করাইয়া যথাকাল জ্ঞাত হইয়া এই প্রকার গুণবিশেষণবিশিষ্ট তিথিতে এই শিশুর প্রতি অনুগ্রহের নিমিত্ত দেবতার্চ্চন করিব, এই সঙ্কল্পপূর্ব্বক কৃতন্যাস হইয়া কলসে দেবতা আবাহন করত শকলীকৃত্য (মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক) উপদেক্ষ্যমাণ মন্ত্রদ্বারা আসনাদি নৈবেদ্যান্ত উপচার কল্পনা পুরঃসর শুভলক্ষণে কুণ্ডে হোম করিবে॥ ২৪ ॥

কুণ্ডলক্ষণ ভবিষ্যপুরাণ, আম্নায়রহস্য, জ্ঞানমুক্তাবলী, নারদীয়, মোহন, স্বায়ম্ভুব, ত্রৈলোক্যসার ও মুখ্যমুনি প্রণীত

নেকগ্রন্থানুসারত এব বিজ্ঞেয়ং ॥

শতার্দ্ধহোমে বদ্ধমুষ্টিহস্তমিতং কুর্য্যাৎ শতহোমেত্ব-রত্নিমিতং। সহস্রহোমে চতুর্ব্বিংশত্যঙ্গুলহস্তমিতং ॥

অঙ্গুলমানন্তু। তির্য্যগ্‌যবোদরাণ্যষ্টৌ ঊর্দ্ধাস্ত্রয়ো ব্রীহয়ো বা মধ্যমা মধ্যপর্ব্ব বা ॥

অযুতহোমে দ্বিহস্তমিতং লক্ষহোমে চতুর্হস্তমিতং কোটিহোমেঽষ্টহস্তমিতং এষু সর্ব্বেষু কুণ্ডেষু পর্ব্বমাত্র-মধিকং নিক্ষিপ্য ধ্বজা সাধয়েৎ ॥

অত্র খাতকণ্ঠযোনির্মেখলামানজ্ঞানায়েয়ং পরিভাষা ॥

যৎকিঞ্চিৎ কুণ্ডং চতুর্ব্বিংশতিধা বিভজ্য চতুর্ব্বিংশমঙ্গুলং

নানাগ্রন্থানুসারে জানিতে হইবে।

শতার্দ্ধহোমে মুষ্টিবদ্ধ হস্তপরিমিত, শতহোমে অরত্নি (কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্য্যন্ত হস্ত) পরিমিত এবং সহস্রহোমে চতু-র্ব্বিংশতি অঙ্গুলমানের হস্ত পরিমিত করিবে ॥

অঙ্গুলি পরিমাণ যথা ॥

পার্শ্ববিন্যস্ত অষ্ট যব, অথবা ঊর্দ্ধন্যস্ত তিন ব্রীহি কিম্বা মধ্যম অঙ্গুলির মধ্যপর্ব্ব।

অযুতহোমে দ্বিহস্ত পরিমিত, লক্ষহোমে চতুর্হস্ত-পরিমিত ও কোটিহোমে অষ্টহস্ত পরিমিত কুণ্ড করিবে। এই সকল কুণ্ডে পর্ব্বমাত্র অধিক নিক্ষেপ পূর্ব্বক ধ্বজাসাধন করিবে। এই বিষয়ে খাত, কণ্ঠযোনি এবং মেখলা পরি-মাণ জ্ঞানের নিমিত্ত এই পরিভাষা জানিতে হইবে। যে কোন কুণ্ড চতুর্ব্বিংশতিপ্রকারে বিভাগ করতঃ চতুর্ব্বিংশতি

পরিকল্প্য তৈশ্চতুর্ব্বিংশতিভি র্হস্তং কল্পয়িত্বা তন্মানেন চতুরস্রং কুণ্ডখাতং কুর্য্যাৎ তেনৈব হস্তমানেন মেখলা-সহিতমধস্তাদূপেব খনেৎ ॥

অতঃ প্রথমমেখলোচ্ছ্রায়ো নবাঙ্গুলঃ। তদধঃ খাতমঙ্গু-লানি পঞ্চদশ। এবং চতুর্ব্বিংশত্যঙ্গুলং খাতং সম্প-দ্যতে ॥ ২৬ ॥

অথ খাতাদ্বহিরেকাঙ্গুলং কণ্ঠং কুর্য্যাৎ। তত্র প্রথমমেখ-লায়া বহিরুচ্ছ্রায়ো বিস্তারশ্চ চতুরঙ্গুলঃ। তদ্বহির্দ্বিতীয়-স্যাস্ত্র্যঙ্গুলস্তথৈব তৃতীয়ায়া দ্ব্যঙ্গুলঃ ॥

অথ পশ্চিমমেখলাত্রয়াদুপরি যোনিং কুর্য্যাৎ দৈর্ঘ্যে দ্বাদশাঙ্গুলানি বিস্তারে অষ্টৌ উচ্ছ্রায়ে একমঙ্গুলং।

অঙ্গুল কল্পনাপূর্ব্বক তাহারই চতুর্ব্বিংশতিদ্বারা হস্তকল্পনা করিয়া সেই হস্তপরিমাণে চতুরস্র কুণ্ড খাত করিবে। সেই হস্তপরিমাণে মেখলার সহিত অধোভাগেও সেইরূপ খনন করিবে। তদনন্তর প্রথমমেখলার উচ্ছ্রায় নয় অঙ্গুল। তাহার নীচে পঞ্চদশ অঙ্গুল খাত করিবে। এই প্রকার করিলে চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুল পরিমিত খাত সম্পন্ন হয় ॥২৬॥

অনন্তর খাতের বহির্দ্দেশে একাঙ্গুলপরিমিত কণ্ঠ করিবে। তাহাতে প্রথম মেখলার বহির্দ্দেশের উচ্ছ্রায় ও বিস্তার চতু-রঙ্গুল, তদ্বাহ্যে দ্বিতীয়মেখলার ত্র্যঙ্গুল, তদ্রূপ তৃতীয়মেখ-লার তিন অঙ্গুল উচ্ছ্রায় ও বিস্তার হইবে। অনন্তর পশ্চিম মেখলাত্রয়ের উপরি যোনি করিবে, ঐ যোনি দীর্ঘে দ্বাদশ অঙ্গুল, বিস্তারে অষ্ট অঙ্গুল এবং উচ্ছ্রায়ে এক অঙ্গুল হইবে।

যোনেঃ পরিত একাঙ্গুলা মেখলা। কুণ্ডমধ্যে প্রবিষ্টং যোন্যগ্রমেকাঙ্গুলং যোনিরন্ধ্রে গজকুম্ভদ্বয়াকৃতিবৃত্তদ্বয়ং। যোনিমধ্যে রন্ধ্রং কুর্য্যাৎ। শেষা যোনিরশ্বত্থদলাকারা কার্য্যা। ইতি খাত-কণ্ঠ-মেখলা-যোনি-লক্ষণানি। তদেতৎ কুণ্ডলক্ষণং ॥ ২৭ ॥

অন্যান্যথাত্বে দোষমাহ হারীতঃ ॥

বিস্তারাধিক্যহীনত্বে অল্পায়ুর্জায়তে ধ্রুবং।
খাতাধিক্যে ভবেদ্রোগী হীনেতু ধনসংক্ষয়ঃ ॥
কুণ্ডে বক্রেতু সন্তাপো মরণং ছিন্নমেখলে।
শোকস্ত্ব মেখলোনত্বে তদাধিক্যে পশুক্ষয়ঃ।

অপর, যোনির চতুর্দ্দিকে একাঙ্গুল মেখলা, কুণ্ডমধ্যে যোনির অগ্রে একাঙ্গুল পরিমিত প্রবিষ্ট এবং যোনিরন্ধ্রে গজকুম্ভ-দ্বয়াকৃতি দুইটী বৃত্ত হইবে, তথা যোনির মধ্যে ছিদ্র করিবে, শেষযোনি অশ্বত্থদলাকার করিবে। এই প্রকার খাত, কণ্ঠ, মেখলা ও যোনির লক্ষণ জানিবে। এই লক্ষণাক্রান্ত কুণ্ডই প্রসিদ্ধ ॥ ২৭ ॥

ইহার অন্যথা হইলে কুণ্ডে দোষ হয় ॥

হারীতমুনি বলিয়াছেন যথা।

কুণ্ডের বিস্তারের আধিক্য বা ন্যূন হইলে নিশ্চয় অল্পায়ু হয়, খাতের আধিক্য হইলে রোগী হয়, খাতের অল্পতা হইলে ধন হানি ঘটিয়া থাকে, কুণ্ড বক্র হইলে সন্তাপ, মেখলা ছিন্ন হইলে মরণ, মেখলা ঊন হইলে শোক, তাহার আধিক্য হইলে পশুক্ষয়, যোনিহীন হইলে ভার্য্যা-

ভার্য্যানাশো যোনিহীনে কণ্ঠহীনে শুভক্ষয়ঃ ॥ ইতি ॥২৮

অনুক্তকুণ্ডবিশেষস্তু ॥

হোমস্ত্বধিক সংখ্যোন্ন্যূনসংখ্যাবিহিতে কুণ্ডে কার্য্যো নাধিকসংখ্যাবিহিতে। ন্যূনসংখ্যায়া অধিকসংখ্যায়ামন্তর্ভাবাৎ ॥ ২৯ ॥

উক্তঞ্চাভিযুক্তৈঃ ॥

ন্যূনসংখ্যোদিতে কুণ্ডেঽধিকো হোমো বিধীয়তে ।
অনুক্তকুণ্ডে ন্যূনস্তু নাধিকে শস্যতে কচিৎ ॥ ৩০ ॥

ইতি কুণ্ডলক্ষণং ॥

এতচ্চ যত্র কুণ্ডোপাদানং তত্র সর্ব্বত্র পুরশ্চরণহোমা-

নাশ ও কণ্ঠহীনে মঙ্গল বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

অনুক্ত অর্থাৎ যাহার কুণ্ডবিশেষ উল্লেখ করা হয় নাই এমত হোমের বিধান যথা।

ন্যূনসংখ্যাবিহিত কুণ্ডে অধিকসংখ্যক হোম করিবে, অধিক সংখ্যাবিহিতকুণ্ডে ন্যূনসংখ্যক হোম করিবে না, যে হেতু ন্যূনসংখ্যা অধিক সংখ্যার মধ্যপাতী ॥ ২৯ ॥

তান্ত্রিকগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে যথা।

ন্যূনসংখ্যাবিহিতকুণ্ডে অধিক হোম করিবে, অনুক্তকুণ্ড ন্যূন সংখ্যক হোম, অধিক সংখ্যক কুণ্ডে কখনই করিবে না ॥ ৩০ ॥

ইতি কুণ্ডলক্ষণ ॥

এই সকল যে স্থানে কুণ্ডের উপাদান (গ্রহণ) সেই

দাবনুসন্ধেয়ং ॥

তত্রৈতস্মিন্ কুণ্ডে উল্লেখনাদিকৃত্বা প্রণবেনাগ্নিং প্রতিষ্ঠাপ্য চিৎপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্ব্বং জ্ঞাপয় জ্ঞাপয় স্বাহেতি মন্ত্রেণ প্রজ্বাল্য ॥

অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনং।

সুবর্ণবর্ণমমলং প্রসিদ্ধং বিশ্বতোমুখমিত্যুপস্থায়াগ্নে সপ্তজিহ্বা ন্যসেৎ ॥ ৩১ ॥

হিরণ্যা গগণা রক্তা কৃষ্ণা সুপ্রভা বহুরূপা অতিরূপা-চেতি জিহ্বাঃ ॥ ৩২ ॥

ততঃ সহস্রার্চ্চিঃ স্বস্তিপূর্ণঃ উত্তিষ্ঠপুরুষঃ ধূমব্যাপী সপ্ত-

---

সকল স্থানে পুরশ্চরণ হোমাদিতে অনুসন্ধান করিবে।

সেই স্থানে এই কুণ্ডে উল্লেখনাদিপূর্ব্বক প্রণবদ্বারা অগ্নি স্থাপন করত "চিৎপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্ব্বং জ্ঞাপয় জ্ঞাপয় স্বাহা" এই মন্ত্রদ্বারা অগ্নিং প্রজ্বলিত করিয়া। "অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনং। সুবর্ণবর্ণমমলং প্রসিদ্ধং বিশ্বতোমুখং" এই মন্ত্র বলিয়া উপস্থানপূর্ব্বক অগ্নিতে সপ্তজিহ্বান্যাস করিবে॥ ৩১ ॥

অগ্নির সপ্তজিহ্বা যথা ॥

হিরণ্যা, গগণা, রক্তা, কৃষ্ণা, সুপ্রভা, বহুরূপা ও অতিরূপা, এই সপ্ত জিহ্বা ॥ ৩২ ॥

তদনন্তর "সহস্রার্চ্চিঃ, স্বস্তিপূর্ণ, উত্তিষ্ঠপুরুষ, ধূমব্যাপী, সপ্ত-

জিহ্বঃ ধনুর্দ্ধরঃ ইতি ষড়ঙ্গদেবতা বিন্যস্য মূর্দ্ধাং সপার্শ্ব-
কট্যঙ্কুকটিপার্শ্বাংসেষু। জাতবেদাঃ সপ্তজিহ্বঃ হব্যবাহনঃ
অশ্বোদরজঃ বৈশ্বানরঃ কৌমারতেজাঃ বিশ্বমুখঃ দেব-
মুখঃ ইত্যষ্টমূর্ত্তী বিন্যস্য গন্ধাদিভি র্জিহ্বাঙ্গমূর্ত্তীঃ
সম্পূজ্য। বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্ব-
কর্ম্মাণি সাধয় স্বাহেতি বৈশ্বানরং সম্পূজয়েৎ ॥ ৩৩॥
ততঃ সাম্প্রদায়িকাংশ্চতুঋ্ত্বিজোবৃত্বা অগ্নিং পরিস্তী-
র্য্যাজ্যং সংস্কৃত্য ব্যাহৃতী হুর্ত্বানন্তরং বৈশ্বানরমন্ত্রেণ-
ত্রিহুর্ত্বা অগ্নের্গর্ভাধান পুংসবনসীমন্তোন্নয়নজাতকর্ম্মচৌ-
লোপনয়ন সমাবর্ত্তন বিবাহাখ্যান্ সংস্কারান্ প্রণবমন্ত্রেণ

জিহ্ব, ধনুর্দ্ধর এই মন্ত্রে হৃদাদি ষট্স্থানে ষড়ঙ্গদেবতা ন্যাস
করিয়া মস্তক, দক্ষিণস্কন্ধ, দক্ষিণপার্শ্ব, দক্ষিণকটি, লিঙ্গ, বাম-
কটি, বামপার্শ্ব, বামস্কন্ধ এই অষ্টাঙ্গে জাতবেদাঃ সপ্তজিহ্ব
হব্যবাহন অশ্বোদরজ বৈশ্বানর কৌমারতেজাঃ বিশ্বমুখ ও
দেবমুখ এই অষ্টমূর্ত্তি বিন্যাসপূর্ব্বক গন্ধাদিদ্বারা জিহ্বাঙ্গ-
মূর্ত্তির পূজা করত "বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ
সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা" এই মন্ত্রে বৈশ্বানরের (অগ্নির)
পূজা করিবে ॥ ৩৩ ॥

তদনন্তর সাম্প্রদায়িক (বৈষ্ণব) চারিজন পুরোহিতকে বরণ
করিয়া অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করত আজ্য সংস্কারপূর্ব্বক ব্যাহৃতি
হোম করণানন্তর বৈশ্বানর মন্ত্রদ্বারা তিন বার হোম করত
অগ্নির গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, চূড়াকরণ,
উপনয়ন, সমাবর্ত্তন এবং বিবাহ সংজ্ঞক সংস্কার সকল প্রণব

আহুত্যষ্টকেনচ কৃত্বা ঋত্বিজঃ প্রেষয়েৎ ॥
তেত্বেবং কুর্য্যুঃ প্রথমং জিহ্বাঙ্গমূর্ত্তীর্ম ন্ত্রৈরেকীকৃত্য হুত্বা গণেশমন্ত্রেণ দশবারং হুত্বা উপদেশ্যমানমন্ত্রেণ বিংশতিকৃত্বো হুত্বা সাজ্যেন পায়সেনাষ্টোত্তরসহস্রং অষ্ট-শতং বা প্রধানমন্ত্রেণৈব জুহুয়াৎ ॥ ৩৪ ॥
ততো মহাব্যাহৃতীরাজ্যেন হুত্বা ॥
ইতঃ পূর্ব্বপ্রাণবুদ্ধীন্দ্রিয় দেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্ন সুষুপ্তিষু মনসা বাচা কর্ম্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শীষ্ণা চ যৎকৃতং যদুক্তং যৎস্মৃতং তৎসর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবত্বিতি ব্রহ্মার্পণমন্ত্রেণ হুত্বা মণ্ডলে বলিং দদ্যাৎ ॥৩৫॥
তত ঋক্ষবাররাশ্যধিপগ্রহকরণেভ্যো গন্ধপুষ্পধূপদীপ-

দ্বারা অষ্ট আহুতি হোম করত পুরোহিতগণকে প্রেরণ করিবে। তাঁহারা এই প্রকার করিবেন যথা-প্রথমতঃ জিহ্বাঙ্গ-মূর্ত্তি মন্ত্রদ্বারা এক করিয়া হোম করতগণেশ মন্ত্রে দশবার হোম করিয়া উপদেশ্যমানমন্ত্রে বিংশতিবার হোম করত ঘৃতযুক্ত পায়স দ্বারা অষ্টোত্তর শত অথবা অষ্টোত্তর সহস্র প্রধান মন্ত্র দ্বারা হোম করিবেন ॥ ৩৪ ॥

তদনন্তর আজ্যদ্বারা মহাব্যাহৃতী হোম করত "ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধীন্দ্রিয় দেহ ধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষু-প্তিষু মনসা বাচা কর্ম্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শীষ্ণা চ যৎ কৃতং যদুক্তং যৎ স্মৃতং তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু" এই ব্রহ্মার্পণ মন্ত্রদ্বারা হোম করতঃ মণ্ডলে বলি দিবেন ॥ ৩৫ ॥

তাহার পর নক্ষত্র, বার, রাশির অধিপতি গ্রহ, করণ ও

পূর্ব্বকং বলিং সমর্প্য দেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যো নম ইতি বদেৎ ॥ ৩৬ ॥

অথাচার্য্যো মহাপ্রসাদ ইতি দেবায়সমর্পিতং নৈবেদ্যমুদ্ধৃত্যাচমনীয়মুখবাসাদীনুপচারান্ কৃত্বা ভগবন্মদীয়ান্তঃকরণে সন্নিধিবিশেষং কৃত্বা শিশোরস্য সংপ্রপন্নস্যানুগ্রহং কর্ত্তুমর্হসীতি সংপ্রার্থ্য প্রধানকলসোদকং মূলমন্ত্রেণাষ্টোত্তরসহস্রং কূর্চ্চমূলং ধৃত্বাভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ৩৭ ॥

ইতরাংশ্চতুরঃ কলসান্ দিনেশ গণেশ মহেশ ভুবনেশী মন্ত্রৈ র্মূলমন্ত্রেণ বা প্রত্যেকমষ্টোত্তরসহস্রং ঋত্বিজোঽভিমন্ত্রয়েয়ুঃ ॥

দিক্ সকলকে গন্ধপুষ্প ধূপ দীপ প্রদান পূর্ব্বক বলি সমর্পণ করত "দেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যো নমঃ" এই বলিবে ॥ ৩৬ ॥

অনন্তর আচার্য্য মহাপ্রসাদ এই বলিয়া দেবতাকে সমর্পিত নৈবেদ্য উদ্ধার পূর্ব্বক আচমনীয় মুখবাসাদি উপচার প্রদানপুরঃসর "ভগবন্মদীয়ান্তঃকরণে সন্নিধি বিশেষং কৃত্বা শিশোরস্য সংপ্রপন্নস্যানুগ্রহং কর্ত্তুমর্হসি" এই প্রার্থনা করত প্রধান কলসের জল মূলমন্ত্র দ্বারা অষ্টোত্তর সহস্র কূর্চ্চমূল (কুশমুষ্টিমূল) ধারণ করিয়া অভিমন্ত্রণ করিবে ॥৩৭॥

অপর চারি কলসকে দিনেশ গণেশ মহেশ ভুবনেশী মন্ত্রদ্বারা অথবা মূলমন্ত্রদ্বারা ঋত্বিক্ সকল প্রত্যেককে অষ্টোত্তর সহস্রবার অভিমন্ত্রণ করিবেন। তদনন্তর ঋত্বিক্ আচার্য্যের

ততঃ সার্দ্ধিগাচার্য্যমাত্মানং দেবং ভাবয়ন্তং সুসংযতং শিষ্যং একাদশবারং মূলমন্ত্রং জপন্ সর্ব্বৈঃ কলসৈর্ব্বিপ্রাশীর্ব্বাদবাদ্যঘোষাদিভিরভিষিঞ্চেৎ ॥ ৩৮ ॥

অথ শিষ্যো নবে বাসসী পরিধায় স্নানশাটীমস্পৃশন্ কৃতাচমনঃ স্রগ্‌গন্ধাদ্যলঙ্কৃতঃ কৃতনীরাজনো মণ্ডপান্তরাগত্য দেবগুর্ব্বাদীন্ শক্ত্যা নমস্কৃত্য কার্পণ্যদোষেত্যাদিনা-গুরুং সম্প্রার্থ্য দেবং স্মরন্ কৃতাঞ্জলি গুরুসমীপ উপবিশেৎ ॥ ৩৯ ॥

অথ গুরুঃ দীক্ষাঙ্গতয়া কৃতসকলীকরণো দেবায় গন্ধপুষ্প ধূপ দীপাদীন্ সমর্প্য পুরুষাহারসম্মিতং পায়সং

সহিত আত্মাকে দেবভাবনাকারি সুসংযত শিষ্যকে একাদশবার মূলমন্ত্র জপ পুরঃসর সকল কলসস্থ জলদ্বারা ব্রাহ্মণাশীর্ব্বাদবাক্য বাদ্যধ্বনি পুরঃসর অভিষেক করিবেন ॥ ৩৮ ॥

অনন্তর শিষ্য নূতনবস্ত্রদ্বয় পরিধান পূর্ব্বক স্নানশাটী স্পর্শ না করিয়া আচমন করত মালা গন্ধাদি অলঙ্কার ভূষিত কৃতনীরাজন হইয়া মণ্ডপমধ্যে সমাগত হওত যথাশক্তি দেবতা ও গুরুগণকে প্রণাম পুরঃসর কার্পণ্যদোষেত্যাদি মন্ত্রে গুরুর নিকট প্রার্থনা পূর্ব্বক ইষ্টদেবকে স্মরণ করত কৃতাঞ্জলি হইয়া গুরু সমীপে উপবেশন করিবে ॥ ৩৯ ॥

অনন্তর গুরু দীক্ষাঙ্গীভূত কৃতসকলীকরণ (দেবতার অঙ্গে ষড়ঙ্গ ন্যাস) দেবোদ্দেশে গন্ধপুষ্প ধূপদীপাদি সমর্পণ পূর্ব্বক পুরুষাহার পরিমিত পায়সান্ন নিবেদন করত পুষ্পাঞ্জলি প্রদান

নিবেদ্য পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা দেবমাত্মানং ভাবয়েৎ ॥
শুমুহূর্ত্তে নানাবাদিত্রঘণ্টাব্রহ্মঘোষোপেতঃ শিষ্যশিরসি করতলং নিধায় দক্ষিণকর্ণে ত্রিঃকৃত্বো মূলমন্ত্রমুপদিশেৎ স শিষ্যশ্চ গুরুদেবতামন্ত্রৈক্যং ভাবয়ন্নুচ্চারয়েৎ ॥ ৪০ ॥
ততোগুরুঃ সাক্ষতমুদকং গৃহীত্বা সমোহস্ত্বাবয়োরেষ মন্ত্র ইত্যুক্ত্বা মূলমন্ত্রমুচ্চার্য্য শিষ্যহস্তে নিক্ষিপেৎ ॥ ৪১ ॥
অথ মণ্ডলদেবতাঞ্চ প্রদর্শ্য দেবান্ প্রদর্শ্য পায়সপ্রসাদং মহাফলঞ্চ দত্ত্বা কৃতকৃত্যোঽসি ভগবতানুগৃহীতোঽসীতি॥
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যমরিনাশঃ স্বয়ঞ্জয়ঃ।

দেবতাকে আত্মাস্বরূপ চিন্তা করিবে।

গুরু শুভক্ষণে নানা বাদিত্র, ঘণ্টা ও বেদধ্বনি-সমন্বিত হইয়া শিষ্যের মস্তকে করতলবিন্যাসপূর্ব্বক দক্ষিণকর্ণে তিনবার মূলমন্ত্র উপদেশ করিবেন। সেই শিষ্যও গুরু, দেবতা এবং মন্ত্র এক এই রূপ ভাবনা করত মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন ॥ ৪০ ॥

তদনন্তর গুরু অক্ষতের সহিত উদক গ্রহণ পূর্ব্বক "সমোহস্ত্বাবয়োরেষ মন্ত্র" এই বলিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক সেই সাক্ষত উদক শিষ্যহস্তে, সমর্পণ করিবেন ॥ ৪১ ॥

অনন্তর মণ্ডলদেবতা ও দেবতাকে দর্শন করাইয়া পায়সপ্রসাদ ও মহাফল প্রদান করত, 'কৃতকৃত্যোঽসি ভগবতানুগৃহীতোঽসি' অর্থাৎ তুমি কৃতকৃত্য এবং ভগবানের অনুগৃহীত হইলা ॥

আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য ও শত্রুনাশ হউক এবং স্বয়ং

সৌভাগ্যঞ্চ পুনশ্চায়ু র্যুষ্মাকঞ্চাস্তু সর্ব্বদা॥
ইত্যাশিষঃ প্রযচ্ছন্নক্ষতান্ শিষ্যশিরসি নিদধ্যাৎ॥ ৪২॥
ততঃ শিষ্যো যথাশক্তি প্রণম্য বাসোঽলঙ্কারাদিনা গুরুং সম্পূজ্য ঋত্বিগ্‌ভ্যো দক্ষিণাং দত্ত্বা অন্যানপি ব্রাহ্মণান্ শক্ত্যা সম্পূজয়েৎ॥
ইতি দীক্ষাবিধানেন যো মন্ত্রং লভতে গুরোঃ।
স ভাগ্যবান্ চিরঞ্জীবী কৃতকৃত্যশ্চ জায়তে॥
ইতি প্রপঞ্চসারাদিপদ্ধতিং বীক্ষ্য বর্ণিতা॥৪৩॥
দীক্ষা সামান্যতঃ কল্পে তদ্বিশেষোঽবধার্য্যতাং॥
ঈদৃগ্দীক্ষায়াশ্চাসম্ভবে সুমুহূর্ত্তে সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলে

জয়যুক্ত হও, সৌভাগ্য ও পুনর্ব্বার আয়ুঃ সর্ব্বদা তোমাদিগের হউক, এই আশীর্ব্বাদ প্রদান পূর্ব্বক শিষ্যের মস্তকে অক্ষত প্রদান করিবেন॥ ৪২॥

তদনন্তর শিষ্য প্রণাম পুরঃসর যথাশক্তি বস্ত্রালঙ্কারাদিদ্বারা গুরুকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক পুরোহিতসকলকে দক্ষিণা দিয়া অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকেও যথাশক্তি পূজা করিবে॥

এই দীক্ষাবিধি অনুসারে যে ব্যক্তি গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র লাভ করে,সে ভাগ্যবান্, চিরজীবী ও কৃতকৃত্য হয়॥

ইহা প্রপঞ্চসারাদিপদ্ধতি দেখিয়া বর্ণিত হইল॥ ৪৩॥

এই সামান্য দীক্ষা, বিশেষ দীক্ষা তত্তৎদেবতার কল্পে জানিবা॥

এই প্রকার দীক্ষার অসম্ভবে শুভক্ষণে সর্ব্বতো ভদ্রমণ্ডলে

লোহিতং গন্ধাক্ষতমালালঙ্কৃতং সপ্তমৃত্তিকা-সর্ব্বৌষধি-পঞ্চরত্নগর্ব্ভিতং কলসমবস্থাপ্য দেবং সম্পূজ্য কুশকূর্চ্চে-নোপদেক্ষ্যমাণমন্ত্রেণাষ্টোত্তরসহস্রমভিমন্ত্র্য পূর্ব্ববচ্ছিষ্য-মভিষিচ্য বিদ্যামুপদিশেৎ ॥ ৪৪ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমৎপরমবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাচার্য্য-শ্রীরামা-চার্য্যবর্য্যসুত-শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্য-বিনির্ম্মিতায়াং শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মানু-ষ্ঠানপদ্ধতৌ শ্রীনৃসিংহপরিচর্য্যায়াং দীক্ষাবিধানে প্রথমঃ পটলঃ ॥ * ॥ ১ ॥ * ॥

লোহিতবর্ণ, গন্ধ অক্ষত মালা বিভূষিত, সপ্তমৃত্তিকা, সর্ব্বৌষধি ও পঞ্চরত্ন-গর্ব্ভিত কলস সংস্থাপন পূর্ব্বক দেবতাপূজা পুরঃসর কুশকূর্চ্চ ও উপদেক্ষ্যমাণ মন্ত্রদ্বারা অষ্টোত্তর সহস্র অভিমন্ত্রণাপূর্ব্বক গুরু পূর্ব্বের ন্যায় শিষ্যকে অভিষেক করিয়া বিদ্যা উপদেশ করিবেন ॥ ৪৪ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমৎপরমবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাচার্য্য শ্রীরামাচার্য্য-বর্য্যসুত শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্য বিনির্ম্মিতায়াং শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতৌ শ্রীনৃসিংহপরিচর্য্যায়াং শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নানু-বাদিতায়াং দীক্ষাবিধানে প্রথমঃ পটলঃ ॥ * ॥

দ্বিতীয়ঃ পটলঃ ॥

-•:○•○:•-

অথ পুরশ্চরণং ॥

এবং গৃহীতদীক্ষঃ সাগরগায়াঃ সরিতঃ সঙ্গমে পশ্চিমাভি-
মুখে লিঙ্গপুরাণোক্তে স্বয়ম্ভূবিষ্ণুগৃহে বিল্বাশ্বত্থাদিমূলে
শুচিনি বা গৃহে ॥ ১ ॥

অথ কূর্ম্মচক্রং ॥

যুগ্মস্বরাণাং ক্রমতো বিলিখ্য
কাদীংশ্চ বর্গান্ ক্রমতঃ ক্ষমীশে।
স্থানাধিপস্যাক্ষরমস্তি যত্র
তং দীপদেশং মুনয়ো বদন্তি ॥ ২ ॥
লিপি পদ্মদলে যত্র সাধকাদ্যক্ষরং পতেৎ।
তৎ কূর্ম্মস্য মুখং দীপস্তত্র স্যাৎ সিদ্ধিরুত্তমা ॥

শিষ্য এই প্রকারে দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক সমুদ্রগামিনী নদীর সঙ্গমে পশ্চিমাভিমুখে লিঙ্গপুরাণোক্ত স্বয়ম্ভু কিম্বা বিষ্ণুগৃহে বিল্ব অশ্বত্থাদি বৃক্ষমূলে অথবা শুচি গৃহে ॥ ১ ॥

কূর্ম্মাকৃতি অষ্টদলপদ্ম লিখিয়া তাহার পূর্ব্বাদি দিক্‌ক্রমে যুগ্মস্বর সকল যথাক্রমে বিলিখন পূর্ব্বক কবর্গাদি সপ্তবর্গ যথাক্রমে পূর্ব্বাদি এবং ঈশানকোণে ক্ষ এই বর্ণ অঙ্কিত করিবে। যে স্থানে স্থানাধিপের অক্ষর বিদ্যমান হয়, মুনিগণ তাহাকে দীপদেশ বলিয়া থাকেন্ ॥ ২ ॥

লিপিপদ্মদলে যেখানে সাধকের আদ্যক্ষর পতিত হইবে সেইটী কূর্ম্মের মুখ, তাহার নাম দীপ, তাহাতে উত্তমা সিদ্ধি

অথ কূর্ম্মচক্রং।

মুখ
পূর্ব্ব
হস্ত
ঈশান
হস্ত
অগ্নি
অ আ
ক খ গ ঘ ঙ
ই ঈ
চ ছ জ ঝ ঞ
অং অঃ
ক্ষ
উত্তর পার্শ্বঃ
দক্ষিণ পার্শ্বঃ
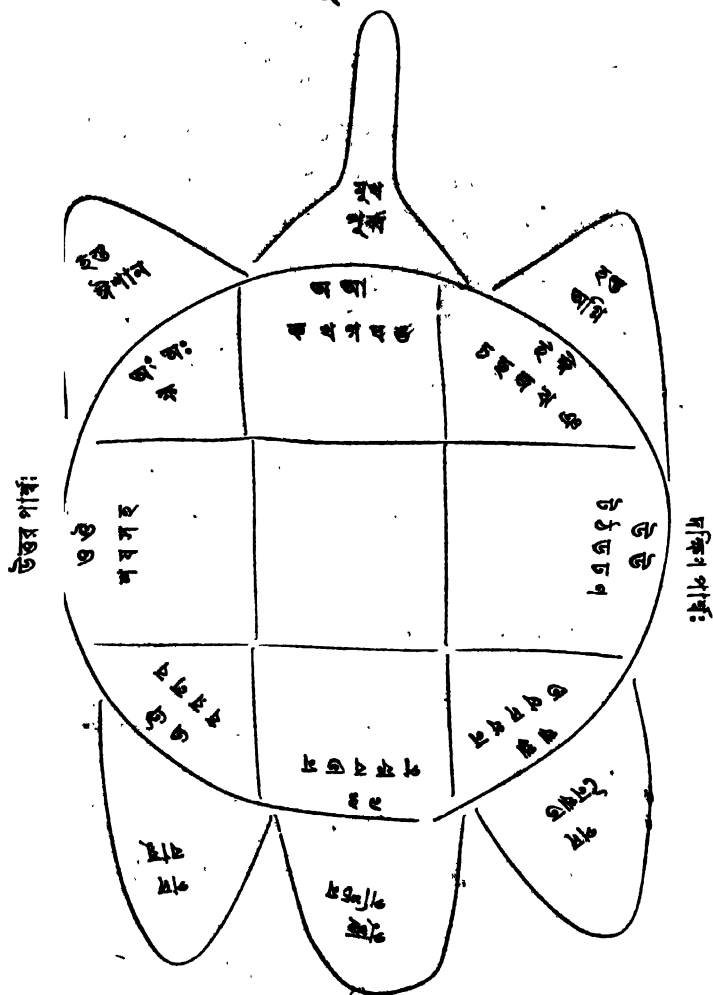
হস্তয়োঃ স্বল্পফলভাগৌদাসীন্যঞ্চ পার্শ্বয়োঃ ॥
পাদয়োর্দুঃখিতঃ পৃষ্ঠে মৃত্যুরুচ্চাটনাদি চেত্যাদিনোক্তে দীপস্থানে ॥ ৩ ॥
শাকভিক্ষাহবিষ্যাশী মন্ত্রস্য বীর্য্যবত্ত্বায় যথেষ্টবিনিয়োগসিদ্ধয়েচ তত্তৎকল্পোক্তপ্রকারেণ পুরশ্চরণং কুর্য্যাৎ॥ ততঃ সিদ্ধমন্ত্রো ভবতি ॥ ৪ ॥
তস্যচ লক্ষণমুক্তমাচার্য্যৈঃ।
সিদ্ধস্য ত্রীণি চিহ্নানি দাতা ভোক্তাপ্যযাচকঃ॥ ইতি ॥ তদেবং গুরুপ্রসাদাৎ কৃতকৃত্যো ভূত্বা যাবজ্জীবং বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বং শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মানুষ্ঠানং কুর্য্যাৎ ॥৫ ॥

লাভ হইয়া থাকে। হস্তদ্বয়ে স্বল্প ফলভাগী, পার্শ্বদ্বয়ে ঔদাসীন্য, পাদদ্বয়ে দুঃখ, পৃষ্ঠে মৃত্যু এবং পুচ্ছ উচ্চাটনাদি হেতু উক্ত দীপস্থানে আসীন হইয়া পুরশ্চরণ করিবে ॥ ৩ ॥

শাক, ভিক্ষা ও হবিষ্যাশী হইয়া মন্ত্রের বীর্য্যবত্ত্বার নিমিত্ত যথেষ্ট বিনিয়োগ সিদ্ধির জন্য সেই সেই কল্পোক্ত প্রকারে পুরশ্চরণ করিবে। তাহা হইলে সাধকের মন্ত্রসিদ্ধি হয় ॥ ৪ ॥

আচার্য্যগণ সিদ্ধমন্ত্রের লক্ষণ বলিয়াছেন যথা ॥

দাতা, ভোক্তা এবং অযাচক, এই তিনটী সিদ্ধের লক্ষণ। এই প্রকার গুরুর অনুগ্রহ হেতুক কৃতকৃত্য হইয়া যাবজ্জীবন বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান করত শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৫ ॥

তত্রৈকাদশীব্রতং ॥

অকরণে প্রত্যবায়শ্রবণাৎ মহাবিষ্ণোঃ পরমপ্রীতি-
হেতুত্বাচ্চ নিত্যং ॥

দর্শপৌর্ণমাসাদিবৎ সংযোগপৃথক্ত্বে নাভীষ্টমৈহিকামুষ্মি-
কঞ্চ ফলং প্রসূতে ইতি সর্ব্বৈরপ্যনুষ্ঠেয়ং ॥

নচাত্র শুক্লৈবৈকাদশী গৃহিণা উপোষ্যেতি মন্তব্যং।

গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ আহিতাগ্নি র্যতি গৃহী।

একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপীতি গৃহিণো-
ঽপ্যুভয়ৈকাদশ্যুপবাসশ্রবণাৎ।

বৈষ্ণবধর্ম্মবিষয়ে একাদশীব্রত যথা ॥

একাদশীর ব্রত অকরণে প্রত্যবায় এবং করণে মহা-
বিষ্ণুর পরম প্রীতি হয় এই হেতুক ইহা নিত্য ॥

সংযোগপৃথক্ত্ব ন্যায় অর্থাৎ সম্বন্ধভেদে দর্শপৌর্ণমাস
যাগবৎ অভিলষিত ঐহিক ও পারলৌকিক ফল প্রসব করে।
এই হেতু এই একাদশী ব্রত সকলেরই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।
পরন্তু শুক্লা একাদশীই গৃহিদিগের উপোষ্যা, কৃষ্ণা উপোষ্যা
নহে এ কথা বলিতে পার না ॥

কারণ গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, সাগ্নিক, যতি ও গৃহী সকলেই
উভয়পক্ষের একাদশীতে ভোজন করিবেন না। এই বচন-
দ্বারা গৃহিদিগেরও উভয় একাদশীতে উপবাস শ্রবণ আছে।
তবে ইহাকে নিষেধ বলিব, তাহাও বলিতে পার না, যে

নম্বয়ং নিষেধঃ। ন তস্য ব্রতমিত্যুপক্রম্যাম্নাতস্য নেক্ষে-
তোদ্যন্তমাদিত্যমিত্যাদেঃ পর্য্যুদাসবৃত্তিত্বাশ্রয়ণে ন ব্রত-
বিধিপরত্ববৎ। বনস্থযতিধর্ম্মোঽয়মিতি ধর্ম্মপদসমভিব্যা-
হৃতস্য ন ভুঞ্জীতেতি বচসোবিধিপরত্বস্য ন্যায়সিদ্ধত্বাৎ॥
নন্বু পুত্রবৎ গৃহিব্যতিরিক্তমেতদস্তু। ন।
য ইচ্ছেৎ বিষ্ণুনা বাসং পুত্রান্ সম্পদমাত্মনঃ।
একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি॥
ইতি বিষ্ণুরহস্যে॥
সপুত্রশ্চ সভার্য্যশ্চ স্বজনৈ র্ভক্তিসংযুতঃ॥
একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপীতি বিষ্ণুধর্ম্মেষু চ।

হেতু "ন তস্য ব্রতং" এই উপক্রম করিয়া কথিত হইয়াছে
যে নবোদিত আদিত্য দর্শন করিবে না ইত্যাদি বাক্যেতে
পর্য্যুদাস বিধির বৃত্তিত্ব আশ্রয় দ্বারা ব্রতবিধিপরত্বের তুল্য
হইয়াছে, যে হেতু এই একাদশীব্রতে "বনস্থয়তি ধর্ম্মোঽয়ং
এই বচনে ধর্ম্মপদ সমভিব্যাহৃত হেতু ন ভুঞ্জীত এই বাক্যের
বিধিপরত্বের ন্যায় সিদ্ধই আছে। তবে পুত্রবান্ গৃহি-
ব্যতিরিক্ত স্থলে এই ব্যবস্থা হউক ?। না। যে ব্যক্তি বিষ্ণুর
সহিত বাস ও আপনার পুত্র বাঞ্ছা করে সে উভয়পক্ষের
একাদশীতে উপবাস করিবে। এই বিষ্ণুরহস্য গ্রন্থে পুত্র,
ভার্য্যা ও স্বজনের সহিত ভক্তিসংযুক্ত হইয়া উভয় পক্ষে-
রই একাদশীতে উপবাস করিবে, ইহা দ্বারা বিষ্ণুধর্ম্মগ্রন্থেও

পুত্রবতোঽপি গৃহিণ উপবাসবিধানাৎ শুক্লামেব সদা গৃহীতি তু বৈষ্ণবেতরগৃহিবিষয়ং ॥ ৬ ॥

যথা শুক্লা তথা কৃষ্ণা যথা কৃষ্ণা তথেতরা।
তুল্যো হি মনুতে যস্ত স বৈ বৈষ্ণব উচ্যতে।
ইতি তত্ত্বসাগরে অভিধানাৎ ॥

ততশ্চ।

স ব্রহ্মহা সুরাপশ্চ কৃতঘ্নো গুরুতল্পগঃ।
বিবেচয়তি যো মোহাদেকাদশ্যোঃ সিতাসিতে ॥

ইত্যাদীনি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদিবচনানি গৃহস্থেতরবিষয়ত্বেন

পুত্রবান্ গৃহির উভয় পক্ষ একাদশীতে উপবাসের বিধান আছে। গৃহী সর্ব্বদাই শুক্লা একাদশীতে উপবাস করিবে, এই বচন বৈষ্ণবেতর অর্থাৎ অবৈষ্ণব গৃহিবিষয়ক জানিতে হইবে ॥ ৬ ॥

যেমন শুক্লা তেমনি কৃষ্ণা, যেমন কৃষ্ণা তেমনি শুক্লা, যে মনুষ্য উভয় একাদশীকে তুল্যরূপে জ্ঞান করেন, তিনিই বৈষ্ণব বলিয়া কথিত হয়েন, তত্ত্বসাগরে এই রূপ কথিত হইয়াছে ॥

তাহার পরেও যে মনুষ্য ভ্রমবশতঃ শুক্লপক্ষীয় ও কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশীর বিচার করে, সে ব্রহ্মহা, মদ্যপায়ী ও গুরুপত্নীগামী হয় ॥

ইত্যাদি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদিগ্রন্থের বচন সকল গৃহস্থেতর

ন সঙ্কোচনীয়ানি। অন্ননিষেধস্তু শুক্লায়ামিব কৃষ্ণায়ামপি পুত্রবদ্গৃহিপ্রভৃতিভির্ব্বৈষ্ণবৈস্তদিতরৈশ্চ সর্ব্বৈরপ্যবশ্যং পালনীয়ঃ। ব্রতবিধৌ তু জাগরণার্চ্চনাদি কর্ত্তব্যং ॥
ন নিষেধ ইতি বিশেষঃ ॥ ৭ ॥

সা চৈকাদশী অরুণোদয়কালে বিগলিতদশমীবেধা বৈষ্ণবেনোপোষ্যা ॥
অরুণোদয়কালে তু দশমী যদি সংযুতা।
বৈষ্ণবেন ন কর্ত্তব্যং তদ্দিনৈকাদশীব্রতমিতি শতশো বিদ্ধানিষেধাৎ তদলমমুনানুষ্ঠানপদ্ধতৌ নিরূপণাতিপ্রসঙ্গেন। তদেতদেকাদশীব্রতমেবমনুষ্ঠেয়ং ॥ ৮ ॥

বিষয়ত্ব হেতু সঙ্কোচযোগ্য নহে। কিন্তু অন্নভোজন নিষেধ শুক্লার ন্যায় কৃষ্ণাতেও পুত্রবান্ গৃহি প্রভৃতি বৈষ্ণব ও তদিতর সকলেরই অবশ্য পালনীয়। ব্রতবিধিতে জাগরণ ও পূজাদি কর্ত্তব্য।

নিষেধ নহে ইহাই এস্থলে বিশেষ ॥ ৭ ॥

অরুণোদয়কালে দশমীবেধরহিতা যে একাদশী বৈষ্ণবগণ তাহাতেই উপবাস করিবেন ॥

অরুণোদয়কালে যদি দশমীসংযুক্ত হয়, তাহা হইলে বৈষ্ণবগণ সেই দিনে একাদশীর ব্রত করিবেন না, যে হেতু শত শত বার বিদ্ধার নিষেধ আছে। অনুষ্ঠান পদ্ধতিতে এই নিরূপণের অতিপ্রসঙ্গে প্রয়োজন নাই। অতএব এই একাদশী ব্রতই অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৮ ॥

দশম্যাং প্রাতরুত্থায় স্নাত্বা সন্ধ্যাদি নিত্যকর্ম্ম নির্বর্ত্ত্য-
দশমীদিনমারভ্য করিষ্যেঽহং ব্রতং তব।
ত্রিদিনং দেবদেবেশ নির্ব্বিঘ্নং কুরু কেশব॥
ইতি মন্ত্রেণ সংকল্পং কুর্য্যাৎ॥ ৯॥
ততঃ শ্রীহরিমহোৎসবমন্দিরং সম্মার্জনোপলেপ-চন্দন-মালিকা-পতাকা-তোরণ-বিতানাদিভিরলঙ্কৃত্য কমলা-পতিং মহাসিংহাসনে উপবেশ্য মহাপূজাং কৃত্বা মহতা সম্মানেন শ্রীবৈষ্ণবানাহূয় প্রত্যুত্থায় দণ্ডবন্নমস্কৃত্য নীরাজ্য হস্তদানাদিনা বরাসনেষূপবেশ্য গন্ধাক্ষত-পুষ্প-মালা-তাম্বূলাদিভিঃ সংবিভাব্য লক্ষ্মীপতের্বদনং বীক্ষ-

---

দশমী দিবসে প্রাতঃকালে সমুত্থিত হইয়া স্নান এবং সন্ধ্যাদি নিত্যকর্ম্ম সমাপনান্তে, হে দেবদেবেশ! আমি দশমীর দিন হইতে আরম্ভ করিয়া তিন দিবস ব্রত করিব, হে কেশব! নির্ব্বিঘ্ন করুন। এই মন্ত্রে সঙ্কল্প করিবে॥ ৯॥

তদনন্তর সম্মার্জ্জন, উপলেপন, চন্দন, মালা, পতাকা, তোরণ ও চন্দ্রাতপ প্রভৃতি দ্বারা শ্রীহরিমহোৎসবের মন্দির বিভূষিত করত কমলাপতিকে মহাসিংহাসনে উপবেশন করাইয়া মহাপূজা পূর্ব্বক মহৎ সম্মান পূর্ব্বক শ্রীবৈষ্ণবদিগকে আহ্বান পুরঃসর প্রত্যুত্থান ও দণ্ডবন্নমস্কার করত নীরাজন করিয়া হস্তদানাদি দ্বারা উচ্চ আসনে উপবেশন করাইয়া গন্ধ অক্ষত পুষ্প ও তাম্বূলাদি দ্বারা সম্ভাষণ পূর্ব্বক লক্ষ্মী-পতির মুখাবলোকন করিতে২ বাদ্য গীত নৃত্যাদি মহোৎ-

গাণো বাদিত্র-গীত-নৃত্যাদি-মহোৎসবং কুর্য্যাৎ ॥ ১০ ॥
ন চাত্র শূদ্রাদি-স্পর্শে শঙ্কিতব্যং॥
বিষ্ণ্বালয়সমীপস্থান্ বিষ্ণুসেবার্থমাগতান্।
চাণ্ডালান্ পতিতান্ বাপি স্পৃষ্ট্বা ন স্নানমাচরেৎ।
উৎসবে বাসুদেবস্য স্নায়াদেবাহ্যশুচিশঙ্কয়া।
তাদৃশং কশ্মলং দৃষ্ট্বা সবাসা জলমাবিশেৎ।
ইতি বিষ্ণুস্মৃতিবিরোধাৎ ॥ ১১ ॥
এবং মহোৎসবং বিধায় ভগবচ্চরণ-তুলসীপ্রসাদমাদা-
য়োত্থায়ানেক-গদ্য-পদ্য-প্রবন্ধাদিভি র্ভগবন্তমুপশ্লোক্য।
উত্তিষ্ঠাশ্রিতসেবকান্ জয় জয় স্বামিন্ সমালোকয়ে-

সব করিবে ॥ ১০ ॥

উৎসব বিষয়ে শূদ্রাদিস্পর্শে শঙ্কিত হইবে না, বিষ্ণু-সেবার্থ আগত বিষ্ণুমন্দিরের সমীপস্থ ব্যক্তি চাণ্ডাল বা পতিতই হউক তাহাকে স্পর্শ করিয়া স্নান করিবে না।

যে ব্যক্তি বাসুদেবের উৎসবে অশুচি আশঙ্কা করিয়া স্নান করে, সেই পাপাত্মাকে দেখিয়া সবস্ত্রে জলপ্রবেশ করিবে। বিষ্ণুস্মৃতিতে এই বিরোধ আছে ॥ ১১ ॥

এই প্রকার মহোৎসব করত ভগবচ্চরণের তুলসীপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক উত্থিত হইয়া নানা প্রকার গদ্য পদ্য প্রবন্ধাদি-দ্বারা ভগবান্‌কে স্তব করত—।

আপনার জয় হউক জয় হউক, প্রভো! আপনি উত্থিত

ত্যৌৎসুক্যান্বিতয়াং শুভাগ্রহধিয়া ভৃত্যান্ পুরোঽবস্থিতান্।
বিষ্বক্সেনমুখান্ [illegible] ভিবীক্ষ্যোৎকান্ মুদা লালসান্॥
বন্দে পঙ্কজকর্ণিকানিলয়নং শ্রীমন্নৃকণ্ঠীরবং॥ ১২॥
ইত্থং কৃতাঞ্জলিপুটৈর্মূর্দ্ধি প্রসাদোৎসুকৈ-
র্নৃত্যদ্ভিশ্চ মহাপ্রসাদ ইতি তৈর্বিজ্ঞাপিতং সদ্গতিং।
প্রেমাপঙ্কতয়ত্বমুৎকটকৃপালীলাবলোকৈঃ সমং
বন্দে পঙ্কজকর্ণিকানিলয়নং শ্রীমন্নৃকণ্ঠীরবং॥ ১৩॥
বিষ্বক্সেনোদ্ধবাক্রূরাঃ সনকাদ্যাঃ শুকাদয়ঃ।
শ্রীনৃসিংহপ্রসাদোঽয়ং সর্ব্বে গৃহ্নন্তু বৈষ্ণবাঃ।

হউন এবং আশ্রিতজনসেবকদিগের প্রতি কৃপাবলোকন করুন। এই প্রকারে ঔৎসুক্য হেতু সাগ্রহবুদ্ধিসহকারে সম্মুখে অবস্থিত হর্ষ ও লালসান্বিত উৎসুকচিত্ত বিষ্বক্সেন প্রভৃতি ভৃত্যগণকে অবলোকন করত যিনি হাস্য করিতেছেন, সেই পদ্মকর্ণিকানিবাসি শ্রীমন্নৃসিংহদেবকে বন্দনা করি॥ ১২॥

এই প্রকারে মস্তকে অঞ্জলিপুট ধারণপূর্ব্বক মহাপ্রসাদের অভিলাষে মহাপ্রসাদ এই বলিয়া নৃত্যকারি সেই সকল ভৃত্যগণ কর্তৃক সদ্গতি বিজ্ঞাপিত হইয়া অবলীলায় উৎকট কৃপাবলোকন দ্বারা সমভাবে প্রেম বিধানকারি পঙ্কজকর্ণিকায় সমাসীন শ্রীমন্নৃসিংহদেবকে বন্দনা করি॥ ১৩॥

বিষ্বক্সেন উদ্ধব অক্রূর সনক এবং শুক প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ শ্রীনৃসিংহদেবের এই প্রসাদ গ্রহণ করুন। এই বলিয়া

ইত্যাভাষ্য।

দেবোত্তমো বজ্রাদিগর্ভশ্রীচরণো লক্ষ্মীপ্রাণবল্লভঃ সুরবরনতচরণো দিতিকুলদাবানলো দৈত্যকণ্ঠকুদ্দালো দীনানাথবন্ধুঃ শরণাগতবৎসলঃ সেবকজনবজ্রপঞ্জরঃ কলিমলভঞ্জনো ভবজলধিতারকঃ সিংহবদনো ভবেন্নৃত্য-গীতাদিসন্তুষ্টঃ শ্রীমুখতাম্বুলশ্রীচরণপ্রসাদং কৃপয়াবিতর-তীতি বৈষ্ণবেভ্যঃ প্রসাদং প্রদায় রুক্মাঙ্গদমত্তেভপটহ-ঘোষমূর্দ্ধবাহুঃ সমাঘোষয়েৎ ॥ ১৪ ॥

প্রাতর্হরিদিনং লোকাস্তিষ্ঠধ্বং চৈকভোজনাঃ।

দেবোত্তম, বজ্রাঙ্কুশচিহ্নিত শ্রীচরণ, লক্ষ্মীপ্রাণবল্লভ, ইন্দ্রাদি বন্দিতচরণ, দৈত্যকুলের দাবানল, দৈত্যকণ্ঠের কুদ্দালরূপ, দীন এবং অনাথবন্ধু, শরণাগত বৎসল, সেবকজনের বজ্র-পঞ্জর কলিকলুষবিনাশী ভবজলধিতারক ও সিংহবদন নৃত্য-গীতাদি দ্বারা প্রসন্ন হইয়া, শ্রীমুখের তাম্বুল ও শ্রীচরণের প্রসাদ কৃপাপূর্ব্বক বিতরণ করিতেছেন এই ভাবিয়া বৈষ্ণব-দিগকে প্রসাদ প্রদান করত ঊর্দ্ধবাহু হইয়া রুক্মাঙ্গদ মত্ত-হস্তির উপরে পটহ বাদ্যদ্বারা যে সকল বাক্যের ঘোষণা দিয়াছিলেন, দশমীর নিয়মের সহিত সেই সকল ঘোষণা প্রদান করিবে ॥ ১৪ ॥

নারদ পুরাণে নিয়ম সহ ঘোষণা যথা ॥

অহে মনুষ্য সকল! অদ্য হরিদিনের প্রাতঃকাল হইতে

অক্ষারলবণাঃ সর্ব্বে হবিষ্যান্ননিষেবিণঃ ॥
অবনী-তল্পশয়নাঃ প্রিয়াসঙ্গবিবর্জিতাঃ।
স্মরধ্বং দেবমীশানং পুরাণং পুরুষোত্তমং।
সকৃদ্ভোজনসংযুক্তা দ্বাদশ্যাঞ্চ ভবিষ্যথেতি।
রটন্তীহ পুরাণানীতি বরং স্বমাতৃগমনমিতি চ ॥ ১৫ ॥
তিলমুদ্গাদৃতে শস্যং শম্যং গোধূমকোদ্রবাঃ।
চণকং দেবধান্যঞ্চ এব ক্ষারগণঃ স্মৃতঃ।
ইত্যেতে ক্ষারাঃ ॥ ১৬ ॥
তথা দশমীনিয়মানাঘোষয়েৎ ॥

একভোজন করিয়া অবস্থিত হও, কেহ ক্ষার ও লবণ ভক্ষণ করিও না, সকলে হবিষ্যান্ন সেবা কর, ভূমিতলে শয়ন কর, প্রিয়ার সহিত সঙ্গ করিও না, পুরাতন (সনাতন বা নিত্য) পুরুষোত্তম দেবদেবহরিকে স্মরণ কর এবং দ্বাদশীর দিবসে এক বার মাত্র ভোজন করিও ॥

এস্থলে পুরাণ সকল রটনা করেন এবং স্বীয়মাতৃ গমন ও বরং ভাল” ইত্যাদি বচনও ঘোষণা করিয়া থাকেন ॥১৫ ॥

ক্ষারগণ যথা ॥

তিল ও মুদ্গ ভিন্ন গোধূম শস্য শম্য (শমীধান্য), কোদ্রব (কোদো ধান্য), চণক এবং দেবধান্য (দেধান্য) এই সকল ক্ষার বলিয়া স্মৃত হইয়াছে এই সকলকেই ক্ষার বলে ॥ ১৬ ॥

সেই প্রকার দশমীর নিয়ম সকলও ঘোষণা করিবে যথা ॥

কাংস্যং মাংসং মসূরঞ্চ চণকং কোরদুষকান্।
শাকং মধু পরান্নঞ্চ ত্যজেদুপবসন্ স্ত্রিয়মিতি॥
কাংস্যং মাসং মসূরঞ্চ ক্ষৌদ্রং চানৃতভাষণং।
পুনর্ভোজনমত্যাশং দশম্যাং পরিবর্জয়েৎ॥ ১৭॥
কাংস্যং মাংসং সুরাং তৈলং ক্ষৌদ্রং মি
ব্যায়ামঞ্চ প্রবাসঞ্চ দিবাস্বাপঞ্চ মৈথুনং।
শিলাপিষ্টং মসূরঞ্চ দ্বাদশৈতানি বর্জয়েৎ॥
দশম্যামেকভক্তঞ্চ কুর্ব্বীত নিয়তেন্দ্রিয়ঃ॥ ১৮॥
একাদশীনিয়মানপ্যাঘোষয়েৎ॥
পাষণ্ডিভিরসংস্পর্শমসংভাষণমেব চ।

যিনি উপবাস করিবেন, সেই ব্যক্তি দশমীরদিনে, কাঁস্য পাত্রে ভোজন, মাংস, মসূর, চণক, কোরদুষক, শাক, মধু ও পরান্ন এবং স্ত্রী এই সকল বর্জ্জন করিবে॥

কাঁস্য, মাংস, মসূর, মধু, মিথ্যাভাষণ, পুনর্ভোজন ও অতিভোজন, দশমীতে পরিবর্জ্জন করিবে॥ ১৭॥

কাঁস্য, মাংস, সুরা, তৈল, মধু, মিথ্যাভাষণ, ব্যায়াম, প্রবাস, দিবানিদ্রা, মৈথুন, শিলাপিষ্ট ও মসূর এই দ্বাদশটী দ্রব্য বর্জ্জন করিবে। সংযতেন্দ্রিয় হইয়া দশমীতে একভক্ত হইবে অর্থাৎ একবার মাত্র ভোজন করিবে॥ ১৮॥

একাদশীর নিয়মসকলও ঘোষণা করিবে যথা॥

বিষ্ণুর আরাধনায় তৎপর মনুষ্য উপবাস করিয়া পাষ-

বিষ্ণোরারাধনপরৈরেতৎ কার্য্যমুপোষিতৈঃ।
অসকৃজ্জলপানাচ্চ সকৃত্তাম্বূলভক্ষণাৎ।
উপবাসঃ প্রদুষ্যেত দিবাস্বাপাচ্চ মৈথুনাদিতি ॥ ১৯ ॥
তথা দ্বাদশীনিয়মাংশ্চ ॥
কাংস্যং মাংসং মসূরঞ্চ চণকং কোরদূষকং।
রত্যৌষধং পরান্নঞ্চ দ্বাদশ্যামষ্ট বর্জয়েৎ ॥
স্কান্দে।
ক্ষৌদ্রং মাংসং সুরাং তৈলং ব্যায়ামং ক্রোধমৈথুনে।
পরান্নং কাংস্যতাম্বূলে লোভং নির্ম্মাল্যলঙ্ঘনং।
দ্বাদশ্যাং দ্বাদশৈতানি বৈষ্ণবৈঃ পরিবর্জয়েৎ ॥

ণ্ডির সহিত সংস্পর্শ এবং তাহার সহিত সম্ভাষণ করিবেন না।

বারম্বার জলপান, একবার মাত্র তাম্বূলভোজন, দিবা শয়ন এবং মৈথুন এই সকল হইতে উপবাস দূষিত হয় ॥১৯॥

তথা দ্বাদশীর নিয়মসকলও ঘোষণা করিবে যথা ॥

কাঁস্য, মাংস, মসূর, চণক, কোরদূষক, রতি, ঔষধ, তথা পরান্ন এই আটটীও দ্বাদশীতে বর্জ্জন করিবে ॥

স্কন্দপুরাণে যথা ॥

মধু, মাংস, সুরা, তৈল, ব্যায়াম (মল্লক্রীড়া), ক্রোধ, পরান্ন, কাঁস্য, তাম্বুল, লোভ ও নির্ম্মাল্যলঙ্ঘন বৈষ্ণবব্যক্তি দ্বাদশীতে এই বারটী বর্জ্জন করিবেন।

দিবানিদ্রাং পরান্নঞ্চ পুনর্ভোজনমৈথুনে।
ক্ষৌদ্রং কাংস্যামিষং তৈলং দ্বাদশ্যামষ্ট বর্জ্জয়েৎ॥
ইত্যাঘোষ্য অদ্য দশমীত্যাদি সকলং করতালিকা-কাহলা-মর্দ্দলাদি-সমাঘাতপুরঃসরমুচ্চার্য্য বৈষ্ণবান্ বিসর্জ্জয়েৎ॥ ২০॥

ততো নিত্যকর্ম্ম নির্ব্বর্ত্ত্য একভক্তং বিধায় নিশি ভূশয্যাদিনিয়মঞ্চ বানীশং স্মৃত্বা সুখং স্মৃত্বা সুপ্ত্বা প্রাতরুত্থায় স্নাত্বা দেবং সংপূজ্য উপবাসসংকল্পং কুর্য্যাৎ॥২১
তাম্রপাত্রং সজলাক্ষতপুষ্পমাদায়োদঙ্মুখঃ—
একাদশ্যাং নিরাহারঃ স্থিত্বাহমপরে হহনি।

দিবানিদ্রা, পরান্ন, পুনর্ভোজন, মৈথুন, মধু, কাঁস্য, আমিষ ও তৈল দ্বাদশী দিনে এই আটটী বর্জ্জন করিবেন।
এই ঘোষণা করত "অদ্য দশমীত্যাদি" সমস্ত পাঠ করিয়া করতালিকা, কাহলা ও মর্দ্দলাদি বাদন পূর্ব্বক উচ্চারণ করত বৈষ্ণবদিগকে বিদায় দিবেন॥ ২০॥

তদনন্তর নিত্যকর্ম্ম সমাধানান্তে একভক্ত হইয়া রাত্রিতে ভূশয্যাদি নিয়ম এবং শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ পূর্ব্বক সুখে শয়ন করত প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া স্নান এবং দেবপূজা সম্পন্ন করিয়া উপবাসের সঙ্কল্প করিবে॥ ২১॥

তদ্যথা।

তাম্রপাত্রে জল, অক্ষত ও পুষ্পগ্রহণ করত উদঙ্মুখ হইয়া "একাদশ্যাং নিরাহারঃ স্থিত্বাহমপরেহহনি। ভক্ষ্যামি

ভোক্ষ্যামি পুণ্ডরীকাক্ষ শরণং মে ভবাচ্যুত। ইতি মন্ত্র-মুচ্চারয়ন্ ভগবচ্চরণে অর্ঘ্যং দদ্যাৎ ॥ ২২ ॥

অর্দ্ধরাত্রাদুপরি দশম্যনুবৃত্তৌ একাদশ্যাঃ প্রথমং যাম-চতুষ্টয়ং ত্যক্ত্বা পূজাসংকল্পং কুর্য্যাৎ।

অষ্টাক্ষরেণ ত্রিরভিমন্ত্র্য জলং পীত্বা দেবমভ্যর্চ্চ্য পূর্ব্বোক্তমন্ত্রেণ দেবায় পুষ্পাঞ্জলিং নিবেদয়েদিতি বা সংকল্পপ্রকারঃ ॥ ২৩ ॥

ততো ভগবৎপরিচর্য্যয়া দিনমতিবাহ্য রাত্রৌ জাগরণং কুর্য্যাৎ ॥

তচ্চ নিত্যপূজাং নির্ব্বর্ত্ত্য বিতানমাবধ্য পুষ্পমণ্ডপং কৃত্বা

পুণ্ডরীকাক্ষ শরণং মে ভবাচ্যুত।" একাদশী দিবস উপবাসী থাকিয়া পর-দিন ভোজন করিব, হে পুণ্ডরীকাক্ষ! হে অচ্যুত! তুমি আমার আশ্রয় হও, এই মন্ত্র উচ্চারণ করত ভগবচ্চরণে অর্ঘ্য প্রদান করিবেন ॥ ২২ ॥

অর্দ্ধ রাত্রের পর যদি দশমীর অনুবৃত্তি হয় তবে একাদশীর প্রথম প্রহর চতুষ্টয় ত্যাগ করিয়া পূজার সঙ্কল্প করিবে। অষ্টাক্ষর মন্ত্রে তিনবার অভিমন্ত্রিত জলপান করত দেব-পূজানন্তর পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে দেবোদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিবে, এই এক রূপ সঙ্কল্প ॥ ২৩ ॥

তদনন্তর ভগবৎসেবায় সমস্ত দিন অতিবাহিত করিয়া রাত্রিতে জাগরণ করিবেন ॥

তদ্যথা ॥

নিত্য পূজা সমাধানান্তে চন্দ্রাতপ বদ্ধ করিয়া পুষ্পমণ্ডপ

মহাপূজাং কর্ত্তুং গব্যেন ঘৃতেনান্যদীয়েন বা তৈলেন বা সমন্ততো দীপান্ প্রজ্বাল্য পঞ্চামৃতস্নপনং বিশেষতঃ কপিলায়া অন্যস্যা বা গোঃ ক্ষীরেণ স্নপনং কৃত্বা দিব্যাম্বরাণ্যাভরণানি চ দত্ত্বা কর্পূরাগুরুকস্তুরীকুঙ্কুম-কেশরাদিমিশ্রিতেন চন্দনেনানুলিপ্য সুগন্ধিপুষ্পৈশ্চূতমঞ্জরীভি র্বিল্বপত্রৈঃ শ্রীতুলসীদলমঞ্জরীভিশ্চ মহাপূজাং কৃত্বা কর্পূরাগুরু-সঘৃত-গুগ্‌গুলুভির্ধূপং সমর্প্য সকর্পূরমারাত্রিকং বিধায় বিবিধপক্কান্নশালিপায়সোদনফলাদীনি নিবেদ্য সকর্পূরতাম্বূলং প্রদায় দণ্ডবন্নমস্কৃত্য সকর্পূরমঙ্গলনীরাজনং কৃত্বা দেবপূজাং সমাপ্য বৈষ্ণবান্

করত মহাপূজা করিবার নিমিত্ত গব্যঘৃত বা অন্য প্রকার তৈলদ্বারা, সমভাবে দীপকে প্রজ্বলিত করিয়া পঞ্চামৃতদ্বারা স্নান, বিশেষতঃ কপিলা বা অন্য গোক্ষীর দ্বারা স্নান করাইয়া দিব্য বস্ত্রালঙ্কার দান করিয়া কর্পূর, অগুরু, কস্তূরী, কুঙ্কুম ও কেশরাদি মিশ্রিত চন্দন দ্বারা গাত্রে অনুলেপন করিয়া সুগন্ধি পুষ্প, চূতমঞ্জরী, বিল্বপত্র ও শ্রীতুলসীদলমঞ্জরী দ্বারা মহাপূজা করত কর্পূর, অগুরু, সঘৃত গুগ্‌গুলু দ্বারা ধূপ দান করত কর্পূরের আরাত্রিক করিয়া নানা প্রকার পক্কান্ন শালি পায়স,ওদন এবং ফলাদি নিবেদন করত কর্পূরবাসিত তাম্বূল প্রদান পূর্ব্বক দণ্ডবন্নমস্কার করত কর্পূরের সহিত মঙ্গল নীরাজন পুরঃসর দেবপূজা সমাপনান্তে

গন্ধাক্ষতপুষ্পমালাদিভিঃ সমভ্যর্চ্য শঙ্খোদকং দেবমূর্দ্ধ্নি ভ্রামিতং সতীর্থং সর্ব্বেভ্যঃ প্রদায় স্বয়ং প্রাশ্যোপবিশ্য পাদ্মভারতীয়-সহস্রনাম-যুগল-গীতা-গজেন্দ্রমোক্ষণ-স্তব-রাজানুস্মৃত্যাদীনি স্তোত্রাণি জপ্ত্বা শ্রীভাগবত-রামায়ণ-ভারতকথাং শ্রীকৃষ্ণবাললীলা ধ্রুবচরিতং চ শ্রুত্বা নারি-কেলাদিনা মহার্ঘ্যং দত্ত্বা স্বয়ং গীতনৃত্যাদীনি কুর্য্যাৎ। অন্যদীয়ানি চ পশ্যেৎ নতু নিবারয়েৎ নোপহসেচ্চ॥২৪॥
নিবারয়তি যো গীতং নৃত্যং জাগরণে হরেঃ।
ষষ্টিং যুগসহস্রাণি পচ্যতে রৌরবাদিষু।

বৈষ্ণবগণকে গন্ধাক্ষত পুষ্পমালাদিদ্বারা সম্যক্ প্রকারে দেবমস্তকোপরি ভ্রামণে তীর্থীভূত শঙ্খোদক সকলকে প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং পান করিয়া উপবেশন করত পদ্মপুরাণ ও ভারতীয় সহস্রনামযুগল গীতা গজেন্দ্রমোক্ষণ স্তবরাজানু-স্মরণাদি স্তোত্র সকল জপ করত শ্রীভাগবত রামায়ণ ভারত-কথা এবং শ্রীকৃষ্ণের বাল্যক্রীড়া ও ধ্রুবচরিত্রাদি শ্রবণ করত নারিকেলাদি দ্বারা মহার্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং গীত নৃত্যাদি করিবে। এবং অন্যের নৃত্যাদিও অবলোকন করিবে। অন্যকে নৃত্য করিতে বারণ বা দেখিয়া উপহাস করিবে না॥ ২৪ ॥

যে ব্যক্তি শ্রীহরির জাগরণ গীত অথবা নৃত্য নিবারণ করে তাহাকে ষষ্টিসহস্রযুগ রৌরবাদি নরকে পচিতে হইবে।

নৃত্যমানস্য মর্ত্ত্যস্য * উপহাসং করোতি যঃ।
জাগরে যাতি নিরয়ং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশেতি পাদ্মেঽভিধানাৎ ॥ ২৫ ॥

এবং রাত্রিমতিবাহ্য প্রভাতে কৌশিকীং গায়েৎ ॥
প্রভাতে কৌশিকীং যস্তু প্রগায়েজ্জাগরে হরেঃ।
স সমুদ্ধরতে সর্ব্বান্ শ্বপচান্ ব্রাহ্মণো যথেতি স্কান্দেঽভিধানাৎ ॥

ততো দেবস্য মঙ্গলনীরাজনং কৃত্বা সর্ব্বেভ্যঃ প্রসাদং প্রদায় বৈষ্ণবান্ বিসর্জয়েৎ ॥ ২৬ ॥

ততঃ প্রাতঃ স্নাত্বা নিত্যক্রিয়াং নিষ্পাদ্য দেবতার্চ্চনং

যে মনুষ্য জাগরণে নৃত্যগান মানবকে উপহাস করে, চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের যত দিন অধিকার তাবৎকাল তাহাকে নরকে থাকিতে হইবে। পদ্মপুরাণে এইরূপ উল্লিখিত আছে ॥২৫॥

এই প্রকার রজনীপ্রভাতে কৌশিকী অর্থাৎ শৃঙ্গাররসকথা বিশিষ্ট গান করিবেন ॥

যে ব্যক্তি হরির জাগরের প্রভাতে উত্তম রূপে শৃঙ্গার রসঘটিত গীত গায়, ব্রাহ্মণ যেমন শ্বপচদিগকে উদ্ধার করেন তাহার ন্যায় সে সকলকে উদ্ধার করে। স্কন্দপুরাণে ইহা উক্ত আছে ॥

অনন্তর দেবতার মঙ্গল নীরাজন করত সকলকে প্রসাদদান পূর্ব্বক বৈষ্ণবগণকে বিসর্জ্জন করিবেন ॥ ২৬ ॥

তদনন্তর প্রাতঃস্নায়ী হইয়া নিত্যক্রিয়া নিষ্পন্ন করত

---

* "মর্ত্তস্য উপহাসং" ইত্যসন্ধিরার্ষঃ।

কুর্য্যাৎ। নচাত্র স্নানোপচারঃ কর্ত্তব্যঃ॥
জন্মপ্রভৃতি যৎ কিঞ্চিৎ সুকৃতং সমুপার্জ্জিতং।
নশ্যত্তে দ্বাদশীদিনে হরের্নির্ম্মাল্যলঙ্ঘনাদিতি পাদ্মে ব্রতখণ্ডে নিষেধাৎ।
ন চৈতৎ পদ্ভ্যাং নির্ম্মাল্যলঙ্ঘনাদিত্যেবং ব্যাখ্যেয়ং। তস্য সর্ব্বদা সর্ব্বদেব সম্বন্ধিনো নিষিদ্ধত্বেন হরিদ্বাদশী-পদয়োর্বৈয়র্থ্যাৎ॥ ২৭॥
স্নানং ন হরয়ে দদ্যাৎ দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবো দিবা।
পক্ষপূজাফলং সর্ব্বং বাস্কলায়োপগচ্ছতি॥
ইতি ত্রৈলোক্যমোহনপঞ্চরাত্রে স্পষ্টমভিধানাৎ।

দেবপূজা করিবেন। এই দ্বাদশীর প্রাতঃকালে ভগবান্‌কে স্নানাদি উপচার প্রদান করিবেন না॥

মনুষ্য জন্মাবধি যে কিছু পুণ্য উপার্জ্জন করিয়াছে দ্বাদশীর দিনে হরির নির্ম্মাল্য লঙ্ঘন অর্থাৎ উত্তারণ করিলে তৎসমুদায় বিনষ্ট হয়। পদ্মপুরাণে এই ব্রতখণ্ডে নিষেধ আছে। পদদ্বয়ে নির্ম্মাল্য লঙ্ঘন করিবে না, এরূপ ব্যাখ্যা নহে সেরূপ লঙ্ঘন সকল দেবসম্বন্ধে সকল কালে নিষেধ হেতু হরিদ্বাদশী পদের বৈয়র্থ্য হয়॥ ২৭॥

বৈষ্ণব ব্যক্তি দ্বাদশীর দিবাভাগে হরিকে স্নান করাইবেন না, করাইলে এক পক্ষের সমুদায় পূজা বাস্কল দানবের প্রতি উপস্থিত হয়। এই বিষয় ত্রৈলোক্যমোহন-পঞ্চরাত্রে স্পষ্টরূপে বর্ণন আছে॥

দিবাগ্রহণাচ্ছিষ্টবৈষ্ণবাচারাচ্চ রাত্রাবেবাভিষেকং কুর্য্যাৎ।
দমনকপবিত্রাদ্বাদশ্যোস্তু রাত্রাবপি ন কুর্য্যাৎ।
এবং সত্যপি কেচিদ্বৈষ্ণবা দ্বাদশ্যাং স্নপনং কুর্ব্বন্তি
তস্য মূলং ত এব জ্ঞাতব্যাঃ। তদলমতিপ্রসঙ্গেন ॥ ২৮ ॥
ততো বৈশ্বদেবান্তং কৃত্বা শক্ত্যা ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা
দ্বাদশীমধ্যএব তুলসীপ্রাশনপূর্ব্বকং পারণং কুর্য্যাৎ ॥
মহাহানিকরী হ্যেষা দ্বাদশী লঙ্ঘিতা নৃণাং।
করোতি ধর্ম্মহরণমস্নাতেব সরস্বতী ॥ ইতি নিষেধাৎ ॥
পারণাহনি সংপ্রাপ্তে দ্বাদশীং যো ব্যতিক্রমেৎ।

দিবাপদের গ্রহণ এবং শিষ্ট বৈষ্ণবদিগের আচার হেতুক রাত্রিতেই অভিষেক করিবে। দমনক ও পবিত্রা দ্বাদশীর রাত্রিতেও অভিষেক করিবে না। এই প্রকার যদি হয় কোন ২ বৈষ্ণবগণ দ্বাদশীতেই স্নান করান তাহার মূল সেই সকল জানিবা। আর অধিক বলার প্রয়োজন নাই॥ ২৮ ॥

তদনন্তর বৈশ্বদেবান্ত কর্ম্ম করিয়া যথাশক্তি ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া দ্বাদশীর মধ্যে তুলসীভক্ষণ পূর্ব্বক পারণ করিবেন ॥

দ্বাদশী যদি পারণ কাল অতিক্রম করেন, তাহা হইলে স্নান না করিয়া সরস্বতী পার হইলে যেমন ঐ নদী ধর্ম্ম হানি করেন তাহার ন্যায় সেই দ্বাদশী মনুষ্য সকলের মহাহানি করিয়া থাকেন। এই নিষেধ আছে ॥

পারণ দিবস উপস্থিত হইলে যে ব্যক্তি দ্বাদশী লঙ্ঘন

ত্রয়োদশ্যান্তু ভুঞ্জানঃ শতজন্মানি নারকী ॥ ইতি স্কান্দ-পাদ্মযোর্দ্বাদশ্যতিক্রমনিষেধাৎ ॥ ২৯ ॥

অতিসঙ্কীর্ণে তীর্থজলপারণং কুর্য্যাৎ।

আপোঽশ্নাতি তন্নৈবাশিতং নৈবানশিতং ইতি শ্রুতেঃ অনশিতত্বাভিধানাৎ ॥ ৩০ ॥

স্বল্পায়ান্তু দ্বাদশ্যামরুণোদয়ে নিত্যকর্ম্ম কর্ত্তব্যং ॥

স্বল্পায়ামথ ভূপাল দ্বাদশ্যামরুণোদয়ে।

স্নানার্চ্চনক্রিয়াঃ কার্য্যা দানহোমাদিসংযুতা ইতি ভবিষ্যপুরাণাৎ ॥ ৩১ ॥

করিয়া ত্রয়োদশীতে ভোজন করে সে শতজন্ম নরকভোগ করিবে। স্কন্দপুরাণ ও পদ্মপুরাণে দ্বাদশীর অতিক্রমে (লঙ্ঘনে) এই দোষ শ্রবণ আছে ॥ ২৯ ॥

অতিসঙ্কীর্ণে অর্থাৎ দ্বাদশী অত্যল্পকাল স্থায়িনী হইলে তীর্থজলদ্বারা পারণ করিবে। জলদ্বারা পারণ ব্রতভঙ্গ নহে এবং তাহা পান করিলে ভোজন করা হয় না এবং অভোজনও নহে, এই শ্রুতি হেতুক অভোজনত্ব কথিত আছে ৩০॥

দ্বাদশী স্বল্পকাল স্থায়িনী হইলে অরুণোদয় কালে নিত্য কর্ম্ম করিবে ॥

হে ভূপাল! দ্বাদশীর অল্পতা হইলে অরুণোদয়কালে স্নান, অর্চ্চন, দান ও হোমাদি ক্রিয়া সকল নির্ব্বাহ করিবে। এই ভবিষ্যপুরাণের বচন আছে ॥ ৩১ ॥

অতিস্বল্পায়াস্ত্বামধ্যাহ্নাঃ ক্রিয়া অর্দ্ধরাত্রাদুপরি কর্ত্তব্যাঃ।
কলার্দ্ধাং দ্বাদশীং দৃষ্ট্বা নিশীথাদূর্দ্ধমেব হি।
আমধ্যাহ্নাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ কর্ত্তব্যাঃ শম্ভুশাসনাৎ।
ইতি স্কান্দেঽভিধানাৎ॥ ৩২॥
দ্বাদশীশ্রাদ্ধং ত্রয়োদশীশ্রাদ্ধঞ্চ কলামাত্রদ্বাদশীমধ্যে এবং কুর্য্যাৎ। তত এব ন্যায়োপবৃংহিতাদ্বাক্যাৎ। একাদশীশ্রাদ্ধন্তু খণ্ডতিথ্যভাবে দ্বাদশ্যামেব কুর্য্যাৎ॥৩৩
একাদশ্যাং যদা রাম শ্রাদ্ধং নৈমিত্তিকং ভবেৎ।
তদ্দিনন্তু পরিত্যজ্য দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধমাচরেৎ।

দ্বাদশী যদি অত্যল্প হয় তাহা হইলে অর্দ্ধরাত্রের পর আমধ্যাহ্নক্রিয়া অর্থাৎ মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য ক্রিয়া সকল অর্দ্ধরাত্রের পর হইতে করিবে॥

অর্দ্ধকলা দ্বাদশী দেখিয়া মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত যে সমুদায় কার্য্য করিতে হয়, মহাদেবের বাক্যানুসারে নিশীথ কালের পর সেই সকল কার্য্য সমাধা করিবে। স্কন্দপুরাণের এই বচন আছে॥ ৩২॥

এইরূপ দ্বাদশীর শ্রাদ্ধ ও ত্রয়োদশীর শ্রাদ্ধ কলামাত্র দ্বাদশীর মধ্যেই করিবে। যে হেতু ইহা ন্যায়সঙ্গত বাক্য, কিন্তু একাদশীশ্রাদ্ধ খণ্ডতিথির অর্থাৎ ব্রতের অযোগ্য একাদশীর অভাবে দ্বাদশীতেই করিবে॥ ৩৩॥

যথা—হে রাম! যখন একাদশীতে নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ হইবে,তখন সে দিবস পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধাচরণ

ইতি পাদ্মে পুষ্করখণ্ডেঽভিধানাৎ ॥ ৩৪ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে চ ॥

যে কুর্ব্বন্তি মহীপাল শ্রাদ্ধঞ্চৈকাদশীদিনে।

ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দাতা ভোক্তা পরেতকঃ ॥ ইতি॥৩৫

স্কান্দেঽপি ॥

একাদশী যদা নিত্যা শ্রাদ্ধং নৈমিত্তিকং ভবেৎ।

উপবাসং তদা কুর্য্যাৎ দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধমাচরেদিতি ॥

নচাত্র কাললোপঃ শঙ্কিতব্যঃ।

তদা দিবাভিসম্বন্ধাত্তদন্তমপকর্ষঃ স্যাদিত্যঙ্গাপকর্ষস্য

করিবে, ইহা পদ্মপুরাণে পুষ্করখণ্ডে কথিত হইয়াছে ॥ ৩৪ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেও বলিয়াছেন যথা ॥

হে মহীপাল! একাদশী ব্রতদিনে শ্রাদ্ধ করিলে দাতা (শ্রাদ্ধকর্ত্তা) ভোক্তা (শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ) ও পরেতক-মৃত অর্থাৎ যাহার উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করা যায়, সেই তিন জনই নরকগামী হয় ॥ ৩৫ ॥

স্কন্দপুরাণেও ॥

একাদশী যখন নিত্য এবং শ্রাদ্ধ নৈমিত্তিক তখন একাদশীতে উপবাস ও দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করিবে ॥

এস্থলে কাললোপ হইল বলিয়া শঙ্কা করিবে না ॥

তৎকালে দিবা মাত্র সম্বন্ধ হেতু তদন্তে অর্থাৎ একাদশীর অন্তে দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করিলে অঙ্গাপকর্ষের অর্থাৎ স্বকালের ইতর কালে কর্ত্তব্যের সিদ্ধ হইবে, কাল অঙ্গমাত্র

ন্যায়সিদ্ধত্বাৎ ॥ ৩৬ ॥

ততশ্চ ॥

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য ব্রতেনানেন কেশব।
প্রসীদ সুমুখো নাথ জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদো ভব ॥ ইতি দেবায় ব্রতং সমর্প্য বৈষ্ণবৈঃ সহ ব্রতং পারয়েৎ ॥ ৩৭ ॥

সুতরাং অঙ্গাপকর্ষ-ন্যায় সিদ্ধ ॥

তাৎপর্য্য। যেমন পূর্ণ সম্বৎসরে সপিণ্ডীকরণ করিতে হয় কিন্তু সম্বৎসরের মধ্যে বৃদ্ধি উপস্থিত হইলে বৃদ্ধির অব্যবহিত পূর্ব্ব দিনে সপিণ্ডীকরণ করিয়া বৃদ্ধি অর্থাৎ গর্ভাধানাদি বিবাহান্ত আয়ুষ্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হয়, এস্থলে স্বকালের পূর্ব্বকালে ঐ সপিণ্ডীকরণের কর্ত্তব্যতা হেতু তাহার নাম অপকর্ষ, কাল অঙ্গমাত্র বলিয়া যথোক্ত কালের হানিতে কার্য্য করিলেও কার্য্যসিদ্ধ হয়, কারণ, অঙ্গের হানিতে প্রধানের হানি হয় না, সেইরূপ এই স্থলেও একাদশীর শ্রাদ্ধ দ্বাদশীতে করিলে কালরূপ অঙ্গের হানিতে প্রধান শ্রাদ্ধের হানি হয় না ॥ ৩৬ ॥

তদনন্তর হে কেশব! অজ্ঞান রূপ তিমিরে অন্ধীভূত আমার সম্বন্ধে এই ব্রতাচরণে প্রসন্ন হউন, হে নাথ! প্রসন্নমুখে জ্ঞান দৃষ্টিপ্রদ হউন, এই বলিয়া দেবোদ্দেশে ব্রত সমর্পণ পূর্ব্বক বৈষ্ণবগণের সহিত ব্রতের পারণ করিবে ॥ ৩৭ ॥

ততশ্চ। হরিগুণবর্ণনাদিভির্দিবসমতিবাহ্য সন্ধ্যাহোমৌ বিধায় দেবতার্চ্চনং কৃত্বা মহানীরাজনং কীর্ত্তনাদিমহোৎসবঞ্চ কৃত্বা উক্তনিয়মবানীশং স্মরন্ দেবস্য পুরতঃ স্বপ্যাৎ॥ ৩৮॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমৎপরমবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাচার্য্য শ্রীরামাচার্য্যবর্য্যসুত-শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যবিনির্ম্মিতায়াং শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতৌ শ্রীনৃসিংহপরিচর্য্যায়াং ব্রতাদিবিধানে দ্বিতীয়ঃ পটলঃ ॥ * ॥ ২ ॥ * ॥

তৎপরে হরিগুণ বর্ণনাদিদ্বারা দিবস অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যা এবং হোম, সমাধানান্তে দেবতার পূজাপূর্ব্বক মহানীরাজন ও কীর্ত্তনাদি মহোৎসব পূর্ব্বক উক্ত নিয়মকারী নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ করত ভগবানের অগ্রে শয়ন করিবে॥ ৩৮॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমৎপরমবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাচার্য্য শ্রীরামাচার্য্যবর্য্যসুত শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্য বিনির্ম্মিতায়াং শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতৌ শ্রীনৃসিংহপরিচর্য্যায়াং শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নানুবাদিতায়াং ব্রতাদিবিধানে দ্বিতীয়ঃ পটলঃ ॥ * ॥

তৃতীয়ঃ পটলঃ ॥

এবং তাবদনেকমহাপাতকোপপাতকাতিপাতকাদিহেতু-দানববলবৃদ্ধিনিমিত্তকবিদ্ধৈকাদশীপরিত্যাগেন শুদ্ধোপ-বাসঃ সনিয়মবিশেষং প্রদর্শিতঃ। অধুনা শুদ্ধামপ্যেকা-দশীং কাঞ্চিৎ পরিত্যজ্য দ্বাদশ্যামেবোপবসেদিতি তদ-পবাদেনাষ্টৌ মহাদ্বাদশ্যঃ প্রস্তূয়ন্তে ॥ ১ ॥

তত্রৈব সংগ্রহঃ ॥

শুদ্ধং বৃদ্ধিমুপৈতি চেদ্ধরিদিনং ভদ্রা ন সোন্মীলনী
ভদ্রৈবাভ্যধিকা ন হর্য্যহরিয়ং বঞ্জুল্যভিধ্যা সতী।

এই প্রকার অনেক মহাপাতক, উপপাতক ও অতিপাতকাদি হেতু দানববলবৃদ্ধি নিমিত্তক বিদ্ধাএকাদশী পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধা একাদশীতে উপবাস, নিয়মের সহিত বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। অধুনা কোন্ শুদ্ধা একাদশী পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতেই উপবাস করিবে, এই অপবাদ অর্থাৎ বিশেষবিধি বিষয়ে অষ্ট মহাদ্বাদশীর প্রস্তাব করিতেছেন ॥ ১ ॥

এই বিষয়ে সংগ্রহ আছে যথা—

শুদ্ধ হরিদিন অর্থাৎ একাদশী যদি বৃদ্ধি হয়, ভদ্রা অর্থাৎ দ্বাদশী বৃদ্ধি না হয় তাহা হইলে সেই দ্বাদশীর নাম উন্মীলনী। আর দ্বাদশীমাত্র বৃদ্ধি হয় কিন্তু হরিদিন অর্থাৎ একা-

নন্দাদিত্রিতয়ান্বয়ে তু মহতী স্যাত্রিস্পৃশা দ্বাদশী
পূর্ণে পর্ব্বণি নির্গতে পরদিনে স্যাৎ পক্ষবর্দ্ধিন্যপি ॥২॥
আদিত্যেন জয়াহ্বয়াত্তেন বিজয়া পুষ্যেণ পাপাপহা
রোহিণ্যা চ জয়ন্তিকাপি চতস্বহ্বক্ষং দিনাদের্ভবেৎ
পূর্ণং চোনমথাধিকং চ হরিভাধিক্যে তু ভান্তর্ভুজি
ঋক্ষাধিক্যসমত্বয়োস্তু দিনতঃ প্রাগ্‌ভে চ পশ্চাদ্‌ব্রতং ॥৩॥

দশী যদি বৃদ্ধি না হয়, তাহা হইলে ঐ দ্বাদশীকে বঞ্জুলী, বলা যায়, নন্দাদিত্রিতয় অর্থাৎ একাদশী, দ্বাদশী ও ত্রয়োদশী যদি এক দিবসে অন্বিত অর্থাৎ যুক্ত হয় তাহা হইলে সেই মহতী দ্বাদশী ত্রিস্পৃশা হয়। যে পক্ষের পূর্ণা অর্থাৎ পূর্ণিমা অথবা আমাবস্যা যদি পর দিনে বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে সেই-পক্ষের দ্বাদশী পক্ষবর্দ্ধিনী নামে কথিত হয় ॥২॥

পুনর্ব্বসুযোগে জয়া, শ্রবণাযোগে বিজয়া, পুষ্যাযোগে পাপাপহা অর্থাৎ পাপনাশিনী এবং রোহিণীযোগে জয়ন্তী হয়। এই চারি নক্ষত্র যদি দিনের আদিতে অর্থাৎ দিবসের আরম্ভে হয় তাহা হইলেই এই উল্লিখিত যোগ হইয়া থাকে সেই নক্ষত্র পূর্ণ (ষষ্টিদণ্ড) উন (চতুঃপঞ্চাশৎদণ্ড) ও অধিক (পঞ্চষষ্টিদণ্ড) পর্য্যন্ত হওয়া আবশ্যক। হরিভ অর্থাৎ রোহিণী ও শ্রবণার আধিক্য হইলে নক্ষত্র মধ্যেই পারণ বিহিত। আর যদি দিবসের অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে নক্ষত্র প্রবৃত্ত হয় এবং সেই নক্ষত্র যদি পরদিনের মানাপেক্ষা অধিক বা সম হয় তাহা হইলে পশ্চাৎ অর্থাৎ দ্বাদশীতে ব্রত হইবে ॥ ৩ ॥

হিত্বা বৈষ্ণবমন্তসন্তমিতরেষ্বৃক্ষেষু ভদ্রাতিথে-
স্তত্রার্বাগপি তৎপ্রথণ্ডন ইহৈবাহ্নি ব্রতে পারণং।
অন্যস্মিন্নধিকা তিথি র্যদি ভতো ভাস্কেন যুক্তৌ তিথে-
রন্তঃপারণকং ভবেদিতি মহাষ্টদ্বাদশীনির্ণয়ঃ ॥ ৪ ॥

অয়মর্থঃ ॥

দশমীবেধরহিতৈকাদশী পরদিনে কিয়ন্মাত্রা দৃশ্যতে ন দ্বাদশী স্যাত্তু উন্মীলনী মহাদ্বাদশী।
দ্বাদশীমাত্রবৃদ্ধৌ বঞ্জুলী।
একাদশী-দ্বাদশী-ত্রয়োদশীযোগে-ত্রিস্পৃশা।

শ্রবণা ত্যাগ করিয়া অন্য তিন নক্ষত্রে দ্বাদশী সূর্য্যাস্ত-পর্য্যন্ত হইলে সেই দ্বাদশীতে ব্রত করিবে, কিন্তু শ্রবণা নক্ষত্রে দ্বাদশী সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে সমাপ্ত হইলে এবং ঐ শ্রবণা দ্বাদশীর পূর্ব্বে সমাপ্ত হইলেও ঐ দিনে ব্রত করিয়া পরদিনে পারণ করিবে। নক্ষত্র অপেক্ষা তিথির বৃদ্ধি হইলে নক্ষত্রের অন্তে তিথি মধ্যে এবং নক্ষত্র বৃদ্ধি হইলে তিথির অন্তে পারণ করিবে। এই অষ্ট মহাদ্বাদশীর নির্ণয় করা হইল ॥ ৪ ॥

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক উল্লিখিত বচনের অর্থ যথা—

দশমীবেধ রহিত একাদশী যদি পরদিনে কিঞ্চিন্মাত্র দৃষ্ট হয় কিন্তু দ্বাদশী বৃদ্ধি হয়-না তাহা হইলে সেই দ্বাদশী উন্মীলনী মহাদ্বাদশী। কেবল মাত্র দ্বাদশী বৃদ্ধি হইলে বঞ্জুলী। একাদশী, দ্বাদশী ও ত্রয়োদশী যোগে ত্রিস্পৃশা।

ষষ্টিঘটিকা ভূত্বা পূর্ণা বা অমা বা পরদিনে কিয়ন্মাত্রা বর্দ্ধতে সা পক্ষবর্দ্ধনী ॥
পুনর্ব্বসুযোগে জয়া। শ্রবণাযোগে বিজয়া।
পুষ্যযোগে পাপনাশিনী। রোহিণীযোগে জয়ন্তী ॥ ৫ ॥
এতাসু নক্ষত্রপ্রযুক্তাসু চতসৃষু দ্বাদশীদিনে সূর্য্যোদয়াদারভ্য নক্ষত্রেণ ভবিতব্যং ন প্রাক্ ॥
হ্রাসবৃদ্ধিপর্য্যালোচনয়া নক্ষত্রন্যূনত্বসাম্যাধিক্যেষু সৎস্বপি রোহিণীশ্রবণৌ চেৎ ষষ্টিঘটিকা ভূত্বা পারণদিনে

ষষ্টিদণ্ডাত্মিকা পূর্ণিমা বা অমাবস্যা পর দিনে যদি কিঞ্চিন্মাত্রে বৃদ্ধি হয়, তবে সেই দ্বাদশী পক্ষবর্দ্ধনী। পুনর্ব্বসু যোগে জয়া, শ্রবণাযোগে বিজয়া, পুষ্যাযোগে পাপনাশিনী ও রোহিণীযোগে জয়ন্তী হয় ॥ ৫ ॥

নক্ষত্রযুক্ত জয়া প্রভৃতি এই চারিটী ব্রত দ্বাদশীদিনে সূর্য্যোদয়কে আরম্ভ করিয়া যদি নক্ষত্রের প্রবৃত্তি হয় তবে সেই নক্ষত্রযোগে দ্বাদশীতে ব্রত হইবে কিন্তু সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে নক্ষত্র প্রবৃত্ত হইলে হইবে না। হ্রাসবৃদ্ধি পর্য্যালোচনা অর্থাৎ ক্ষয় বৃদ্ধি দ্বারা নক্ষত্রের ন্যূন, সাম্য ও আধিক্য হইলে অর্থাৎ নক্ষত্রের ন্যূন চৌয়ান্নদণ্ড, সাম্য ষষ্টিদণ্ড ও অধিক পঞ্চষষ্টিদণ্ড পর্য্যন্ত হইলে সেই নক্ষত্রযোগে যে দ্বাদশী সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত থাকে সেই দ্বাদশীতে ব্রত হয়। আর যদি রোহিণী ও শ্রবণা ষষ্টিদণ্ড বৃদ্ধি হইয়া পরদিনে অর্থাৎ

বর্দ্ধেতে তদা নক্ষত্রমধ্যএব পারণং।
যদা নক্ষত্রবৃদ্ধৌ সূর্য্যোদয়াৎ প্রাক্ প্রবৃত্তানি নক্ষত্রাণি সাম্যমাধিক্যং বা ভজন্তে তদা সূর্য্যোদয়াদুপর্য্যেব নক্ষত্রেণ ভবিতব্যমিতি ন নিয়মঃ ॥ ৬ ॥
শ্রবণাতিরিক্তেষু ত্রিষু নক্ষত্রেষু দ্বাদশ্যা অস্তসময়পর্য্যন্ততা ভবিতব্যৈব।
শ্রবণেতু অস্তাৎপ্রাগপি সার্দ্ধযামাদুপরি দ্বাদশীসমাপ্তৌ

ত্রয়োদশীর দিবস বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে নক্ষত্র মধ্যেই পারণ করিবে। অপর যদি নক্ষত্রের বৃদ্ধিতে অর্থাৎ বাটিয়া যাওয়াতে (৬০ দণ্ডের অধিক হওয়াতে) সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে নক্ষত্রসকল প্রবৃত্ত হইয়া সাম্য বা আধিক্যকে ভজনা করে অর্থাৎ ষষ্টিদণ্ড বা পঞ্চষষ্টিদণ্ড পর্য্যন্ত হয়, তাহা হইলে নক্ষত্রসকল সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে হইলেও দ্বাদশীতে ব্রত হইবে কিন্তু সূর্য্যোদয়ের কত পূর্ব্ব তাহার নিয়ম নাই পরন্তু নক্ষত্র অহোরাত্র মানাপেক্ষা সম ও অধিক হওয়া আবশ্যক ॥ ৬ ॥

শ্রবণা ভিন্ন রোহিণী, পুনর্ব্বসু ও পুষ্যা এই তিন নক্ষত্রে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দ্বাদশী থাকিলে সেই দ্বাদশীতে ব্রত হইবে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে দ্বাদশী সমাপ্ত হইলে সে দ্বাদশীতে ব্রত হইবে না ॥

কিন্তু শ্রবণানক্ষত্রে অস্তের পূর্ব্বেই অর্থাৎ প্রাতঃকালাবধি সার্দ্ধযামের (দেড়প্রহরের) পর দ্বাদশী সমাপ্ত

তদহরেবোপবাসঃ।

পারণদিনে নক্ষত্রতিথ্যোরনুবৃত্তৌ যদি তিথেরধিকং নক্ষত্রং তর্হি তিথিমধ্য এব পারণং দ্বাদশীলঙ্ঘনস্য শতশো নিষিদ্ধত্বাৎ। তিথ্যাধিক্যে তু নক্ষত্রে নষ্টে পারণং ন প্রাগিত্যেবোহষ্টমহাদ্বাদশীনির্ণয়ঃ ॥ ৭ ॥

এতাশ্চাষ্ট মহাদ্বাদশ্যো বৈষ্ণবানাং নিত্যাঃ।

বৈষ্ণবাশ্চ পদ্মপুরাণে দর্শিতাঃ ॥

সদীক্ষাবিধিসন্যাসং সযন্ত্রং দ্বাদশাক্ষরং।

অষ্টাক্ষরমথান্যং বা যে মন্ত্রং সমুপাসতে।

হইলে সেই দিনই উপবাস হইবে ॥

পারণ দিনে নক্ষত্র এবং তিথির অনুবৃত্তি অর্থাৎ স্থিতি হইলে যদি তিথি হইতে নক্ষত্র অধিক হয়, তবে তিথি মধ্যেই পারণ করিবে, কারণ দ্বাদশীলঙ্ঘনে শত শত নিষিদ্ধ বচন আছে। তিথির আধিক্যে নক্ষত্র নষ্ট হইলে অর্থাৎ নক্ষত্রের শেষ হইলে পারণ করিবে, পূর্ব্ব অর্থাৎ নক্ষত্রমধ্যে পারণ করিবে না। এই অষ্ট মহাদ্বাদশীর নির্ণয় করা হইল ॥ ৭ ॥

এই অষ্ট মহাদ্বাদশীতে বৈষ্ণবদিগের উপবাস নিত্য অর্থাৎ না করিলে প্রত্যবায় হয় ॥

পদ্মপুরাণে বৈষ্ণব-লক্ষণ বলিয়াছেন যথা—

দীক্ষাবিধি ন্যাস ও যন্ত্রের সহিত দ্বাদশাক্ষর, অষ্টাক্ষর অথবা অন্য বিষ্ণুমন্ত্র যাঁহারা উপাসনা করেন এবং যাঁহারা

জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা লোকে বিষ্ণ্বর্চ্চনরতাস্তথেতি ॥ ৮ ॥
নিত্যত্বং চাসাং পদ্মপুরাণে।
হিরণ্যাক্ষবধায় যাচিতেন ভগবতা।
ভূলোকং গত্বা শুক্রোপদিষ্টং বিদ্ধৈকাদশ্যুপবাসং নিবার্য্য মদনুজ্ঞয়া জয়াদ্যা অষ্টৌ মহাদ্বাদশ্য উপদেষ্টব্যা ইতি মার্কণ্ডেয়ং প্রেষয়তা।
ন করিষ্যন্তি যে লোকে দ্বাদশ্যোঽষ্টৌ মমাজ্ঞয়া।
তেষাং যমপুরেবাসো যাবদাভূতসংপ্লবমিতি।
অকরণে দোষমভিদধতা শ্রীহরিণৈব নিরূপিতং ॥ ৯ ॥

বিষ্ণুপূজায় রত তাঁহারাই বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত হয়েন ॥৮॥

পদ্মপুরাণে এই সকল মহাদ্বাদশীর উপবাসের নিত্যত্ব আছে যথা—

হিরাণ্যাক্ষ বধ নিমিত্ত দেবগণকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া ভগবান্ হরি মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন যে,---হে মার্কণ্ডেয়! তুমি মর্ত্ত্যলোকে গমন পূর্ব্বক শুক্রোপদিষ্ট বিদ্ধা একাদশীতে উপবাস নিবারণ করিয়া আমার অনুজ্ঞায় জয়াদি অষ্ট মহা দ্বাদশীতে উপবাস উপদেশ করিবা এই বলিয়া মার্কণ্ডেয় মুনিকে প্রেরণ করত। যে সকল ব্যক্তি আমার আজ্ঞায় অষ্টমহাদ্বাদশী পালন না করিবে, মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত তাহাদিগের যমপুরে অবস্থিতি হইবে, এই বচনদ্বারা অকরণে দোষাভিধানকারী শ্রীহরি স্বয়ং অষ্টমহাদ্বাদশীর নিত্যত্ব নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে চ ॥
দ্বাদশ্যোঽষ্টৌ মহাপুণ্যাঃ সর্ব্বপাপহরা দ্বিজেতি ।
পাপং প্রশময়ন্তি তা ইতি ॥
প্রত্যবায়নিরাসহেতুত্বমাসামবসীয়তে ।
তত্র তত্র ফলশ্রবণন্তু দর্শপৌর্ণমাসাদিবৎ সংযোগপৃথক্ত্বেন নিত্যত্বং ন ব্যাহন্তি ॥ ১০ ॥
কিঞ্চ । উপোষিতাঃ সমফলা দ্বাদশ্যোঽষ্টৌ পৃথক্ পৃথগিতি সমফলত্বাভিধানমেবাসাং নিত্যত্বমুপপাদয়তি । বহ্বল্পায়াসসাধ্যানাং দ্বাদশীকর্ম্মণাং সমস্বর্গাদিফলত্বস্য

ব্রহ্মবৈবর্ত্তেও ॥

হে দ্বিজ ! এই অষ্ট দ্বাদশী মহাপুণ্যস্বরূপা এবং সমুদায় পাপকে হরণ করেন। তথা ঐ সকল মহাদ্বাদশী পাপকে বিনষ্ট করিয়া থাকেন। ইহাদিগের প্রত্যবায় নিরাস অর্থাৎ পাপবিনাশহেতুত্বও পর্য্যবসিত হইতেছে। সেই সেই স্থলে ফল শ্রবণও দর্শপৌর্ণমাসাদি যাগের ন্যায় সংযোগপৃথক্ত্ব ন্যায়ে অর্থাৎ সম্বন্ধভেদে নিত্যত্বের ব্যাঘাত করিতে পারে না ॥ ১০ ॥

আরও। এই অষ্টদ্বাদশী পৃথক্ পৃথক্ উপোষিত হইলেও প্রত্যেকই সমান ফল প্রদান করিয়া থাকেন। এই বচনে সমফলত্ব বিধানই ইহাদিগের নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। বহু এবং অল্প আয়াসসাধ্য দ্বাদশীকর্ম্মসমূহের সমস্বর্গাদি ফলত্বের অল্প মহৎ কর্ম্ম জন্য ফল অল্প ও মহৎ হইয়া থাকে, এই

কর্ম্মণামল্পমহতামিতি ন্যায়বিরোধাদিষ্টপ্রাপ্ত্যভিপ্রায়েণ সমত্বানুপপত্তেঃ। অনিষ্টপরিহারেঽপি উপাত্তদুরিত ক্ষয়স্য প্রায়শ্চিত্তকর্ম্মবদ্ বহ্বল্পপ্রয়াসদ্বাদশীকর্ম্মসাধ্যত্বে পূর্ব্বন্যায়বিরোধতাদবস্থ্যাৎ স্মৃতিবিরোধাচ্চ ফলাসাম্যাযোগাদকরণনিমিত্তপ্রত্যবায়োৎপত্তিপ্রতিবন্ধকত্বেনৈব সমফলত্বমুপপদ্যতে। তস্মান্নিত্যা এবাষ্টৌ মহাদ্বাদশ্য ইত্যেষা দিক্ ॥ ১১ ॥

ন্যায়বিরোধহেতু ইষ্টপ্রাপ্তি অভিপ্রায়ে তুল্য ফলত্বের অর্থাৎ অষ্টমহাদ্বাদশীতে পৃথক্ পৃথক্ উপবাস করিলে বহু ও অল্পায়াস সাধ্য উপবাস বলিয়া তজ্জন্য তুল্যস্বর্গ হয় এ রূপ বলা যাইতে পারে না। অনিষ্ট পরিহার অর্থাৎ পাপনাশ হয় এ রূপ বলিলেও উপাত্তদুরিত অর্থাৎ সঞ্চিতপাপক্ষয়ের প্রায়শ্চিত্তকর্ম্মের ন্যায় বহু ও অল্প প্রয়াসসাধ্য দ্বাদশীকর্ম্মদ্বারা তুল্য ফল, সম্পন্ন হয় ইহা বলিলেও পূর্ব্ব ন্যায় বিরোধের তদ্রূপ অবস্থাই থাকে এবং স্মৃতিরও বিরোধ হয় অর্থাৎ অল্পায়াসসাধ্যকর্ম্ম দ্বারা ফলও অল্প হয় এবং বহু আয়াস সাধ্যকর্ম্মদ্বারা ফলও বহু হয়, সুতরাং তুল্যফল বলা যাইতে পারে না অতএব অষ্টমহাদ্বাদশী উপবাসজন্য সম ফলত্বের সিদ্ধি হয় না বলিয়া ঐ অষ্টমহাদ্বাদশীতে উপবাসের অকরণ নিমিত্ত প্রত্যবায় অর্থাৎ পাপের উৎপত্তির প্রতিবন্ধক রূপেই প্রত্যেক দ্বাদশীতে উপবাস জন্য তুল্য ফলত্বই যুক্ত হয়, কারণ অভাবগত কোন বৈশিষ্ট নাই অতএব এই অষ্টমহাদ্বাদশী নিত্য ইহাই স্থিরীকৃত হইল ॥ ১১

তাশ্চ ব্রতরূপেণৈবমনুষ্ঠেয়াঃ।

তত্র তাবন্মার্গাদিমাসেষু কেশবাদ্যা দেবতা।

ততশ্চ যস্মিন্মাসে উন্মীলনী তন্মাসনামকং তদায়ুধশক্ত্যা সৌবর্ণং দেবং বিধায় নবং লোহিতং শুদ্ধোদকপূর্ণং পঞ্চ-রত্নোপেতং গন্ধাক্ষতপুষ্পমালালঙ্কৃতং কলসং সর্ব্বতো-ভদ্রমণ্ডলেঽবস্থাপ্য তস্যোপরি গোধূমৈস্তণ্ডুলৈর্বা পূর্ণং তাম্রপাত্রং নিধায় তদুপরি পঞ্চামৃতস্নপিতং দেব-মুপবেশ্য।

এহেহি ত্বং জগন্নাথ বৈকুণ্ঠ পুরুষোত্তম।

পবিবারগণোপেতো লক্ষ্ম্যা সহ জগৎপতে।

সেই অষ্টমহাদ্বাদশীও ব্রতরূপে অর্থাৎ সংকল্পবিষয়ী-ভূততত্তৎকর্ম্মরূপে অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য॥

ঐ ব্রত বিষয়ে অগ্রহায়ণাদি মাস সকলে কেশবাদি দেবতাকে জানিতে হইবে॥

যথা—যে মাসে উন্মীলনী সেই মাস নামক আয়ুধ ও শক্তির সহিত সুবর্ণের প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া নূতন লোহিত-বর্ণ শুদ্ধ জলপূর্ণ পঞ্চরত্নযুক্ত গন্ধ অক্ষত ও পুষ্পমালাদ্বারা বিভূষিত কলস সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলমধ্যে স্থাপন করিয়া তাহার উপরে গোধূম কিম্বা তণ্ডুলপরিপূর্ণ পাত্র সংস্থাপন পূর্ব্বক তদুপরি পঞ্চামৃতদ্বারা স্নপিতদেবতাকে উপবেশন করাইয়া হে জগন্নাথ! হে বৈকুণ্ঠ! হে পুরুষোত্তম! হে জগৎপতে! আপনি লক্ষ্মীর সহিত সপরিবারে এই স্থলে আগমন করুন, এই মন্ত্রে আবাহন পূর্ব্বক "মনোজ্যোতি" এই মন্ত্রে প্রাণ

ইত্যাবাহ্য মনোজ্যোতিরিতি প্রতিষ্ঠাপ্য তন্নামমন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাণি চ সমর্প্য বস্ত্রযুগ্মমুপবীতং সোত্তরীয়ং ছত্রং জলপাত্রং উপানহৌ সপ্ত ধান্যানি চ প্রদায় তুলসী-পুষ্পৈর্দেবস্যাবয়বার্চ্চনং কুর্য্যাৎ ॥ ১২ ॥

পাদয়োঃ স্বনাম্নে নমঃ। জান্বোর্বিশ্বরূপিণে নমঃ।
গুহ্যে কামপতয়ে নমঃ। কট্যাং পীতবাসসে নমঃ।
নাভ্যাং ব্রহ্মমূর্ত্তিভৃতে নমঃ। উদরে বিশ্বযোনয়ে নমঃ।
হৃদয়ে জ্ঞানগম্যায় নমঃ। কণ্ঠে বৈকুণ্ঠায় নমঃ।
ললাটে উরগশয়নায় নমঃ। বাহ্বোঃ ক্ষত্রান্তকারিণে নমঃ।
শিরসি সুরেশায় নমঃ। সর্ব্বাঙ্গেষু সর্ব্বমূর্ত্তয়ে নমঃ।
সুদর্শনায় নমঃ। ইত্যাদিভিশ্চক্রাদীনি পূজয়েৎ ॥ ১৩ ॥

প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই নামের মন্ত্রদ্বারা গন্ধপুষ্প সমর্পণ পূর্ব্বক যুগ্মবস্ত্র যজ্ঞোপবীত উত্তরীয় ছত্র জলপাত্র পাদুকা এবং সপ্তধান্য এই সমস্ত প্রদান করত তুলসী ও পুষ্পদ্বারা দেবের অবয়ব অর্চ্চনা করিবে ॥ ১২ ॥

যথা—পাদদ্বয়ে, স্বনাম্নে নমঃ। জানুদ্বয়ে, বিশ্বরূপিণে নমঃ। গুহ্যে, কামপতয়ে নমঃ। কটিতে, পীতবাসসে নমঃ। নাভিতে, ব্রহ্মমূর্ত্তিভৃতে নমঃ। উদরে, বিশ্বযোনয়ে নমঃ। হৃদয়ে, জ্ঞানগম্যায় নমঃ। কণ্ঠে, বৈকুণ্ঠায় নমঃ। ললাটে, উরগশয়নায় নমঃ। বাহুদ্বয়ে, ক্ষত্রান্তকারিণে নমঃ। মস্তকে, সুরেশায় নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে, সর্ব্বমূর্ত্তয়ে নমঃ। সুদর্শনায় নমঃ। ইত্যাদি মন্ত্রে চক্রাদির পূজা করিবে ॥ ১৩ ॥

ততঃ সসলিলকুঙ্কুমে শঙ্খে একসূত্রবেষ্টিতং নারিকেলং কৃত্বা অর্ঘ্যং দদ্যাৎ।

তত্র মন্ত্রঃ ॥

দেবদেব মহাদেব মহাপুরুষ পূর্ব্বজ।
সুব্রহ্মণ্য নমস্তেঽস্তু পুণ্যকীর্ত্তিবিবর্দ্ধন।
শোকমোহমহাপাপাৎ মামুদ্ধর মহার্ণবাৎ।
ব্রতেনানেন দেবেশ যে চান্যে মম পূর্ব্বজাঃ।
বিযোনিং চ গতাশ্চান্যে পাপান্মৃত্যুবশঙ্গতাঃ।
যে ভবিষ্যন্তি যে হ্যতীতাঃ প্রেতলোকাৎ সমুদ্ধর।
আর্ত্তস্য মম দীনস্য ভক্তস্যাব্যভিচারিণঃ।

তদনন্তর জল এবং কুঙ্কুমযুক্ত শঙ্খে একসূত্রবেষ্টিত নারিকেল ফল স্থাপন করিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিবে ॥

অর্ঘ্যমন্ত্র যথা ॥

হে দেবদেব! হে মহাদেব! হে মহাপুরুষ! হে পূর্ব্বজ! হে সুব্রহ্মণ্য! হে পুণ্যকীর্ত্তিবিবর্দ্ধন! আপনাতে নমস্কার থাকুক, শোক, মোহ ও মহাপাপরূপ মহাসাগর হইতে আমাকে উদ্ধার করুন। হে দেবেশ! আমার যে কোন পূর্ব্বপুরুষ বিযোনিগত হইয়াছেন এবং যাঁহারা পাপবশতঃ মৃত্যুর বশীভূত হইয়াছেন, অপর যাঁহারা হইবেন ও যাঁহারা অতীত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে প্রেতলোক হইতে উদ্ধার করুন। আর আমি পীড়িত ও অতিদীন, আমার সম্বন্ধে আপনার অব্যভিচারিণী ভক্তি হউক। হে গদাধর!

দত্তমর্ঘ্যং ময়া তুভ্যং ভক্ত্যা গৃহ্ণ গদাধরেতি ॥ ১৪ ॥
ততো ধূপদীপনৈবেদ্যতাম্বূলাদীনি সমর্প্য শক্ত্যাচার্য্যং সংপূজ্য গীতনৃত্যাদিভির্জাগরণং কুর্য্যাৎ।
ততঃ প্রাতঃ কৃতাহ্নিকদেবতার্চ্চনো ব্রতোপস্করং ব্রতসংপূর্ত্ত্যৈ গুরবে নিবেদ্য বিপ্রবন্ধুভিঃ সহ পারণং কুর্ব্বীত।
উন্মীলনীব্রতং কুর্য্যাদেবং যঃ স ধনী ভবেৎ।
দীর্ঘায়ুঃ পুত্রবান্ বিদ্বানকর্ত্তা নরকং ব্রজেৎ ॥ ১৫ ॥

॥ * ॥ ইতি পদ্মপুরাণোক্তমুন্মীলনীব্রতং ॥ * ॥

আমি আপনাকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্ঘ্য প্রদান করিলাম গ্রহণ করুন ॥ ১৪ ॥

তদনন্তর ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, তাম্বূল প্রভৃতি সমর্পণপূর্ব্বক যথাশক্তি আচার্য্যকে পূজা করিয়া গীতনৃত্যাদিদ্বারা রাত্রি জাগরণ করিবে ॥

পর দিবস প্রাতঃকালে কৃতাহ্নিক ও দেবার্চ্চনা পূর্ব্বক ব্রতের পূর্ণতা নিমিত্ত ব্রতের উপকরণ দ্রব্য সকল গুরুকে নিবেদন করিয়া বিপ্র ও বন্ধুবর্গের সহিত পারণ করিবে ॥

যে ব্যক্তি এই প্রকারে উন্মীলনী ব্রত করেন তিনি ধনী হন, তাঁহার পরমায়ু বৃদ্ধি পায় এবং তিনি পুত্রবান্ ও বিদ্বান্ হয়েন। আর যে মনুষ্য এই প্রকারে ব্রত না করে, সে নরকে গমন করিবে ॥ ১৫ ॥

॥ * ॥ ইতি পদ্মপুরাণোক্ত উন্মীলনী ব্রত ॥ * ॥

অথ বঞ্জুলীব্রতং ॥

তত্র নিয়মমন্ত্রঃ।

দ্বাদশ্যাস্তু নিরাহারঃ পারণঞ্চাপরেঽহনি।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থং করিষ্যে বঞ্জুলীব্রতং। ইতি ॥ ১৬ ॥

সৌবর্ণমাষস্য শক্ত্যা বা নারায়ণীং তনুং কৃত্বা পূর্ব্ববদলঙ্কৃতঘটোপরি বিন্যস্য সগোধূমে তাম্রপাত্রে সুস্নাতমুপবেশ্য আবাহ্য প্রতিষ্ঠাপ্য কেকিপিঞ্ছচ্ছত্রং বৈণবং বা উপানহৌ ঘৃতপূর্ণং কাংস্যপাত্রং বস্ত্রযুগং চ সমর্প্য গন্ধপুষ্পাদিভিরভ্যর্চ্চ্যাবয়বপূজামারভেত ॥ ১৭ ॥

অথ বঞ্জুলীব্রত ॥

তত্র নিয়মমন্ত্র।

আমি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের নিমিত্ত দ্বাদশীতে নিরাহার থাকিয়া ত্রয়োদশীতে পারণা করত বঞ্জুলীর ব্রত করিব ॥ ১৬ ॥

শক্তি অনুসারে মাষপরিমিত সুবর্ণ দ্বারা নারায়ণমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় অলঙ্কৃত ঘটের উপরে সগোধূম তাম্রপাত্রবিন্যাস পূর্ব্বক তাহাতে সুস্নাতদেবকে উপবেশন করাইয়া আবাহন ও প্রতিষ্ঠা করত ময়ূরপুচ্ছের অথবা বেণু (বংশ) নির্ম্মিত ছত্র, পাদুকা, ঘৃতপূর্ণ কাংস্যপাত্র ও বস্ত্রযুগল সমর্পণ করিয়া গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা অর্চ্চনা পূর্ব্বক অঙ্গ পূজা আরম্ভ করিবে ॥ ১৭ ॥

পাদয়ো র্নারায়ণায় নমঃ । জানুভ্যাং কেশবায় নমঃ ।
ঊরুভ্যাং মাধবায় নমঃ । গুহ্যে কামাধিপায় নমঃ ।
কট্যাং গোবিন্দায় নমঃ । নাভৌ মাধবমূর্ত্তয়ে নমঃ ।
উদরে বিষ্ণবে নমঃ । বক্ষসি কৌস্তুভধারিণে নমঃ ।
কণ্ঠে বৈকুণ্ঠায় নমঃ । চক্ষুষি জ্যোতীরূপিণে নমঃ ।
শিরসি সহস্রশীর্ষ্ণে নমঃ । সর্ব্বাঙ্গেষু বিশ্বরূপিণে নমঃ ।
স্বনাম্নায়ুধানি সম্পূজ্য পূর্ব্ববচ্ছঙ্খস্থ-নারিকেলেনার্ঘ্যং দদ্যাৎ ॥ ১৮ ॥

তত্রার্ঘ্যমন্ত্রঃ ।

নারায়ণ জগন্নাথ পীতাম্বর জনার্দ্দন ।

অবয়ব পূজা যথা ॥

পদদ্বয়ে "নারায়ণায় নমঃ" জানুদ্বয়ে "কেশবায় নমঃ" ঊরুদ্বয়ে "মাধবায় নমঃ" গুহ্যদেশে "কামাধিপায় নমঃ" কটিদেশে "গোবিন্দায় নমঃ"। নাভিদেশে "মাধব মূর্ত্তয়ে নমঃ" উদরে "বিশ্বরূপায় নমঃ" বক্ষঃস্থলে "কৌস্তুভধারিণে নমঃ"। কণ্ঠে "বৈকুণ্ঠায় নমঃ"। চক্ষুর্দ্বয়ে "জ্যোতীরূপিণে নমঃ"। শিরোদেশে "সহস্রশীর্ষায় নমঃ"। "সর্ব্বাঙ্গে বিশ্ব-রূপিণে নমঃ" এবং অস্ত্র সকলকে স্ব স্ব নাম উল্লেখ পূর্ব্বক পূজা করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় শঙ্খস্থ নারিকেলদ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিবে ॥ ১৮ ॥

অর্ঘ্যমন্ত্র যথা ॥

হে নারায়ণ! হে জগন্নাথ! হে পীতাম্বর! হে জনার্দ্দন!

মামুদ্ধর মহাবিষ্ণো নরকাব্ধেঃ সনাতন।
সপ্তকল্পগতং পাপং যৎকৃতং মম পূর্ব্বজৈঃ।
অনেনার্ঘ্যপ্রদানেন সকলং তৎ প্রণশ্যতু।
মুক্তিং প্রযান্তু পিতরো ময়া সহ জগৎপতে।
ময়া দত্তার্ঘ্যদানেন যেচান্যে পিতরোগতাঃ।
বসন্তু ত্বৎসমীপে হৃদ্য দেবদেব জনার্দ্দন।
ব্রতং সংপূর্ণতাং যাতু বঞ্জুলীসম্ভবং মম।
দশমীসংযুতং দেব যৎকৃতং দ্বাদশীব্রতং॥
অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাৎ পরিপূর্ণং তদস্তু মে ইতি ॥ ১৯ ॥
ততো ধূপদীপাদীনি সমর্প্য নীরাজ্য বস্ত্রগোভূমিধান্যৈঃ

হে মহাবিষ্ণো! হে সনাতন! আমাকে নরকসাগর হইতে উদ্ধার করুন এবং আমার পূর্ব্বপুরুষগণ সপ্তকল্পে যে সকল পাপ করিয়াছেন তৎসমুদায় বিনষ্ট হউক। হে জগৎপতে! আমার সহিত পিতৃগণ মুক্তি প্রাপ্ত হউন। হে দেবদেব! হে জনার্দ্দন! আমি আপনাকে অর্ঘ্যদান করিতেছি, এতদ্দ্বারা আমার যে সকল পিতৃলোক গত হইয়াছেন তাঁহারা আজ আপনার সমীপে বাস করুন। এবং আমার এই বঞ্জুলী সম্ভব ব্রত সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হউক, হে দেব! অজ্ঞান বা জ্ঞানপূর্ব্বক দশমীসংযুত যে দ্বাদশী ব্রত করিয়াছি আমার সেই সমস্ত পরিপূর্ণ হউক ॥ ১৯ ॥

তদনন্তর ধূপ দীপ প্রভৃতি সমর্পণপূর্ব্বক আরাত্রিক

শক্ত্যা বা গুরুং সংপূজ্য জাগরণাদিকং পূর্ব্ববৎ কুর্য্যাৎ। বিশেষতোঽত্র সহস্রনামগীতা ভাগবতাধ্যায়ান্ পঠেৎ। সৈষা বঞ্জুলী অগ্নিষ্টোম বাজপেয় পৌণ্ডরীক সৌত্রামণ্যশ্বমেধ রাজসূয়েভ্য উত্তরোত্তরসহস্রগুণাধিকেভ্যোঽতিরিচ্যতে॥ ২০॥

॥ * ॥ ইতি বঞ্জুলীব্রতং ॥ * ॥

অথ ত্রিস্পৃশাব্রতং॥

হৈমীং দামোদরমূর্ত্তিং শক্ত্যা কৃত্বা পূর্ব্বোক্তকলসোপরি তণ্ডুলপূর্ণে তাম্রপাত্রে স্থাপিতং দেবং স্থাপয়িত্বা বস্ত্রযুগ্মং বৈণবং ছত্রং দণ্ডং সোত্তরীয়মুপবীতং পাদুকেচ সমর্প্য

করিয়া বস্ত্র গো ভূমি ও ধান্যদ্বারা অথবা শক্ত্যনুসারে গুরুকে পূজা করত পূর্ব্বের ন্যায় জাগরণাদি করিবে। বিশেষতঃ এই জাগরণে সহস্রনাম গীতা ও ভাগবতাধ্যায় পাঠ করিবে। এই বঞ্জুলী অগ্নিষ্টোম রাজপেয়, পৌণ্ডরীক, সৌত্রামণী, অশ্বমেধ ও রাজসূয় হইতে উত্তরোত্তর সহস্রগুণ অধিক হইতেও অধিক হয়॥ ২০॥

॥ * ॥ ইতি বঞ্জুলীব্রত ॥ * ॥

অথ ত্রিস্পৃশাব্রত॥

বিভবানুসারে স্বর্ণময় দামোদরের প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত কলসের উপর তণ্ডুলপূর্ণ তাম্রপাত্রে স্থাপিত দেবকে স্থাপন পূর্ব্বক যুগ্মবস্ত্র, বেণুনির্ম্মিত ছত্র, দণ্ড, উত্তরীয়, যজ্ঞসূত্র ও পাদুকাদ্বয় সমর্পণপূর্ব্বক গন্ধপুষ্পাদি

গন্ধপুষ্পাদিভিঃ সংপূজ্যাবয়বার্চ্চনং কুর্য্যাৎ ॥ ২১ ॥
পাদয়োর্দামোদরায় নমঃ। জানুনোর্মাধবায় নমঃ।
গুহ্যে কামপতয়ে নমঃ। কট্যাং বামনায় নমঃ।
নাভ্যাং পদ্মনাভায় নমঃ। উদরে বিশ্বমূর্ত্তয়ে নমঃ।
হৃদয়ে জ্ঞানগম্যায় নমঃ। কণ্ঠে শ্রীকণ্ঠায় নমঃ।
বাহ্বোঃ সহস্রবাহবে নমঃ। চক্ষুষো র্যোগগম্যায় নমঃ।
ললাটে উরগশয়নায় নমঃ। শিরসি সহস্রশিরসে নমঃ।
সর্ব্বাঙ্গেষু চারুরূপিণে নমঃ।
সনামায়ুধানি সংপূজ্য পূর্ব্ববদর্ঘ্যং দদ্যাৎ ॥ ২২ ॥
অর্ঘ্যমন্ত্রঃ ॥

দ্বারা পূজা করত অঙ্গ সকলের অর্চ্চনা করিবে ॥ ২১ ॥
যথা-পদদ্বয়ে "দামোদরায় নমঃ" জানুদ্বয়ে, "মাধবায় নম গুহ্যে, "কামপতয়ে নমঃ" কটিতে, "বামনমূর্ত্তয়ে নমঃ" নাভিতে, "পদ্মনাভায় নমঃ" উদরে, "বিশ্বমূর্ত্তয়ে নমঃ" হৃদয়ে, "জ্ঞানগম্যায় নমঃ" কণ্ঠে, "শ্রীকণ্ঠায় নমঃ" বাহুদ্বয়ে, "সহস্রবাহবে নমঃ" চক্ষুর্দ্বয়ে, "যোগনায়কায় নমঃ" ললাটে, "উরগশনায় নমঃ" এবং মস্তকে, "সহস্রশিরসে নমঃ" সর্ব্বাঙ্গে "চারুরূপিণে নমঃ" এবং স্বস্ব নাম দ্বারা আয়ুধ সকলকে পূজা করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক যথাবিধি অর্ঘ্য প্রদান করিবে ॥ ২২ ॥

অর্ঘ্যমন্ত্র যথা ॥

স্মৃতো হরসি পাপানি সত্যং যদি জনার্দ্দন।
দুঃস্বপ্নং দুর্নিমিত্তঞ্চ মনসো দুর্ব্বিচিন্তিতং।
নারকঞ্চ ভয়ং দেব ভয়ং দুর্গতিসম্ভবং।
ভয়মন্যন্মহাদেব ঐহিকং পারলৌকিকং।
সর্ব্বং নাশয় মে বিষ্ণো গৃহাণার্ঘ্যং জনার্দ্দন।
মম ভক্তিঃ সদৈবাস্তু দামোদর তবোপরীতি॥ ২৩॥
ততো ধূপাদীনি দেবায় সমর্প্য নীরাজ্য সজলং শঙ্খং দেবমূর্দ্ধ্নি ভ্রাময়িত্বা শুভ্র বস্ত্রমুদ্রিকা চ্ছত্রোপানৎ কমণ্ডলু ভোজন তাম্বূলসপ্তধান্যৈঃ আচার্য্যং সংপূজ্য জাগরণং কৃত্বা নিশান্তে পুনরর্ঘ্যং দত্ত্বা পূর্ব্ববদ্বিপ্রভোজনং

হে জনার্দ্দন! আপনি সত্য যদি স্মৃত হইয়া পাপসকলকে হরণ করেন তবে আমার দুঃস্বপ্ন, দুর্নিমিত্ত, মনের দুশ্চিন্তিত, নরকভয়, দুর্গতিসম্ভূতভয়, অন্যভয়, ঐহিক ও পারলৌকিক ভয় ইত্যাদি সমুদায় নাশ করুন, হে বিষ্ণো! হে জনার্দ্দন! এই অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি গ্রহণ করুন, হে দামোদর! আপনার প্রতি সর্ব্বদা আমার ভক্তি থাকুক॥ ২৩॥

তদনন্তর ধূপ দীপ প্রভৃতি দেবতাকে সমর্পণ পূর্ব্বক সজল শঙ্খ দেবের মস্তকে ভ্রমণ করাইয়া শুভ্রবস্ত্র মুদ্রা ছত্র পাদুকা কমণ্ডলু ভোজন তাম্বূল ও সপ্ত ধান্যদ্বারা আচার্য্যকে সম্যক্‌রূপে পুনর্ব্বার অর্ঘ্য দিয়া পূর্ব্বের ন্যায় পূজা করত রাত্রিজাগরণ করিবে এবং নিশান্তে ব্রাহ্মণভোজন করাইবে।

কুর্য্যাৎ। অস্যাশ্চ মাহাত্ম্যং পদ্মপুরাণাদবগন্তব্যং ॥২৪॥

॥ * ॥ ইতি ত্রিস্পৃশাব্রতং ॥ * ॥

অথ পক্ষবর্দ্ধনীব্রতং ॥

মাসনাম্না সৌবর্ণং দেবং শক্ত্যা নির্ম্মায় পূর্ব্বোক্তকলসে গোধূমপূর্ণিততাম্রপাত্রে সুস্নাপিতমুপবেশ্য বস্ত্রযুগ্মং ছত্র মুপানহৌ সুচন্দনেনানুলিপ্য পুষ্পাদিভিঃ পূজাং কৃত্বা অবয়বার্চ্চনং কুর্য্যাৎ ॥ ২৫ ॥

পাদয়োঃ পদ্মনাভায় নমঃ। জানুনোর্যোগমূর্ত্তয়ে নমঃ। ঊর্ব্বো নৃসিংহায় নমঃ। কট্যাং জ্ঞানপ্রদায় নমঃ। উদরে বিশ্বনাথায় নমঃ। হৃদয়ে শ্রীধরায় নমঃ।

ইহার মাহাত্ম্য পদ্মপুরাণ হইতে অবগত হইবে ॥ ২৪ ॥

॥ * ॥ ইতি ত্রিস্পৃশাব্রত ॥ * ॥

অথ পক্ষবর্দ্ধনীব্রত ॥

যে মাসে পক্ষবর্দ্ধনী হইবে, সেই মাসে বিষ্ণুর যে নাম সেই নামে শক্ত্যনুসারে স্বর্ণ দ্বারা বিষ্ণুর প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত কলসে গোধূমপূরিত তাম্রপাত্রে সুস্নাপিত দেবকে স্থাপন করিয়া বস্ত্রযুগ্ম,ছত্র ও পাদুকাদ্বয় অর্পণপূর্ব্বক চন্দনদ্বারা অনুলেপন করত পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া অবয়বের অর্থাৎ অঙ্গের অর্চ্চনা করিবে ॥ ২৫ ॥

যথা—পদদ্বয়ে "পদ্মনাভায় নমঃ" জানুদ্বয়ে "যোগমূর্ত্তয়ে নমঃ" ঊরুদ্বয়ে "নৃসিংহায় নমঃ" কটিদেশে "জ্ঞান প্রদায় নমঃ" উদরে "বিশ্বনাথায় নমঃ" হৃদয়ে "শ্রীধরায়

কণ্ঠে কৌস্তুভনাভায় নমঃ। বাহ্বোঃ ক্ষত্রাস্তকায় নমঃ।
ললাটে ব্যোমমূর্ত্তয়ে নমঃ। শিরসি সর্ব্বরূপিণে নমঃ।
সর্ব্বাঙ্গেষু দিব্যরূপিণে নমঃ।
স্বনাম্নায়ুধানি সংপূজ্য পূর্ব্ববদর্ঘ্যং দদ্যাৎ ॥ ২৬ ॥
তত্র মন্ত্রঃ ॥
সংসারার্ণবপোতায় পাপেন্ধনদবানল।
নরকার্ত্তিপ্রশমন জন্মমৃত্যুজরাপহ ॥
মামুদ্ধর জগন্নাথ পতিতং ভবসাগরাৎ।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং পদ্মনাভ নমোঽস্তু তে ॥ ইতি ॥২৭

নমঃ” কণ্ঠে “কৌস্তুভায় নমঃ” বাহুদ্বয়ে “ক্ষত্রান্তকায় নমঃ” ললাটে “ব্যোমমূর্ত্তয়ে নমঃ” শিরোদেশে “সর্ব্বরূপিণে নমঃ” এবং সর্ব্বাঙ্গে “দিব্যরূপিণে নমঃ”। তথা অস্ত্র সকলকে স্ব স্ব নাম উচ্চারণ করত পূজা করিয়া পূর্ব্বের স্থায় অর্ঘ্য দিবে ॥ ২৬ ॥

অর্ঘ্যমন্ত্র যথা ॥

হে ভগবন্! আপনি সংসারসাগরের পোত স্বরূপ, আপনি পাপরূপ কাষ্ঠদাহনে দাবানল সদৃশ, আপনি নরকাগ্নির প্রশমনকারী; আপনি জন্ম, মৃত্যু ও জরা বিনষ্ট করেন। অতএব হে জগন্নাথ! আমি ভবসাগরে পতিত হইয়াছি আপনি তাহা হইতে আমাকে উদ্ধার করুন, হে পদ্মনাভ! আপনার প্রতি নমস্কার থাকুক। অপিচ, আপনি আমার দত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ করুন ॥ ২৭ ॥

ততো ধূপদীপাদীনি সমর্প্য কঞ্চুকোষ্ণীষবস্ত্রৈর্যথাশক্তি দক্ষিণয়া ভোজনতাম্বূলৈশ্চ গুরুং সংপূজ্য হাস্যবিনোদ-পুরাণশ্রবণপ্রধানং জাগরণং কৃত্বা পূর্ব্ববদ্ব্রতং সমাপয়েৎ॥ ২৮॥

॥ * ॥ ইতি পক্ষবর্দ্ধনীব্রতং ॥ * ॥

জয়াব্রতং উন্মীলনীব্রতবদনুষ্ঠেয়ং॥ ২৯॥

বিজয়াব্রতং সঙ্গমে ব্রতং কুর্য্যাৎ॥

নদ্যাদিসঙ্গমালাভেতু মার্কণ্ডেয়োপদিষ্টে সঙ্গমে ব্রতমনুষ্ঠেয়ং॥ ৩০॥

তদনন্তর ধূপ দীপাদি সমর্পণ পূর্ব্বক কঞ্চুক (যামা) উষ্ণীষ (পাগড়ী) বস্ত্র, যথাশক্তি দক্ষিণা, ভোজন ও তাম্বূল দ্বারা গুরুকে সম্যক্ রূপে পূজা করিয়া হাস্য ক্রীড়া ও পুরাণ শ্রবণই যাহাতে প্রধান এমত জাগরণ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ব্রত সমাপন করিবে॥ ২৮॥

॥ * ॥ ইতি পক্ষবর্দ্ধনীব্রত ॥ * ॥

অথ জয়াব্রত॥

উন্মীলনী ব্রতের ন্যায় জয়া ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে॥২৯

॥ * ॥ ইতি জয়াব্রত ॥ * ॥

অথ বিজয়াব্রত॥

এই বিজয়াব্রত নদ্যাদির সঙ্গমে করিবে॥

নদ্যাদি সঙ্গমের অলাভ হইলে মার্কণ্ডেয়ের উপদিষ্ট সঙ্গমে ব্রতের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য॥ ৩০॥

শালগ্রামশিলাবারি তুলসীজলমেব চ।
সমমেবোদ্ধরেত্তত্র বিজয়াব্রতমাচরেৎ ॥
ইতি মার্কণ্ডেয়েঽভিধানাৎ ॥
তত্রাদৌ গুরুং প্রণম্য সঙ্কল্পং বিদধ্যাৎ ॥ ৩১ ॥
তত্র মন্ত্রঃ ॥
দ্বাদশ্যান্তু নিরাহারঃ স্থিত্বাহমপরেঽহনি।
ভোক্ষ্যে ত্রিবিক্রমানন্ত শরণং মে ভবাচ্যুতেতি ॥ ৩২ ॥
অনুক্তমন্ত্রাস্বপি মহাদ্বাদশীষয়মেব মন্ত্রস্তন্নাম্না প্রজপ্তব্যঃ ॥ ৩৩ ॥
শার্ঙ্গং শরায়ুধং সৌবর্ণং দেবং কৃত্বা পূর্ব্বোক্তে সোপ-

শালগ্রামশিলার জল এবং তুলসীপত্রমিশ্রিত জল একত্র সম্মিলন করিয়া একটা পাত্রে স্থাপন করত সেই স্থানে বিজয়াব্রত আচরণ করিবে। মার্কণ্ডেয়পুরাণে এই উল্লেখ আছে ॥

ব্রতবিষয়ে অগ্রে গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া তৎপরে সঙ্কল্প করিবে ॥ ৩১ ॥

সঙ্কল্প মন্ত্র যথা ॥

হে ত্রিবিক্রম! হে অনন্ত! আমি দ্বাদশীতে নিরাহার থাকিয়া পর দিবস ভোজন করিব, হে অচ্যুত! আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ৩২ ॥

যে সকল দ্বাদশীতে মন্ত্র উল্লেখ হয় নাই, সেই সকল দ্বাদশীতেই তন্নামে মন্ত্র জপ করা কর্ত্তব্য ॥ ৩৩ ॥

ধনুর্ব্বাণধারিণী স্বর্ণময়ী দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত

বীতে কলসে তাম্রে বৈণবে বা পাত্রে পঞ্চামৃতেন স্নাপিতমুপবেশ্য স[illegible]নেনালিপ্য সিতবস্ত্রং ছত্রমুপানহৌ চ সমর্প্যাবরণপূজাং কুর্য্যাৎ॥ ৩৪॥

শিরসি বাসুদেবায় নমঃ মুখে শ্রীধরায় নমঃ।
কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। বক্ষসি শ্রীপতয়ে নমঃ।
বাহ্বোঃ শস্ত্রাস্ত্রধারিণে নমঃ। কুক্ষ্যোঃ ব্যাপকায় নমঃ।
উদরে কবীশায় নমঃ। মেঢ্রে ত্রৈলোক্যজননায় নমঃ।
জঘনে সর্ব্বাধিপতয়ে নমঃ। পাদয়োঃ সর্ব্বাত্মনে নমঃ।
ইতি পূর্ব্ববদর্ঘ্যং দদ্যাৎ॥ ৩৫॥
অর্ঘ্যমন্ত্রঃ।

যজ্ঞসূত্রের সহিত কলস স্থাপন করিয়া তাহার উপর তাম্রপাত্র বা বেণু অর্থাৎ বংশ নির্ম্মিত পাত্রে পঞ্চামৃত দ্বারা দেবকে স্নান করাইয়া স্থাপন করিবে। অনন্তর শুক্ল চন্দনদ্বারা লেপন পূর্ব্বক শুক্ল বস্ত্র, ছত্র ও পাদুকাদ্বয় সমর্পণ করত অঙ্গ পূজা করিবে॥ ৩৪॥

যথা—মস্তকে “বাসুদেবায় নমঃ” মুখে “শ্রীধরায় নমঃ” বক্ষঃস্থলে “শ্রীপতয়ে নমঃ” বাহুদ্বয়ে “শস্ত্রাস্ত্রধারিণে নমঃ” কুক্ষিদ্বয়ে “ব্যাপকায় নমঃ” উদরে “কবীশায় নমঃ” মেঢ্রে “ত্রৈলোক্যজননায় নমঃ” জঘনে “সর্ব্বাধিপতয়ে নমঃ” পদদ্বয়ে “সর্ব্বাত্মনে নমঃ”॥

অনন্তর পূর্ব্বের ন্যায় অর্ঘ্য দান করিবে॥ ৩৫॥

অর্ঘ্য মন্ত্র যথা॥

শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম শারঙ্গশরভূষিত।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং শার্ঙ্গপাণে নমোঽস্তু তে ॥ ৩৬ ॥
ততো ধূপদীপৌ দত্ত্বা ঘৃতপক্বং মুখ্যং নৈবেদ্যং ফল-তাম্বূলাদীনি সমর্প্য জাগরণং কৃত্বা প্রভাতে স্নাত্বা দেবং সংপূজ্য পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা অনেন মন্ত্রেণ প্রার্থয়েত—॥৩৭
নমস্তে অস্তু গোবিন্দ বুধশ্রবণসংজ্ঞক।
অঘোরং চাক্ষয়ং কৃত্বা সর্ব্বসৌখ্যপ্রদো ভবেতি ॥ ৩৮ ॥
ততঃ সর্ব্বমাচার্য্যায় দত্ত্বা পারণং কুর্য্যাৎ। অস্য ব্রতস্য ভাদ্রপদে বুধযোগে ফলাতিশয়োঽবগন্তব্যঃ ॥ ৩৯ ॥

হে শার্ঙ্গপাণে! আপনি শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শার্ঙ্গ ও শর দ্বারা বিভূষিত, আমি অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি গ্রহণ করুন, আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৩৬ ॥

তদনন্তর ধূপ দীপ দিয়া ঘৃতপক্ব প্রধান নৈবেদ্য ফল ও তাম্বূলাদি সমর্পণ পূর্ব্বক জাগরণ করিয়া প্রভাতে স্নান, দেবপূজা ও পুষ্পাঞ্জলি দিয়া এই মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিবে ॥ ৩৭ ॥

প্রার্থনামন্ত্র যথা ॥

হে গোবিন্দ! হে বুধ শ্রবণ সংজ্ঞাধারিন্! অঘোর এবং অক্ষয় করিয়া সর্ব্বসৌখ্যপ্রদ হউন ॥ ৩৮ ॥

তদনন্তর পূজার সমুদায় উপকরণ আচার্য্যকে প্রদান করিয়া পারণ করিবে। এই ব্রত যদি ভাদ্রমাসের বুধবারে হয় তাহা হইলে ইহাতে অতিশয় ফল হয় জানিতে হইবে ॥ ৩৯ ॥

॥ * ॥ ইতি ভবিষ্যোত্তরে বিজয়াব্রতং ॥ * ॥

জলকলস-দধিভক্ত-কবলদানং বামনপূজাত্মকং বামনব্রতং ব্রতখণ্ডাদিতোঽবগম্যতে। ইতি নেহ মহাদ্বাদশীপ্রস্তাবে নিরূপিতং ॥ ৪০ ॥

অথ জয়ন্তীব্রতং ॥

গুরুং প্রণম্য নিয়মং গৃহ্নীয়াৎ।

তত্র মন্ত্রঃ ॥

জয়ন্ত্যাং তু নিরাহারঃ শ্বোভূতে পরমেশ্বর।
ভোক্ষ্যামি পুণ্ডরীকাক্ষ শরণং চরণৌ তবেতি ॥ ৪১ ॥

ততো মধ্যাহ্নে ধাত্রীফলং শিরসি ধৃত্বা কৃষ্ণতিলৈঃ

॥ * ॥ ইতি ভবিষ্যপুরাণে বিজয়াব্রত ॥ * ॥

জলকলস দধিমিশ্রিত অন্নগ্রাসদান সমন্বিত বামন পূজা-রূপ বামনব্রত ব্রতখণ্ডাদি হইতে অবগত হইবে। এজন্য এই মহাদ্বাদশী প্রস্তাবে নিরূপণ করা হইল না ॥ ৪০ ॥

অথ জয়ন্তীব্রত ॥

গুরুকে প্রণাম করিয়া নিয়ম গ্রহণ করিবে ॥

নিয়মমন্ত্র যথা ॥

হে পরমেশ্বর! জয়ন্তীতে নিরাহার থাকিয়া পর দিবস প্রাতঃকালে ভোজন করিব, হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আপনার চরণদ্বয় আমার আশ্রয় হউক ॥ ৪১ ॥

তদনন্তর মধ্যাহ্নকালে ধাত্রীফল মস্তকে ধারণ করিয়া কৃষ্ণতিলের দ্বারা স্নান করিবে। তৎপরে পূর্ব্বোক্ত ফলের

স্নায়াৎ। ততঃ পূর্ব্বোক্ত কলসস্থে হৈমে রৌপ্যে তাম্রে বৈণবে বা তিলপূর্ণপাত্রে হৈমং দেবকীস্তনন্ধয়ং জননী-মুখমবলোকয়ন্তং ক্ষীরাদিস্নাপিতং দেবমবস্থাপ্যাবাহ-য়েৎ ॥ ৪২ ॥

এহি এহি জগন্নাথ বৈকুণ্ঠ পুরুষোত্তম।
পরিবারগণোপেতো লক্ষ্ম্যা সহ জগৎপতে ॥ ৪৩ ॥
ইত্যাবাহনমন্ত্রঃ ॥

মনোজ্যোতিরিতি প্রতিষ্ঠামন্ত্রঃ। ততঃ সুরভিচন্দনে-নানুলিপ্য পুষ্পাণি সিতবস্ত্রযুগং সমর্প্য দেবকীং পূজ-য়েৎ ॥ ৪৪ ॥

উপরিস্থিত স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও বেণুনির্ম্মিত অথবা তিলপূর্ণ পাত্রের উপরে স্বর্ণনির্ম্মিত দেবকী প্রতিমার ক্রোড়দেশে স্তনপায়িনী এবং মাতৃমুখের প্রতি দৃষ্টিপাতকারিণী শ্রীভগবৎ-মূর্ত্তিকে ক্ষীরাদিদ্বারা স্নান করাইয়া স্থাপন করত আবাহন করিবে ॥ ৪২ ॥

আবাহনমন্ত্র যথা ॥

হে জগন্নাথ! হে বৈকুণ্ঠ! হে পুরুষোত্তম! হে জগৎ-পতে! আপনি পরিবারগণ ও লক্ষ্মীর সহিত আগমন করুন আগমন করুন ॥ ৪৩ ॥

"মনোজ্যোতিঃ" এই প্রতিষ্ঠা মন্ত্র ॥

তদনন্তর সুগন্ধিচন্দন দ্বারা অনুলেপন করত পুষ্প ও শুক্লবস্ত্রদ্বয় সমর্পণ করিয়া দেবকীকে পূজা করিবে ॥ ৪৪ ॥

তত্র মন্ত্রঃ।

অদিতে দেবমাতস্ত্বং সর্ব্বপাপপ্রণাশিনি।
অতস্ত্বাং পূজয়িষ্যামি ভীতো ভবভয়স্য তু।
পূজিতাসি যথা দেবৈঃ প্রসন্না ত্বং বরাননে।
পূজিতা মে তথা ভক্ত্যা প্রসাদং কুরু সুব্রতে।
যথা পুত্রং হরিং লব্ধ্বা প্রাপ্তা তে নির্ব্বৃতিঃ পরা।
তামেব নির্ব্বৃতিং দেবি সপুত্রা দর্শয় স্ব মে॥ ইতি ॥৪৫॥

ততো দেবমর্চ্চয়েৎ ॥

অবতার সহস্রাণি করোষি মধুসূদন।

পূজামন্ত্র যথা ॥

হে অদিতে! হে দেবমাতঃ! আপনি সমস্ত পাপ বিনষ্ট করেন অতএব আমি ভবভয়ে ভীত হইয়া আপনাকে পূজা করিতেছি। হে বরাননে! আপনি যেমন দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া প্রসন্ন হইয়াছেন, হে সুব্রতে! তদ্রূপ ভক্তিসহকারে আমা কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া প্রসন্ন হউন। হে দেবি! আপনি হরিকে পুত্ররূপে লাভ করিয়া যেমন পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন, আপনি পুত্রের সহিত আমাকে সেই আনন্দ প্রদর্শন করান ॥ ৪৫ ॥

তৎপরে দেবকে অর্চ্চনা করিবে ॥

পূজামন্ত্র যথা ॥

হে মধুসূদন! আপনি সহস্র সহস্র অবতার করিয়া থাকেন, কিন্তু পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি আপনার অবতারের

ন তে সংখ্যাবতারাণাং কশ্চিজ্জানাতি বৈ ভুবি।
দেবা ব্রহ্মাদয়ো বাপি স্বরূপং ন বিদুস্তব।
অতস্ত্বাং পূজয়িষ্যামি মাতুরুৎসঙ্গসংস্থিতং।
বাঞ্ছিতং কুরু দেবেশ দুষ্কৃতঞ্চৈব নাশয়।
কুরুষ্ব মে দয়াং নাথ সংসারার্ত্তিভয়াপহেতি॥ ৪৬॥
এবং সংপূজ্যার্ঘ্যং দদ্যাৎ॥
তত্র মন্ত্রঃ॥
জাতঃ কংসবধার্থায় ভূভারোত্তরণায় চ।
দেবতানাং হিতার্থায় ধর্ম্মসংস্থাপনায় চ।
কৌরবাণাং বিনাশায় দৈত্যানাং নিধনায় চ।

সংখ্যা জানে না, হে ভগবন্! ব্রহ্মাদি দেবগণ আপনার স্বরূপ জানিতে পারেন না, আপনি মাতৃক্রোড়ে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, অতএব আপনাকে পূজা করিব। হে দেব! হে সংসারভয়নাশন! আমার বাঞ্ছা সিদ্ধি করুন, পাপ বিনাশ করুন এবং আমার প্রতি দয়া করুন॥ ৪৬॥

এইরূপে পূজা করিয়া অর্ঘ্য দান করিবে॥

অর্ঘ্যমন্ত্র যথা॥

হে হরে! কংসবধ নিমিত্ত, ভূভার অবতরণের জন্য, দেবতাদের কল্যাণার্থ, ধর্ম্মসংস্থাপন হেতু, কৌরবদিগের বিনাশ নিমিত্ত এবং দৈত্যসকলের বিনাশ জন্য, আমি আপনাকে অর্ঘ্য দান করিতেছি, আপনি দেবকীর সহিত গ্রহণ

গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং দেবক্যা সহিতো হরে ॥ ইতি ॥৪৭॥
ততো ধূপদীপঘৃতপক্বান্নাদ্যনেকনৈবেদ্যকুষ্মাণ্ডাদিফল-তাম্বূলানি সমর্প্য কৃষ্ণবর্ণনাকর্ণনপ্রধানং জাগরণং কৃত্বা প্রাতর্নিত্যকর্ম্ম নির্ব্বর্ত্ত্যাচার্য্যায় দেবং সমর্প্য বস্ত্রকঞ্চুকোষ্ণীষমুদ্রিকাদি শক্ত্যা দক্ষিণাঞ্চ দত্ত্বা ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা পূর্ব্ববদ্ব্রতং সমাপয়েৎ ॥ ৪৮ ॥

॥ * ॥ ইতি স্কান্দে জয়ন্তীমহাদ্বাদশীব্রতং ॥ * ॥

অথ পাপনাশিনীব্রতং ॥

গুরুং প্রণম্য নিয়মং স্বীকুর্য্যাৎ ॥

তত্র মন্ত্রঃ ॥

করুন ॥ ৪৭ ॥

তদনন্তর ধূপ, দীপ, ঘৃতপকান্ন প্রভৃতি অনেক প্রকার নৈবেদ্য, কুষ্মাণ্ডাদি ফল ও তাম্বূলাদি সমর্পণ পূর্ব্বক কৃষ্ণ-গুণ বর্ণনই যাহাতে প্রধান এমত জাগরণ করিয়া প্রাতঃ-কালে নিত্যকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক আচার্য্যকে দেবপ্রতিমা সমর্পণ করত বস্ত্র, কঞ্চুক, উষ্ণীষ ও শক্ত্যনুসারে মুদ্রিকাদি দক্ষিণা দিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় ব্রতসমাপন করিবে ॥ ৪৮ ॥

॥ * ॥ ইতি স্কন্দপুরাণে জয়ন্তী মহাদ্বাদশীব্রত ॥ * ॥

অথ পাপনাশিনীব্রত ॥

গুরুকে প্রণাম করিয়া নিয়ম স্বীকার করিবে ॥

নিয়ম মন্ত্র যথা ॥

দ্বাদশ্যান্তু নিরাহারঃ স্থিত্বাহমপরেঽহনি।
ভোক্ষ্যামি জামদগ্ন্যেশ শরণং মে ভবাচ্যুতেতি ॥ ৪৯ ॥
তত্র আমলকীমূলে পূর্ব্বোক্তকলসে স্থাপিতে তাম্রে বৈণবে বা জলান্বিতে পাত্রে মাস-তদর্দ্ধনির্ম্মিতং গৌবর্ণং পরশুরামং পঞ্চামৃতস্নাপিতং উপবেশ্য বস্ত্রযুগলং ছত্রো-পানহৌ সমর্প্য শ্বেতচন্দনেনানুলিপ্য তুলসীপুষ্পৈরভ্য-র্চ্চ্যাবয়বপূজাং কুর্য্যাৎ ॥ ৫০ ॥
পদ্ভ্যাং বিশোকায় নমঃ। জান্বোঃ বিশ্বরূপিণে নমঃ।
ঊর্ব্বো র্হয়গ্রীবায় নমঃ। কট্যাং দামোদরায় নমঃ।

হে অচ্যুত! হে জামদগ্ন্য! হে ঈশ! আমি দ্বাদশীতে নিরাহার থাকিয়া পর দিবস ভোজন করিব, আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ৪৯ ॥

অনন্তর আমলকীমূলে পূর্ব্বোক্ত কলস স্থাপন করিয়া তাহার উপর তাম্র বা বেণু নির্ম্মিত সজলপাত্রে একমাষ বা তদর্দ্ধ স্বর্ণনির্ম্মিত পরশুরাম মূর্ত্তিকে পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান পূর্ব্বক উপবেশন করাইয়া তাঁহাকে বস্ত্রযুগল, ছত্র ও পাদুকাদ্বয় সমর্পণ করত শ্বেতচন্দন অনুলেপন ও তুলসীপত্র দ্বারা পূজা করিয়া অঙ্গ পূজা করিবে ॥ ৫০ ॥

অঙ্গপূজা যথা ॥

পদদ্বয়ে "বিশোকায় নমঃ" জানুদ্বয়ে "বিশ্বরূপিণে নমঃ" ঊরুদ্বয়ে "হয়গ্রীবায় নমঃ" কটিদেশে "দামোদরায় নমঃ"

গুহ্যে কন্দর্পায় নমঃ। নাভৌ পদ্মমালিনে নমঃ।
উদরে অনন্তায় নমঃ। কণ্ঠে শ্রীকণ্ঠায় নমঃ।
বাহ্বোঃ হেমাঙ্গদায় নমঃ। শিরসি বৈকুণ্ঠায় নমঃ।
চক্ষুষো র্জ্যোতীরূপায় নমঃ। নাসাগ্রে শোকনাশিনে
নমঃ। ললাটে বামনায় নমঃ। ভ্রুবো রামায় নমঃ।
সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বাত্মনে নমঃ।
স্বনামায়ুধানি সংপূজ্য পূর্ব্ববদর্ঘ্যং দদ্যাৎ॥ ৫১॥
অর্ঘ্যমন্ত্রঃ॥
নমস্তে দেবদেবেশ জামদগ্ন্য নমোঽস্তুতে।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তমামলক্যা সহিতো হরে॥ ইতি॥৫২॥
ততো ধূপদীপাদীনি সমর্প্য পরশুরামং প্রার্থয়েৎ।

গুহ্যদেশে “কন্দর্পায় নমঃ” নাভিতে “পদ্মমালিনে নমঃ” উদরে “অনন্তায় নমঃ” কণ্ঠে “শ্রীকণ্ঠায় নমঃ” বাহুদ্বয়ে “হেমাঙ্গদায় নমঃ” মস্তকে “বৈকুণ্ঠায় নমঃ” চক্ষুর্দ্বয়ে “জ্যোতীরূপায় নমঃ” নাসাগ্রে “শোকনাশিনে নমঃ” ললাটে “বামনায় নমঃ” ভ্রূদ্বয়ে “রামায় নমঃ” সর্ব্বাঙ্গে “সর্ব্বাত্মনে নমঃ। এবং স্ব স্ব নাম দ্বারা অস্ত্র সকলকে পূজা করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় অর্ঘ্য দান করিবে॥ ৫১॥

অর্ঘ্যমন্ত্র যথা॥

হে দেবদেবেশ! হে হরে! আমি আপনাকে অর্ঘ্য দান করিতেছি, আপনি আমলকীর সহিত গ্রহণ করুন॥ ৫২॥

তৎপরে ধূপদীপ দিয়া পরশুরামকে প্রার্থনা করিবে॥

তত্র মন্ত্রঃ ॥
জামদগ্ন্য নমস্তেঽস্তু ক্ষত্রিয়ান্তকরায় চ।
সর্ব্বাণি যানি পাপানি সপ্তজন্মকৃতান্যপি।
ক্ষয়ং যান্তু মমৈবাদ্য ত্বৎপ্রসাদাচ্চ ভার্গব॥
বাচিকং মানসং পাপং জ্ঞানতোঽজ্ঞানতোঽপি বা।
আয়ুর্যশস্তথারোগ্যং ধনং ধান্যঞ্চ সম্পদঃ।
সৌভাগ্যং তব ভক্তস্য সন্তানং বিপুলং ভবেৎ।
সর্ব্বান্ কামানাপ্নুয়ানি দিব্যং সৌখ্যং নিরন্তরং।
অন্তে চাস্তু মমেশান ভক্তিস্ত্বচ্চরণে প্রভো।
জনার্দ্দন হৃষীকেশ লক্ষ্মীনাথ সুরার্চ্চিত।
রাম রাম মহাবাহো কার্ত্তবীর্য্য বিনাশন।

প্রার্থনা মন্ত্র যথা ॥

হে জামদগ্ন্য! হে ক্ষত্রিয়কুলের অন্তকর! আমি সপ্তজন্মে যে সকল পাপ করিয়াছি, হে ভার্গব! আপনার প্রসাদে আমার সেই সকল পাপ ক্ষয় হউক এবং জ্ঞানপূর্ব্বক বা অজ্ঞানপূর্ব্বক সে সকল বাচিক ও মানসিক পাপ করিয়াছি তৎসমুদায়ও বিনাশ প্রাপ্ত হউক, অপর হে দেব! আপনার ভক্তের আয়ুঃ, যশঃ, আরোগ্য, ধন, ধান্য, সম্পদ্, এবং বিপুল সৌভাগ্য অর্থাৎ সৌন্দর্য্যাদির বিস্তার হয়। তথা সকল প্রকার কাম ও নিরন্তর লৌকিক সুখ লাভ হউক ॥

অপিচ, হে জনার্দ্দন! হে হৃষীকেশ! হে লক্ষ্মীনাথ! হে দেবার্চ্চিত! হে রাম! হে মহাবাহো! হে কার্ত্তবীর্য্য-

এতৎ সর্ব্বং ময়া দত্তং জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তবাচ্যুত।
মামুদ্ধর জগন্নাথ দয়াং কৃত্বা মমোপরি॥ ৫৩॥
অথ ধাত্রীমভিষিঞ্চেৎ।
তত্র মন্ত্রঃ।
পিতা পিতামহাশ্চান্যে অপুত্রা যেচ গোত্রিণঃ।
বৃক্ষযোনিং গতা যেচ যেচ কীটত্বমাগতাঃ।
রৌরবে নরকে যেচ মহারৌরবসংজ্ঞকে।
বিযোনিঞ্চ গতা যেচ যেচ ব্রহ্মাণ্ডমধ্যগাঃ।
পিশাচত্বং গতা যেচ যেচ প্রেতত্বমাগতাঃ।
তে পিবন্তু ময়া দত্তং ধাত্রীমূলে সদা পয়ঃ।

বিনাশন! হে ঈশান! হে প্রভো! অন্তে আপনার চরণে আমার ভক্তি হউক॥

হে অচ্যুত! জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই সকল আপনাকে অর্পণ করিলাম, হে জগন্নাথ! আপনি আমার উপরে দয়া করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন॥ ৫৩॥

অনন্তর ধাত্রীকে অভিষেক করিবে॥

ধাত্রীসেচনমন্ত্র যথা॥

আমার যে সকল পিতা, পিতামহ এবং যাহারা অপুত্র, সগোত্র, বৃক্ষযোনি গত, কীটত্ব প্রাপ্ত, তথা রৌরব ও মহা-রৌরব নরকে অবস্থিত, বিযোনি গত, ব্রহ্মাণ্ড মধ্যস্থিত, পিশাচত্ব ও প্রেতত্ব প্রাপ্ত, আমি ধাত্রীমূলে জল দিতেছি, তাঁহারা নিরন্তর এই জল পান করুন এবং ধাত্রীমূল সেচন

তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু ধাত্রীমূলনিষেচনাদিতি ॥ ৫৪ ॥
ততো জাগরণং কৃত্বা অষ্টোত্তরশতং অষ্টাবিংশতি বা
আমলকীং প্রদক্ষিণীকৃত্য হরিং নিরাজ্য নিত্যকর্ম্ম
নির্ব্বর্ত্ত্য গুরবে দেবং সপরিকরং নিবেদ্য ব্রাহ্মণান্
সংভোজ্য স্বয়ং বন্ধুভিরশ্নীয়াৎ।
অস্যাচ ব্রতস্য ফাল্গুনে ফলাধিক্যমবসেয়ং ॥ ৫৫ ॥
॥ * ॥ ইতি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে পাপনাশিনীব্রতং ॥ * ॥
মহাদ্বাদশ্য এতাস্তু শ্রৌতমার্গানুসারিভিঃ।
অনুষ্ঠেয়াঃ প্রযত্নেন ব্রতরূপেণ নিত্যশঃ ॥
ননু অর্দ্ধরাত্রমতিক্রম্য দশমী যদি দৃশ্যতে।

হেতু তাঁহাদের তৃপ্তি লাভ হউক ॥ ৫৪ ॥

তদনন্তর জাগরণ করিয়া অষ্টোত্তর শত অথবা অষ্টাবিংশতি বার আমলকী প্রদক্ষিণ ও হরিকে নিরাজন তথা নিত্যকর্ম্ম সমাধান করিয়া গুরুকে সমস্ত দ্রব্যের সহিত দেবমূর্ত্তি প্রদান করত ব্রাহ্মণ সকলকে ভোজন করাইয়া বন্ধুবর্গের সহিত স্বয়ং ভোজন করিবে ॥

ফাল্গুনমাসে এই ব্রতের ফল অধিক হয় জানিবে ॥ ৫৫ ॥

॥ * ॥ ইতি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে পাপনাশিনীব্রত ॥ * ॥

বেদমার্গানুসারী মানবগণ যত্নসহকারে নিত্য ব্রতরূপে এই সকল মহাদ্বাদশীর অনুষ্ঠান করিবেন ॥

অহে! অর্দ্ধরাত্রিকে অতিক্রম করিয়া যদি দশমী দেখা

উপোষ্যা দ্বাদশী শুদ্ধা ত্রয়োদশ্যান্তু পারণমিতি অৰ্দ্ধ-
রাত্রবেধেঽপি একাদশীপরিত্যাগে দ্বাদশ্যুপবাসবিধানাৎ॥
কিমুচ্যতে অরুণোদয়বেধে একাদশী পরিত্যাজ্যেতি।
সত্যং তৎ কেষাঞ্চিন্মতং * ॥ ৫৬ ॥
কপালবেধ ইত্যাহুরাচার্য্যা যে হরিপ্রিয়াঃ।
ন তন্মম মতং যস্মাৎ ত্রিযামা রাত্রিরিষ্যতে।
ইতি বিধানশ্রবণাৎ।

যায় তাহা হইলে শুদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে। এই বচনহেতু অর্দ্ধ[illegible]বেধেতেও যখন একাদশী পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাসের বিধান আছে তখন অরুণোদয়বেধে যে একাদশী পরিত্যাগ করিবে তাহা আর কি বলিব?। ইহা সত্য কিন্তু, ইহা কোন কোন পণ্ডিতের মত অর্থাৎ এ বিষয়ে অনেকের অমত ॥ ৫৬ ॥

যে সকল হরিপ্রিয় আচার্য্যগণ অর্দ্ধরাত্রের পর যে দশমীবেধ তাহাকে কপালবেধ বলিয়া থাকেন, তাহা আমার মত নহে, যে হেতু রাত্রি ত্রিযামা নামে অভিহিত হইয়াছে †। এই বিরুদ্ধ বাদ (বাক্য) শুনা যায়॥

* সর্ব্বেষামমতং যৎ স্যাৎ স ভ্রমঃ পরিচীয়তে। বহুনামমতং যৎ স্যাৎ কেষাঞ্চিন্মতমিষ্যতে। ইতি হরিনামামৃতব্যাকরণং॥

† তাৎপর্য্য। আদির চারিদণ্ড ও শেষের চারিদণ্ড পরিত্যাগ করিয়া রাত্রিকে ত্রিযামা বলিয়াছেন, অতএব রাত্রির শেষ চারিদণ্ড দিবসের মধ্যে গণ্য। পূর্ব্ব তিন প্রহর দশমী দিবসের রাত্রিমধ্যে গণ্য, তাহাতে একাদশীর বেধ হইতে

কিঞ্চ।
অর্দ্ধরাত্রেঽপি কেষাঞ্চিৎ দশম্যা বেধ ইষ্যতে।
অরুণোদয়বেলায়াং নাবকাশো বিচারণে।
ইতি কৈমুত্যন্যায়েনারুণোদয়শেষত্বং বেধস্যাবসীয়তে।
অথবা পক্ষবর্দ্ধনীবিষয়মেবৈতৎ ॥ ৫৭ ॥
অর্দ্ধরাত্রং স্পৃশেৎ পূর্ণা পক্ষবৃদ্ধি র্যদাগ্রতঃ।
কপালবেধনী সাচ শুদ্ধাং তত্রামুপোষয়েদিতি পাদ্মে

আরও ॥

কোন কোন পণ্ডিত অর্দ্ধরাত্রেও দশমীর বেধ ইচ্ছা করেন, অতএব অরুণোদয় বেলার বিচারের অবকাশ নাই, সুতরাং কৈমুত্যন্যায়হেতু অরুণোদয়ের শেষেই বেধের নিশ্চয় হইল। অথবা এইটী পক্ষবর্দ্ধনীবিষয়ে জানিতে হইবে ॥ ৫৭ ॥

একাদশীর অগ্রে যদি পক্ষবৃদ্ধি অর্থাৎ পূর্ণিমা বা অমাবাস্যা বাটিয়া যায়, তাহা হইলে সেই কালে পূর্ণা অর্থাৎ দশমী অর্দ্ধরাত্রিকে স্পর্শ করিলে সেই একাদশী কপালবেধনী বলিয়া কথিত হয়, তখন একাদশী পরিত্যাগ করিয়া

পারে না, তাহাতে বেধ স্বীকার করিলে প্রথম রাত্র্যাদিতে দশমীর সহিত একাদশী বিদ্ধা হইলেও বিনিগমনাবিরহ (যুক্তি সঙ্গত না হওয়া) প্রযুক্ত বেধ দোষ স্বীকার করিতে হয়, এই সকল অনাস্থা পরিহার জন্য পরদিন রূপে গণনীয় পূর্ব্বরাত্রির শেষ চারিদণ্ডে (অরুণোদয়ে) দশমীর সহিত একাদশী বিদ্ধা হইলেই বিদ্ধা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ॥

স্পষ্টমভিধানাৎ।
সর্ব্বথা বহুতরশিষ্টবৈষ্ণববিরোধিদুরাগ্রহপরিত্যাগেনারু-
ণোদয়বেধ এব বৈষ্ণবৈঃ পরিপালনীয়।
ইতি যুক্তমুৎপশ্যামঃ॥
এবমেতামিহাচার্য্যকর্ণধারপ্রবর্ত্তিতাং।
সংসারসাগরোত্তারতরীমেকাদশীং শ্রয়েৎ॥ ৫৮॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমৎপরমবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাচার্য্যশ্রীরামা-চার্য্যবর্য্যসুত-শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যবিনির্ম্মিতায়াং শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতৌ শ্রীনৃসিংহপরিচর্য্যায়াং একাদশীবিধানে তৃতীয়ঃ পটলঃ ॥ * ॥ ৩ ॥ * ॥

শুদ্ধদ্বাদশীতে উপবাস করিবে পদ্মপুরাণে এই রূপ স্পষ্ট বিধান আছে॥

সর্ব্বপ্রকারে বহুবহু শিষ্টবৈষ্ণববিরোধি দুরাগ্রহ (জেদ) পরিত্যাগ হেতু অরুণোদয়বেধই বৈষ্ণবদিগের পরিপালন করা কর্ত্তব্য। ইহাই উপযুক্ত দেখিতেছি॥

আচার্য্যরূপী কর্ণধার এই প্রকার একাদশীকে সংসার-সাগরের তরীরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন অতএব একাদশীকেই আশ্রয় করিবে॥ ৫৮॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমৎপরমবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাচার্য্যশ্রীরামা-চার্য্যবর্য্যসুত-শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যবিনির্ম্মিতায়াং শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতৌ শ্রীনৃসিংহপরিচর্য্যায়াং শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্না-নুবাদিতায়াং একাদশীবিধানে তৃতীয়ঃ পটলঃ॥ * ॥ ৩ ॥ * ॥

চতুর্থঃ পটলঃ।

অথ জন্মাষ্টমীব্রতং ॥

তত্র সূর্য্যোদয়াদুপরি পলমাত্রেণাষ্টমীনির্গমে সত্যা-
মসত্যাং বা রোহিণ্যাং দ্বিতীয়দিন এব কর্ত্তব্যং ॥ ১ ॥

উদয়ে চাষ্টমী কিঞ্চিন্নবমী সকলা যদি।
ভবতে বুধবারেণ প্রাজাপত্যর্ক্ষসংযুতা।
অপি বর্ষশতেনাপি লভ্যতে বা নবা বিভো।
ইতি স্কান্দবচনাৎ।
প্রেতযোনিং গতানাঞ্চ প্রেতত্বং নাশিতং নরৈঃ।

অথ জন্মাষ্টমীব্রত ॥

জন্মাষ্টমীতে সূর্য্যোদয়ের পর একপলমাত্রও যদি অষ্টমী থাকে তাহা হইলে রোহিণী থাকুক বা না থাকুক দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ যে দিবস সূর্য্যোদয়ের পর একপলমাত্র অষ্টমী থাকে সেই দিবস জন্মাষ্টমীর ব্রত করিবে ॥ ১ ॥

উদয় কালে যদি কিঞ্চিৎ অষ্টমী এবং সমস্ত দিবারাত্র নবমী তথা বুধবার ও রোহিণীনক্ষত্র সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে, এমত যোগ অতি দুর্লভ, হে বিভো। ইহা শতবর্ষে লাভ হয়, কি না হয় তাহা বলিতে পারি না, স্কন্দপুরাণের এই বচন আছে—

যে সকল মনুষ্য শ্রাবণমাসে রোহিণীসংযুক্ত অষ্টমীতে

যৈঃ কৃতা শ্রাবণে মাসি হ্যষ্টমী রোহিণীযুতা।
কিং পুনর্বুধবারেণ সোমেন চ বিশেষতঃ।
কিং পুনর্নবমীযুক্তা কুলকোট্যাস্তু মুক্তিদা।
ইতি পুরাণবচনাচ্চ ॥ ২ ॥
সপ্তমীবিদ্ধা সর্ব্বথা ত্যাজ্যৈব।
জন্মাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সঋক্ষাং সকলামপি।
বিহায় নবমীং শুদ্ধামুপোষ্য ব্রতমাচরেৎ।
শুদ্ধাং ঋক্ষহীনাং ॥ ৩ ॥
পলবেধে তু বিপ্রেন্দ্র সপ্তম্যা চাষ্টমীং ত্যজেৎ।

ব্রত করেন তাঁহারা প্রেতযোনি প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের প্রেতত্ব নাশ করিয়া থাকেন ॥

অপর ঐ রোহিণীযুক্তা অষ্টমী যদি বুধবার বা সোমবার অথবা নবমী-সংযুক্ত হয় তাহা হইলে উহা কোটিকুলকে মুক্তি প্রদান করে। এই বচন পদ্মপুরাণে আছে ॥ ২ ॥

সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমীকে সর্ব্বপ্রকারেই ত্যাগ করিবে। সম্পূর্ণ রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত জন্মাষ্টমী হইলে পূর্ব্ববিদ্ধা অর্থাৎ সপ্তমীবিদ্ধা ত্যাগ করিয়া কেবল শুদ্ধা নবমীতে উপবাস করিয়া ব্রত করিবে ॥

এস্থলে শুদ্ধা শব্দের অর্থ নক্ষত্রহীনা ইহাই বুঝিতে হইবে ॥ ৩ ॥

হে বিপ্রেন্দ্র! সপ্তমীর সহিত যদি অষ্টমী একপলমাত্রও বিদ্ধা হয়, তাহা হইলে সেই অষ্টমী ত্যাগ করিবে,

সুরায়া বিন্দুনা স্পৃষ্টং গঙ্গাম্ভঃকলসং যথেতি স্কান্দে ॥৪॥
বর্জ্জনীয়া প্রযত্নেন সপ্তমী সংযুতাষ্টমী।
সঋক্ষাপি ন কর্ত্তব্যা সপ্তমীসংযুতাষ্টমীতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।
অন্যত্রাপি সর্ব্বাত্মনা শতশঃ সপ্তমীবেধস্য নিষিদ্ধত্বাৎ।
অষ্টম্যনির্গমেঽপি সপ্তমীবিদ্ধা নোপোষ্যা॥
একাদশ্যনির্গমেঽপি দশমীবিদ্ধা ত্যাগেন শুদ্ধদ্বাদশ্যু-
পবাসবিধানবৎ শুদ্ধনবম্যুপবাসবিধানাৎ॥
রোহিণীযোগস্তু বুধসোমবারাদিযোগবৎ প্রাশস্ত্যাদিস্ব-
পরো নোপবাসপ্রযোজকঃ॥ ৫ ॥

যেমন সুরাবিন্দু-স্পৃষ্ট গঙ্গাজলের কলস অপবিত্র হয়, তদ্রূপ স্কন্দপুরাণে এই বিধান আছে॥ ৪॥

সপ্তমীসংযুক্তা অষ্টমী যত্নসহকারে বর্জন করিবে, নক্ষত্রান্বিত সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমীতে ব্রত করিবে না। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে এবং অন্য স্থলেও সর্ব্বতোভাবে শত শত সপ্তমীবেধ নিষিদ্ধ হইয়াছে। সূর্য্যোদয়ের পর যদি অষ্টমী না থাকে তাহা হইলেও সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমীতে উপবাস করিবে না, পর দিবসে একাদশী না থাকিলেও দশমীবিদ্ধা ত্যাগ করিয়া যেমন শুদ্ধ দ্বাদশীতে উপবাসের বিধান আছে, সেইরূপ এস্থলেও শুদ্ধা নবমীতে উপবাস করিবে। রোহিণীযোগ বুধ সোমবারাদি যোগের ন্যায় কেবল প্রশংসাপর, কিন্তু উপবাসের প্রযোজক (নিয়ামক) নহে॥ ৫॥

তথাত্বে তদভাবে ব্রতলোপপ্রসঙ্গাৎ ॥

কালনির্ণয়কারাস্তু উভয়ার্দ্ধরাত্রে রোহিণ্যষ্টমীযোগে উভয়ার্দ্ধরাত্রে রোহিণ্যষ্টমীযোগাভাবে উভয়ার্দ্ধরাত্রাবয়বে রোহিণ্যষ্টমীযোগে পূর্ব্বার্দ্ধরাত্রে রোহিণীমাত্রযোগে চোত্তরৈবোপোষ্যা অন্যদা পূর্ব্বা ॥

দিনদ্বয়ে ঋক্ষাভাবেঽপি পূর্ব্বৈবেতি ব্যবস্থাপয়িষ্যন্তঃ উদয়ে চেত্যাদি-স্কান্দাদি-বচসাং উত্তরদিনে অষ্টমী-রোহিণীযোগমাত্রপরত্বং বিদ্ধানিষেধবচসাং চ দিনদ্বয়েঽপ্যর্দ্ধরাত্রে রোহিণ্যষ্টমীযোগপরত্বং বর্ণয়াম্বভূবুঃ ॥ ৬ ॥

উপবাসের হইলে রোহিণীর অভাবে ব্রতলোপের প্রসঙ্গ হয় ॥

কালনির্ণয়কার উভয়দিনে অর্দ্ধরাত্রে রোহিণী ও অষ্টমী-যোগে এবং উভয়ার্দ্ধরাত্রে রোহিণী ও অষ্টমীযোগের অভাবে উভয়ার্দ্ধরাত্রের অবয়বে রোহিণ্যষ্টমীযোগে পূর্ব্বরাত্রে রোহিণীমাত্র যোগে উত্তরাই উপোষ্যা অর্থাৎ পর দিবসেই উপবাস করিবে। ইহার অন্যথা হইলে পূর্ব্বাই উপবাসের যোগ্যা। দিনদ্বয়ে নক্ষত্রের অভাব হইলেও পূর্ব্বাতেই ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত "উদয়ে চাষ্টমী কিঞ্চিৎ" ইত্যাদি স্কন্দ-পুরাণের বাক্য সকলের উত্তরদিনে অষ্টমী এবং রোহিণী যোগমাত্র পরত্ব বিদ্ধানিষেধ বাক্য সকলেরও দিনদ্বয়ে অর্দ্ধরাত্রে রোহিণ্যষ্টমীযোগপরত্বের বর্ণনা করিয়াছেন ॥৬॥

তত্রাষ্টমীযোগাতিরিক্তস্য ঋক্ষাদিযোগস্যোপবাসবিধা-
নায়োদ্দেশ্যবিশেষণত্বাৎবিবক্ষিতত্বে * বিরুদ্ধো ভায়ত্ব-

এরূপ হইলে অষ্টমীযোগাতিরিক্ত নক্ষত্রাদিযোগে উপ-
বাসের বিধান থাকায় উদ্দেশ্য বিশেষণ রূপে অবিবক্ষিতত্ব
হেতু বিরুদ্ধ উভয়ত্বের উভয়ার্দ্ধরাত্রে রোহিণী ও অষ্টমীযোগে

* একাদশীতত্ত্বে॥

কিঞ্চিৎ বিধাতুং সিদ্ধবন্নির্দ্দেশ্যত্বং উদ্দেশ্যত্বং যথা গ্রহং সম্মার্ষ্টি।
অনুষ্ঠেয়ত্বেন নির্দ্দেশ্যত্বং বিধেয়ত্বং। যথা—পশুনা রুদ্রং যজেত।

অস্যার্থঃ। প্রমাণান্তর দ্বারা প্রতিপাদিত বিষয়ে অন্য কোন এক বিষয় বিধান করিবার নিমিত্ত যাহা নির্দ্দেশ করা যায় তাহার নাম উদ্দেশ্য, যথা—কোন যাগস্থলে "দশ গ্রহান্ গৃহ্লীত" এই বিধিবাক্যদ্বারা দশটী গ্রহ অর্থাৎ ঘট গ্রহণ করা বুঝাইয়াছিল, ঐ ঘট মার্জন করিবার নিমিত্ত "গ্রহং সম্মার্ষ্টি" অর্থাৎ গ্রহ মার্জন করিবে এস্থলে"দশ গ্রহান্ গৃহ্লীত"এই বাক্যদ্বারাই দশগ্রহের গ্রহণ করাই বুঝাইয়াছিল সুতরাং "গ্রহং সম্মার্ষ্টি"এই বাক্যে কেবল ঐ গ্রহসকলের সম্মার্জন মাত্র বিহিত হইল এই জন্য "গ্রহং" এই উদ্দেশ্য গত একত্ব বিশেষণটী অবিবক্ষিত অর্থাৎ "গ্রহং" এই এক বচনান্ত থাকিলেও দশ গ্রহেরই সম্মার্জনই বুঝাইবে। সেইরূপ প্রকৃত স্থলেও"দিবা বা যদি রাত্রৌ নাস্তি চেদ্রোহিণীকলা। রাত্রিযুক্তাং প্রকুর্ব্বীত বিশেষেণেন্দুসংযুতাং"। ইতি মাধবাচার্য্যধৃত পরাশর-বচনে। "উপোষ্য জন্ম চিহ্নানি কুর্য্যাজ্জাগরণং তু যঃ। অর্দ্ধরাত্র যুতাষ্টম্যাং সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ।" ইতি নারদীয়সংহিতায় কেবল অষ্টমী পদ থাকায় "অষ্টম্যামুপবসেৎ" এইরূপ বিধি হইবে। বুধ সোমবারে রোহিণীযুক্ত অষ্টমীতে উপবাস করিবে ইত্যাদি বচন সকল প্রমাণান্তরে প্রাপ্ত অষ্টমী উপবাসে গুণফল বিধায়িকা সুতরাং উদ্দেশ্য বিশেষণ অবিবক্ষিত। বিবক্ষিত বলিলে রোহিণীযুক্ত অষ্টমীতে উপবাস করিবে, রোহিণীযোগের অভাব হইলে কেবল অষ্টমীতে উপবাস করিবে এইরূপ বাক্যদ্বয়ের কল্পনা করা অত্যন্ত গৌরব হইয়া পড়ে॥

যদাপাততো বাক্যভেদস্য পরিহারাদিব্যবস্থা শিষ্টৈ-
র অন্বেষণীয়া অলমতিপ্রসঙ্গেন ॥ ৮ ॥

সা চ জন্মাষ্টমী নিত্যা ॥

প্রাজাপত্যর্ক্ষসংযুক্তা শ্রাবণস্যাসিতাষ্টমী।
বর্ষে বর্ষে তু কর্তব্যা তুষ্ট্যর্থং চক্রপাণিনঃ। ইতি বীপ্সা *

ইত্যাদি স্থলে উভয়পদের অবিবক্ষিতত্বের ন্যায় আপাতত বাক্যভেদের পরিহারাদি ব্যবস্থা শিষ্টগণ অন্বেষণ করিবেন অতএব অতি প্রসঙ্গের প্রয়োজন নাই ॥ ৮ ॥

সেই জন্মাষ্টমী নিত্য।

চক্রপাণির তুষ্টির নিমিত্ত বৎসর বৎসর রোহিণীনক্ষত্র-সংযুক্ত শ্রাবণমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে ব্রত করিবে ॥

বর্ষে বর্ষে এই বীপ্সা শ্রবণ হেতু, "বসন্তে বসন্তে জ্যোতিষা যজেত" অর্থাৎ প্রতি বসন্তে জ্যোতির্দ্বারা যাগ

---

* প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বধৃতবচনং ॥

নিত্যং সদা যাবদায়ুঃ ন কদাচিদতিক্রমেৎ।
উপেত্যাতিক্রমে দোষ-[illegible]সচোদনাৎ।
ফলাশ্রুতে বীপ্সয়া চ তন্নিত্যং পরিকীর্তিতং ॥

অস্যার্থঃ। নিত্য, সদা, যাবদায়ুঃ, কদাচিৎ অতিক্রম করিবে না, যাহা গ্রহণ করিয়া অতিক্রম করিলে দোষ শ্রুতি আছে, যাহা কখনই ত্যাগ করিবে না এবং যাহাতে ফলের অশ্রুতি ও বীপ্সা অর্থাৎ দিনে দিনে বর্ষে বর্ষে এইরূপ দ্বিরুক্তি শ্রুতি আছে, তাহাকে নিত্য বলে ॥

শ্রবণাৎ। বসন্তে বসন্তে জ্যোতিষা যজেতেতিবৎ ॥৯॥

ননু যুক্তং তত্র ফলসংযোগাশ্রবণাদ্বীপ্সাশ্রুতে নিত্যত্ব-
পরত্বং ॥

ইহতু তুষ্ট্যর্থঞ্চক্রপাণিন ইতি ফলশ্রবণাৎ তৎপরত্বে
নিত্যত্বপরত্বে চ বাক্যং ভিদ্যেত। অতঃ ফলভূয়স্ত্বার্থা
বীপ্সেতি ॥ ১০ ॥

নৈতৎ সারং। অত্রাপি ফলং ব্রতবিধানেন তদ্ভূয়স্ত্বায়া

করিবে ইহার ন্যায় বীপ্সা শ্রুতি হেতু এই জন্মাষ্টমী
নিত্য ॥ ৯ ॥

অহে! "প্রাজাপত্যক" এই বচনে ফলসংযোগের
অশ্রবণ এবং বীপ্সাশ্রবণহেতু এই জন্মাষ্টমীর নিত্যতা-
পরত্বযুক্ত হইল। কিন্তু "তুষ্ট্যর্থং চক্রপাণিনঃ" এই বচনে
ফলশ্রবণ হেতু কাম্যপরত্ব ও বীপ্সা শ্রবণহেতু নিত্যপরত্ব
স্বীকার করিলে বাক্যের ভেদ হয়। যথা "বর্ষে বর্ষে কৃষ্ণজন্মা-
ষ্টম্যামুপবসেৎ" এবং চক্রপাণির তুষ্টিকামী "বর্ষে বর্ষে কৃষ্ণ-
জন্মাষ্টম্যামুপবসেৎ" অর্থাৎ প্রতিবর্ষে কৃষ্ণজন্মাষ্টমীতে
উপবাস করিবে এবং বিষ্ণুর তুষ্টিকামী কৃষ্ণজন্মাষ্টমীতে
উপবাস করিবে, এই রূপ বাক্যভেদ হয়। অতএব ফল-
ভূয়স্ত্বের অর্থাৎ ফলবাহুল্যের নিমিত্তই বীপ্সা স্বীকার
করিতে হইবে ॥ ১০ ॥

ইহা সার অর্থাৎ ভাল নহে। যে হেতু এস্থানেও
এক বার ব্রত অনুষ্ঠানদ্বারা চক্রপাণির তুষ্টিরূপ ফল হয় এবং
ঐ ফলের আধিক্যের আকাঙ্ক্ষা করিলে ব্রতেরও অধিক

স্মৃতিবিধানেন চ বাক্যভেদতাদবস্থ্যাৎ। ফলভূয়স্ত্বার্থিনঃ সাধনাবৃত্তৌ রাগ এব প্রবৃত্ত্যর্থাত্তদ্বিধ্যানর্থক্যপ্রসঙ্গাচ্চ॥১১
নন্বু ভবৎপক্ষে ফলশ্রবণস্য কা গতিঃ।
অর্থবাদত্বঞ্চেৎ জন্মাষ্টমীব্রতস্য পর্ণময়ীত্বাঞ্জনপ্রযাজাদিবৎ দ্রব্যকর্ত্তৃদ্বারেণ বা সাক্ষাদ্বা কর্ম্মাঙ্গত্বাভাবাৎ দ্রব্যসংস্কারকর্ম্মসু পরার্থত্বাৎ ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ স্যাৎ ইতি

অনুষ্ঠান করিতে হয়, এই রূপে বাক্যভেদের তদবস্থাই রহিল, তথা ফলাধিক্য প্রার্থির অনুষ্ঠানের আবৃত্তি অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ করণবিষয়ে রাগের অর্থাৎ ইচ্ছারই ফলজনকত্ব-হেতু তদ্বিধি অর্থাৎ ফলাধিক্যের নিমিত্ত বীপ্সা। এরূপ বিধানের আনর্থক্য প্রসক্তি হয়॥ ১১॥

যদি বল তোমার পক্ষেই বা ফলশ্রুতির কি গতি?। যদি ফলশ্রুতিকে অর্থবাদ বলিয়া স্বীকার কর,তাহা হইলে জন্মাষ্টমী ব্রতের পর্ণময়ীত্ব, অঞ্জন ও প্রযাজাদির ন্যায় দ্রব্য বা কর্ত্তা দ্বারা অথবা সাক্ষাৎ, কর্ম্মাঙ্গত্বের অভাব হেতু "দ্রব্য সংস্কার কর্ম্মেতে পরনিষ্ঠ ফল জনকত্ব হেতু ফলশ্রুতি অর্থবাদ * হইয়া থাকে" এই ন্যায়ের অবিষয় হওয়ায় অর্থবাদও

* বিধ্যসমভিব্যাহৃত বাক্যমর্থবাদঃ।
তাৎপর্য্য। লিঙ্ ও তব্যাদি ঘটিতবাক্যের নাম বিধি। যথা "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত" এস্থলে "উপাসীত" এই বিধিলিঙ্ ঘটিতবাক্য হইয়াছে অতএব বিধি। এবং "সন্ধ্যামুপাসতে যেতু নিয়তং সংশিতব্রতাঃ। বিধূত পাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোক মনাময়ং"। এস্থলে লিঙ্ তব্যাদি ঘটিতবাক্য না থাকিয়াও প্রবর্ত্তকবাক্য হইয়াছে বলিয়া ইহা অর্থ বাদ॥

ন্যায়াবিষয়ত্বাৎ। উচ্যতে।
ভবেদেতদেবং যদি স্বর্গপশ্বাদিরূপং ফলং শ্রূয়তে।
ইহতু ভগবতুষ্টিরূপং ফলং শ্রূয়তে।
তচ্চ বীপ্সাবগতনিত্যত্বনির্ব্বাহকমেব ॥ ১২ ॥
তথা চোক্তং শ্রীভাগবতে।
অতঃ পুংভি র্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধি র্হরিতোষণমিতি ॥ ১৩ ॥
বিষ্ণুপুরাণে চ ॥

বলা যাইতে পারে না।

উত্তর যথা—জন্মাষ্টমীর ব্রত যদি স্বর্গাদি অথবা পশ্বাদি-রূপ ফল শ্রুতি থাকিত তাহা হইলে ইহা বলিতে পারিতে কিন্তু জন্মাষ্টমী ব্রতে ভগবতুষ্টিরূপ ফলশ্রুতি আছে, ঐ ফলশ্রুতিও বীপ্সান্তর্গত হওয়ায় কেবল নিত্যত্বেরই নির্ব্বাহক হইয়াছে ॥ ১২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কন্দে ২ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে
উক্ত হইয়াছে যথা ॥

সূত কহিলেন হে ঋষিগণ! পুরুষ সকল কর্তৃক বর্ণাশ্রম বিভাগ ক্রমে যে কোন ধর্ম্ম সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হউক যদি তদ্দারা হরিপরিতোষণ হয় তবেই তাহার সংসিদ্ধি অর্থাৎ ফল ॥ ১৩ ॥

বিষ্ণুপুরাণেরও ৩ অংশে ৮ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে
সগররাজের প্রতি ঔর্ব্ববাক্য যথা ॥

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ ॥
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণমিতি ॥ ১৪ ॥
অতঃ সাধূক্তং বীপ্সাশ্রুতেরস্য ব্রতস্য নিত্যত্বমিতি।
কিঞ্চ ॥
কর্ত্তব্যং বিত্তমানেন জয়ন্তীসম্ভবং ব্রতং ॥
অকুর্ব্বন্ যাতি নিরয়ং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ। ইত্যাদি বাক্যেরকরণনিমিত্তপ্রত্যবায়পরিহারার্থত্বাবগমাদপি নিত্যত্বমস্যাঙ্গীকর্ত্তব্যং ॥ ১৫ ॥
পুত্রাদি ফলশ্রবণন্তু নিত্যত্বেঽপি সংযোগপৃথক্ত্বেনাগ্নি-

যিনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণ সমুদায়ের এবং ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি আশ্রম চতুষ্টয়ের ধর্ম্ম ও আচার যথারীতি পালন করেন তাঁহারই সেই পরমপুরুষ বিষ্ণুর আরাধনা করা হয়, এতদ্ভিন্ন বিষ্ণুর পরিতোষ জনক অন্য পথ কিছুই নাই ॥১৪॥

সুতরাং বীপ্সাশ্রবণ হেতু এই ব্রতের নিত্যত্ব হইল ইহা উত্তম বলা হইয়াছে ॥

আরও ধনের পরিমাণানুসারে জয়ন্তী সম্ভবব্রত করিবে, যদি না করে তাহা হইলে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকার কাল পর্য্যন্ত নিরয়গামী হইতে হইবে, ইত্যাদি বাক্য দ্বারা অকরণ নিমিত্ত প্রত্যবায় পরিহার জন্য ও কর্ত্তব্যত্বের অবগম অর্থাৎ বোধহেতু এই ব্রতের নিত্যত্ব অঙ্গীকার করা কর্ত্তব্য ॥ ১৫ ॥

নিত্যত্বপক্ষেও পুত্রাদিরূপ ফলশ্রবণও সংযোগ পৃথক্ত্ব অর্থাৎ সম্বন্ধ ভেদন্যায়ানুসারে অগ্নি হোত্রাদি যাগের

হোত্রাদিবদবিরুদ্ধং। তস্মাৎ সর্ব্বৈরপি যাবজ্জীবমনুষ্ঠেয়ং স্বীকৃত্য জন্মাষ্টমীব্রতমিতি সিদ্ধং ॥ ১৬ ॥

তচ্চ ভবিষ্যোত্তরে শ্রীকৃষ্ণোক্তপ্রকারেণানুষ্ঠেয়ং ॥

তথাহি ॥

অষ্টম্যাং প্রাতঃ স্নাত্বা ব্রতসঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ ॥

তত্র মন্ত্রঃ।

অদ্য স্থিত্বা নিরাহারঃ শোভূতে পরমেশ্বর।
ভোক্ষ্যামি দেবকীপুত্র শরণং মে ভবাচ্যুত ইতি ॥ ১৭ ॥

সপ্তম্যাং বা একভক্তানন্তরং সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ ॥

ততো মধ্যাহ্নে কৃষ্ণতিলৈ র্নদ্যাদৌ স্নাত্বা সুদেশে

ন্যায় অবিরুদ্ধ হইল অতএব সকলেরই যাবজ্জীবন জন্মাষ্টমীব্রত অনুষ্ঠেয় ইহাই স্থিরীকৃত হইল ॥ ১৬ ॥

জন্মাষ্টমী ব্রত ভবিষ্যোত্তরে শ্রীকৃষ্ণ যে প্রকারে বলিয়াছেন, তদনুসারে অনুষ্ঠান করিবে ॥

অনুষ্ঠানের প্রকার যথা ॥

অষ্টমীর দিবস প্রাতঃকালে স্নান করিয়া ব্রতের সঙ্কল্প করিবে ॥ সঙ্কল্পমন্ত্র যথা ॥

হে পরমেশ্বর! অদ্য নিরাহার থাকিয়া কল্য ভোজন করিব, হে দেবকীপুত্র! হে অচ্যুত! আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ১৭ ॥

অথবা সপ্তমীর দিবস একবারমাত্র ভোজন করিয়া পরে সঙ্কল্প করিবে ॥

তদনন্তর মধ্যাহ্নে কৃষ্ণতিলের দ্বারা নদ্যাদিতে স্নান

দেবক্যাঃ সূতিকাগৃহং কুর্য্যাৎ ॥

তত্র বাসোদর্পণপল্লবাদিভিস্তোরণানি কৃত্বা বিতান মাবধ্য তত্র ঘৃতৈতৈলপক্কানি তৎকালফলানি পুষ্পদামানি চ বদ্ধ্বা কুড্যেষু গোকুলং বিলিখ্য শৃঙ্খলা-লৌহ-খড়্গ-চ্ছাগ-মুষলাদীনি দ্বারি বিন্যস্য মহ্যাং রক্ষপালানালিখ্য তন্মধ্যে সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলে পূর্ব্বোক্তকলসে হৈমীং রাজতীং তাম্রীং পৈত্তলীং মণিময়ীং দার্ব্বীং মৃণ্ময়ীং লেখ্যরূপাং বা সম্ভবন্তীং শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিং দেবকীস্তনন্ধয়ীং বিন্যস্য মঞ্চকে বা প্রসুপ্তমাতুঃ স্তনং পিবন্তং কৃষ্ণং সুপ্তং বিন্যস্য কচিৎ প্রদেশে সকন্যকাং যশোদাং রোহিণীং

করিয়া প্রশস্তদেশে দেবকীর সূতিকাগৃহ নির্ম্মাণ করিবে ॥

ঐ সূতিকাগৃহে বস্ত্র, দর্পণ ও পল্লবাদি দ্বারা তোরণ সকল করিয়া চন্দ্রাতপ নিবদ্ধ করত তাহাতে ঘৃতপক্ক, তৈল-পক্ক, তৎকালোৎপন্ন ফল, ও পুষ্পমালা বন্ধন করিয়া কুড্য অর্থাৎ ভিত্তিসকলে গোকুল বিলিখন পূর্ব্বক শৃঙ্খলা, লৌহ-খড়্গ, ছাগ ও মুষলাদি দ্বারে বিন্যাস করিবে। তৎপরে ভূমিতে রক্ষপাল সকল লিখিয়া তন্মধ্যে সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলে পূর্ব্বোক্ত কলসে হৈমী, রাজতী, তাম্রী, পৈত্তলী, মণিময়ী, দারুময়ী, মৃণ্ময়ী, বা লেখ্যরূপা, সম্ভবন্তী, অর্থাৎ সদ্যঃ প্রসূত কৃষ্ণমূর্ত্তি দেবকীস্তনন্ধয়রূপে বিন্যাস করিয়া অথবা মঞ্চের উপরে প্রসুপ্ত মাতৃস্তন পানকারি শ্রীকৃষ্ণকে সুপ্তরূপে বিন্যাস করিবে, তৎপরে কোন প্রদেশে কন্যার সহিত

নন্দং বলভদ্রং গোপাংশ্চ কল্পয়িত্বা দেবকীসন্নিধৌ খড়্গহস্তং বসুদেবং স্তুবন্তং বা কংস-পূতনা-ধেনুকাদীংশ্চ স্থাপ্য কালমনুস্মৃত্য দেবক্যৈ পুষ্পাঞ্জলিং দদ্যাৎ ॥ ১৮ ॥

তত্র মন্ত্রং ॥

গায়দ্ভিঃ কিন্নরাদ্যৈঃ সততপরিবৃতা বেণুবীণাদিনাদৈ-
র্ভৃঙ্গারাদর্শকুম্ভপ্রকরকৃতকরৈঃ কিন্নরৈঃ সেব্যমানা।
পর্য্যঙ্কে স্বাস্তৃতে যা মুদিততরমুখী পুত্রিণী সম্যগাস্তে
সা দেবী দেবমাতা জয়তি সুতনয়া দেবকীকান্তরূপা
ইতি ॥ ১৯ ॥

বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় তথা বিশ্বভবায় চ।

যশোদা, রোহিণী, নন্দ, বলভদ্র এবং গোপসকলকে কল্পনা করিয়া দেবকীসমীপে খড়্গহস্ত স্তবকারী বসুদেব এবং কংস, পূতনা ও ধেনুকাসুর প্রভৃতিকে স্থাপন করিয়া কাল অনুস্মরণ পূর্ব্বক দেবকীকে পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে ॥ ১৮ ॥

দেবকীপূজার মন্ত্র যথা ॥

বেণু বীণা নিনাদ-সহকারে গানশীল কিন্নর প্রভৃতিতে যিনি সতত পরিবৃতা, ভৃঙ্গার,আদর্শ ও কুম্ভ সমূহ হস্তে ধারণ করিয়া কিন্নরগণ যাঁহাকে সতত সেবা করিতেছে এবং যিনি প্রফুল্ল মুখে পুত্রবিশিষ্ট হইয়া আস্তৃত (বিস্তৃত) পর্য্যঙ্কে অবস্থিত আছেন, সেই দেবমাতা সুবদনা কান্তরূপা দেবকী দেবী জয়যুক্তা হউন ॥ ১৯ ॥

"বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপী এবং বিশ্বভব অর্থাৎ বিশ্বকারণ,

বিশ্বায় পতয়ে তুভ্যং গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥
[illegible] সংমার্জ্য চন্দ্রা-
র্ঘ্যং দদ্যাৎ ॥ ২০ ॥
তত্র মন্ত্রঃ ॥
ক্ষীরোদার্ণবসম্ভূত অত্রিনেত্রসমুদ্ভব।
গৃহাণার্ঘ্যং শশাঙ্কেশ রোহিণ্যা সহিতো মম ॥
জ্যোৎস্নাপতে নমস্তুভ্যং নমস্তে জ্যোতিষাম্পতে।
নমস্তে রোহিণীকান্ত অর্ঘ্যং মে প্রতিগৃহ্যতামিতি ॥২১॥

বিশ্বের পতি ও গোবিন্দ তোমাকে নমস্কার নমস্কার ॥
এই মন্ত্র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া চন্দ্রোদয় হইলে বাহিরে সম্মার্জন করিয়া পদ্মের উপরে পুষ্প অক্ষত (আতপ-তণ্ডুল) ও নারিকেল ফল যুক্ত শঙ্খ দ্বারা চন্দ্রকে অর্ঘ্য দান করিবে ॥ ২০ ॥

অর্ঘ্যদানমন্ত্র যথা ॥

হে ক্ষীরোদার্ণবসম্ভূত! হে অত্রিনেত্রসমুদ্ভব! হে শশাঙ্ক! হে ঈশ! এই অর্ঘ্য দান করিতেছি, আপনি রোহিণীর সহিত গ্রহণ করুন ॥

হে রোহিণীকান্ত! আপনাকে নমস্কার করি, আপনি জ্যোতিঃ সকলের পতি আপনাকে নমস্কার করি, আপনি আমার অর্ঘ্য গ্রহণ করুন ॥ ২১ ॥

ততোঽন্তরাগত্য জয়জয়াদিনা শ্রীকৃষ্ণজন্ম পরিভাব্য তম-
দ্ভুতং
দদ্যাৎ॥ ২২॥
তত্র মন্ত্রঃ॥
জাতঃ কংসবধার্থায় ভূভারোত্তারণায়চ।
দেবতানাং হিতার্থায় ধর্ম্মসংস্থাপনায় চ।
কৌরবাণাং বিনাশায় দৈত্যানাং নিধনায় চ।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং দেবক্যা সহিতো মম ইতি॥
যোগেশ্বরায় দেবায় দেবকীসহিতায় চ।
যোগোদ্ভবায় নিত্যায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥ ২৩॥

তদনন্তর গৃহে আগমন করিয়া "জয় জয়" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের জন্ম চিন্তা করত "তমদ্ভুতং বালকমম্বুজে-ক্ষণং" ইত্যাদি জন্ম শ্লোক সকল পাঠ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য দান করিবে॥ ২২॥

অর্ঘ্যমন্ত্র যথা॥

হে দেব! আপনি কংসের বধ, ভূভারহরণ, দেবগণের হিত, ধর্ম্মের সংস্থাপন, কৌরবদিগের বিনাশ এবং দৈত্য-গণের নিধন নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আমি অর্ঘ্য দান করিতেছি, দেবকীর সহিত আপনি আমার অর্ঘ্য গ্রহণ করুন। হে যোগেশ্বর! দেব! যোগোদ্ভব! নিত্য! ও গোবিন্দ! দেবকী সহিত আপনাকে নমস্কার নমস্কার॥ ২৩॥

ইতি ক্ষীরাদি স্নপনং কৃত্বা ॥
অদিতে দেবমাতস্ত্বং সর্ব্বপাপপ্রণাশিনি।
অতস্ত্বাং পূজয়িষ্যামি ভীতোভবভয়স্য চ।
পূজিতাত্ত্ব যথা দেবৈঃ প্রসন্না ত্বং বরাননে।
পূজিতা তু ময়া ভক্ত্যা প্রসাদং কুরু সুব্রতে ॥
যথা পুত্রং হরিং লব্ধ্বা প্রাপ্তা তে নির্ব্বৃতিঃ পরা।
তামেব নির্ব্বৃতিং দেবি সপুত্রা দর্শয়স্ব মে ॥
নমো দেব্যৈ শ্রিয়ে ॥ ২৪ ॥
ইতি মন্ত্রেণ দৈবক্যৈ গন্ধাদীনি সমর্প্য ॥

এই মন্ত্রে দুগ্ধাদিদ্বারা স্নান করাইয়া ॥

হে অদিতে! হে দেবমাতঃ! আপনি সমস্ত পাপ বিনষ্ট করেন, অতএব আমি ভবভয়ে ভীত হইয়া আপনাকে পূজা করিব, হে বরাননে! আপনি যেমন দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া প্রসন্না হইয়াছেন, তদ্রূপ আমি ভক্তিসহকারে আপনার পূজা করিতেছি, হে সুব্রতে! আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। হে দেবি! আপনি যেমন হরিকে পুত্ররূপে লাভ করিয়া পরমসুখ প্রাপ্ত হইয়াছেন তদ্রূপ আপনি সপুত্রে আমাকে ঐ সুখ প্রদান করুন এই রূপ প্রার্থনা করিবে ॥ 'দেবী লক্ষ্মীকে নমস্কার' ॥ ২৪ ॥

এই মন্ত্রে দেবকীকে গন্ধাদি সমর্পণ করিয়া ॥

শ্রীকৃষ্ণ পূজামন্ত্র যথা ॥

অবতারসহস্রাণি করোষি মধুসূদন ॥
ন তে সংখ্যাবতারাণাং কশ্চিজ্জানাতি বৈ ভুবি।
দেবা ব্রহ্মাদয়ো বাপি স্বরূপং ন বিদুস্তব।
অতস্ত্বাং পূজয়িষ্যামি মাতুরুৎসঙ্গসংস্থিতং।
বাঞ্ছিতং কুরু দেবেশ দুষ্কৃতঞ্চৈব নাশয়।
কুরুষ্ব মে দয়াং দেব সংসারার্ত্তিভয়াপহ ॥ ২৫ ॥
ইতি মন্ত্রেণ শ্রীকৃষ্ণায় সমর্প্য তত্রাগ্রে বসুদেবাদীন্ পূজয়িত্বা। শষ্কুল্যপূপঘারিকাপূরিকাদীনি পক্কান্নানি চারবীজগুরুবীজখর্জ্জূরোত্তিখুড়ুণ্ডিকাদীনি খাদ্যানি কুষ্মাণ্ডকদলীনারিকেলাদীনি ফলানি তাম্বূলঞ্চ নিবেদ্য জাত-

---

হে মধুসূদন! আপনি সহস্র সহস্র অবতার করিতেছেন, পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি আপনার ঐ সকল অবতারের সংখ্যা জানিতে পারে না, ব্রহ্মাদি দেবগণ আপনার স্বরূপ অবগত নহেন, অতএব মাতৃক্রোড়স্থিত আপনাকে পূজা করিব। হে দেবেশ! আমার বাঞ্ছিত প্রদান করুন এবং দুষ্কৃত (পাপ) সকল বিনাশ করুন। হে দেব! হে সংসার দুঃখনাশন আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করুন ॥ ২৫ ॥

এই মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করিয়া তত্রাগ্রে বসুদেবাদিকে পূজা করিয়া শষ্কুলী, পূপ, ঘারিকা, পূরিকাদি পক্কান্ন, চারবীজ, গুরুবীজ, খর্জ্জূর, উত্তি, খুড়ুণ্ডিকাদি খাদ্য, কুষ্মাণ্ড, কদলী ও নারিকেল প্রভৃতি ফল ও তাম্বূল নিবেদন

কর্ম্ম নালবর্দ্ধনষষ্ঠীনিঃসারণাদীনি কৃত্বা গব্যসর্পিষা বসো-র্ধারাঃ কৃত্বা আচার্য্যং সম্পূজ্য বালক্রীড়াশ্রবণপূর্ব্বং জাগরণং কুর্য্যাৎ॥ ২৬॥

ততঃ প্রোভূতে নিত্যকর্ম্ম নির্বর্ত্য দেবমভ্যর্চ্য
যং দেবং দেবকীদেবী বসুদেবাদজীজনৎ।
ভূমেশ্চ ব্রহ্মণো গুপ্ত্যৈ তস্মৈ ব্রহ্মাত্মনে নমঃ॥
সুজন্মবসুদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
শান্তিরস্তু শিবঞ্চাস্তু ইতি দেবং বিসর্জ্জ্য চ।
তৎসর্ব্বং সদক্ষিণমাচার্য্যায় দত্ত্বা শ্রীকৃষ্ণঃ প্রীয়তামিতি

পূর্ব্বক জাতকর্ম্ম, নালবর্দ্ধন ষষ্ঠী নিঃসারণাদি করিয়া গব্য ঘৃতধারা বসুধারা দিয়া আচার্য্যকে পূজা করত বালক্রীড়া শ্রবণ পূর্ব্বক জাগরণ করিবে॥ ২৬॥

অনন্তর প্রাতঃকাল হইলে নিত্য কর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক দেবকে অর্চ্চনা করিয়া॥

পৃথিবী ও বেদ রক্ষার নিমিত্ত বসুদেব হইতে দেবকী-দেবী যে দেবকে প্রসব করিয়াছেন,সেই ব্রহ্মময়কে নমস্কার করি॥

গোব্রাহ্মণ হিতের নিমিত্ত সুজন্মা শ্রীযুক্ত বসুদেবকে নমস্কার। শান্তি হউক কল্যাণ হউক এই বলিয়া দেবকে বিসর্জ্জন করিবে॥

অনন্তর সূতিকাগৃহোপকরণ এবং ভগবৎ প্রতিমাদি সমু-দায় দক্ষিণার সহিত আচার্য্যকে প্রদান পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ প্রীত

শক্ত্যা ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা স্বয়ং বন্ধুজনৈঃ সহ ভুঞ্জীত ॥
এবং প্রতিবর্ষং কুর্ব্বন্ পুত্রাদিমান্ ভবতি পিশুনকুল-
ব্যালচৌররাজরোগভয়াৎ পাপসঙ্ঘাচ্চ মুচ্যতে ॥ ২৭ ॥

॥ * ॥ ইতি জন্মাষ্টমীব্রতং ॥ * ॥

তথাপি।
শিবরাত্রিব্রতং যদ্যপি শৈবানামত্যাবশ্যকং।
সৌরো বা বৈষ্ণবো বান্যো দেবতান্তরপূজকঃ।
ন পূজাফলমাপ্নোতি শিবরাত্রিবহির্ম্মুখ ইতি পাদ্মে
ব্রতখণ্ডেঽভিধানাৎ।
"ন তে তত্র গমিষ্যন্তি যে দ্বিষন্তি মহেশ্বরং" ইতি শিব-

হউন। এই বলিয়া যথা শক্তি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া স্বয়ং বন্ধুজনের সহিত ভোজন করিবে।

প্রতি বৎসর এই প্রকার জন্মাষ্টমীব্রত করিলে পুত্রাদি বিশিষ্ট হইবে পিশুনকুল অর্থাৎ দুর্জ্জন সমূহ, সর্প, চৌর, রাজ ও রোগভয় তথা পাপ সমুদায় হইতে মুক্ত হইবে ॥২৭॥

॥ * ॥ ইতি জন্মাষ্টমীব্রত ॥ * ॥

অথ শিবরাত্রিব্রত ॥

শিবরাত্রিব্রত যদিচ শৈবদিগের অত্যাবশ্যক তথাপি সৌর (সূর্য্যোপাসক) বা বৈষ্ণব (বিষ্ণূপাসক) অথবা অন্য দেবতান্তরের পূজক হউন শিবরাত্রি বহির্ম্মুখ হইলে কোন পূজার ফল প্রাপ্ত হয়েন না। পদ্মপুরাণের ব্রতখণ্ডে কথায় বিশেষ রূপ আছে ॥

দ্বেষিণাং বৈষ্ণবপদপ্রাপ্তিনিষেধাৎ।
বৈষ্ণবস্য শিবদ্বেষিণো হরিণা পূজাদ্যস্বীকারস্য তত্র তত্র শ্রেয়মাণত্বাৎ। অত্যাদরেণ শিষ্টবৈষ্ণবপরিগ্রহাচ্চ।
বৈষ্ণবৈরপ্যেতদবশ্যমনুষ্ঠেয়মিতীদমিহ নিরূপ্যতে ॥২৮॥
তত্র যদ্যপ্যকরণপ্রত্যবায়বীপ্সানিত্যপদাদ্যশ্রবণাদনেক-ফলসম্বন্ধশ্রবণাচ্চ নাস্য ব্রতস্য নিত্যত্বং স্ফুটতরমব-ভাসতে তথাপি নাগরখণ্ডে শিবেন দেবান্ প্রতি মাঘ-চতুর্দ্দশ্যাং ভূতলমাগত্যাশেষেষু লিঙ্গেষু।
সংক্রমিষ্যাম্যসন্দিগ্ধং বর্ষপাপবিশুদ্ধয়ে ॥

যাহারা মহেশ্বরকে দ্বেষ করে তাহাদের বৈষ্ণবপদ প্রাপ্তি হয় না, এই নিষেধ আছে। হরি শিবদ্বেষি বৈষ্ণবের পূজা গ্রহণ করেন না, সেই সেই স্থানে এই শ্রবণ আছে, এবং শিষ্টবৈষ্ণবগণ অত্যাদরে শিবরাত্রি ব্রতকে অঙ্গীকার করেন, এই সকল কারণ বশতঃ বৈষ্ণবগণ অবশ্য শিব-রাত্রি ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন। তাহাই এ স্থানে নিরূপিত হইতেছে ॥ ২৮ ॥

এস্থলে যদিচ অকরণ নিমিত্ত প্রত্যবায়, বীপ্সা, নিত্য পদাদির অশ্রবণ ও অনেক ফল সম্বন্ধ শ্রবণ হেতু এই ব্রতের নিত্যত্ব স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইল না, তথাপি নাগরখণ্ডে মহাদেব দেবগণের প্রতি মাঘমাসের চতুর্দ্দশীতে ভূতলে আগমন করিয়া অশেষ লিঙ্গ সকলে আমি নিঃসন্দেহ অধি-

যঃ পূজয়েত মাং তত্র নিষ্পাপঃ স ভবিষ্যতীতি বদতো-

ব্যাধস্য চ মৃগয়ায়াং মৃগান্ মৃগয়তো দিবা তানলব্ধবতো-
নিশি ধনুঃ সজ্জীকৃত্য বিল্বমারুহ্য মৃগৈকচিত্ততয়া নিষ্পন্ন
জাগরণস্য ধনুষ্কোটিপতিতশুষ্কবিল্বপত্রৈরজ্ঞানতো
নিষ্পাদিতাধোবৃত্তিশিবার্চ্চনস্য গ্রাসালাভাৎ পতি-
তোপবাসস্য চ শিবলোক প্রাপ্ত্যভিধানেনাস্য ব্রতস্য।
সর্ব্বাঙ্গোপেত * কামকর্ম্ম বৈষম্যাবগমাৎ তত্র তত্র শিব

ষ্ঠান করিব, বর্ষপাপ বিশুদ্ধির নিমিত্ত ঐ দিবস যে আমাকে
পূজা করিবে সে নিষ্পাপ হইবে, এতদ্দ্বারা শিবরাত্রি ব্রতের
উপাত্তদুরিতক্ষয়ত্বের অর্থাৎ সাঞ্চিত পাপ বিনাশত্বের কথন
আছে ॥

মৃগয়ায় মৃগ অন্বেষণ করিতে করিতে দিবায় মৃগসকল
না পাইয়া, রাত্রিতে ধনুঃসজ্জিত করিয়া বিল্ববৃক্ষ আরোহণ
পূর্ব্বক মৃগের প্রতি একচিত্ততা হেতু ব্যাধের জাগরণ সিদ্ধ
হইয়াছিল। ঐ ব্যাধের ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা শুষ্ক বিল্ব-
পত্র পতিত হওয়ায় তদ্দ্বারা অজ্ঞান বশতঃ নিম্নবর্ত্তি শিবের
পূজা নিষ্পাদিত এবং গ্রাসের অর্থাৎ ভোজ্যবস্তু অলাভ হেতু
উপবাস সিদ্ধ হওয়ায় শিবলোক প্রাপ্তির কথন হেতু এই
ব্রতের সর্ব্বাঙ্গোপেত কাম্যকর্ম্ম বৈষম্যের বোধ জন্য,
সেই সেই বিষয়ে শিবপ্রীতি দ্বারা, সালোক্যাদি মুক্তি

* সাঙ্গাদি বৈদিককর্ম্মণঃ ফলাবশ্যম্ভাব নিয়ম ইতি সর্ব্বশক্ত্যাধিকরণঃ।

প্রীতিদ্বারা তৎসালোক্যাদি মুক্ত্যর্থত্বাববোধাৎ অবি-
গানেন নিত্যানুষ্ঠেয়তয়া শিষ্টত্রৈবর্ণিক-বৈষ্ণবমহাজন-
পরিগ্রহাচ্চ। নিত্যমেবৈতৎ সর্ব্বেষাং শিবরাত্রিব্রত-
মিত্যবসেয়ং ॥ ২৯ ॥

সাচ শিবরাত্রিঃ দর্শবিদ্ধৈবোপোষ্যা ন জয়াবিদ্ধা ॥

মাঘাসিতং ভূতদিনং হি রাজ-
ন্নুপৈতি যোগং যদি পঞ্চদশ্যা।
জয়াপ্রযুক্তাং নতু জাতু কুর্য্যা-
চ্ছিবস্য রাত্রিং প্রিয়কৃচ্ছিবস্য ॥

নিমিত্ততার বোধহেতু অনিন্দিত ভাবে নিত্য অনুষ্ঠেয় রূপে শিষ্টত্রৈবর্ণিক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বৈষ্ণব মহাজনের গ্রহণ হেতু সকলের সম্বন্ধে এই শিবরাত্রি ব্রত নিত্য, ইহাই নিশ্চয় হইল ॥ ২৯ ॥

এই শিবরাত্রি অমাবাস্যা বিদ্ধাই উপবাসের যোগ্য হয়, ত্রয়োদশী বিদ্ধায় কখন উপবাস করিবে না ॥

হে রাজন্! যদি মাঘমাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী পঞ্চদশী অর্থাৎ অমাবাস্যার সহিত যোগ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে শিবপ্রিয়কারী ব্যক্তি ঐ দিবস শিবরাত্রির ব্রত করিবেন, কখন ত্রয়োদশীযুক্ত চতুর্দ্দশীতে শিবরাত্রির ব্রত করিবেন

সাঙ্গাদ্ধি বৈদিককর্ম্মণঃ ফলাবশ্যম্ভাব নিয়ম ইতি সর্ব্বশক্ত্যাধিকরণং।
সর্ব্বাঙ্গোপেতস্যৈব কাম্যকর্ম্মণঃ ফলাবশ্যম্ভাবনিয়ম ইতি জৈমিনিসূত্রস্য ॥
অস্যার্থঃ। বৈদিককর্ম্ম অঙ্গবিশিষ্ট হইলেই অবশ্য ফল হইয়া থাকে। অঙ্গবিশিষ্ট সকল কাম্যকর্ম্মেরই ফলের অবশ্যম্ভাবিতা নিয়ম ॥

ইতি পরাশরবচনাৎ ॥ ৩০ ॥

নমু পূর্ব্ববিদ্ধা তু কর্ত্তব্যা শিবরাত্রির্ব্বলের্দিনং ॥

তথা। জয়ন্তী শিবরাত্রিশ্চ কার্য্যে ভদ্রাজয়ান্বিতে।

ইত্যাদি বচনেষু পূর্ব্ববিদ্ধৈব শ্রূয়তে।

সত্যং তন্মাঘমাসাতিরিক্ত-শিবরাত্রিবিষয়ং ভবিষ্যতি॥৩১

মাঘীয়ৈব শিবরাত্রি নান্যেতি আগ্রহমাত্রং যতিরেব ব্রাহ্মণ ইতিবৎ প্রাশস্ত্যাতিরেকপরতয়াপি তত্তদ্বাক্যানামুপপত্তেঃ।

ত্রয়োদশী যদা দেবী দিনভুক্তিপ্রমাণতঃ।

না, এই পরাশরের বচন আছে ॥ ৩০ ॥

অহে! যদি বল শিবরাত্রি ও বলিরাজের দিন অর্থাৎ দ্যূতপ্রতিপৎ পূর্ব্ব বিদ্ধা হইলে করিবে, তথা জয়ন্তী অর্থাৎ জন্মাষ্টমী ও শিবরাত্রি ভদ্রা,জয়া অর্থাৎ সপ্তমী ও ত্রয়োদশী যুক্ত হইলে করিবে। ইত্যাদি বচন সকলে পূর্ব্ব বিদ্ধাই করিবে ইহাই শ্রুত হইতেছে। সত্য। ঐ চতুর্দ্দশী মাঘমাস ভিন্ন অন্য শিবরাত্রি বিষয়ক হইবে ॥ ৩১ ॥

মাঘমাসের শিবরাত্রিই গ্রাহ্য অন্য মাসীয় নহে ইহা কেবল আগ্রহ- মাত্র বস্তুত নহে। যেমন "যতি ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ, অন্য ব্যক্তি নহে" এস্থলে যতিরই ব্রাহ্মণত্ব প্রশস্ত অন্যের অপ্রশস্ত অর্থাৎ অন্যে যে ব্রাহ্মণ নহে তাহা নয়, কিন্তু প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত মাত্রভেদ, সেই রূপ মাঘীয় শিবরাত্রি প্রশস্ত অন্য মাসীয় অপ্রশস্ত এই মাত্র বুঝিতে হইবে। ইহাই উক্ত বাক্যের সঙ্গতি। হে দেবি! দিনভুক্তি প্রমাণে

জাগরে শিবরাত্রিঃ স্যাৎ নিশি পূর্ণা চতুর্দ্দশী।
প্রদোষব্যাপিনী গ্রাহ্যা শিবরাত্রিচতুর্দ্দশী।
রাত্রৌ জাগরণং যস্মাৎ তস্মাত্তাং সমুপোষয়েৎ॥
ইত্যাদ্যপি তদ্বিষয়মেব॥ ৩২॥
নন্বেবং সতীতরশিবরাত্রিষ্বপি রাত্রৌ জয়াযোগে পরদিনমেবোপোষ্যং। তচ্চ বিরুদ্ধং॥
অর্দ্ধরাত্রাৎ পরস্তাচ্চ জয়াযোগো যদা ভবেৎ।
পূর্ব্ববিদ্ধৈব কর্ত্তব্যা শিবরাত্রিঃ শিবপ্রিয়ৈরিতি বচনবাধিতত্বাৎ॥ ৩৩॥
তদযুক্তং॥
অস্য ব্রতস্য পরদিনে চতুর্দ্দশ্যাঃ প্রদোষব্যাপিত্বাভাব-

যখন ত্রয়োদশী হয় এবং রাত্রে পূর্ণ চতুর্দ্দশী থাকে জাগরণ বিষয়ে তাহাই শিবরাত্রি বলিয়া প্রশস্ত হইবে॥

যে শিবরাত্রি-চতুর্দ্দশী প্রদোষব্যাপিনী হইবে, তাহাই গ্রহণীয়, রাত্রিতে যখন জাগরণ, তখন তাহাতেই উপবাস করিবে। ইত্যাদিতেও তাহারই অর্থাৎ ত্রয়োদশীযুক্তেরই বিষয় হইল॥ ৩২॥

কিন্তু এই প্রকার হইলে ইতর শিবরাত্রিতেও জয়াযোগে পর দিনই উপবাস কর্ত্তব্য, ইহা হইতে পারে না যে হেতু, অর্দ্ধরাত্রের পূর্ব্ব যদি জয়া অর্থাৎ ত্রয়োদশীযোগ হয়, তবে শিবপ্রিয়গণ পূর্ব্ব বিদ্ধাই শিবরাত্রি করিবেন এই বচনে পরদিনে শিবরাত্রি ব্রত বাধিত হইয়াছে॥ ৩৩॥

ইহা অযুক্ত। যে হেতু এই ব্রতের পর দিনে চতুর্দ্দশীর

বিষয়ত্বাৎ ॥

ততশ্চেতরাঃ শিবরাত্রয়ো দিবা জয়াযোগে পূর্ব্বা রাত্রা-
বপি জয়াযোগে পরদিনে চতুর্দ্দশ্যাঃ প্রদোষব্যাপিত্বাভাবে
দিবাপারণ পর্য্যাপ্তামাবাস্যালাভে পূর্ব্বা এব ।
অর্দ্ধরাত্রাদুপরি জয়াযোগে তু সর্ব্বদা পরাএব ।
মাঘমাসশিবরাত্রিস্তু পরদিনে চতুর্দ্দশীযোগমাত্রেণ পরৈ-
বোপোষ্যা ইতি ব্যবস্থা সমুচিতা ॥ ৩৪ ॥

নমু মাঘফাল্গুনয়োর্ম্মধ্যে যা স্যাৎ শিবচতুর্দ্দশী ।
অনঙ্গেন সমাযুক্তা কর্ত্তব্যা সর্ব্বদাতিথিরিত্যস্য কা গতিঃ ।
পশ্য গতিং ভবিষ্যোত্তরে হি শিবরাত্রিব্রতাতিরিক্তং

প্রদোষ ব্যাপিত্বের অভাব বিষয়েই তাৎপর্য্য । অতএব
ইতর শিবরাত্রি সকল দিবাতে ত্রয়োদশীযোগ হইলে পূর্ব্ব
দিন উপোষ্য এবং রাত্রিতেও ত্রয়োদশীর যোগ হইলে পর
দিন চতুর্দ্দশী প্রদোষকাল পর্য্যন্ত না থাকিলে তথা পর দিন
পারণকাল পর্য্যন্ত অমাবাস্যার অভাব হইলে পূর্ব্বদিন উপ-
বাস করিবে । কিন্তু অর্দ্ধরাত্রের পর ত্রয়োদশীর যোগ হইলে
সর্ব্বদা পরদিনই উপবাসের যোগ্য, মাঘমাসীয় শিবরাত্রি
পরদিনে চতুর্দ্দশীর যোগমাত্রে পরাই উপবাসের যোগ্য এই
ব্যবস্থাই উচিত ॥ ৩৪ ॥

প্রশ্ন । অহে ! মাঘ ও ফাল্গুনের মধ্যে যে শিবচতুর্দ্দশী
অনঙ্গ অর্থাৎ ত্রয়োদশী যুক্ত হয় সেই তিথিতে সর্ব্বদা উপ-
বাস করা কর্ত্তব্য, এ বচনের কি গতি হইবে ? ॥

উত্তর । অহে ! তাহার গতি দেখ । ভবিষ্যোত্তরেতেও

শিবচতুর্দ্দশীসংজ্ঞকং ব্রতমস্তি তদ্বিষয়মেতৎ । পর-
দিনে চতুর্দ্দশীযোগাভাববিষয়ঞ্চেতি সন্তোষাবহং ॥৩৫
যদত্র কৈশ্চিদুক্তং পূর্ব্বোদাহৃতবহুতরবচনানুসারান্মা-
ঘাসিতং বাক্যমেবং ব্যাখ্যেয়ং ॥
জয়াপ্রযুক্তাং রাত্রিং ন কুর্য্যাৎ ।
তামপি অর্দ্ধরাত্রবাক্যানুসারান্নিশীথাৎ পরতোজয়াযুক্তাং
নার্ব্বাগিতি তদসৎ ॥ ৩৬ ॥
যতঃ শিবরাত্রিমিতি কর্ম্মনামধেয়মেতৎ । বিগৃহীতো-
ক্তিস্তু বৃত্তানুসারাৎ । অপরথা শিবপদস্যানর্থক্যঞ্চ প্রস-

শিবরাত্রি ব্রতাতিরিক্ত চতুর্দ্দশী সংজ্ঞক ব্রত আছে,এই বচন তাহারই বিষয় জানিবে। পর দিনে চতুর্দ্দশী যোগাভাব বিষয়ও সন্তোষের বিষয় হইবে ॥ ৩৫ ॥

যে হেতু এ স্থানে কোন ব্যক্তি বলিয়াছেন, পূর্ব্ব উদাহৃত বচনানুসারে "মাঘাসিতং" এই বাক্য এইরূপ ব্যাখ্যার যোগ্য। ত্রয়োদশীযুক্ত রাত্রিতে উপবাস করিবে না। তাহাও অর্দ্ধরাত্র এই বাক্যানুসারে নিশীথ অর্থাৎ অর্দ্ধরাত্রের পর ত্রয়োদশী যুক্তই নিষিদ্ধ, কিন্তু অর্দ্ধরাত্রের পূর্ব্বে ত্রয়োদশীর যোগ হইলে নিষিদ্ধ নহে, ইহাও অসৎ ॥ ৩৬ ॥

যে হেতু "শিবরাত্রি" এই পদটী কর্ম্মধারয় সমাসে নিষ্পন্ন, সমাস বাক্যও প্রকরণানুসারে হইয়া থাকে, ইহা স্বীকার না করিলে "শিবরাত্রি" এই বাক্যে শিবপদের

জ্যেত। কর্ত্তৃক্তি সম্বন্ধস্তু ভাবনাপুরস্কক্কর্ম্মণি মুখ্যো ন কালে সতি চ সম্ভবে তত্ত্যাগোঽনুচিতঃ। কারকাণাং চ ক্রিয়াপ্রবেশে ধাত্বর্থস্যৈব দ্বারত্বাৎ। বিশেষতোঽনুপাদেয়স্য কালস্য। জয়াপ্রযুক্তাং শিবরাত্রিমিতি তু যোজনায়াং ন কোঽপি বিরোধঃ। তিথির্হি কালঃ কালকর্ম্মণশ্চ সম্বন্ধঃ সমুচিত এব॥

কিঞ্চ।

রাত্রৌ জয়াযোগে অবশ্যম্ভাবী চতুর্দ্দশীযোগঃ পঞ্চদশ্যা

আনর্থক্য প্রসক্তি হয়। কৃধাতুর সম্বন্ধও বুদ্ধিস্থোপলক্ষিত কর্ম্মেতেই মুখ্য, কালে নহে, যদি কর্ম্মেতে অন্বয়ের সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে তাহা ত্যাগ করা অযুক্ত, কারকের ক্রিয়ার সহিত অন্বয় বিষয়ে ধাতুর অর্থই দ্বারীভূত, কারণ অর্থাৎ ধাত্বর্থকেই দ্বার করিয়া হেতু হইয়া থাকে। বিশেষতঃ অনুপাদেয় অর্থাৎ গৌণকালের সহিত অন্বয়বিষয়ে ধাত্বর্থই প্রধান কারণ, এই সমুদায় কারণে জয়া অর্থাৎ ত্রয়োদশী যুক্তা শিবরাত্রি এরূপ যোজনা অর্থাৎ প্রয়োগে কোন বিরোধ নাই, তিথিই কাল, কাল এবং কর্ম্মের সম্বন্ধ অর্থাৎ নিত্য সম্বন্ধ উচিত হয়॥

আরও।

রাত্রিতে জয়াযোগে চতুর্দ্দশীযোগ অবশ্যম্ভাবী, অমাবাস্যার সহিত চতুর্দ্দশীর যোগ অবশ্যম্ভাবী, ইহা বলিতে হইলে

ইতি তদনুবাদি যদ্যপৈতি ইতি প্রয়োগো ব্যর্থঃ স্যাৎ॥৩৭

নন্থ ভূতযুক্তং দিনং যদি পঞ্চদশ্যা যোগমুপৈতি"। যদি পারণপর্য্যাপ্তামাবাস্যা ন লভ্যতে তদা পূর্ব্বা নোপোষ্যেতি কিং ন ব্যাখ্যায়তে ॥ ৩৮ ॥

নৈবং। মুহূর্ত্তৈঃ পঞ্চভির্বিদ্ধা গ্রাহ্যা চৈকাদশী তিথিঃ।
তদর্দ্ধবিদ্ধান্যন্যানি দিনান্যুপবসেদ্ বুধঃ।

ইত্যাদৌ তিথিপদসমভিব্যাহৃতস্য দিনশব্দস্য তিথিপরত্বেন তত্র তত্র প্রযুক্তত্বাৎ।

ইহাপি তৎসম্ভবে অপ্রতীয়মানমধ্যপদলোপিসমাসাশ্রয়ণাযোগাৎ।

যদ্যপৈতি অর্থাৎ যদি অমাবাস্যার সহিত যোগ হয়, তবে এই প্রয়োগ ব্যর্থ হইবে ॥ ৩৭ ॥

অহে! যদি ভূত অর্থাৎ চতুর্দ্দশীযুক্ত দিন পঞ্চদশীর অর্থাৎ অমাবাস্যার যোগ প্রাপ্ত হয়। আর যদি পারণ কাল পর্য্যন্ত অমাবাস্যা না থাকে, তবে পূর্ব্বা উপবাসের যোগ্য হইবে না ইহা কেন ব্যাখ্যা না করা হইতেছে ॥ ৩৮ ॥

এ কথা বলিও না। পাঁচ মুহূর্ত্ত বিদ্ধা হইলে একাদশী তিথি গ্রহণীয় হইবে, তাহার অর্দ্ধ বিদ্ধ হইলে অন্যান্য দিনে পণ্ডিতব্যক্তি উপবাস করিবেন। ইত্যাদি বচন স্থলে তিথিপদ সমভিব্যাহৃত (একত্র কথিত) দিন শব্দের তিথিপরত্ব সেই সেই স্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে। এস্থলেও দিন শব্দের তিথি পরত্ব সম্ভব হওয়ায় প্রতীয়মান মধ্যপদলোপি সমাসের

অর্দ্ধরাত্রাত্থপরি জয়াযোগে ভূতযুক্তদিনস্য পঞ্চদশীযোগ আবশ্যক এবেতি পুন র্যদিশব্দস্য বৈয়র্থ্যমেব ॥ ৩৯ ॥

অপিচ ॥

ভূতদিনপঞ্চদশীযোগং জয়ারাত্রিযোগং চোদ্দিশ্য যদা পূর্ব্বোপবাসো নিষিধ্যেত। তদোদ্দেশ্যানেকত্বেন গ্রহৈকত্ববদ্বাক্যং ভিদ্যেত। তস্মাদনন্যগতিকমাঘাসিতবাক্যস্বারস্য পর্য্যালোচনয়া দ্বিতীয়ৈব শিবরাত্রিরুপোষ্যা। বিরোধিবাক্যান্তরাণান্তু গতিরুক্তৈব। অসত্যামপি গতাবনন্যগতিকবাক্য প্রাপিতোবৈদ্যস্যাত্রৈবর্ণিক নিষাদ-

আশ্রয় করা উচিত নহে। অর্দ্ধরাত্রের উপরে জয়া (ত্রয়োদশী) যোগে ভূত (চতুর্দ্দশী) যুক্ত দিনের পঞ্চদশীযোগই আবশ্যক, সুতরাং পুনর্ব্বার "যদি পঞ্চদশ্যা যোগমুপৈতি" এই স্থলে যদি শব্দের প্রয়োগ বৈয়র্থ হয় ॥ ৩৯ ॥

অপিচ ॥

চতুর্দ্দশী দিনের সহিত পঞ্চদশীর যোগ, ত্রয়োদশীর সহিত রাত্রিযোগ উদ্দেশ করিয়া যখন পূর্ব্বোপবাস নিষিদ্ধ হইল তখন উদ্দেশ্য অনেকত্ব হেতু গ্রহের * একত্বের ন্যায় বাক্যভেদহয়। অতএব অনন্যগতিক "মাঘাসিতং" এই বাক্যের স্বরস অর্থাৎ অভিপ্রায় পর্য্যালোচনা দ্বারা দ্বিতীয়া শিবরাত্রিই উপবাসের যোগ্য। বিরোধি বাক্যান্তরের গতি পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অন্যগতি না থাকাতেও অনন্য-

* গ্রহ সম্মার্জন ন্যায় জন্মাষ্টমী প্রকরণে ১১৮ পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে।

স্যেষ্টি বিশেষাধিকারপ্রতিপাদকত্বেতয়া নিষাদস্থপতিং যাজয়েদিতি বাক্যস্যৈবার্থো ন হাতুং শক্যতে। অতশ্চতুর্দ্দশ্যা অমাবাস্যা যোগে দ্বিতীয়েবেতি সিদ্ধং ॥ ৪০ ॥

যোগশ্চ। দ্বিমুহূর্ত্তো ভবেদ্যোগো বেধো মৌহূর্ত্তিকঃ স্মৃত-ইতি লোগাক্ষিস্মরণাদবসেয়ঃ। তস্মাদ্ঘটিকাচতুষ্টয়ার্ব্বাক্ চতুর্দ্দশীসম্ভবে পূর্ব্বোপবাসো নান্যত্রেতি নির্ণয়ঃ। যদি ভূয়সাং প্রাচীনশৈবানাং পূর্ব্বোপবাসিনামাচারো ন বাধনীয়ঃ। তর্হি বৈষ্ণবাবৈষ্ণবভেদেন

গতিক বাক্যপ্রাপিত বৈদ্যের অত্রৈবর্ণিক নিষাদের যজ্ঞ বিশেষাধিকারপ্রতিপাদক "এতদ্দ্বারা নিষাদ রাজকে যাগ করাইবে" এই বাক্যের অর্থ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবা না, অতএব চতুর্দ্দশীর অমাবাস্যার সহিত যোগে দ্বিতীয়াই অর্থাৎ পরদিন উপবাসের যোগ্য ইহাই সিদ্ধ হইল ॥ ৪০ ॥

যোগ যথা—দ্বিমুহূর্ত্তকে যোগ এবং মুহূর্ত্তকালকে বেধ বলে, এই লোগাক্ষী অর্থাৎ মীমাংসা দর্শনের বচনের তাৎপর্য্য হেতু ইহাই নিশ্চয় করিতে হইবে। অতএব ঘটিকা চতুষ্টয়ের পূর্ব্বে চতুর্দ্দশী সম্ভব হইলে অর্থাৎ চারিদণ্ডের পূর্ব্বে যদি চতুর্দ্দশী সম্ভব হয় কিন্তু চারিদণ্ড পূর্ণ না হয় তবে তাহাতে ব্রত না করিয়া পূর্ব্বা অর্থাৎ ত্রয়োদশীযুক্তা চতুর্দ্দশীতেই ব্রত করিবে, অন্যত্র নহে, ইহাই নির্ণীত হইল যদি পূর্ব্বোপবাসি বহুতর প্রাচীন শৈবদিগের আচার বাধার যোগ্য নহে, তথাপি বৈষ্ণবাবৈষ্ণবভেদ দ্বারা দ্বিতীয় ও

দ্বিতীয়প্রথমোপরাগব্যবস্থা সমাশ্রীয়তাং। নতু দ্বিতীয়ানুষ্ঠাতৃণাং নির্ম্মূলত্বং। ইত্যলমতিপ্রসঙ্গেন।
এতদ্ব্রতানুষ্ঠানপ্রকারস্তুস্কন্দপুরাণে শিবধর্ম্মোত্তরাদিভ্যোঽবগন্তব্যঃ ॥ ৪১ ॥
তদ্যথা।
রাত্রৌ শিবায়তনং গত্বা শুচিরাচান্তঃ শিবসন্নিধৌ পূজাসঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ।
এবং গুণবিশিষ্টায়াং তিথৌ এতদ্বর্ষকৃতসমস্তপাতকোপপাতকাতিপাতক--প্রকীর্ণকাদি-কায়িক--বাচিক-মানস-জ্ঞাতাজ্ঞাত--প্রকাশরহস্যপাপক্ষয়ার্থং পুত্রধনদীর্ঘায়ুঃ-প্রভৃতিসকলকামাবাপ্ত্যর্থং শিবরাত্র্যাং শিবপূজনমহক-

---

প্রথম দিনে উপবাস ব্যবস্থা আশ্রয় করিবে। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে উপবাস,অনুষ্ঠাতৃ বৈষ্ণবদিগের নির্ম্মূলত্ব অর্থাৎ বৈষ্ণবদিগের শিবরাত্রিব্রত করার কোন শাস্ত্র নাই, ইহা নহে, এ বিষয়ে অতিবিস্তারের প্রয়োজন নাই। এই ব্রতের অনুষ্ঠানবিধি স্কন্দপুরাণে শিবধর্ম্মোত্তরাদি হইতে জানিতে হইবে॥৪১

ব্রতের প্রকার যথা॥

রাত্রিতে শিবালয়ে গমন করিয়া শুচি হইয়া আচমনপূর্ব্বক শিবসন্নিধানে পূজার সঙ্কল্প করিবে। এই প্রকার গুণবিশিষ্ট তিথিতে এই বর্ষকৃত সমস্ত পাতক, উপপাতক, অতিপাতক ও প্রকীর্ণকাদি কায়িক, বাচিক, মানসিক, জ্ঞাত ও অজ্ঞাত প্রকাশ ও রহস্য পাপক্ষয় নিমিত্ত পুত্র, ধন ও দীর্ঘায়ুঃ প্রভৃতি সকলকামনার প্রাপ্তি নিমিত্ত শিবরাত্রিতে

রিষ্যে ইতি ॥ ৪২ ॥

অথ শতরুদ্রেণ পঞ্চাক্ষর্য্যা বা পয়সা সর্পিষা মধুনাম্র-রসেনেক্ষুরসেন বা উদকেন বা সন্ততধারয়া শিবং সং-স্নাপ্য আদ্যেযামে শিবায় নম ইতি গন্ধপুষ্পতিলমাষ-গোধূমাদিভি র্মহাপূজাং কৃত্বা পঞ্চব্রহ্মমন্ত্রৈর্ব্বা।

ওঁ আদ্যায় নমঃ। ওঁ বামায় নমঃ।

ওঁ তৎপুরুষায় নমঃ। ওঁ অঘোরায় নমঃ।

প্রত্যগাদিদিক্ষু ওঁ ঈশায় নমঃ। ইতি মূর্দ্ধ্নি। ইতি ॥

পঞ্চবক্ত্রাণি পুষ্পাদিভিঃ সম্পূজ্য অষ্টপুষ্পীং সমর্প্য ধূপদীপনৈবেদ্য তাম্বূলানি সমর্প্য শঙ্খেন সকল গন্ধা-ক্ষতমর্ঘ্যং দদ্যাৎ ॥ ৪৩ ॥

আমি শিবপূজা করিব ॥ ৪২ ॥

অনন্তর শতরুদ্র, অথবা পঞ্চাক্ষরমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, আম্ররস, ইক্ষুরস কিম্বা নিরন্তর ধারা দ্বারা শিবকে স্নান করাইয়া আদ্যযামে "শিবায় নমঃ" এই মন্ত্রে গন্ধ,পুষ্প,তিল, মাষ, গোধূমাদি দ্বারা মহাপূজা করিয়া অথবা পঞ্চ ব্রহ্মমন্ত্র দ্বারা "ওঁ আদ্যায় নমঃ, ওঁ বামায় নমঃ ওঁ তৎ পুরুষায় নমঃ ওঁ অঘোরায় নমঃ" এইরূপে পশ্চিমাদিদিকে "ওঁ ঈশায় নমঃ" এই মন্ত্র বলিয়া মস্তকে। এইরূপে পুষ্পাদি দ্বারা পঞ্চবক্ত্রের পূজা করিয়া অষ্টপুষ্প সমর্পণ করত ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও তাম্বূলাদি সমর্পণ করত শঙ্খদ্বারা ফল সহ গন্ধ ও অক্ষত (আতপ তণ্ডুল) যুক্ত অর্ঘ্য দিবে ॥ ৪৩ ॥

গৌরীবল্লভ দেবেশ সর্পাঢ্য শশিশেখর।
বর্ষপাপবিশুদ্ধ্যর্থমর্ঘ্যং মে প্রতিগৃহ্যতামিত্যর্ঘ্যমন্ত্রঃ ॥৪৪
ততোঽক্ষতপুষ্পামাম্রবস্ত্রাদিভিঃ শৈবাচার্য্যং পরিপূজ্য দক্ষিণাং দত্ত্বা জাগরণং কুর্য্যাৎ ॥ ৪৫ ॥
দ্বিতীয়ে প্রহরে শঙ্করায় নম ইতি। তৃতীয়ে মহেশ্বরায় নম ইতি। চতুর্থে রুদ্রায় নম ইতি বিশেষঃ। শেষং সমানং ॥ ৪৬ ॥
অথ প্রভাতে নিত্যক্রিয়াং কৃত্বা গৃহে শিবমভ্যর্চ্চ্য শিবভক্তান্ ব্রাহ্মণান্ সম্ভোজ্য বন্ধুভিঃ সহ পারণং কুর্য্যাৎ ॥ ৪৭ ॥

অর্ঘ্যমন্ত্র যথা ॥

হে গৌরীবল্লভ! হে দেবেশ! হে সর্পাঢ্য! (সর্পভূষণ অনন্ত!) হে শশিশেখর! বর্ষপাপ বিশুদ্ধির নিমিত্ত আমার অর্ঘ্য গ্রহণ করুন ॥ ৪৪ ॥

তদনন্তর অক্ষত (আতপ তণ্ডুল) পুষ্প আমাম্র ও বস্ত্রাদি দ্বারা শৈবাচার্য্যকে উত্তম রূপে পূজা ও দক্ষিণা দান করিয়া জাগরণ করিবে ॥ ৪৫ ॥

দ্বিতীয় প্রহরে শঙ্করায় নমঃ। তৃতীয় প্রহরে মহেশ্বরায় নমঃ ও চতুর্থ প্রহরে রুদ্রায় নমঃ। এই বিশেষ। অন্য পূজা সকল প্রহরেই সমান জানিবে ॥ ৪৬ ॥

অনন্তর প্রভাতে নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া গৃহে শিবার্চ্চনা পূর্ব্বক শিবভক্ত ব্রাহ্মণদিগকে সম্যক্ রূপে ভোজন করাইয়া বন্ধুবর্গের সহিত পারণ করিবে ॥ ৪৭ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমৎপরমবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাচার্য্যশ্রীরামাচার্য্যবর্য্যসুত-শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যবিনির্ম্মিতায়াং শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতৌ শ্রীনৃসিংহপরিচর্য্যায়াং জন্মাষ্টমীপ্রকরণে চতুর্থঃ পটলঃ ॥ * ॥ ৪ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমৎপরমবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাচার্য্য শ্রীরামাচার্য্যবর্য্যসুত-শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যবিনির্ম্মিতায়াং শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতৌ শ্রীনৃসিংহপরিচর্য্যায়াং শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নানুবাদিতায়াং জন্মাষ্টমীপ্রকরণে চতুর্থঃ পটলঃ ॥ * ॥

পঞ্চমঃ পটলঃ।

-০○*○০-

অথ শ্রৌতমার্গেণ শ্রীনৃসিংহোপাসনং ॥

বৌধায়নোক্তিং সংগৃহ্য সন্মহাসংহিতাদি চ।
গুণোপসংহৃতিন্যায়াৎ পবিত্রাদিবিধিং ব্রুবে ॥ ১ ॥

শ্রাবণে মাসি হৈমেন রৌপ্যেণ তাম্রেণ বা সূত্রেণ তদভাবে কুমার্য্যা সুশীলয়া বা বিধবয়া বা কর্ত্তিতেন কার্পাসসূত্রেণ পবিত্রাণি ন শূদ্রপুংশ্চল্যাদিকর্ত্তিতেন ॥২॥ তচ্চ সূত্রং স্নাত্বা ত্রিগুণং ত্রিগুণীকৃত্য পঞ্চগব্যেন সংপ্রোক্ষ্য উষ্ণোদকেন শুদ্ধোদকেন বা হৃদয়মন্ত্রেণ প্রণ-

---

অথ বেদমার্গদ্বারা শ্রীনৃসিংহদেবের উপাসনা ॥

বৌধায়নের বাক্যসংগ্রহ পূর্ব্বক সাধু ঋষিগণে মহাসংহিতাদি তথা গুণোপসংহৃতি ন্যায় হেতু পবিত্রারোপণাদি বিধি বলিতেছি ॥ ১ ॥

শ্রাবণমাসে হৈম, রৌপ্য ও তাম্রসূত্র তাহার অভাবে কুমারী সুশীলা অথবা বিধবা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত কার্পাসসূত্র দ্বারা পবিত্র সূত্র কিন্তু ঐ সূত্র শূদ্র বা পুংশ্চলী প্রভৃতি দ্বারা কর্ত্তিত হইবে না ॥ ২ ॥

ঐ সূত্র ত্রিগুণ করিয়া তাহাকে আবার ত্রিগুণ করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা প্রোক্ষণ পূর্ব্বক উষ্ণোদক অথবা শুদ্ধোদক

বেণ বা প্রক্ষাল্য মূলমন্ত্রেণাষ্টোত্তরশতং শঙ্খেনাভিষিচ্য "ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে শ্রীনৃসিংহায় ধীমহি তন্নঃ সিংহঃ প্রচোদয়াৎ" ইতি নৃসিংহগায়ত্র্যা অষ্টোত্তরশতমভিমন্ত্র্য শুচৌ দেশে পবিত্রাণি বধ্নীয়াৎ ॥ ৩॥

অষ্টোত্তরশততদৰ্দ্ধতদৰ্দ্ধনবসূত্ৰীভির্জ্যেষ্ঠমধ্যম কনিষ্ঠানি দেবস্য জানূরুনাভিদঘ্নানি ষট্‌ত্রিংশচ্চতুর্ব্বিংশতিদ্বাদশ গ্রন্থিকানি ॥

অষ্টোত্তরসহস্রনবসূত্র্যা অষ্টোত্তরশতগ্রন্থিকং বনমালাং পবিত্রঞ্চ কৃত্বা কর্পূরকুঙ্কুমকেশরগোরোচনাদিনা অগুরু-

---

দ্বারা হৃদয়াদি মন্ত্র কিম্বা প্রণব (ওঁ) উচ্চারণ করত প্রক্ষালন করিবে। তৎপরে শঙ্খের দ্বারা অষ্টোত্তরশত অভিষেক করিয়া "ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে শ্রীনৃসিংহায় ধীমহি তন্নঃ সিংহঃ প্রচোদয়াৎ" এই নৃসিংহগায়ত্রী পাঠ করত একশত অষ্টবার অভিমন্ত্রিত করিয়া পবিত্রদেশে পবিত্র সকল বন্ধন করিবে ॥ ৩ ॥

অষ্টোত্তর শত তাহার অৰ্দ্ধ চতুঃপঞ্চাশৎ, তাহার অৰ্দ্ধ সপ্তবিংশ নবসূত্র দ্বারা জ্যেষ্ঠ মধ্য কনিষ্ঠ সূত্র সকলকে জানু উরু নাভি দঘ্ন অর্থাৎ পরিমিত ষট্‌ত্রিংশৎ চতুর্বিংশতি অথবা দ্বাদশ গ্রন্থি করিবে। অষ্টোত্তর সহস্র নবসূত্র দ্বারা অষ্টোত্তর শতগ্রন্থিক বনমালা ও পবিত্র করিয়া কর্পূর, কুঙ্কুম, কেশর ও গোরোচনাকে অগুরু সংযুক্ত করিয়া অথবা

সংযুক্তেন অসম্ভবে কুঙ্কুমেনৈব গ্রন্থীন্ রঞ্জয়িত্বা বৈণবপটলসম্পুটান্তঃশুভ্রবস্ত্রেণ সংছাদ্যাবস্থাপ্য চ পরিবারদেবতানাং সপ্তবিংশতিষোড়শদ্বাদশনবসূত্রীভি র্যথাশোভং সগ্রন্থিকানি কৃত্বা গুরুপবিত্রং আত্মপবিত্রং চ সপ্তবিংশতিষড়্বিংশতিনবসূত্রীভিঃ। অগ্নেঃ সপ্তবিংশতিভিঃ। অন্যেষাঞ্চ যথাসম্ভবং পবিত্রাণি কৃত্বা পূর্ব্ববৎ সংস্কৃত্য পটলান্তরবস্থাপ্য গন্ধপবিত্রং দ্বাদশনবসূত্রীভির্দ্বাদশগ্রন্থিকং অরত্নিমাত্রং চ কৃত্বাবস্থাপ্য দশম্যামপামার্গময়েন শ্রীবৃক্ষময়েণ বা প্রাদেশমাত্রেণ কাষ্ঠেন দন্তান্ সংশোধ্য স্নাত্বাচম্য নিত্যক্রিয়াং নির্ব্বর্ত্ত্য শ্রীনৃসিংহং সংপূজ্য হোমান্তে দেবং প্রার্থয়েৎ॥ ৪॥

এই সকলের অসম্ভব হইলে কুঙ্কুম দ্বারাই গ্রন্থিকে রঞ্জিত করিয়া বেণুনির্ম্মিত সম্পুট (পেটিকা) মধ্যে শুভ্র বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক স্থাপন করিয়া পরিবার দেবতা সকলকে সপ্তবিংশতি, ষোড়শ দ্বাদশ ও নবসূত্রদ্বারা যে রূপে শোভা হয় সেইরূপে গ্রন্থিযুক্ত করিয়া গুরুর পবিত্র এবং আপনার পবিত্রকে সপ্তবিংশতি,ষড়্বিংশতি। তথা অগ্নির সপ্তবিংশতি ও অন্যের যথা সম্ভব পবিত্র দ্বাদশ ও নবসূত্র দ্বারা দ্বাদশ গ্রন্থিক অরত্নি অর্থাৎ কনিষ্ঠাঙ্গুলী ভিন্ন মুষ্টিবন্ধনের পরিমিত পরিমাণ মাত্র করিয়া দশমীর দিবসে অপামার্গময় অথবা শ্রীবৃক্ষময় প্রাদেশমাত্র পরিমিত কাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করিয়া স্নান, আচমন ও নিত্যক্রিয়া সমাধান পূর্ব্বক শ্রীনৃসিংহকে পূজা করিয়া দেবকে প্রার্থনা করিবে॥ ৪॥

তব যাগং করিষ্যেঽহং পবিত্রময়মচ্যুত।
আমন্ত্রিতোঽসি সপরীবারঃ শ্রীনৃহরে ময়া।
ইতি দণ্ডবদ্ভূমৌ প্রণম্য ॥
সিংহ সিংহ মহাসিংহ রক্ষ মাং শরণাগতং।
মদ্ভক্তিতুষ্ট সম্পূর্ণ তব তোষকরং পরং।
তব মন্ত্রময়ং দেব পবিত্রঞ্চ ময়া কৃতং।
আরোপয়ামি দেবেশ ভক্ত্যা † গৃহ্ণ নৃকেশরিন্। ইতি নিজারাধনায় সপরিবারস্য দেবস্যাবসরদানমভ্যর্থ্যানন্তর-মেকভক্তেন তাং রাত্রিমতিবাহ্য। একাদশ্যাং প্রাতঃ-

---

প্রার্থনামন্ত্র যথা ॥

হে অচ্যুত! হে নৃহরে! আমি আপনার পবিত্রময় যাগ করিব আমা কর্ত্তৃক আপনি সপরীবারে আমন্ত্রিত হইলেন এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করত হে সিংহ! হে সিংহ! হে মহাসিংহ! আমি আপনার শরণাগত, আমাকে রক্ষা করুন ॥

হে মদ্ভক্তিসন্তুষ্ট! হে সম্পূর্ণ! হে দেব! হে দেবেশ! হে নৃকেশরিন্! আমি আপনার পরম সন্তোষকর এই মন্ত্রময় পবিত্র নির্ম্মাণ করিয়া ভক্তিসহকারে আরোপণ করিতেছি গ্রহণ করুন ॥

এই বলিয়া আপনার আরাধনার নিমিত্ত সপরিবার দেবের অবসর দান প্রার্থনানন্তর একভক্ত অর্থাৎ একবার মাত্র ভোজনদ্বারা রাত্রিযাপন করিয়া। অনন্তর একাদশীতে

---

† "গৃহ্ণ" ইতি পদমার্ষং। "গৃহাণ" ইতি ব্যাকরণানুগতং।

* রাত্রি ভোজনাভাবসংস্কৃত দিবাভোজন মেকভক্তং।

স্নাত্বা সন্ধ্যামুপাস্য যাগগৃহমাগত্য গোময়েনোপলিপ্য মণ্ডলমুদ্ধরেৎ॥ ৫॥

তচ্চৈবং।

মধ্যে ষোড়শদলং পদ্মং বিধায় শালিপিষ্টৈর্নীলপীত-রক্তমাঞ্জিষ্ঠ-শ্বেত-সিন্দূর-ধূম্র-কৃষ্ণবর্ণৈঃ সম্পূরয়েৎ।

তদ্বহিঃ।

সূর্য্যেন্দ্বগ্নিমণ্ডলত্রয়ং শ্বেতপীতরক্তবর্ণং কৃত্বা তদ্বহিরষ্ট-দলং পদ্মং বিরচয্য পূজয়েৎ॥ ৬॥

অথ তত্র পুষ্পফলমালালঙ্কৃতং বিতানমাবধ্য মণ্ডলোপরি প্রতিমায়াং কুম্ভে বা মহারাজোপচারৈঃ সপরীবারং

প্রাতঃস্নান ও সন্ধ্যা উপাসনা পূর্ব্বক যাগগৃহে আগমন করিয়া গোময় দ্বারা উপলেপন করত মণ্ডল উদ্ধার করিবে॥ ৫॥

সেই মণ্ডল এই প্রকার হইবে যথা—মধ্যে ষোড়শদল পদ্ম লিখিয়া শালি তণ্ডুলচূর্ণ নীল, পীত, রক্ত, মাঞ্জিষ্ঠ, শ্বেত, সিন্দূর, ধূম্র ও কৃষ্ণবর্ণ দ্বারা সম্যক্ রূপে পূরণ করিবে। তাহার বহির্ভাগে সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি এই তিনটী মণ্ডলকে শ্বেত, পীত, রক্তবর্ণ করিয়া তাহার বাহিরে অষ্ট-দলপদ্ম বিরচন করত পূজা করিবে॥ ৬॥

অনন্তর তাহাতে পুষ্প, ফল ও মালাদ্বারা অলঙ্কৃত চন্দ্রাতপ নিবদ্ধ করত মণ্ডলের উপরে প্রতিমাতে অথবা ঘটে মহাপূজোপচার দ্বারা সপরিবার নৃসিংহদেবকে

শ্রীনৃসিংহং সম্পূজ্য পায়সং নিবেদ্য তৎপুরতঃ পবিত্রাধিবাসনং কুর্য্যাৎ ॥ ৭ ॥

তথাহি ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাস্ত্রিসূত্র্যাং।

ওঁকার--সোম-বহ্নি--ব্রহ্ম-নাগ-শশি-সূর্য্য-সদাশিব-বিশ্বেদেবান্ সূত্র্যা। ক্রিয়াপৌরুষী বীরা অপরাজিতা বিজয়া মুক্তিদা সদাশিবা মনোন্মনা সর্ব্বতোমুখীত্যেতা গ্রন্থিষু দেবতাঃ ॥ ৮ ॥

আবাহনমুদ্রয়া পবিত্রেহাবাহ্য সন্নিধাপ্য চক্রমুদ্রয়া সংরক্ষ্য ধেনুমুদ্রয়ামৃতীকৃত্যাক্ষত-গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য-তাম্বূলৈঃ পবিত্রদেবতা অভ্যর্চ্চ্য গন্ধপবিত্রং

পূজা করিয়া পায়স নিবেদন করত তাঁহার অগ্রে পবিত্রের অধিবাসন করিবে ॥ ৭ ॥

অধিবাসনের বিধি যথা—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই তিনকে তিন সূত্রে। ওঁ কার, সোম, অগ্নি, ব্রহ্মা, নাগ,চন্দ্র, সূর্য্য, সদাশিব ও দশজন বিশ্বদেবকে সূত্র দ্বারা তথা ক্রিয়া, পৌরুষী, বীরা, অপরাজিতা, বিজয়া, মুক্তিদা, সদাশিবা, মনোন্মনা ও সর্ব্বতোমুখী গ্রন্থি সকলে এই সমুদায় দেবতা ॥ ৮ ॥

আবাহন মুদ্রাদ্বারা পবিত্র সকলে আবাহন, সন্নিধাপন, চক্রমুদ্রা দ্বারা সংরক্ষণ, ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া অক্ষত, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ,নৈবেদ্য ও তাম্বূল দ্বারা পবিত্র দেবতা সকলকে অভ্যর্চ্চনা এবং গন্ধ পবিত্রকে ধূপিত

ধূপিতং কৃত্বা হৃদয়মন্ত্রেণ প্রণবেনবাভিমন্ত্র্য দেবং নমস্কৃত্য প্রার্থয়েৎ ॥ ৯ ॥

দেব দেব শৃণুষ্বাদ্য ত্বদ্ভক্তস্য নৃকেশরিন্।
জগন্ময় জগন্নাথ বিশ্বেশ্বর রমাপতে।
ত্রৈলোক্য মোহনানন্ত কামনাসাধন শৃণু॥
আমন্ত্রিতোঽসি দেবেশ সহিতো লোকপালকৈঃ।
সহিতঃ পরিবারৈশ্চ বিশ্বেশ্বর জগদ্গুরো।
প্রাতস্ত্বাং পূজয়িষ্যামি লক্ষ্ম্যা সহ নৃকেশরিন্॥ ১০ ॥
ইতি সংপ্রার্থ্য।
নিবেদয়ামি গন্ধপবিত্রে প্রসন্নো ভব জগদ্গুরো।
প্রাতস্ত্বাং পূজয়িষ্যামীতি গন্ধপবিত্রং দেবস্য পাদয়ো-

করিয়া হৃদয়মন্ত্র অথবা প্রণব দ্বারা অভিমন্ত্রণা করত দেবকে নমস্কার পূর্ব্বক প্রার্থনা করিবে ॥ ৯ ॥

হে দেবদেব! হে নৃকেশরিন্! হে জগন্ময়! হে জগন্নাথ! হে বিশ্বেশ্বর! হে রমাপতে! হে ত্রৈলোক্যমোহন! হে অনন্ত! হে কামনাসাধন! শ্রবণ করুন। হে দেবেশ! আপনি লোকপালের ও পরিবারের সহিত আমন্ত্রিত হইয়াছেন, হে নৃকেশরিন্! প্রাতঃকালে লক্ষ্মীর সহিত আপনাকে পূজা করিব ॥ ১০ ॥

হে জগদ্গুরো! আপনাকে গন্ধপবিত্র, নিবেদন করিতেছি আপনি প্রসন্ন হউন প্রাতঃকালে আপনাকে পূজা করিব,এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক গন্ধপবিত্র দেবের পাদদ্বয়ে বিন্যাস

র্ব্বিন্যস্য নানাবৈষ্ণবপুরাণাদিকথাভির্গীতনৃত্যাদিভিশ্চ জাগরণং কুর্য্যাৎ রাত্রিমতিবাহয়েৎ॥ ১১॥

ততঃ শ্বোভূতে স্নানাদিক্রিয়াং নির্ব্বর্ত্ত্য নিত্যার্চ্চনং বিধায় পবিত্রারোপণাঙ্গতয়া শ্রীনৃসিংহস্য পঞ্চামৃতস্নপনং দ্বাদশ্যাং নির্ম্মাল্যলঙ্ঘননিষেধপালনায় দূরাদভিষেকং কৃত্বা বস্ত্রার্পণ যক্ষকর্দ্দমাদিনাঙ্গলেপনং * কৃত্বা তিলকঞ্চ বিধায় সুগন্ধপুষ্পাদিভির্মহাপূজাং কৃত্বা "নমো মণ্ডলরূপায় নৃসিংহায়" ইতি মণ্ডলমভ্যর্চ্চ্যার্চ্চিতপবিত্রপটলমৌলীয়ঘণ্টাকাহলাদিবাদিত্রব্রহ্মঘোষজয়শব্দান্ কারয়ন্ কনিষ্ঠং পবিত্রং মন্ত্ররাজেনাষ্টোত্তরশতেনাষ্টা-

---

পূর্ব্বক নানা বৈষ্ণবের ও পুরাণাদির কথা তথা গীত ও নৃত্যাদি করত জাগরণ করিয়া রাত্রি যাপন করিবে॥ ১১॥

তদনন্তর পরদিন হইলে অর্থাৎ প্রাতঃকালে স্নানাদি ক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক নিত্য পূজা করিয়া পবিত্রারোপণের অঙ্গ স্বরূপ শ্রীনৃসিংহের পঞ্চামৃত স্নপন, দ্বাদশীতে নির্ম্মাল্য লঙ্ঘন নিষেধ পালন নিমিত্ত দূর হইতে অভিষেক করত বস্ত্রার্পণ, যক্ষকর্দ্দমাদি (সমভাগে মিশ্রিত কর্পূর, অগুরু, কস্তূরী ও কক্কোলাদি) দ্বারা অঙ্গলেপন, তিলক দান পূর্ব্বক গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা মহাপূজা করিয়া "মণ্ডলরূপায় নৃসিংহায় নমঃ" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক মণ্ডল অভ্যর্চ্চনা করিয়া অর্চ্চিত পবিত্রপটল মৌলীয় ঘণ্টা কাহলাদি বাদ্য বেদধ্বনি জয়শব্দ করাইয়া কনিষ্ঠ পবিত্রকে মন্ত্ররাজ অর্থাৎ নৃসিংহমন্ত্র দ্বারা

---

* কর্পূরাগুরুকস্তূরীকক্কোলৈর্যক্ষ কর্দ্দমঃ। ইত্যমরঃ।

বিংশত্যা বাভিমন্ত্র্য শ্বেতং ধ্যাত্বা মূলমন্ত্রেণ শ্রীনৃসিংহস্য কণ্ঠে সমর্পয়েৎ। তথৈব মধ্যমোত্তমেঽভিমন্ত্র্য রক্তপীতে ধ্যাত্বা ঊরুজানুলম্বিনী কণ্ঠে নিদধ্যাৎ॥ ১২॥

ততো বনমালাষ্টোত্তরসহস্রেণাষ্টশতেন বাষ্টবিংশত্যাভিমন্ত্র্য।

বনমালাং যথাদেব কৌস্তুভং সততং হৃদি।

তদ্বৎপবিত্রতন্তুং চ পূজাঞ্চ হৃদয়ে বহেত্যুক্ত্বা মূলেন মুকুটে সমর্পয়েৎ। ততো হেমপুষ্পমিতরাষ্টোত্তরশতপুষ্পৈঃ সহ দেবস্য শিরসি সমর্পয়েৎ ॥ ১৩॥

ততো দ্বিতীয়পটলস্থানি পবিত্রাণি হৃদয়েনাভিমন্ত্র্য

অষ্টোত্তর শত অথবা অষ্টাবিংশতি বার অভিমন্ত্রণা করিয়া শ্বেতকে ধ্যান করত মূলমন্ত্রে শ্রীনৃসিংহদেবের কণ্ঠে অর্পণ করিবে। তদ্রূপ মধ্যম ও উত্তম অভিমন্ত্রণা করিয়া রক্ত পীত ধ্যান করত ঊরু ও জানুলম্বিনী পবিত্র কণ্ঠে অর্পণ করিবে॥ ১২॥

তদনন্তর বনমালা অষ্টোত্তর সহস্র, অষ্টোত্তর শত অথবা অষ্টবিংশতি বার মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া "হে দেব! যে রূপ সতত বনমালা ও কৌস্তুভ হৃদয়ে ধারণ করেন, তদ্রূপ পবিত্রতন্তু ও পূজা হৃদয়ে ধারণ করুন" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক মূল মন্ত্র দ্বারা মুকুটে সমর্পণ করিবে। তদনন্তর হেমপুষ্প এবং অন্য একশত আট পুষ্প সহিত দেবের মস্তকে সমর্পণ করিবে॥ ১৩॥

তদনন্তর দ্বিতীয় পেটিকাস্থ পবিত্র সকল হৃদয় মন্ত্র

তত্তন্মন্ত্রৈঃ প্রণবাদিনমোহন্তনামভির্ব্বা পরিবার দেবতা-মর্পয়েৎ। এবং শ্রীনৃসিংহং সপরিবারং সম্পূজ্য ধূপ-দীপ-নৈবেদ্যাদীনুপচারান্ প্রকল্প্য শ্রীসহস্রাক্ষরেণ মন্ত্রান্তরেণ বা স্তুত্বা অষ্টোত্তরশতং মন্ত্ররাজং প্রজপ্য অগ্নৌ দেব-মাবাহ্য নিত্যহোমং নির্ব্বর্ত্ত্য মূলমন্ত্রেণ পবিত্রং সমর্প্য বহ্নিস্থং দেবং প্রতিমায়ামুদ্বাস্য। মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং নৃকেশরিন্। পূজনং পূর্ণতামেতু পবিত্রেণার্পি-তেন তে। ইতি কর্ম্ম নিবেদ্য স্বহৃদি দেবং বিসর্জ-য়েৎ॥ ১৪॥

ততো গুরুসমীপমাগত্য পুষ্পাঞ্জলিং প্রদায় স্বন্যাস-

দ্বারা আমন্ত্রণ করিয়া সেই সেই মন্ত্রদ্বারা অথবা প্রণবাদি নমোহন্ত নাম উল্লেখ করত পরিবার- দেবতাকে অর্পণ করিবে। এই প্রকার পরিবার সহিত নৃসিংহদেবকে পূজা পূর্ব্বক,ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি উপচার সকল কল্পনা করিয়া শ্রীসহস্রাক্ষর অথবা মন্ত্রান্তর দ্বারা স্তব এবং অষ্টোত্তর শত মন্ত্ররাজ জপ তথা অগ্নিতে দেবকে আবাহন পূর্ব্বক নিত্য হোম সামাধা করিয়া মূলমন্ত্রে পবিত্র অর্পণ করত অগ্নিস্থদেবকে উদ্বাসন করিয়া। "হে নৃকেশরিন্! আমি মন্ত্রহীন, ক্রিয়াহীন ও ভক্তিহীন, আমার পূজা এই অর্পিত-পবিত্র দ্বারা পূর্ণ হউক।" এই প্রকার কর্ম্ম নিবেদন করিয়া নিজহৃদয়ে দেবকে (উদ্দেশ পূর্ব্বক) বিসর্জন করিবে॥ ১৪॥

তদনন্তর গুরু-সমীপে আগমন করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান

পূর্ব্বকং গুরোর্ন্যাসং কৃত্বা পাদ্যার্ঘ্যে দত্ত্বা বস্ত্রালঙ্কার-গন্ধপুষ্পাদীনি মহাবাদিত্রঘোষৈঃ সমর্প্য মূলমন্ত্রেণ শ্রীনৃসিংহরূপে গুরৌ পবিত্রং নিবেদয়েৎ। শক্ত্যা দক্ষিণাং দত্ত্বা দণ্ডবন্নমস্কুর্য্যাৎ ॥ ১৫ ॥

ততঃ স্বয়ং পবিত্রং ধৃত্বা সাম্প্রদায়িকোপাধ্যায়শিষ্টবন্ধু-সম্বন্ধিভ্যঃ পবিত্রাণি সমর্প্য শ্রীনৃসিংহপ্রীতয়ে শক্ত্যা ব্রাহ্মণান্ সম্ভোজ্য তৈরনুজ্ঞাতঃ সহ বন্ধুভিঃ স্বয়ং ভুঞ্জীত ॥ ১৬ ॥

এবং কুর্ব্বতঃ ফলমাহ বৌধায়নঃ ॥

এবং আপনার ন্যাস পূর্ব্বক গুরুর ন্যাস করিয়া পাদ্য ও অর্ঘ্য দিয়া বস্ত্র অলঙ্কার গন্ধপুষ্প প্রভৃতি মহাবাদ্যধ্বনি সহকারে সমর্পণ করত মূলমন্ত্র দ্বারা নৃসিংহরূপি গুরুতে পবিত্র নিবে-দন করিবে। তৎপরে যথাশক্তি দক্ষিণা দিয়া নমস্কার করিবে ॥ ১৫ ॥

তৎপরে স্বয়ং পবিত্র ধারণ করিয়া সাম্প্রদায়িক উপা-ধ্যায় ও শিষ্ট বন্ধু সম্বন্ধিদিগকে পবিত্র সকল সমর্পণ করিয়া শ্রীনৃসিংহের প্রীতিনিমিত্ত শক্ত্যনুসারে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া তাঁহাদিগের অনুমতি-গ্রহণপূর্ব্বক বন্ধুগণের সহিত স্বয়ং ভোজন করিবে ॥ ১৬ ॥

এই প্রকার করিলে কি হয়, বৌধায়ন তাহার ফল বলি-তেছেন ॥

এবং যঃ কুরুতে বিদ্বান্ বর্ষে বর্ষে ন সংশয়ঃ।
স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো নৃকেশরী।
আনুষঙ্গিকঞ্চ ॥
যাবন্তস্তুঃ পবিত্রস্য তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে।
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং বিপুলং তস্য বর্দ্ধতে ॥ ইতি ॥
মহাসংহিতায়ামপি ॥
সম্বৎসরেণ যা পূজা কৃতা বৈ মন্ত্রিণা দ্বিজাঃ।
পবিত্রদানাৎ পূর্ণা স্যাদিত্যাহ ভগবান্ হরিঃ ॥ ইতি ॥১৭

॥ * ॥ ইতিপবিত্রারোপণবিধিঃ ॥ * ॥

অথ মদনকারোপণ বিধিঃ ॥

যে বিদ্বান্ ব্যক্তি বর্ষে বর্ষে এই প্রকার পবিত্রারোপণ করেন, যে স্থানে নৃসিংহদেব আছেন তিনি সেই পরম-স্থানে গমন করেন, ইহাতে সংশয় নাই ॥

আনুষঙ্গিক ফল যথা ॥

পবিত্রের যত তন্তু আছে তাবৎকাল সর্গে পূজিত হয়। তাহার আয়ুঃ, আরোগ্য ও বিপুল ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পায় ॥

মহাসংহিতাতেও ফল যথা ॥

হে দ্বিজগণ। মন্ত্রিব্যক্তি সম্বৎসরে যে পূজা করেন পবিত্রদান হেতু তাঁহার সেই পূজা পূর্ণ হয়, ভগবান্ হরি এই কথা বলিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

॥ * ॥ ইতি পবিত্রারোপণ-বিধি সমাপ্ত ॥ * ॥

অথ মদনকারোপণোৎসব ॥

চৈত্রমাস-শুক্লৈকাদশ্যাং প্রাতঃস্নানাদি নির্ব্বর্ত্ত্য দমনকারামং গত্বা বীরঃ ক্রয়েণ তমাদায় তত্রৈব শুচৌ দেশে অশোকায় নমস্তুভ্যং কামস্ত্রীশোকনাশন।
শোকার্ত্তিং হর মে নিত্যমানন্দং জনয়স্ব মে॥ ওঁ নম ইতি মন্ত্রেণাক্ষতচন্দনাদিনা কামদেবমশোকশব্দাভিধেয়ং দমনকে সম্পূজ্য ওঁ নমঃ শ্রীমদ্গুরোঃ শ্রীনৃসিংহস্য অতিপ্রীতিকরঃ ত্বাং পূজার্থং নেষ্যামীতি সংপ্রার্থ্য নমস্কৃত্য দমনকমাদায় পঞ্চগব্যেনাভিষিচ্য শুদ্ধোদকেন প্রক্ষাল্যাক্ষতগন্ধাদিভি র্হৃদয়মন্ত্রেণ সমভ্যর্চ্চ্য সিত-

চৈত্রমাসের শুক্লা একাদশীতে প্রাতঃস্নানাদি নির্ব্বাহপূর্ব্বক দমনক অর্থাৎ দোনাবৃক্ষের উদ্যানে গমন করত সমর্থ ব্যক্তি ক্রয় দ্বারা দমনককে গ্রহণ করিয়া তথায় পবিত্র দেশে। অশোকরূপি আপনাকে নমস্কার করি, আপনি কামস্ত্রীর শোক নাশ করেন, আমার শোক ও পীড়া হরণ করুন এবং আমার নিত্য আনন্দ উৎপাদন করিয়া দিউন, ওঁ নমঃ॥

এই মন্ত্রে চন্দনাদি দ্বারা অশোক শব্দে অভিহিত কামদেবকে দমনকবৃক্ষে পূজা করিয়া "তুমি শ্রীমদ্গুরু নৃসিংহের অতি প্রীতি কর তোমাকে পূজার নিমিত্ত লইয়া যাইব" এই প্রার্থনা করিয়া নমস্কার পূর্ব্বক দমনক গ্রহণ করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা অভিষেক, শুদ্ধোদক দ্বারা প্রক্ষালন, অক্ষত ও গন্ধাদি দ্বারা হৃদয়মন্ত্রে অভ্যর্চ্চনা করিবে। তৎপরে শুক্ল ধৌত-

ধৌতবাসসা আচ্ছাদ্য নবে পটলে নিধায় মঙ্গলবাদ্যগীত-পুরুষসূক্তাদিবেদঘোষেণ চ গৃহমানীয় শুচৌ দেশেহব-স্থাপয়েৎ ॥ ১৮ ॥

ততো দেবস্য পুরতঃ স্থণ্ডিলমুপলিপ্য তত্রাষ্টদলং কমলং কৃত্বা সিতকৃষ্ণপীতরক্তবর্ণৈঃ সম্পূর্য্য তদ্বহিশ্চতুষ্কোণং কৃত্বা পীতবর্ণৈঃ সম্পূর্য্য তদ্বহির্ব্বর্ত্তুলং মণ্ডলত্রয়ং কৃত্বা শ্বেতরক্তপীতৈঃ সম্পূর্য্য তদ্বহিশ্চতুষ্কোণং নির্ম্মায় রক্ত-বর্ণেন সম্পূরয়েৎ ॥ ১৯ ॥

তদেব সার্ব্বকামিকং মণ্ডলং। যদ্বা সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল-মুদ্ধরেৎ। উপরি পঞ্চবর্ণবিতানং কুর্য্যাৎ। ততো নিত্য-ক্রিয়াং নিষ্পাদ্য পূজাঞ্চ পঞ্চামৃতস্নপনপুরঃসরাং নির্ব্বর্ত্ত্য

বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক নূতন পটলে (পেটিকায়) রাখিয়া মঙ্গলবাদ্য গীত পুরুষসূক্তাদি মন্ত্র ও বেদধ্বনি সহকারে গৃহে আনয়ন করিয়া পবিত্র দেশে স্থাপন করিবে॥ ১৮ ॥

তদনন্তর দেবের অগ্রে স্থণ্ডিল অষ্টদলপদ্ম করিয়া শুক্ল, কৃষ্ণ, পীত ও রক্তবর্ণ দ্বারা সম্যক্ প্রকারে পূরণ করিয়া তাহার বাহিরে চতুষ্কোণ করত পীতবর্ণ দ্বারা পূরণ করিবে। তৎপরে তাহার বাহিরে বর্ত্তুলমণ্ডলত্রয় করিয়া শ্বেত রক্ত ও পীতদ্বারা তাহার বাহিরে চতুষ্কোণ নির্ম্মাণ করিয়া রক্তবর্ণ দ্বারা পরিপূরণ করিবে ॥ ১৯ ॥

ইহার নাম সার্ব্বকামিক মণ্ডল অথবা সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল উদ্ধার করিবে। উপরে পাঁচ প্রকার বর্ণ বিস্তৃত করিবে। তদনন্তর নিত্যক্রিয়া সমাধা করিয়া পঞ্চামৃত স্নপন পুরঃসর

রাত্রৌ দেবস্য পুরতঃ পূর্ব্বোক্তমণ্ডলে দমনকপটলং প্রতিষ্ঠাপ্য দেবমভ্যর্চ্চ্য তদনুজ্ঞয়া দমনকাধিবাসনং কুর্য্যাৎ॥ ২০॥

তদ্যথা।

ক্লীং কামদেবায় নমঃ। হ্রীং রত্যৈ নমঃ।

এবং ভস্মশরীরানঙ্গঃ মন্মথং বসন্তসখং স্মরেক্ষুচাপপুষ্পবাণান্ রতিসহিতান্ প্রাগাদিদিক্ষু দমনকেম্বক্ষতগন্ধাদিভিঃ সম্পূজ্য তৎপুরুষায় বিদ্মহে কামদেবায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ ইতি কামগায়ত্র্যা অষ্টোত্তরশতং দমনকং অভিমন্ত্র্য হৃদয়মন্ত্রেণ পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা।

পূজা সমাধা করত রাত্রিতে দেবের অগ্রে পূর্ব্বোক্তমণ্ডলে দমনকপটলের প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক দেবকে অর্চ্চনা করিয়া তৎপরে দমনকের অধিবাসন করিবে॥ ২০॥

অধিবাসন যথা॥

"ক্লীঁ কামদেবায় নমঃ। হ্রীঁ রত্যৈ নমঃ। এই প্রকার রতির সহিত ভস্মশরীর, অনঙ্গ, মন্মথ, বসন্তসখ, স্মর, ইক্ষুধনু ও পুষ্পবাণ এই সকল কন্দর্পের মূর্ত্তিকে পূর্ব্বাদিদিকে, দমনক সমূহে আহ্বান পূর্ব্বক অক্ষত গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিয়া "তৎপুরুষায় বিদ্মহে কামদেবায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গ প্রচোদয়াৎ" এই কাম গায়ত্রী দ্বারা অষ্টোত্তর শত দমনক অভিমন্ত্রণা করিয়া ও হৃদয়মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আপনি

নমস্তে পুষ্পবাণায় জগদাহ্লাদকারিণে।
মন্মথায় জগন্নেত্রে রতিপ্রীতি-প্রদায়িনে॥
ইতি কামদেবং নমস্কুর্য্যাৎ।
ততো গীতাদিনা রাত্রিমতিবাহয়েৎ॥ ২১॥
অথ শ্বোভূতে স্নানাদি নির্ব্বর্ত্ত্য নিত্যপূজাং বিধায়। "বিশ্বেশ্বর নৃসিংহ লক্ষ্ম্যা দেব্যা সহ সপরিবারমামনু-গৃহাণেতি দেবং সম্প্রার্থ্য। দমনকপূজাং করিষ্যে ইতি সঙ্কল্প্য। অনেকোপচারৈঃ সম্পূজ্য করাভ্যাং দমনক-মঞ্জরী গৃহীত্বা হৃদয়েনাভিমন্ত্র্য।
সর্ব্বরত্নময়ীং দেব সর্ব্বগন্ধময়ীং শিবাং।
গৃহাণ দেবদেবেশ নমস্তেঽস্তু নৃকেশরিন্।

পুষ্পবাণ, জগদাহ্লাদকারী, মন্মথ, জগতের নেতা এবং রতির প্রীতিপ্রদ আপনাকে আমার নমস্কার॥
এই মন্ত্রে কামদেবকে নমস্কার করিবে। তদনন্তর নৃত্য-গীতাদি সহকারে রাত্রি অতিবাহিত করিবে॥ ২১॥

অনন্তর স্নানাদি সমাধা করিয়া নিত্য পূজা বিধান করত। হে বিশ্বেশ্বর! হে নৃসিংহ! আপনি লক্ষ্মীদেবীর সহিত আমাকে ও আমার পরিবারবর্গকে অনুগ্রহ করুন। এই বলিয়া প্রার্থনা করণানন্তর মদনকপূজা করিব এই সঙ্কল্প করিবে, তৎপরে অনেক উপচার দ্বারা পূজা করিয়া দুইহস্ত দ্বারা দমনকমঞ্জরী-গ্রহণপূর্ব্বক হৃদয়মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রণা করত, হে দেব! হে দেবদেবেশ! হে নৃকেশরিন্! সর্ব্বরত্ন-

ইতি জপ্তা মূলমন্ত্রেণ চ ঘণ্টাবাদিত্রঘোষৈ দেবস্য শিরসি দমনকমঞ্জরীমারোপয়েৎ ॥ ২২ ॥

ততো যথাশোভং দমনকমারোপ্য বিদ্যাতত্ত্বাত্মতত্ত্ব-নৃসিংহতত্ত্বপরিভাবনয়া দমনকমঞ্জরীময়ীং বনমালাং কৃত্বা হৃদয় মন্ত্রেণাভিমন্ত্র্য।

সর্ব্বরত্নময়ীং দেব দামনীং বনমালিকাং।
গৃহাণ দেবপূজার্থং সর্ব্বগন্ধময়ীং বিভো।

ইতি জপ্ত্বা মূলমন্ত্রেণ দেবস্য মুকুটে সমর্প্য পরিবার-দেবতা অভ্যর্চ্চ্য রাজোপচারৈ দেবং সম্পূজ্য।

নৃকেশরিন্ নমস্তভ্যং দেবদানবপূজিত।

ময়ী শিবাকে গ্রহণ করুন। এই জপ করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা ঘণ্টা ও অন্যান্য বাদ্যসহকারে দেবের মস্তকে দমনকমঞ্জরী অর্পণ করিবে ॥ ২২ ॥

তৎপরে যে রূপে শোভা হয় সেইরূপে দমনক আরোপণ করিয়া বিদ্যাতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব ও নৃসিংহতত্ত্ব চিন্তা পূর্ব্বক দমনক মঞ্জরীময়ী বনমালা করিয়া হৃদয়মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে।

তৎপরে। হে দেব! হে বিভো! পূজার নিমিত্ত সর্ব্ব-রত্নময়ী সর্ব্বগন্ধময়ী দামনী বনমালিকা গ্রহণ করুন ॥

এই জপ করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা দেবের মুকুটে সমর্পণ পূর্ব্বক পরিবার দেবতাদিগকে অর্চ্চনা করিয়া রাজোপচারে পূজা করিবে।

তদনন্তর, হে নৃকেশরিন্! আপনাকে নমস্কার করি,

লক্ষ্মীপ্রিয় নমস্তেঽস্তু নৃসিংহায় নমোনমঃ।
ইতি দণ্ডবৎ নমস্কৃত্য সহস্রাক্ষরেণান্যেন বা স্তুত্বা।
দেবদেব জগন্নাথ বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়ক।
কৃৎস্নান্ পূরয় মে সিংহ কামান্ কামেশ্বরীপ্রিয়।
ইতি কর্ম্ম নিবেদ্য পূর্ব্ববন্মূলমাবর্ত্ত্যাগ্নিং সম্পূজ্য দেবং বিসর্জ্জ্য গুর্ব্বাদিষু দমনকমারোপ্য বিপ্রান্ সম্ভোজ্য সহ বন্ধুভিঃ শ্রীনৃসিংহ প্রসাদং ভুঞ্জীতেতি ॥ ২৩ ॥
সএষ মন্ত্ররাজানুষ্ঠাতৃবৈষ্ণবাধিকারপ্রযুক্তোঽয়ং পবিত্রারোপণাদিবিধিরভিহিতঃ ॥ ২৪ ॥

আপনি দেবদানবগণ কর্ত্তৃক পূজিত, আপনি লক্ষ্মীর প্রিয়, আপনাকে নমস্কার, আপনি নৃসিংহ আপনাকে নমস্কার নমস্কার ॥

এই বলিয়া দণ্ডবৎ নমস্কার করত, সহস্রাক্ষর বা অন্যকে মন্ত্র দ্বারা স্তব করিবে ॥

তৎপরে "হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! হে বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়ক! হে সিংহ! হে কামেশ্বরীপ্রিয়! আমার সমস্ত কামনা পরিপূর্ণ করুন" ॥

এই বলিয়া কর্ম্ম নিবেদন পূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় মুল মন্ত্র উচ্চারণ করত অগ্নিপূজা, দেব-বিসর্জন, গুরুবর্গে দমনক আরোপণ এবং ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া বন্ধুবর্গের সহিত শ্রীনৃসিংহদেবের প্রসাদ ভোজন করিবে ॥ ২৩ ॥

এই মন্ত্ররাজের অনুষ্ঠাতা বৈষ্ণবদিগের অধিকার প্রযুক্ত এই পবিত্রারোপণাদিবিধি কথিত হইল ॥ ২৪ ॥

সর্ব্ববৈষ্ণবাসাধারণস্তু পূর্ব্বোক্তসূত্রং পূর্ব্ববৎপ্রক্ষাল্য তত্তন্মূলমন্ত্রেণাভিমন্ত্র্য উত্তম-মধ্যম-কনিষ্ঠেষু পবিত্রেষু পূর্ব্ববৎ গ্রন্থীন্ বদ্ধা রঞ্জয়িত্বা নিত্যদেবতার্চ্চনানন্তরং অধিবাসনং কুর্ব্বন্ ব্রহ্মাদ্যা দেবতাঃ পূর্ব্ববদত্রাবাহ্যাক্ষত-গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য গন্ধপবিত্রং গৃহীত্বা।

আমন্ত্রিতোঽসি দেবেশ সার্দ্ধং দেবগণেশ্বরৈঃ।
মন্ত্রেশৈর্লোকপালৈশ্চ সহিতঃ পরিবারকৈঃ॥
আগচ্ছ ভগবানীশ বিধিসংপূর্ত্তিকারক।
প্রাতস্ত্বাং পূজয়িষ্যামি সান্নিধ্যং কুরু কেশব॥

সর্ব্বসাধারণ বিধি এই যে, পূর্ব্বোক্ত সূত্রকে পূর্ব্বের ন্যায় প্রক্ষালন, সেই সেই মূলমন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রণ, উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ পবিত্র সকলকে পূর্ব্বের মত গ্রন্থি বন্ধন ও রঞ্জিত করিয়া নিত্য দেবার্চ্চনানন্তর অধিবাসন করত ব্রহ্মাদি দেবতা সকলকে পূর্ব্বের ন্যায় আবাহন, অক্ষত ও গন্ধাদি দ্বারা অর্চ্চনপূর্ব্বক গন্ধপবিত্র গ্রহণ করিয়া।

হে দেবেশ! আপনি দেবগণের ঈশ্বর, মন্ত্রেশ্বর, লোক-পাল ও পরিবারবর্গের সহিত আমন্ত্রিত হইলেন অর্থাৎ আপনাকে আহ্বান করিলাম॥

হে ভগবন্! হে ঈশ! আপনি বিধিকে সম্পূর্ণ করিয়া থাকেন, আগমন করুন, আপনাকে প্রাতঃকালে পূজা করিব, হে কেশব! আপনি সান্নিধ্য করুন। এই মন্ত্রে দেবের চরণ-

ইতি মন্ত্রেণ দেবস্য চরণয়ো নির্বেদ্য প্রাতর্দ্দেবপূজাং নির্ব্বর্ত্ত্য তত্তন্মূলমন্ত্রেণ পবিত্রাণি বনমালাং চ সমর্প্য গুর্ব্বাদীন্ সম্পূজ্য।

মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনঞ্চ কেশব।
যৎ পূজিতো ময়া দেব পরিপূর্ণং তদস্তু মে।

ইতি মন্ত্রেণ দেবায় কর্ম্ম নিবেদ্য বন্ধুভিঃ সহ ভুঞ্জীত ॥২৫

দমনকারোপণেঽপি পূর্ব্ববদ্দমনকমাদায়াভিষিচ্য প্রক্ষাল্যাভ্যর্চ্চ্য গৃহমানীয় দেবস্য পুরতঃ সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলে পূর্ব্ববৎকামরত্যোঃ সন্নিধাপনরূপমধিবাসনং কৃত্বাঽক্ষতাদিভিঃ সম্পূজ্য কামগায়ত্র্যাভিমন্ত্র্য নমোঽস্তু পুষ্পবাণা-

দ্বয়ে নিবেদন পূর্ব্বক প্রাতঃকালে দেবপূজা সমাধান পূর্ব্বক সেই সেই মূল পবিত্র ও বনমালা সমর্পণ করত গুরুবর্গকে পূজা করিবে ॥

তদনন্তর হে কেশব! আমি মন্ত্রহীন, ক্রিয়াহীন ও ভক্তিহীন যে পূজা করিয়াছি, হে দেব! আমার সেই পূজা পরিপূর্ণ হউক ॥

এই মন্ত্র দ্বারা দেবকে কর্ম্ম নিবেদন করিয়া বন্ধুবর্গের সহিত ভোজন করিবে ॥ ২৫ ॥

দমনকারোপণেতেও পূর্ব্বেরন্যায় দমনক গ্রহণ, অভিষেক, প্রক্ষালন ও অর্চ্চনা পূর্ব্বক গৃহে আনয়ন করিয়া দেবের অগ্রে সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলে পূর্ব্বের মত কাম ও রতির সন্নিধাপন রূপ অধিবাস করত অক্ষতাদি দ্বারা পূজা ও কাম গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রণা করিয়া "নমোঽস্তু পুষ্পবাণায়" এই

য়েতি কামদেবং নমস্কৃত্য শ্বোভূতে তত্তন্মূলমন্ত্রেণ-দেবায় দমনকং সমর্প্য মহাপূজাং কৃত্বা দেবেতি কর্ম্ম-নিবেদ্য গুর্ব্বাদীন্ সম্পূজ্য বন্ধুভিঃ সহ ভুঞ্জীতেতি। সোঽয়ং সাধারণোবিধিঃ বিশেষস্তু তত্তৎকল্পোক্তো গৃহীতব্যঃ ॥ ২৬ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমৎপরমবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাচার্য্যশ্রীরামাচার্য্যবর্য্যসুত-শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যবিরচিতায়াং শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতৌ শ্রীনৃসিংহপরিচর্য্যায়াং দমনকারোপণবিধানে পঞ্চমঃ পটলঃ ॥ * ॥

মন্ত্রে কামদেবকে নমস্কার করণানন্তর প্রাতঃকাল হইলে তত্তন্মূলমন্ত্র দ্বারা দেবকে দমনক সমর্পণ এবং মহাপূজা করিয়া "হে দেব!" এই বলিয়া কর্ম্ম নিবেদন ও গুরুবর্গের পূজা করিয়া বন্ধুগণের সহিত ভোজন করিবে। এই সাধারণ বিধি। বিশেষ বিধি সেই সেই কল্প অর্থাৎ গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিবে ॥ ২৬ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমৎপরমবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাচার্য্য-শ্রীরামাচার্য্যবর্য্যসুত-শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যবিরচিতায়াং শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতৌ শ্রীনৃসিংহপরিচর্য্যায়াং শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নানুবাদিতায়াং দমনকারোপণ বিধানে পঞ্চমঃ পটলঃ ॥ * ॥

ষষ্ঠঃ পটলঃ।

অথ শয়নীক্ষীরাব্ধিমহোৎসবপ্রকারঃ কথ্যতে ॥

আষাঢ়শুক্লদ্বাদশ্যাং শিশয়িষৌ বিষ্ণৌ কৃতপারণো গারুড়োক্তপ্রকারেণ তপ্তমুদ্রাধারণার্থং দেবং পঞ্চোপচারৈরভ্যর্চ্চ্য চক্রশঙ্খৌ প্রপূজ্য নৈবেদ্যং সমর্প্য।

স্বদর্শন নমস্তেঽস্তু পাঞ্চজন্য নমোঽস্তু তে ॥ ১ ॥

ইতি মন্ত্রেণ নমস্কৃত্য পাবকমভ্যর্চ্চ্য বৈষ্ণবমূলমন্ত্রেণ-শক্ত্যা আজ্যাহুতী হুত্বা চক্রশঙ্খাবগ্নৌ প্রতাপ্য পুনঃ-

---

অতঃপর শয়নীক্ষীরাব্ধিমহোৎসবপ্রকার কথিত হইতেছে ॥

অনন্তর শয়নীক্ষীরাব্ধিমহোৎসব প্রকার কথিত হইতেছে ॥

আষাঢ়মাসের শুক্লদ্বাদশীতে বিষ্ণু শয়ন করিতে ইচ্ছা করিলে পারণ করিয়া গরুড়পুরাণোক্ত প্রকার দ্বারা তপ্ত মুদ্রাধারণ নিমিত্ত দেবকে পঞ্চোপচারে অভ্যর্চ্চনা করিয়া চক্র ও শঙ্খকে পূজা করত "হে স্বদর্শন! আপনাতে নমস্কার থাকুক। হে পাঞ্চজন্য! আপনাতে নমস্কার থাকুক" ॥ ১ ॥

এই মন্ত্র দ্বারা নমস্কার পূর্ব্বক অগ্নিকে পূজা করিয়া বৈষ্ণব-মূলমন্ত্র দ্বারা শক্তি অনুসারে ঘৃতাহুতি হোম করত চক্র ও শঙ্খ অগ্নিতে প্রতপ্ত করিবে। তৎপরে পুনর্ব্বার পূজা এবং

প্রপূজ্য চক্রাদীনি হরিং গুর্ব্বাদীংশ্চ নমস্কৃত্য শ্রীমুখমবলোকয়ন্।

উচ্ছিষ্টভোজনাদেব কিঙ্করঃ শরণাগতঃ।
তপ্তচক্রদরাদীনি তবাঙ্কানীশ ধারয়ে॥ ২॥

ইতি বিজ্ঞাপ্য মূলমন্ত্রং নাম বা জপন্।

সুদর্শন মহাজ্বাল কোটিসূর্য্যসমপ্রভ।
অজ্ঞানান্ধস্য মে নিত্যং বিষ্ণোর্মার্গং প্রদর্শয়।

তথা।

পাঞ্চজন্য নিজধ্বানধ্বস্তপাতকসঞ্চয়॥
পাহি মাং পাপিনং ঘোরসংসারার্ণবপাতিনং।

ইতি মন্ত্রমুচ্চারয়ন্ চক্রপূর্ব্বং দক্ষিণাদিক্রমেণ বাহ্বো-

চক্র প্রভৃতি হরি ও গুরুবর্গকে নমস্কার করিয়া শ্রীমুখ অবলোকন করিতে করিতে "হে ঈশ! উচ্ছিষ্ট ভোজন হেতু আমি তোমার কিঙ্কর ও শরণাগত, আপনার তপ্ত চক্র ও তপ্ত শঙ্খের চিহ্ন ধারণ করিতেছি॥ ২॥

এই বিজ্ঞাপন করিয়া মূলমন্ত্র অথবা নাম জপ করত "হে সুদর্শন! হে মহাজ্বাল, আপনার প্রভা কোটিসূর্য্যের সদৃশ, আমি অজ্ঞানান্ধ আমাকে বিষ্ণুর পথ প্রদর্শন করান। তথা। "হে পাঞ্চজন্য! আপনার শব্দে সমস্ত পাতক সঞ্চয় ধ্বংস হয়। আমি পাপী ঘোর সংসারসাগরে পতিত হইয়াছি, আমাকে রক্ষা করুন"॥

এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক চক্রকে অগ্রবর্ত্তি করিয়া দক্ষিণাদি ক্রমে বাহুদ্বয়ে ভগবানের অস্ত্র সকল স্বয়ং অথবা অন্য

র্ভগবদায়ুধানি স্বয়মন্যতো বা ধারয়ীত।

ততোঽন্যেষ্বপি বৈষ্ণবদীক্ষাবৎসু এবমেব মুদ্রাঃ প্রক্ষিপেৎ॥

অথ রাজত-তাম্রারকূট-শৈল-মৃদ্দারুময়ীং প্রতিমাং বহিঃ সভায়াং চামরাদ্যুপচারৈ র্মহাসিংহাসনে সমুপবেশ্য। মহাপূজাং কৃত্বা বৈষ্ণবানাহূয় গন্ধাক্ষত-পুষ্পমালা-তাম্বূলাদিভিঃ সম্পূজ্য গীতনৃত্যাদিভি র্মহোৎসবং বিধায় শ্রীমহাবিষ্ণুং বৈষ্ণবাংশ্চ নীরাজ্য মহারাজোপচারৈ র্দেবং নরযানমারোপ্য বৈষ্ণবান্ পুরস্কৃত্য গীত-নৃত্যবাদিত্রঘোষৈ র্জলাশয়ং নীত্বা পুষ্পাঞ্জলিং প্রদায় যানাদুত্তার্য্য চরণাববধার্য্য তাং বলীয়সা চরণেনেতি সুখ-

দ্বারা ধারণ করিবে॥ ৩॥

তদনন্তর অন্য বৈষ্ণবদীক্ষাবিশিষ্টেতে এই রূপই মুদ্রা সকল প্রক্ষেপ করিবে॥

অনন্তর রাজত, তাম্র, পিত্তল, শৈল, মৃত্তিকা ও দারুময়ী প্রতিমা সকলকে বাহির সভায় চামরাদি উপচার দ্বারা মহা সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া মহাপূজাপূর্ব্বক বৈষ্ণব সকলকে আহ্বান করত গন্ধ, অক্ষত, পুষ্পমালা ও তাম্বূলাদি দ্বারা পূজা করিয়া গীত, নৃত্য ও বাদিত্রের ধ্বনি সহকারে জলাশয়ে লইয়া গিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক, যান হইতে উত্তারণ করত তাঁহাকে চরণ ধারণ করিয়া "বলীয়সা চরণেন"

পাদন্যাসমাশাস্য হস্তং দত্ত্বা শুচি তীরে সমুপবেশ্য।
ধৌতাঙ্ঘ্রি পাণিরাচান্তঃ শয়নপূজাসঙ্কল্পং কৃত্বা।
বর্ত্তমানগুণবিশিষ্টায়াং পুণ্যতিথৌ শয়নে হরাবনাথস্য লোকস্য নিঃশেষদুঃখরোষরোগবর্গভঙ্গদ্বারা নীরোগ-চিরায়ুষ্ট্ব সিদ্ধয়ে শ্রীবিষ্ণোরনুগ্রহার্থং শয়নীক্ষীরাব্ধি-মহোৎসবং করিষ্যে ইতি ॥ ৪ ॥
ততঃ আত্মন্যাসপূর্ব্বং দেবন্যাসং কৃত্বা পুরুষসূক্তোত্তর নারায়ণ স্বর্ণঘর্ম্মানুবাকৈরভিষিচ্য পঞ্চামৃতেন সংস্নাপ্য জয় জয় মহাবিষ্ণো বিশ্বমনুগৃহাণেতি সংপ্রার্থ্য।
অন্তস্যপার ইত্যনুবাকেন জলান্তর্লক্ষ্মীপতিং প্রস্বা-

এই মন্ত্র দ্বারা সুখ পাদন্যাস প্রার্থনা করত হস্তদিয়া পবিত্র জলে উপবেশন করাইবে। অনন্তর হস্তপাদ প্রক্ষালন ও আচমন করিয়া সঙ্কল্প করিবে ॥

সঙ্কল্পের মন্ত্র যথা ॥

বর্ত্তমান গুণবিশিষ্ট পুণ্যতিথিতে হরিশয়নে অনাথ লোকের নিঃশেষ দুঃখ রোষ ও রোগবর্গ ভঙ্গ দ্বারা নীরোগ, ও চিরায়ুষ্ট্ব সিদ্ধির নিমিত্ত শ্রীবিষ্ণুর অনুগ্রহ জন্য শয়নী ক্ষীরাব্ধির মহোৎসব করিব ॥ ৪ ॥

তদনন্তর আত্মন্যাস পূর্ব্বক দেবন্যাস তথা পুরুষসূক্ত উত্তর নারায়ণ ও স্বর্ণঘর্ম্মানুবাক্ প্রভৃতি মন্ত্রদ্বারা অভিষেক এবং পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইয়া "হে মহাবিষ্ণো ! আপনি পুনঃ পুনঃ জয়যুক্ত হউন এবং বিশ্বকে অনুগ্রহ করুন" এই মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিয়া "অন্তস্যপার" এই মন্ত্রে জলমধ্যবর্ত্তি

পয়েৎ ॥ ৫ ॥

অথ তত্র গন্ধপুষ্পাদিভি র্মহাপূজাং কৃত্বা।
সুপ্তে ত্বয়ি জগন্নাথ জগৎ সুপ্তং ভবেদিদং।
বিবুদ্ধে তু বিবুধ্যেত প্রসন্নো মে ভবাচ্যুত ॥ ইতি ভগবৎ-প্রসাদ মাসাদ্য দেবস্যাগ্রে নিয়মস্বীকারং কুর্য্যাৎ ॥ ৬ ॥

তত্র মন্ত্রঃ ॥

চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ দেবস্যোত্থাপনাবধি।
ইমং করিষ্যে নিয়মং নির্ব্বিঘ্নং কুরু মে হচ্যুতেতি ॥ ৭ ॥

অথ চাতুর্ম্মাস্যনিয়মে শাক-দধি-দুগ্ধ-মাংসাদি তত্তদ্দেশ-কালসম্ভবলভ্যং রুচ্যঞ্চ ফলমূলপায়সাদি বস্তু বর্জ্জয়েৎ ॥

লক্ষ্মীপতিকে শয়ন করাইবে ॥ ৫ ॥

অনন্তর সেই স্থানে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা মহাপূজা করিয়া "হে জগন্নাথ! আপনি শয়ন করিলে এই জগৎ সুপ্ত হয়, আপনি জাগরিত হইলে এই জগৎ জাগরিত হয়, হে অচ্যুত! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। এই ভগবৎ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া দেবের অগ্রে চাতুর্মাস্য নিয়ম স্বীকার করিবে ॥ ৬ ॥

চাতুর্মাস্যনিয়মমন্ত্র যথা ॥

দেবের উত্থান পর্য্যন্ত বার্ষিক চারিমাস এই নিয়ম করিব, হে অচ্যুত! নির্ব্বিঘ্ন করুন ॥ ৭ ॥

চাতুর্মাস্য নিয়মে শাক, দধি, দুগ্ধ ও মাংসাদি তত্তদ্দেশ কাল সম্ভব লভ্য রুচ্য ফল, মূল ও পায়সাদি বস্তুকে বর্জন করিবে ॥

শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং দধি ভাদ্রপদে তথা।
দুগ্ধমাশ্বযুজে মাসি কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ।
ইতি স্কান্দে নাগরখণ্ডেঽভিধানাৎ। আমিষস্থানে তদনধিকারবতাং মাষাঃ।
জপহোমপ্রাণায়ামাদীংশ্চ শক্ত্যানুতিষ্ঠেৎ ॥ ৮ ॥
অথ গৃহীতনিয়ম এবমভ্যর্থয়েৎ ॥
ইদং ব্রতং ময়া দেব গৃহীতং পুরতস্তব।
নির্ব্বিঘ্নং সিদ্ধিমায়াতু প্রসাদাৎ তব কেশব।
গৃহীতেঽস্মিন্ ব্রতে দেব পঞ্চত্বং যদি মে ভবেৎ।
তদা ভবতু সম্পূর্ণং প্রসাদাত্তে জনার্দ্দনেতি ॥ ৯ ॥

শ্রাবণমাসে শাক, ভাদ্রমাসে দধি, আশ্বিন মাসে দুগ্ধ ও কার্ত্তিক মাসে আমিষ ত্যাগ করিবে ॥

স্কন্দপুরাণের নাগর খণ্ডে এই বচন আছে ॥

আমিষ স্থানে আমিষের অনধিকারি ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে মাষ অর্থাৎ কলায় জানিতে হইবে ॥

জপ, হোম ও নিয়মাদি শক্ত্যনুসারে গ্রহণ করিবে ॥৮॥

অথ গৃহীত নিয়ম ব্যক্তি এইরূপ প্রার্থনা করিবে যথা—

হে দেব! আমি এই ব্রত আপনার অগ্রে গ্রহণ করিলাম, হে কেশব! আপনার অনুগ্রহে নির্ব্বিঘ্নে ইহা সিদ্ধিপ্রাপ্ত হউক।

হে দেব! এই ব্রত গ্রহণ করিলে পর যদি আমার পঞ্চত্ব অর্থাৎ মৃত্যু হয়, তাহা হইলে হে জনার্দ্দন! আপনার প্রসাদে আমার ব্রত যেন পূর্ণ হয় ॥ ৯ ॥

নিষ্পাব-রাজমাষ-কলিঙ্গ-পটোল-সন্ধিতাদীনি চ নিষিদ্ধত্বেন মাসচতুষ্টয়ে বর্জ্যানি। বৃন্তাকং তু সদা বৈষ্ণবৈর্ব্বর্জ্যং।

যো ভক্ষয়তি বৃন্তাকং তস্য দূরতরো হরিরিত্যাদি নিন্দাশ্রবণাৎ॥ ১০ ॥

ততো নতাঃ স্ম তে নাথ পদারবিন্দমিত্যাদি স্তুত্যা ভগবন্তমভ্যর্থ্য প্রজাপালকে রাজনি শৌর্য্যোদার্য্য-কারুণ্য-দাক্ষিণ্যাদি নিজশক্তিমাবেশ্য নরপঞ্চানন জনতামনারতং পালয়।

অর্দ্ধোন্মীলিতলোচনীভবন্ জাগ্রৎসুষুপ্তাবস্থাসাক্ষিতা-

নিষ্পাব (শিম্বী বিশেষ) রাজমাষ (বরবটী কলাই) কলিঙ্গ (করঞ্জ) পটোল এবং সন্ধিতাদি নিষিদ্ধত্ব হেতু মাসচতুষ্টয়ে বর্জন করিবে। বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা বৃন্তাক অর্থাৎ বার্ত্তাকু বর্জন করিবেন। কারণ, যে ব্যক্তি বৃন্তাক ভোজন করেন, হরি তাঁহার দূরবর্ত্তী হয়েন ইত্যাদি বচনে নিন্দা শ্রবণ আছে॥ ১০ ॥

তদনন্তর "নতাঃস্ম তে নাথ পদারবিন্দং" ইত্যাদি শ্রীভাগবতীয় প্রথমস্কন্ধোক্ত স্তুতি দ্বারা ভগবান্‌কে প্রার্থনা করিয়া প্রজাপালক রাজার শৌর্য্য, কারুণ্য ও দাক্ষিণ্যাদি নিজ শক্তিকে প্রবেশ করাইয়া হে নরপঞ্চানন! অর্থাৎ হে নৃসিংহদেব! নিরন্তর জন সকলকে পালন করুন। অর্দ্ধোন্মীলিতলোচন হইয়া জাগ্রৎ ও সুষুপ্তাবস্থার সাক্ষিত্ব তথা

মগ্নু বানো মহাযোগনিদ্রামনিদ্রহৃদয় রমানাথসনাথী-কুরু ॥ ১১ ॥

জয় জয় দেবরাজেতি দেবং প্রসাদ্য শেষাং শঙ্খচরণ-তীর্থং বৈষ্ণবৈঃ সহাভিবন্দ্য প্রাশ্য গীতনৃত্যাদিনা দেবং পরিতোষ্য বৈষ্ণবান্ সম্পূজ্য ভগবন্তং নরযাণমারোপ্য গীতবাদিত্রঘোষৈঃ স্বমন্দিরমাগত্য মঙ্গলনীরাজনং কৃত্বা বৈষ্ণবান্ বিসর্জ্য দেবং নিজাসনে সমুপবেশ্য তচ্চরণ-যুগলং স্মরন্ ভূমাবেকাকী শয়ীত ॥

এবং কুর্ব্বতশ্চত্বারো মাসা নীরোগায়ুষঃ সমুদিতভাগ-ধেয়স্য ভগবদনুগ্রহাৎ সুখেন যান্তীত্যবসেয়ং ॥ ১২ ॥

মহাযোগনিদ্রাকে প্রাপ্ত হইয়া, হে অনিদ্রহৃদয়! হে রমা-নাথ! আমাকে সনাথ করুন ॥ ১১ ॥

"জয় জয় দেবরাজ" এই বলিয়া দেবকে প্রসন্ন করিয়া অবশিষ্ট শঙ্খস্থ চরণোদক বৈষ্ণবগণের সহিত বন্দনা পূর্ব্বক পান এবং গীত নৃত্যাদি দ্বারা দেবকে পরিতোষ পূর্ব্বক বৈষ্ণবগণকে পূজা করিয়া ভগবান্‌কে নরযানে অর্থাৎ শিবি-কায় আরোহণ করাইবে। তৎপরে গীত বাদ্যধ্বনি সহ-কারে নিজমন্দিরে আগমন পূর্ব্বক বৈষ্ণবগণকে বিসর্জ্জন করিয়া দেবকে নিজাসনে উপবেশন করাইয়া তাঁহার চরণ-যুগল স্মরণ করত ভূমিতে একাকী শয়ন করিবে ॥

এই প্রকার নিয়মকারি নীরোগ আয়ুর্ব্বিশিষ্ট ও ভাগ্য-বান্ ব্যক্তির ভগবদনুগ্রহে চারিমাস সুখে যাইবে ইহা নিশ্চয় জানিবে ॥ ১২ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোবিন্দশয়নব্রতং ॥ * ॥

অথ কটিদানং। ভবিষ্যোত্তরে।

প্রাপ্তে ভাদ্রপদে মাসি একাদশ্যাং সিতেঽহনি।
কটিদানং ভবেদ্বিষ্ণো র্মহাপাতকনাশনং।

কটিদানং নাম শয়ানস্য বিষ্ণোরঙ্গপরিবর্ত্তনং।
তত্রচ শয়নীবৎ পূজাদি বিধায় দেবস্য কর্ণিকাপরিবৃত্তিং বিদধ্যাৎ ॥ ১৩ ॥

অথ বোধনীক্ষীরাব্ধিমহোৎসবপ্রকারঃ কথ্যতে ॥

তত্র কার্ত্তিকশুক্লদ্বাদশ্যাং দেবার্চ্চনাদিসঙ্কল্পপর্য্যন্তং শয়নীবৎ কর্ত্তব্যং ॥ ১৪ ॥

সঙ্কল্পস্তত্রৈবম্বিধঃ ॥

॥ * ॥ ইতি গোবিন্দশয়নব্রত ॥ * ॥

অথ কটিদান অর্থাৎ পার্শ্বপরিবর্ত্তন ॥

কটিদানের অর্থ শয়ান বিষ্ণুর অঙ্গ পরিবর্ত্তন। এই পার্শ্বপরিবর্ত্তনে শয়নীর ন্যায় পূজাদিবিধান পূর্ব্বক দেবের কর্ণিকা পরিবৃত্তি বিধান করিবে। ভবিষ্যপুরাণে উত্তরখণ্ডে এই বিধি লিখিত আছে ॥ ১৩ ॥

অথ বোধনী ॥

এই বোধনী অর্থাৎ উত্থানযাত্রায় ক্ষীরসমুদ্রের মহোৎসব প্রকার কথিত হইতেছে ॥

ইহাতে কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে দেবার্চ্চনাদি সঙ্কল্প পর্য্যন্ত শয়নীর ন্যায় করা কর্ত্তব্য ॥ ১৪ ॥

তাহাতে সঙ্কল্প এই রূপ ॥

এবং গুণবিশিষ্টায়াং তিথৌ বোধন্যাং মহাদ্বাদশ্যাং জগদনুগ্রহ-জাগরূক-দয়াদৃগঞ্চলস্য ভগবতঃ লক্ষ্মীপতেঃ প্রবোধনং করিষ্যে ইতি॥ ১৫॥

ততঃ।

ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রাগ্নিকুবেরসূর্য্যসোমাদিভির্ব্বন্দিতবন্দনীয়।
বুধ্যস্ব দেবেশ জগন্নিবাস মন্ত্রপ্রভাবেণ সুখেন দেব॥
ইয়ন্তু দ্বাদশী দেব প্রবোধার্থন্তু নির্ম্মিতা।
ত্বয়ৈব সর্ব্বলোকানাং হিতার্থং শেষশায়িনা।
ত্বয়ি সুপ্তে জগন্নাথ জগৎ সুপ্তং ভবেদিদং।
উত্থিতে চেষ্টতে সর্ব্বং উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ মাধব॥

এই প্রকার গুণবিশিষ্ট তিথি বোধনী মহাদ্বাদশীতে জগদনুগ্রহে জাগরূক দয়াদৃগঞ্চল ভগবান্ লক্ষ্মীপতির প্রবোধন করিব॥ ১৫॥

হে জগন্নিবাস! হে দেবেশ! ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র, অগ্নি, কুবের, সূর্য্য ও চন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ আপনার চরণ বন্দনা করিয়া থাকেন। হে দেব! হে জগন্নিবাস! আপনি মন্ত্র প্রভাবে সুখে জাগরিত হউন॥

হে দেব! আপনি সমস্ত লোকের হিত নিমিত্ত শেষশায়ি মূর্ত্তিতে জাগরণের জন্য এই দ্বাদশী নির্ম্মাণ করিয়াছেন॥

হে জগন্নাথ! আপনি সুপ্ত থাকিলে জগৎ সুপ্ত হয়, আপনি উত্থান করিলে সমস্ত চেষ্টিত হয়; হে মাধব! গাত্রোত্থান করুন গাত্রোত্থান করুন॥

গতা মেঘা বিয়চ্চৈব নির্ম্মলোড়ুগণোদয়ং ।
শারদানি চ পুষ্পাণি গৃহাণ মম কেশবেতি বরাহপুরা-
ণোক্তৌ মন্ত্রৌ জপ্ত্বা ইদং বিষ্ণুরিতি মন্ত্রেণ দেবং জল-
তল্পাত্দুত্থায় ঘণ্টাদিনিস্বনৈস্তীরে সমুপবেশ্য ॥
সো হসাবদভ্রকরুণ ইতি ভগবদনুগ্রহং সম্প্রার্থ্য পুষ্পা-
ঞ্জলিং দত্ত্বা ।
আপো বা ইদমাসন্ন সলিলমেবেত্যনুবাকং জপ্ত্বা ভগ-
বদ্দৃষ্ট্যা লোকভূতাদিসৃষ্টিং পরিভাব্য দেবং পঞ্চামৃতৈঃ
স্নাপয়িত্বা পূর্ব্ববদভিষিচ্য নীরাজ্য ন্যাসপূর্ব্বং বস্ত্রা-

মেঘ সকল গত হইয়াছে, গগন নির্ম্মল হওয়ায় তাহাতে নির্ম্মল নক্ষত্রগণের উদয় হইয়াছে, হে কেশব ! শরৎকালীন পুষ্প সকল গ্রহণ করুন ॥

বরাহ পুরাণোক্ত এই দুই মন্ত্র জপ করিয়া "ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে" এই মন্ত্র দ্বারা দেবকে জলশয্যা হইতে উত্তোলন করিয়া ঘণ্টাদি ধ্বনি দ্বারা তীরে উপবেশন করাইবে ॥

তৎপরে শ্রীমদ্ভাগবতের ৩ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে ব্রহ্মস্তবের "সো হসাবদভ্রকরুণঃ" ইত্যাদি ভগবদনুগ্রহসূচক শ্লোক পাঠপূর্ব্বক ভগবানের অনুজ্ঞা প্রার্থনা করত পুষ্পাঞ্জলি দিবে। তৎপরে "আপো বা ইদমাসন্ন সলিলমেব" এই মন্ত্র জপ করিয়া ভগবানের দৃষ্টি দ্বারা লোকভূতাদি সৃষ্টি চিন্তা করত দেবকে পঞ্চামৃতে স্নান করাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় অভিষেক, আরাত্রিক তথা ন্যাস পূর্ব্বক, বস্ত্র, অলঙ্কার ও গন্ধাদি-

লঙ্কারগন্ধাদিভি র্মহাপূজাং কৃত্বা কর্পূরকদীপকেন মহানীরাজনং বিধায়।

ময়ানুষ্ঠিতৈশ্চাতুর্মাস্যনিয়মৈঃ প্রভূতপাতকান্তকঃ সমস্ত-পুরুষার্থকল্পমহীরুহঃ শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহঃ প্রীয়তামিতি সাক্ষতপুষ্পেণ জলেন ব্রতানি ভগবতি সমর্প্য।

জয় জয় জহ্যজামিতি বেদস্তুত্যা বেদবদভিবন্দিভিঃ প্রবোধ্যমানং দেবদেবেশ্বরং স্তুবীত ॥ ১৬ ॥

ততঃ স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্যেত্যাদিভিরাশিষঃ সম্প্রার্থ্য গীত-বাদিত্রজয়ঘোষৈঃ শ্রীনাথং রথমারোপয়েৎ ॥

অথ রথারূঢ়ে হরৌ জয়জয়স্বনপূর্ব্বকং মহাপূজাং কৃত্বা

দ্বারা মহাপূজা করিয়া কর্পূর দীপক দ্বারা মহা নীরাজন (আরাত্রিক) করিবে ॥

তৎপরে "আমার অনুষ্ঠিত চাতুর্মাস্য নিয়ম দ্বারা প্রভূত পাতকান্তক, সমস্ত পুরুষার্থের কল্পতরু, শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহ প্রীতিযুক্ত হউন" এই বলিয়া অক্ষত, পুষ্প ও জলের অর্থাৎ অর্ঘ্যজল দ্বারা ভগবানে ব্রত সমর্পণ করিয়া দশমস্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ের "জয় জয় জহ্যজাং" এই বেদস্তুতি দ্বারা বেদের ন্যায় অভিবন্দিগণ কর্ত্তৃক প্রবোধ্যমান দেবদেবেশ্বরকে স্তব করিবে ॥ ১৬ ॥

অনন্তর "স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্যখলঃ প্রসীদতু" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া গীত বাদ্য জয়ধ্বনি সহকারে শ্রীনাথকে রথে আরোহণ করাইবে। অনন্তর হরি রথারূঢ়

আশীর্ব্বাক্যানি পঠেৎ ॥ ১৭ ॥

তথাহি ॥

বক্ত্রং নীলোৎপলরুচিলসৎকুণ্ডলাভ্যাং সুমৃষ্টং
চন্দ্রাকারং রচিততিলকং চন্দনেনাক্ষতৈশ্চ।
গত্যা লীলাং জনসুখকরীং প্রেক্ষণেনামৃতৌঘং
পদ্মাবাসাং সততমুরসা ধারয়ন্ পাতু বিষ্ণুঃ ॥ ১৮ ॥
যুক্তঃ শৈব্যাদিবাহৈর্ম্মধুরতররণৎকিঙ্কিণীজালমালৈ-
রত্নৌঘৈর্মৌক্তিকানামবিরতমণিভিঃ সম্ভৃতৈশ্চৈব হারৈঃ।
হৈমৈঃ কুম্ভৈঃ পতাকাশিবতররুচিভির্ভূষিতঃ কেতুমুখ্যৈঃ

হইলে জয় জয় শব্দ পূর্ব্বক মহাপূজা করিয়া আশীর্ব্বাক্য সকল পাঠ করিবে ॥ ১৭ ॥

আশীর্ব্বাক্য সকল যথা ॥

নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামকান্তি বিশিষ্ট, উজ্জ্বল কুণ্ডলদ্বয়ে দেদীপ্যমান এবং চন্দন ও তণ্ডুল দ্বারা রচিত তিলক সম্পন্ন সুতরাং সম্পূর্ণ মণ্ডল শশধরের সদৃশাকৃতি মুখারবিন্দ এবং রথযাত্রার গতি দ্বারা জনগণের সুখকরী লীলা এবং অবলোকনদ্বারা অমৃতরাশি ও বক্ষঃস্থলে শতত লক্ষ্মীকে ধারণ করিয়া সেই বিষ্ণু জগৎকে রক্ষা করুন ॥ ১৮ ॥

যিনি শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক অশ্বচতুষ্টয় যাহাদের অঙ্গে মধুর শব্দবিশিষ্ট নানাবিধ রত্ন খচিত কিঙ্কিনী মালা ও মধ্যে মধ্যে রত্নৌঘবিশিষ্ট মণিগ্রথিত মুক্তাহার শোভা পাইতেছে, সেই অশ্বচতুষ্টয়ে যিনি যুক্ত, তথা স্বর্ণ কলস ও দীপ্তিশালিনী পতাকা, উৎকৃষ্ট কেতু এবং

সূত্রৈর্ব্রহ্মেশবন্দ্যোদুরিতহর হরে পাতু জৈত্রো রথো বঃ
॥ ১৯ ॥
মোদন্তাং সুজনাহ্যনিন্দিতধিয়ঃ স্রস্তাখিলোপদ্রবাৎ
স্বস্থাঃ সুস্থিরবুদ্ধয়ঃ প্রতিহতামিত্রা রমন্তাং সুখং ॥
রে দৈত্যা গিরি গহ্বরাণি গহনান্যাশুব্রজধ্বং ভয়া-
দ্দৈত্যারি র্ভগবানয়ং নরহরির্যানং সমারোহতি ॥ ২০ ॥
পলায়ধ্বং পলায়ধ্বং রে রে দিতিজদানবাঃ।
সংরক্ষণায় লোকানাং রথারূঢ়ো নৃকেশরী ॥ ইতি ॥২১॥

ছত্র প্রভৃতিতে ভূষিত তথা ব্রহ্ম রুদ্রাদি যাঁহার বন্দনা করিতেছেন, সেই সর্ব্বপাপহর হরির সেই জয়শীল রথ তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১৯ ॥

হে অনিন্দিত বুদ্ধিসম্পন্ন সজ্জনগণ! তোমাদিগের উপদ্রব সকল বিনষ্ট হইয়াছে, তোমরা অনিন্দিত হও, হে স্বস্থ ব্যক্তিগণ! তোমরা সুস্থির বুদ্ধি, তোমাদের শত্রুকুল প্রতিহত হইয়াছে, সুখে ক্রীড়া কৌতুক কর, অরে দৈত্য সকল! ভীত চিত্তে শীঘ্র গিরিগহ্বর এবং নির্জন বনে প্রবেশ কর, এই দৈত্যারি ভগবান্ যদুপতি রথে আরোহণ করিতেছেন ॥ ২০ ॥

অরে দৈত্যদানবগণ! পলায়ন কর, পলায়ন কর, লোক সকলের রক্ষা নিমিত্ত নৃসিংহদেব রথে আরোহণ করিলেন ॥ ২১ ॥

স্তবঃ। জয় জয় দেবদেব মহাদেবাধিদেব বরদ বামদেব দেবকীনন্দন পরমবাসুদেব দেবনৃসিংহ দিব্যসিংহ সান্দ্র-শুভ্রাভ্রপটল বভ্রুজটামণ্ডল কনককড়ার মহাপট পরিবৃ-তোত্তমাঙ্গহাটক ঘটিতাখণ্ডলধনুঃখণ্ডপ্রতিমরত্নময়কিরীট-পট্টতড়িৎ কোটিকপিশযোগপট্টমহাতিমহিম হিমাচল-কান্তিকান্ত সিদ্ধসমাধিশান্তকলসং সারকথনকোলাহল হিতহরে নরহরে রক্ষ রক্ষাস্মানিতি গদ্যেন প্রসাদমালাং স্বীকৃত্য প্রহ্লাদাদিভিরাকৃষ্যমাণং পরিভাব্য স্বয়ং বৈষ্ণবৈঃ

অনন্তর মহাগদ্য দ্বারা স্তব করিবে যথা ॥

জয় জয় হে দেবদেব! হে মহাদেব! হে অধিদেব! হে বরদ! হে বামদেব! হে দেবকীনন্দন! হে পরম! হে বাসুদেব! হে দেব! হে দেবনৃসিংহ! হে দিব্যনৃসিংহ! হে সান্দ্রশুভ্রাবভ্রপটল! হে পিঙ্গল জটামণ্ডল! হে কনক-কড়ারমহাপটপরিবৃতোত্তমাঙ্গ! হে হাটকঘটিতাখণ্ড ধনুঃখণ্ড প্রতিম! হে রত্নময়কিরীটপট্ট! হে তড়িৎকোটি কপিশ-যোগপট্ট! হে মহাতিমহিম! হে হিমাচলকান্তিকান্ত! হে সিদ্ধসমাধি শান্ত! হে সংসার কথনকোলাহল! হে হিতহরে! হে নরহরে! আমাদিগকে রক্ষা করুন রক্ষা করুন ॥

এই গদ্য দ্বারা প্রসাদ মালা স্বীকার করিয়া, প্রহ্লাদাদি কর্ত্তৃক আকৃষ্যমাণ চিন্তা করিয়া স্বয়ং বৈষ্ণবগণের সহিত প্রিয়-

সহ প্রিয়কর্ষণং প্রেরণাকর্ষণে কুর্ব্বাণো নগরমধ্যে রথং পরিভ্রাময়েৎ ॥ ২২ ॥

উক্তঞ্চ ভগবতা যুধিষ্ঠিরং প্রতি।

নৃত্যমানৈর্ভাগবতৈর্গীতবাদিত্রনিস্বনৈঃ।
ভ্রাময়েৎ স্যন্দনং বিষ্ণোঃ পুরমধ্যে সমন্ততঃ।
যাবৎ পদানি কৃষ্ণস্য রথস্যাকর্ষণে নরঃ।
করোতি ক্রতুভিস্তানি তুল্যানি নরনায়ক ॥
রথেন সহ গচ্ছন্তি পুরতঃ পৃষ্ঠতোঽগ্রতঃ।
মহাবিপ্রসমাঃ সর্ব্বে ভবন্তি শ্বপচাদয়ঃ।
রথস্থং যে ন গচ্ছন্তি ভ্রমমাণং জনার্দ্দনং।

কর্ষণরূপে, প্রেরণ ও আকর্ষণ করত নগর মধ্যে রথকে ভ্রমণ করাইবে ॥ ২২ ॥

ভগবান্ যুধিষ্ঠিরের প্রতি বলিয়াছেন যথা ॥

নৃত্যশীল বৈষ্ণবগণের সহিত গীত বাদ্যধ্বনি সহকারে পুরমধ্যে সর্ব্বদিকে বিষ্ণুর রথ ভ্রমণ করাইবে ॥

হে নরনায়ক! অর্থাৎ হে রাজন্ শ্রীকৃষ্ণের রথের আকর্ষণে নর যত পদ গমন করেন, সেই সকল পদকে যজ্ঞ তুল্য করিয়া থাকেন ॥

যাঁহারা সম্মুখ করিয়া রথের সহিত পশ্চাদ্দেশে অথবা অগ্রে গমন করেন,তাঁহারা শ্বপচ হইলেও মহাবিপ্রের সহিত সমান হয়েন ॥

রথস্থ ভ্রমমাণ জনার্দ্দনের সহিত যাহারা গমন না করে,

বিপ্রাধ্যয়ন সম্পন্না ভবন্তি শ্বপচাধমা ইতি ॥ ২৩ ॥
স্বস্বগৃহাগতশ্চ দেবঃ সর্ব্বৈঃ পূজনীয়ঃ।
যেষাং গৃহাগ্রতো যাতি রথস্থো মধুসূদনঃ।
পূজা তৈ স্তৈঃ প্রকর্ত্তব্যা বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতৈঃ।
অনর্চ্চিতো যদা যাতি গৃহাদ্‌ যস্য মহীধরঃ।
পিতরস্তস্য বিমুখা বর্ষাণাং দশপঞ্চ চ।
ইতি শ্রীভগবদ্বচনাৎ ॥
ততঃ স্বমন্দিরাগমনাদিপূর্ব্ববৎ কুর্য্যাৎ ॥ ২৪ ॥
অত্র যদ্যপি ॥
আষাঢ়স্য শিতে পক্ষে একাদশ্যামুপোষিতঃ।

তাহারা অধ্যয়নসম্পন্ন ব্রাহ্মণ হইলেও চণ্ডাল অপেক্ষা অধম হয় ॥ ২৩ ॥

রথারোহণে ভগবান্‌ স্ব স্ব গৃহের সমীপবর্ত্তী হইলে তাঁহার পূজা করা সকলের কর্ত্তব্য ॥

মধুসূদন রথস্থ হইয়া যাঁহাদিগের গৃহের সম্মুখ দিয়া গমন করেন, বিত্তশাঠ্য বর্জন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের পূজা করা কর্ত্তব্য। ধরণীধর ভগবান্‌ যখন যাহার গৃহ হইতে অপূজিত হইয়া গমন করেন, তখন তাহার পিতৃলোক পঞ্চদশবর্ষ পর্য্যন্ত বিমুখ হইয়া থাকেন ॥

ভগবানের এই বচন আছে ॥

তদনন্তর ভগবানের নিজগৃহে গমনাদি পূর্ব্বের ন্যায় করিবে ॥ ২৪ ॥

এস্থলে যদিচ। হে দ্বিজবরশ্রেষ্ঠ! ব্রতীব্যক্তি আষাঢ়

নক্তং দ্বিজবরশ্রেষ্ঠ গৃহ্লীয়াৎ নিয়মং ব্রতী ॥ ইতি ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তবাক্যাৎ ॥
কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষস্য একাদশ্যাং সমাহিতঃ।
মন্ত্রেরেতৈস্তু রাজেন্দ্র দেবমুত্থাপয়েদ্বুধঃ।
ইতি ভবিষ্যোত্তরবাক্যাচ্চ শয়নীবোধনীব্রতয়োরেকাদশ্যামেবানুষ্ঠেয়তাবগম্যতে।
তথাপি।
ইয়ন্তু দ্বাদশী দেব প্রবোধার্থং বিনির্ম্মিতেতি মন্ত্রলিঙ্গানুগৃহীত শিষ্টবৈষ্ণব দৃঢ়তর সমাচারাবলোকাদেকাদশ্যামুপোষিতঃ সমাহিতো বা ভূত্বা দ্বাদশ্যাং নক্তং শয়নোত্থাপনব্রতং কুর্য্যাদিতি বচনদ্বয়ার্থো ব্যাখ্যেয়ঃ ॥

মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীতে উপবাস করিয়া রাত্রে নিয়ম গ্রহণ করিবেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের এই বচন আছে। তথা হে রাজেন্দ্র! পণ্ডিত ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীতে সমাহিত হইয়া দেবকে উত্থাপিত করিবেন। এই ভবিষ্যোত্তরের বাক্য হেতু শয়নী ও বোধনী ব্রতদ্বয়ের একাদশীতেই অনুষ্ঠান করিবে ইহাই বোধ হইতেছে॥

তথাপি। হে দেব! এই দ্বাদশী প্রবোধের নিমিত্ত নির্ম্মিত হইয়াছে, এই মন্ত্র লিঙ্গের অনুগৃহীত শিষ্ট বৈষ্ণব দৃঢ়তর সমাচারের অবলোকন হেতু একাদশীতে উপোষিত বা সমাহিত হইয়া দ্বাদশীর রাত্রে শয়ন ও উত্থাপন ব্রত করিবে, বচনদ্বয়ের এই ব্যাখ্যা কর্ত্তব্য। সেই আকাশ ও

তদাকাশং বায়ুঞ্চ সৃষ্ট্বা তদপোঽসৃজতেতি বৎ ॥ ২৫ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাচার্য্য শ্রীরামাচার্য্যবর্য্য-সুত শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যনির্ম্মিতায়াং বৈষ্ণবধর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতৌ শ্রীনৃসিংহপরিচর্য্যায়াং ষষ্ঠঃ পটলঃ ॥ * ॥

বায়ুকে সৃষ্টি করিয়া তৎপরে জল সকল সৃজন করিলেন ইহার ন্যায় ॥ ২৫ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমৎপরমবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাচার্য্য-শ্রীরামাচার্য্যবর্য্যসুত-শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যবিরচিতায়াং শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতৌ শ্রীনৃসিংহপরিচর্য্যায়াং শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নানুবাদিতায়াং ষষ্ঠঃ পটলঃ ॥ * ॥ ৬ ॥ * ॥

সপ্তমঃ পটলঃ।

অথ পৌষশুক্লৈকাদশীং তৎপৌর্ণমাসীং বা আরভ্য যাব-ন্মাসং মাঘস্নানং কুর্য্যাৎ ॥

তচ্চ নিত্যং ॥

প্রয়াগং পুষ্করং প্রাপ্য কুরুক্ষেত্রমথাপি বা।

যত্র বা তত্র বা স্নায়াৎ মাঘে নিত্যমিতি শ্রুতিরিতি ভবিষ্যোত্তরে শ্রীকৃষ্ণেন যুধিষ্ঠিরং প্রতি নিত্যপদসঙ্কী-র্ত্তনেন যত্র বা তত্র বেতি যথাশক্ত্যুপবন্ধেন চ তন্নিত্য-ত্বাভিধানাৎ ॥

অনন্তর পৌষ শুক্লা একাদশী অথবা তৎ পৌর্ণমাসীকে আরম্ভ করিয়া একমাস পর্য্যন্ত মাঘস্নান করিবে ॥

ঐ মাঘস্নান নিত্য ॥

প্রয়াগ, পুষ্কর অথবা কুরুক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া কিম্বা যে স্থানে সে স্থানে মাঘমাসে নিত্য স্নান করিবে এই শ্রুতি আছে ॥

ভবিষ্যোত্তরে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের প্রতি নিত্যত্ব সঙ্কীর্ত্তন হেতু যত্র বা তত্র বা বলায় যথা শক্তি উপস্থিতি হেতুই বা তাহার নিত্যত্বই অভিধান আছে ॥

যে হেতু অকাম হউক বা সকাম হউক মনুষ্য মাঘস্নায়ী হইবেন। পদ্মপুরাণে এই বিধান আছে।

অকামো বা সকামো বা মাঘস্নায়ী ভবেন্নর ইতি পাদ্মে ।
অকামস্যাপি ॥
মাঘে মাঘেঽপ্সু মজ্জেতেতি বীপ্সাশ্রবণাচ্চ ॥
পাপক্ষয়স্বর্গাদিফলসঙ্কীর্ত্তনস্তু দর্শপৌর্ণমাসাদিবন্নিত্যস্যৈব
সতঃ সংযোগপৃথকত্বেন ভবিষ্যতি ॥ ১ ॥
অতঃ সর্ব্বেষামেতদাবশ্যকং ॥
বিশেষতস্তু বৈষ্ণবানাং ।
প্রীতয়ে বাসুদেবস্য মাঘস্নানং প্রকীর্ত্তিতমিতি ॥
তথা চক্রিণি লীয়ন্তে মাঘস্নানরতা নরাঃ ।
ইতি পাদ্মে শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিপ্রাপ্তিফলত্বেনাভিধানাৎ ॥
তস্মাদ্বৈষ্ণবৈরনুষ্ঠেয়ং মাঘস্নানং ॥

অকাম ব্যক্তিরও "মাঘে মাঘে জল সকলে নিমগ্ন হইবে" এই বীপ্সা শ্রবণ আছে ॥

পাপক্ষয় ও স্বর্গাদি ফল সঙ্কীর্ত্তন ও দর্শপৌর্ণমাসাদি যাগের ন্যায় নিত্য হইলেও তাহাতে সংযোগ পৃথকত্বরূপে অর্থাৎ সম্বন্ধভেদে হইবে ॥ ১ ॥

অতএব সকলেরই এই মাঘস্নান আবশ্যক । বিশেষতঃ বৈষ্ণবদিগের । বাসুদেবের প্রীতি নিমিত্ত মাঘস্নান কথিত হইয়াছে । তথা মাঘস্নান করত মনুষ্যগণ চক্রপাণিতে লীন হয় । ইহা পদ্মপুরাণে শ্রীবাসুদেবের প্রীতিফলস্বরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে । অতএব বৈষ্ণবগণ মাঘস্নানের অনুষ্ঠান করিবেন ।

তৎপ্রকারস্তু ॥
কার্ত্তবীর্য্যং প্রতি শ্রীদত্তাত্রেয়েণ পাদ্মেঽভিহিতঃ ॥
তথাহি ॥
অনুদিতে সূর্য্যে বাসুদেবাদিনামানি সঙ্কীর্ত্তয়ন্ নদ্যাদি-
জলাশয়ং গচ্ছেৎ।
তথা চাত্রিশুক্রাবাহতুঃ ॥
ততো নির্গত্য নিলয়াৎ নামানীমানি কীর্ত্তয়েৎ ॥
শৃণ্বতোঽশেষলোকস্য সর্ব্বোপদ্রবশান্তয়ে।
শ্রীবাসুদেবানিরুদ্ধ প্রদ্যুম্নাধোক্ষজাচ্যুত ॥
শ্রীকৃষ্ণানন্ত গোবিন্দ সঙ্কর্ষণ নমোঽস্তু তে ॥ ইতি ॥ ২ ॥
অথ শুচিঃ কৃতকালজ্ঞান এবং গুণবিশিষ্টায়াং তিথৌ

স্নানের প্রকার পদ্মপুরাণে দত্তাত্রেয় ঋষি কার্ত্তবীর্য্য-অর্জ্জুনের প্রতি কহিয়াছেন যথা ॥

সূর্য্যের অনুদয় কালে বাসুদেবাদি নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে নদ্যাদি জলাশয়ে গমন করিবে ॥

তথাচ অত্রি ও শুক্র কহিতেছেন ॥

অনন্তর আলয় হইতে নির্গত হইয়া এই সকল নাম কীর্ত্তন করিবে। শ্রবণকারি অশেষ লোক সকলের উপদ্রব শান্তির নিমিত্ত হে শ্রীবাসুদেব! হে অনিরুদ্ধ! হে প্রদ্যুম্ন! হে অধোক্ষজ! হে অচ্যুত! হে শ্রীকৃষ্ণ! হে অনন্ত! হে গোবিন্দ! হে সঙ্কর্ষণ! আপনাতে নমস্কার থাকুক ॥ ২ ॥

অনন্তর শুচি, কৃতকালজ্ঞান এই প্রকার গুণ বিশিষ্ট

সমস্তপাপক্ষয়দ্বারাশ্রীমহাবিষ্ণুপ্রীত্যর্থমভিলষিতফলসিদ্ধ্যর্থং
প্রাতর্মাঘস্নানমহং করিষ্যে। ইতি সঙ্কল্প্য-
সবিত্রে প্রসবিত্রেচ পরং ধাম জয়ং স্তবং।
ত্বত্তেজসা পরিভ্রষ্টং পাপং যাতু সহস্রধা।
দিবাকর জগন্নাথ প্রভাকর নমোঽস্তু তে।
পরিপূর্ণং কুরুষ্বেদং মাঘস্নানং মমাচ্যুতেতি সবিতারং
সংপ্রার্থ্য তীর্থদেবতাব্রাহ্মণান্ নমস্কৃত্য।
মকরস্থে রবৌ মাঘে গোবিন্দাচ্যুত মাধব।
স্নানেনানেন মে দেব যথোক্তফলদো ভবেতি মন্ত্রমুচ্চার্য্য

তিথিতে সমস্ত পাপ ক্ষয় দ্বারা মহাবিষ্ণুর প্রীতি এবং অভি-
লষিত ফলসিদ্ধির নিমিত্ত আমি প্রাত র্মাঘস্নান করিব এই
সঙ্কল্প করিয়া।

হে দিবাকর! জয়, স্তব ও পরম ধামের প্রসবিতা
অর্থাৎ জনয়িতা সবিতা সূর্য্যদেবকে (আপনাকে) লক্ষ্য
করিয়া ও আপনার তেজে পরিভ্রষ্ট হইয়া আমার পাপ
সহস্রভাগে বিভক্ত হউক অর্থাৎ নষ্ট হউক॥

হে দিবাকর! হে জগন্নাথ! হে প্রভাকর! তোমাতে
নমস্কার থাকুক, হে অচ্যুত! আপনি আমার মাঘীয় স্নান
পরিপূর্ণ করুন॥

এইরূপে সবিতাকে প্রার্থনা করিয়া তীর্থদেবতা ও
ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করত হে গোবিন্দ! হে অচ্যুত!
হে মাধব! হে দেব! মকরস্থ মাঘমাসের স্নানের দ্বারা
আপনি যথোক্ত ফলপ্রদ হউন" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া

বাসুদেবাদিনামচতুষ্টয়ং স্মরন্ কিঞ্চিদভ্যুদিতে রবৌ মৌনী যথাবিধি স্নায়াৎ॥ ৩॥
তথাচ মকরস্থ ইত্যভিধায়াহ দত্তঃ॥
ইমং মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য স্নায়াম্মৌনং সমাশ্রিতঃ॥
বাসুদেবং হরিং কৃষ্ণং মাধবঞ্চ স্মরেৎ পুনরিতি॥ ৪॥
অথ নিত্যক্রিয়াং নির্ব্বর্ত্ত্যানেকোপচারৈঃ শ্রীমহাবিষ্ণুং সম্পূজ্য যাবন্মাসং ঘৃতৈতলাদিনা অখণ্ডং দীপং শক্ত্যা মাধবপ্রীতয়ে সমর্প্য ব্যাহৃতিভিঃ তিলাজ্যহোমং কৃত্বা হেমবস্ত্র-কম্বল-তূলী-কুঙ্কুম-তিল-গুড়--ঘৃততৈলোপানহৌ অন্নঞ্চ শক্ত্যা যৎ কিঞ্চিৎ বেদবিদে দদ্যাৎ।

বাসুদেবাদি নামচতুষ্টয় স্মরণ করিতে করিতে কিঞ্চিৎ সূর্য্যোদয়ে মৌনী হইয়া যথাবিধি স্নান করিবে॥ ৩॥

তথাচ মকরস্থ এই উল্লেখ করিয়া দত্তাত্রেয় বলিয়াছেন যথা॥

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মৌন অবলম্বন করত স্নান করিবে এবং পুনর্ব্বার বাসুদেব, হরি, কৃষ্ণ ও মাধবকে স্মরণ করিবে॥ ৪॥

অনন্তর নিত্যক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক অনেক উপচার দ্বারা মহাবিষ্ণুকে পূজা করিয়া শক্ত্যনুসারে সমস্ত মাঘমাস তৈল বা ঘৃত দ্বারা অখণ্ডদীপ মাধবের প্রীতি নিমিত্ত ব্যাহৃতি দ্বারা তিলাজ্য অর্থাৎ ঘৃতমিশ্রিত তিলহোম করিয়া পীতবস্ত্র, কম্বল, তুলী, কুঙ্কুম, তিল, গুড়, ঘৃত,

ইন্ধনঞ্চ সর্ব্বার্থং। শ্রীবিষ্ণুপূজনঞ্চ ত্রিকালং।
এবমহরহঃ আমাসং জপনমস্কারাদিনিয়মশ্চ কর্ত্তব্যঃ ॥৫॥
কিঞ্চিৎ ভোজ্যং ত্যজেৎ পরাগ্নিসেবাং প্রতিগ্রহঞ্চ বর্জ্জয়েৎ। ভূমৌ শয়ীত মাঘান্তে শক্ত্যা বিপ্রান্ দম্পতী চ শ্রীলক্ষ্মীমাধবপ্রীত্যর্থং ভোজয়েৎ।
শক্ত্যা দক্ষিণাং চ দদ্যাৎ ॥ ৬ ॥
মাঘাসিতাষ্টম্যাদি দিনপঞ্চকং জলান্ত নিত্যতর্পণানন্তরং পুনরুদঙ্মুখো নিবীতী ভীষ্মতর্পণং কুর্য্যাৎ ॥

তৈল, পাদুকাদ্বয় এবং অন্ন শক্ত্যনুসারে বেদবেত্তা ব্রাহ্মণকে দান করিবে এবং সর্ব্বার্থ ইন্ধন (কাষ্ঠ), ত্রিসন্ধ্যা শ্রীবিষ্ণুপূজন, এইরূপ প্রতিদিন সম্যক্ মাস ব্যাপিয়া জপ ও নমস্কারাদি নিয়ম প্রতিপালন করিবে ॥ ৫ ॥

কিছু ভোজ্য ত্যাগ করিবে, পরাগ্নিসেবা ও প্রতিগ্রহ বর্জন করিবে। ভূমিতে শয়ন ও মাঘান্তে শ্রীলক্ষ্মী মাধব প্রীতি নিমিত্ত শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণগণ ও দম্পতীকে অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষকে ভোজন করাইবে এবং শক্ত্যনুসারে দক্ষিণা দিবে ॥ ৬ ॥

মাঘমাসের অসিত অষ্টমীকে আরম্ভ করিয়া পাঁচদিন পর্য্যন্ত জলের মধ্যে অবস্থিত হইয়া নিত্য তর্পণানন্তর পুনর্ব্বার উত্তর মুখ ও নিবীত (কণ্ঠলম্বিত যজ্ঞসূত্র) হইয়া ভীষ্মতর্পণ করিবে ॥

তত্র মন্ত্রঃ ॥

বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাঙ্কৃতিপ্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদাম্যে তজ্জলং ভীষ্মায় বর্ম্মণে ॥ ইতি।

এতচ্চ মাঘস্নানং নদ্যাদিষু তদসম্ভবে গৃহে শীতেনোষ্ণেন বা জলেন মাসং পক্ষং দশরাত্রং পঞ্চরাত্রং ত্রিরাত্রং বা পরমাদরেণ কুর্য্যাৎ ॥ ৭ ॥

॥ * ॥ ইতি পদ্মপুরাণোক্তো মাঘস্নানবিধিঃ ॥ * ॥

অথ চৈত্রশুক্লৈকাদশ্যাং ভগবতেদোলামহোৎসবং কুর্য্যাৎ ॥

উক্তঞ্চ গারুড়ে ॥

চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে দক্ষিণাভিমুখং হরিং।

মন্ত্র যথা ॥

বৈয়াঘপদ্য গোত্রোৎপন্ন, সাঙ্কৃতিপ্রবরবিশিষ্ট অপুত্রক ভীষ্মবর্ম্মাকে এই সলিল প্রদান করিতেছি ॥

নদ্যাদিতে অথবা গৃহে শীতল কিম্বা উষ্ণ জল দ্বারা এক-মাস অথবা এক পক্ষ কিম্বা দশরাত্র বা পঞ্চরাত্র অথবা ত্রিরাত্র এই মাঘ স্নান করিবে ॥ ৭ ॥

॥ * ॥ ইতি পদ্মপুরাণে মাঘস্নান বিধি ॥ * ॥

অনন্তর চৈত্রমাসের শুক্লা একাদশীতে ভগবানের দোলা মহোৎসব করিবে ॥

গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে যথা—

কলিযুগে চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষে দোলারূঢ় দক্ষিণাভিমুখ

দোলারূঢ়ং সমভ্যর্চ্চ্য মাসমান্দোলয়েৎ কলৌ ॥
দোলারূঢ়শ্চ ভগবানবশ্যং সালোক্যার্থিভিঃ পাপক্ষয়ার্থিভিশ্চাবলোকনীয়ঃ ॥
তথাচোক্তং তত্রৈব ॥
দোলাসংস্থন্তু যে কৃষ্ণং পশ্যন্তি মধুমাধবে।
ক্রীড়ন্তি বিষ্ণুনা সার্দ্ধং বৈকুণ্ঠে দেববন্দিতাঃ ॥
দোলারূঢ়ং প্রপশ্যন্তি কৃষ্ণং কলিমলাপহং ॥
অপরাধসহস্রৈস্তু মুক্তাস্তে ঘূর্ণনে কৃতে ॥ ৮ ॥
ঘূর্ণনমান্দোলনং ॥
দোলারূঢ়স্য পুরতঃ জাগরণং কুর্য্যাৎ ॥

হরিকে সম্যক্ প্রকারে অর্চ্চনা করিয়া একমাস পর্য্যন্ত আন্দোলিত করিবে॥

যাঁহারা সালোক্য মুক্তি ও পাপক্ষয় ইচ্ছা করেন তাঁহারা অবশ্য দোলারূঢ় ভগবান্‌কে দর্শন করিবেন, এই বিষয় সেই স্থানেই উক্ত হইয়াছে ॥

যাঁহারা চৈত্র ও বৈশাখ মাসে দোলাসংস্থ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন, তাঁহারা দেববন্দিত হইয়া বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর সহিত ক্রীড়া করেন॥

যাঁহারা দোলারূঢ় কলি-কলুষ-নাশন কৃষ্ণকে দর্শন করেন তাঁহারা ঘূর্ণন করিলে সহস্র সহস্র অপরাধ হইতে মুক্ত হয়েন ॥ ৮ ॥

ঘূর্ণন শব্দের অর্থ আন্দোলন। দোলারূঢ় ভগবানের

দোলারূঢ়স্য কৃষ্ণস্য যেঽগ্রে কুর্ব্বন্তি জাগরং।
সর্ব্বপুণ্যফলাবাপ্তির্নিমিষৈকেণ জায়তে।
ইতি তত্রৈবোক্তত্বাৎ ॥ ৯ ॥
বৈশাখে বৈশাখজ্যৈষ্ঠয়োর্ব্বা জ্যৈষ্ঠে এব বা জলশায়িনো
হরেঃ পূজা কার্য্যা।
নিক্ষিপ্য জলপাত্রে তু মাসে মাধবসজ্ঞকে।
মাধবং যেঽর্চ্চয়িষ্যন্তি দেবতাস্তে নরা ভুবি ॥
স্বর্ণপাত্রে তু রৌপ্যে বা তাম্রে বা মৃণ্ময়েঽপি বা।
তোয়স্থং যোঽর্চ্চয়েদ্দেবং শালগ্রামসমুদ্ভবং ॥
প্রতিমাং বা মহাভাগ তস্য পুণ্যন্ত্বনন্তকং।

অগ্রে জাগরণ করিবে ॥

দোলারূঢ় শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে যে ব্যক্তি জাগরণ করে, এক নিমেষ কাল মধ্যে তাহার সমস্ত পুণ্যফল প্রাপ্তি হয় ॥

এই বচন সেই স্থানেই উল্লেখ হইয়াছে ॥ ৯ ॥

বৈশাখ, অথবা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ কিম্বা জ্যৈষ্ঠ মাসে জলশায়ি হরিকে পূজা করিবে। যে সকল নর বৈশাখ মাসে মাধবকে জলে স্থাপন করিয়া অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা পৃথিবীতে দেবতা স্বরূপ ॥

হে মহাভাগ! যে ব্যক্তি স্বর্ণ অথবা রৌপ্য কিম্বা তাম্র বা মৃণ্ময় পাত্রে শালগ্রামস্থ দেব (নারায়ণকে) অথবা প্রতিমাকে জলে স্থাপন করিয়া পূজা করেন, তাঁহার অনন্ত পুণ্য

তস্মাজ্জ্যৈষ্ঠে সদা ভূপ তোয়স্থং পূজয়েদ্ধরিং॥
বীততাপো নরস্তিষ্ঠেৎ যাবদাভূতসংপ্লবং॥ ইতি গারুড়েঽভিধানাৎ॥ ১০॥
কালবিকল্পশ্চ উষ্মতা তারতম্যাভিপ্রায়েণ জ্ঞেয়ঃ॥
ততশ্চ বর্দ্ধমানেঽংশুমালিনি বহুজলপরিপূরিতে পাত্রে দেবমুপবেশ্য ষোড়শোপচারৈর্নিত্যপূজাং নির্ব্বর্ত্ত্য দিবসমতিবাহ্য সায়ং সন্ধ্যামতীতায়াং উপাস্য দেবং সিংহাসনমানীয় গন্ধপুষ্পধূপদীপাদীন্ পঞ্চোপচারান্ সমর্প্য নীরাজ্য তীর্থং সর্ব্বেভ্যো দত্ত্বা স্বয়ং প্রাশ্য শয়নারাত্রিকং কুর্য্যাৎ॥ ১১॥

হয়। অতএব হে ভূপ! যে ব্যক্তি জ্যৈষ্ঠমাসে সর্ব্বদা হরিকে জলে রাখিয়া পূজা করেন, সেই নর মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত তাপ শূন্য হইয়া অবস্থিত হয়েন॥

গরুড়পুরাণে এই বিধান আছে॥ ১০॥

কালের বিকল্প উষ্মতার তারতম্যাভিপ্রায়ে জানিতে হইবে।

অনন্তর সূর্য্য বৃদ্ধিশীল হইলে বহুজল পরিপূরিত পাত্রে দেবকে স্থাপন করিয়া ষোড়শোপচার দ্বারা নিত্য পূজা সমাধা করত দিবস যাপন করিয়া সায়ং সন্ধ্যা অতীত হইলে দেবকে উত্তোলন করিয়া সিংহাসনে স্থাপন করিবে। তৎপরে ধূপ দীপ পঞ্চোপচার সমর্পণ পূর্ব্বক নীরাজন করিবে। তৎপরে তীর্থ অর্থাৎ চরণোদক সকলকে দিয়া স্বয়ং পান করত আরাত্রিক করিবে॥ ১১॥

দ্বাদশ্যান্তু রাত্রৌ জলশায়ী পূজনীয়ঃ।

দ্বাদশ্যাং পূজয়েদ্রাত্রৌ জলস্থং গরুড়ধ্বজমিতি গারুড়েঽভিধানাৎ॥ ১২॥

অথ জ্যৈষ্ঠশুক্লৈকাদশ্যাং নিরুদকৈকাদশীব্রতং কুর্য্যাৎ॥

দশম্যামেকভক্তানন্তরং দন্তান্ বিশোধ্য আচম্য প্রাতর্ব্বা একাদশ্যাং প্রাতঃস্নানাদি নির্ব্বর্ত্ত্য সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ॥

এবংগুণবিশিষ্টায়াং তিথৌ সমস্তপাপক্ষয়ার্থং সর্ব্বদুঃখোপশমনার্থং আয়ুরারোগৈশ্বর্য্যাদিসিদ্ধ্যর্থং বিপুলভোগপ্রাপ্ত্যর্থং শ্রীবিষ্ণুলোকপ্রাপ্ত্যর্থং নিরুদকৈকাদশীব্রতং করিষ্যে॥ ১৩॥

দ্বাদশীর রাত্রে জলস্থ গরুড়ধ্বজকে পূজা করিবে। এই গরুড়পুরাণের বচন হেতু দ্বাদশীর রাত্রে জলশায়ী ভগবান্ পূজনীয় হইয়াছেন॥ ১২॥

অনন্তর জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীতে নির্জল একাদশীর ব্রত করিবে॥

দশমীতে এক ভোজনানন্তর দন্ত সকলকে শোধন পূর্ব্বক আচমন করিয়া অথবা একাদশীর প্রাতঃকালে প্রাতঃস্নান করিয়া সঙ্কল্প করিবে॥

সঙ্কল্প যথা॥

এই প্রকার গুণবিশিষ্ট তিথিতে সমস্ত পাপক্ষয়, সর্ব্বদুঃখ উপশম, আয়ু, আরোগ্য ও ঐশ্বর্য্যাদি সিদ্ধি তথা বিপুল ভোগ প্রাপ্তি নিমিত্ত নির্জল একাদশীর ব্রত করিব॥ ১৩॥

অথ জলমাদায় নিয়মং গৃহ্নীয়াৎ ॥

তত্র মন্ত্রঃ ॥

একাদশ্যাং নিরাহারো বর্জয়িষ্যামি বৈ জলং।

কেশবপ্রীণনার্থায় অত্যন্তদমনেন চ ॥ ইতি ॥

ততোঽহোরাত্রং জলং বর্জয়েৎ ॥ ১৪ ॥

অথৈকাদশ্যাং রাত্রৌ নিত্যপূজাং নির্ব্বর্ত্ত্য হৈমীং ত্রিবিক্রমমূর্ত্তিং পঞ্চামৃতস্নানপূর্ব্বং গন্ধ-পুষ্প-বাসো-ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য-তাম্বূলৈর্বিষ্ণোর্ম্ম্ কমিতি মন্ত্রেণ সম্পূজ্য নমস্কৃত্য গীতনৃত্যাদিনা তৎপুরতো জাগরণং কুর্য্যাৎ ॥ ১৫

অথ প্রত্যূষে তিষ্ঠন্ সহস্রনামস্তোত্রেণ স্তুত্বা সূর্য্যো-

অনন্তর জল লইয়া নিয়ম গ্রহণ করিবে ॥

নিয়মমন্ত্র যথা ॥

আমি ইন্দ্রিয়দমন পূর্ব্বক কেশবের প্রীতি নিমিত্ত একাদশীতে নিরাহার থাকিয়া জল বর্জন করিব ॥

তদনন্তর অহোরাত্র জল বর্জ্জন করিবে ॥ ১৪ ॥

একাদশীর রাত্রিতে নিত্যপূজা সমাপন পূর্ব্বক স্বর্ণময়ী ত্রিবিক্রম মূর্ত্তিকে পঞ্চামৃতে স্নান পূর্ব্বক গন্ধ পুষ্প বস্ত্র ধূপ দীপ নৈবেদ্য তাম্বূল দ্বারা "বিষ্ণোর্ম্ম্ কং" এই মন্ত্রে পূজা ও নমস্কার করিয়া গীত নৃত্যাদি সহকারে ত্রিবিক্রমের অগ্রে জাগরণ করিবে ॥ ১৫ ॥

অনন্তর প্রত্যূষে দণ্ডায়মান হইয়া সহস্রনাম স্তোত্র দ্বারা স্তব করত সূর্য্যোদয়ে নদ্যাদিতে স্নানাদি সমাধা

দয়ে নদ্যাদৌ স্নানাদি নির্ব্বর্ত্ত্য পূর্ব্ববৎ ত্রিবিক্রমং সম্পূজ্য শক্ত্যা জলপূর্ণান্ কলসান্ গন্ধাদ্যলঙ্কৃতান্ সফলান্ সদক্ষিণান্ বেদবিদ্ভ্যো দদ্যাৎ॥ ১৬॥

দানমন্ত্রঃ॥

দেবদেব হৃষীকেশ সংসারার্ণবতারক।
উদকুম্ভপ্রদানেন যাস্যামি পরমাং গতিমিতি॥

সতি বিভবে সুবর্ণবস্ত্রযুগ্মচ্ছত্রোপানজ্জলপাত্রাণি দদ্যাৎ॥ ততঃ শক্ত্যা বিপ্রান্ সম্ভোজ্য ভ্রাতৃহস্তাৎ জলং পীত্বা স্বয়ং বা মৌনী বন্ধুভিঃ সহ ভুঞ্জীত॥ ১৭॥

পূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় ত্রিবিক্রমকে পূজা করিয়া শক্ত্যনুসারে জলপূর্ণ কলস সকলকে গন্ধাদিদ্বারা অলঙ্কৃত ও ফলযুক্ত করিয়া দক্ষিণার সহিত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে॥ ১৬॥

দানমন্ত্র যথা॥

হে দেবদেব! হে হৃষীকেশ! আপনি সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন, আমি এই জলকুম্ভ দান দ্বারা পরমা গতি প্রাপ্ত হইব॥

বিভবসত্ত্বে সুবর্ণ, বস্ত্রযুগ্ম, ছত্র, পাদুকা ও জলপাত্র সকল দান করিবে॥

অনন্তর শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া ভ্রাতৃহস্তে জলপান অথবা স্বয়ং পান করিয়া মৌনী হওত বন্ধুবর্গের সহিত ভোজন করিবে॥ ১৭॥

ইতি ভবিষ্যোত্তরোক্তং বর্ষৈকাদশ্যুপবাসাসমর্থায় ভীমায় তৎফলপ্রাপ্তয়ে শ্রীকৃষ্ণেনোক্তং নিরুদকৈকাদশীব্রতং সমাপ্তং ॥ * ॥

চাতুর্ম্মাস্যনিয়মাস্তু শয়নীপ্রসঙ্গে নিরূপিতাঃ ॥

কৃচ্ছ্রব্রতে পুনর্দ্দশম্যাদিদিনত্রয়ং বিহায় শয়নীমারভ্য বোধনীপর্য্যন্তং কৃচ্ছ্রব্রতং করিষ্যে ।

ইতি সঙ্কল্পং কৃত্বা নবম্যামেকভক্তাদ্যবস্থাপ্য ॥

ত্রয়োদশ্যাদিতস্তস্যৈব পরিপাট্যা ব্রতং পরিপালয়েৎ ॥১৮

॥ * ॥ ইতি ভবিষ্যোত্তরোক্ত বার্ষিক একাদশীর উপবাসে অসমর্থ ভীমসেনের প্রতি তৎ ফল প্রাপ্তির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক উক্ত নিরুদক একাদশীর ব্রত সমাপ্ত ॥ * ॥

চাতুর্ম্মাস্যের নিয়ম সকল শয়নী একাদশী প্রসঙ্গে নিরূপিত হইয়াছে ॥

কৃচ্ছ্রব্রতে (প্রাজাপত্যব্রতে) * পুনর্ব্বার দশম্যাদি দিনত্রয় ত্যাগ পূর্ব্বক শয়নী একাদশী আরম্ভ করিয়া বোধনী পর্য্যন্ত কৃচ্ছ্রব্রত করিব, এই সঙ্কল্প করিয়া নবমীতে একভক্তাদিব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক ত্রয়োদশীর আদি হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার পরিপাটী দ্বারা ব্রত পরিপালন করিবে ॥১৮

---

* ত্র্যহং প্রাতস্ত্র্যহং সায়ং ত্র্যহমদ্যাদযাচিতং ।
ত্র্যহং পরঞ্চ নাশ্নীয়াৎ প্রাজাপত্যং চরন্ দ্বিজঃ ।

অস্যার্থঃ । প্রাজাপত্যব্রতচারী ব্রাহ্মণ তিন দিন একভক্ত, তিন দিন নক্তব্রত, তিন দিন অযাচিত ভোজন করিবে এবং অপর তিন দিন উপবাস করিবে ॥

সমাপ্তৌ তু গোযুগং বিপ্রভোজনপূর্ব্বং দদ্যাৎ।
একান্তরোপবাসে সালঙ্কৃতাং গাং সতি বিভবে অষ্টৌ হলান্ সবলীবর্দ্দান্।
একভক্তে বিপ্রভোজনং॥
নক্তং ব্রতে বস্ত্রযুগ্মং ষড্রসঞ্চ।
অযাচিতে সহিরণ্যচন্দনমনড্বাহং॥
ত্রিরাত্রে ছত্রোপানদযুতং মণিকং একামজাং।
ফলাহারে শালীন্। শাকাহারে রাজতপাত্রে ঘৃতং।
পয়োব্রতে গাং। তৈলত্যাগে ঘৃতং দদ্যাৎ॥
ঘৃতত্যাগে পয়ঃ। দধিত্যাগে হেম। পয়স্ত্যাগে রূপ্যং॥

ব্রত সমাপ্তিতে ব্রাহ্মণভোজন পূর্ব্বক গোযুগ দান করিবে। একান্তর উপবাসে সালঙ্কৃতা গাভী, সমর্থ ব্যক্তির পক্ষে বলিবর্দ্দের সহিত অষ্ট লাঙ্গল, একভক্ত অর্থাৎ রাত্রির ভোজন বর্জন পূর্ব্বক দিবামাত্র ভোজনে ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। নক্তব্রতে অর্থাৎ দিবাভোজন বর্জন পূর্ব্বক রাত্রিভোজনে বস্ত্রযুগ ছয় রস, অযাচিতব্রতে স্বর্ণ ও চন্দনের সহিত বৃষ। ত্রিরাত্র উপবাস ব্রতে ছত্র পাদুকাযুক্ত মণিক অর্থাৎ বৃহজ্জলভাণ্ড বিশেষ এবং এক অজা (ছাগী)। ফলাহারব্রতে ধান্য। শাকাহার ব্রতে রজতপাত্রে ঘৃত। পয়োব্রতে অর্থাৎ দুগ্ধপান ব্রতে গো। তৈলত্যাগে ঘৃত। ঘৃতত্যাগে দুগ্ধ। দধিত্যাগে স্বর্ণ। দুগ্ধত্যাগে রূপ্য। অপূ-

অপূপত্যাগে বস্ত্র-স্বর্ণ-গোধূমান্ ॥
ব্রীহিবর্জ্জনে সহিরণ্যান্ শালীন্ ॥
ধান্যবর্জ্জনে ধান্যং শালীন্ বা ॥
লবণবর্জ্জনে লবণং ধেনুং সুবর্ণঞ্চ ॥
অভ্যঙ্গবর্জ্জনে তৈলপূর্ণং ঘটং পায়সাজ্যভোজনঞ্চ ॥
পাদাভ্যঙ্গবর্জ্জনে বিপ্রান্ সম্ভোজ্য পাদাভ্যঙ্গং কৃত্বা দক্ষিণাং দদ্যাৎ ॥
তাম্বূলবর্জ্জনে বস্ত্রযুগ্মং ॥
পুষ্পবর্জ্জনে স্বর্ণপুষ্পং ॥
শ্রাবণাদিষু শাক-দধি-ক্ষীরামিষবর্জ্জনে পাপক্ষয়ঃ ॥
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবানাং প্রত্যেকসমুচ্চয়াভ্যাং শ্রাবণাদৌ শাকাদিষু সংক্রমাচ্চ সর্ব্বথা তানি বর্জ্জনীয়ানি ॥

পত্যাগে বস্ত্র, স্বর্ণ ও গোধূম। ব্রীহিত্যাগে স্বর্ণের সহিত ধান্য। ধান্যবর্জনে সামান্য ধান্য অথবা শালী অর্থাৎ শরৎ-পকধান্য, লবণবর্জনে লবণধেনু ও সুবর্ণ। অভ্যঙ্গবর্জনে তৈলপূর্ণ ঘট ও ঘৃতযুক্ত পায়স ভোজন করাইবে। পাদা-ভ্যঙ্গ বর্জনে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন ও ব্রাহ্মণসকলের পাদা-ভ্যঙ্গ করিয়া দক্ষিণা দিবে। তাম্বূলবর্জনে বস্ত্রযুগ্ম,পুষ্প বর্জনে স্বর্ণপুষ্প দিবে। শ্রাবণাদিতে শাক, দধি, ক্ষীর ও আমিষ বর্জনে পাপক্ষয় হয়, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতির প্রত্যেক অথবা শ্রাবণাদিকালে শাকাদিবস্তু সমূহে সংক্রান্ত হওয়ায়

ক্ষিতিশায়ী শয্যাং দদ্যাৎ ॥
পত্রভোজী সঘৃতং কাংস্যপাত্রং।
ভূমিভোজী কাংস্যপাত্রং গাঞ্চ।
ব্রহ্মচর্য্যব্রতে দম্পত্যোঃ স্বর্ণপ্রতিমাং দদ্যাৎ ॥
দীপদানে সঘৃতং তাম্রপাত্রং।
নখকেশরক্ষণে আদর্শং।
উপানদ্বর্জ্জনে উপানহৌ।
এবমাদীনি ব্রতানি মহাবিষ্ণুপ্রীত্যর্থং চাতুর্ম্মাস্যে কুর্য্যাৎ ॥
যো বিনা নিয়মে মর্ত্ত্যো ব্রতং বা জপ্যমেব বা।
চাতুর্ম্মাস্যং নয়েন্মূর্খো জীবন্নপি মৃতোহহি সঃ ॥ ইতি।
ভবিষ্যোত্তরে অকরণে দোষশ্রবণাৎ ॥ ১৯ ॥

সর্ব্বতোভাবে তৎসমুদায় বর্জন করিবে। ভূমিশায়ী শয্যা। পত্রভোজী সঘৃত কাংস্যপাত্র। ভূমিভোজী কাংস্যপাত্র ও গো। ব্রহ্মচর্য্যব্রতে দম্পতীর স্বর্ণপ্রতিমা। দীপদানে সঘৃত তাম্রপাত্র। নখকেশরক্ষণে দর্পণ। এবং পাদুকাবর্জনে পাদুকাদ্বয় দান করিবে। মহাবিষ্ণুর প্রীতি নিমিত্ত চাতুর্মাস্যব্রতে এই সমুদায় নিয়ম করিবে ॥

যে মনুষ্য নিয়ম অথবা ব্রত কিম্বা জপ্য ব্যতিরেকে চাতুর্মাস্য যাপন করে, সে মূর্খ জীবনসত্তে মৃত জানিবে অর্থাৎ তাহার জীবন বৃথা ভবিষ্যপুরাণে অকরণে দোষ শ্রবণ আছে ॥ ১৯ ॥

কার্ত্তিকে তু অত্যাবশ্যকত্বেন কিঞ্চিৎ ব্রতং কুর্য্যাৎ ॥
অব্রতেন ক্ষিপেৎ যস্তু মাসং দামোদরপ্রিয়ং ।
তির্য্যগ্‌যোনিমবাপ্নোতি সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত ইত্যাদি স্কান্দে-
ঽভিধানাৎ ॥ ২০ ॥

তত্র প্রতিদিনং জাগরণার্থং রাত্রেশ্চতুর্থযামে উত্থায় কৃতশৌচঃ কৃতকরচরণবদনক্ষালনঃ আচান্তঃ শক্ত্যা দেবং নমস্কৃত্য বেদস্তুত্যা প্রবোধ্য নীরাজ্য বৈষ্ণবানাহূয় শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মান্ সুশ্রাব্য গীতনৃত্যাদি কৃত্বা প্রভাতে পুনর্নীরাজ্য কার্ত্তিকস্নানার্থং বাসুদেবাদীনি নব নামানি

কার্ত্তিক মাসে অত্যাবশ্যকত্ব হেতু যে কোন একটী ব্রত করিবে ॥

যে ব্যক্তি কোন নিয়ম ধারণ না করিয়া যদি দামোদর-প্রিয় কার্ত্তিকমাস ক্ষেপণ করে তাহা হইলে সে সর্ব্ব-ধর্ম্মবহিষ্কৃত হইয়া তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হয়। স্কন্দপুরাণে এই বিধান আছে ॥ ২০ ॥

কার্ত্তিক মাসে প্রতিদিন জাগরণ নিমিত্ত রাত্রির চতুর্থ প্রহরে গাত্রোত্থান করিয়া শৌচ, কর চরণ বদন প্রক্ষালন ও আচমন করিবে। তৎপরে শক্ত্যনুসারে দেবকে নমস্কার বেদস্তুতি দ্বারা প্রবোধ করাইয়া নীরাজন করিবে। তদনন্তর বৈষ্ণবদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্ম শ্রবণ করাইয়া গীতনৃত্যাদি পুরঃসর প্রভাতে পুনর্ব্বার আরাত্রিক করত কার্ত্তিকস্নানের নিমিত্ত বাসুদেবাদি নব নাম কীর্ত্তন করিতে

সঙ্কীর্ত্তয়ন্ নদীতড়াগাদীন্ গত্বা আচম্য কালং স্মৃত্বা
কার্ত্তিকে প্রাতঃ স্নানং করিষ্যে ইতি সঙ্কল্প্য।
কার্ত্তিকেহহং করিষ্যামি প্রাতঃস্নানং জনার্দ্দন।
প্রীত্যর্থং বাসুদেবেশ দামোদর ময়া সহ॥ ইতি॥
তব ধ্যানেন দেবেশ জলেহস্মিন্ স্নাতুমুদ্যতঃ।
ত্বৎপ্রসাদাচ্চ মে পাপং দামোদর বিনশ্যতু।
ইতি সম্প্রার্থ্য।
ব্রতিনঃ কার্ত্তিকে মাসি স্নাতস্য বিধিবন্মম।

করিতে নদী তড়াগাদিতে গমন করিয়া আচমন এবং কাল স্মরণ পূর্ব্বক অর্থাৎ মাস পক্ষ উল্লেখ করিয়া কার্ত্তিকে প্রাতঃস্নান করিব বলিয়া সঙ্কল্প কবিবে॥

সঙ্কল্প মন্ত্র যথা॥

হে জনার্দ্দন! হে দেবেশ! হে দামোদর! শ্রীরাধার সহিত আপনার প্রীতি নিমিত্ত আমি কার্ত্তিক মাসে প্রাতঃ-স্নান করিব॥

প্রার্থনামন্ত্র॥

হে দেবেশ! তোমার ধ্যান সহকারে এই জলে স্নান করিতে উদ্যত হইয়াছি, হে দামোদর! আপনার প্রসন্নতা হেতু আমার পাপ বিনষ্ট হউক॥

অর্ঘ্যমন্ত্র॥

হে দামোদর! আমি কার্ত্তিকমাসে যথাবিধি ব্রত ধারণ করিয়া স্নান করিয়াছি, হে অসুরনাশন! আমার অর্ঘ্য

অর্ঘ্যং গৃহাণ দেবেশ নমামি ত্বাং সুরেশ্বরেত্যর্ঘ্যং দত্ত্বা তিলৈরালিপ্য ভগবন্নামোচ্চারণপূর্ব্বকং যথাবিধি স্নাত্বা সন্ধ্যামুপাস্য গৃহমাগত্য দেবস্যাগ্রে গোময়েনোপলিপ্য রঙ্গমালিকয়া স্বস্তিকং রচয়েৎ ॥ ২১ ॥

ততোঽগস্তিপুষ্পৈ র্মালতীকেতকীপদ্মৈঃ শ্রীতুলস্যাদিভিশ্চ দেবপূজাং কৃত্বা গীতা-সহস্রনামাদিভিঃ স্তুত্বা বৈষ্ণবমন্দিরং গত্বা স্বগৃহে বা শ্রীভাগবত-রামকথাদি-শ্রবণকীর্ত্তনে বিদধ্যাৎ ॥

তৈলাভ্যঙ্গপরান্নপরাপবাদাদীন্ বর্জ্জয়েৎ ॥

মাসমহর্নিশং ঘৃতেন তিলতৈলেন বা দীপং কুর্য্যাৎ ॥২২॥

গ্রহণ করুন ॥

তৎপরে অঙ্গে তিললেপন করিয়া ভগবন্নামোচ্চারণপূর্ব্বক যথাবিধি স্নান ও সন্ধ্যোপাসনা করত গৃহে আগমন করিয়া গোময় দ্বারা উপলেপন পূরঃসর রঙ্গমালিকা দ্বারা স্বস্তিক রচনা করিবে ॥ ২১ ॥

তদনন্তর অগস্তিপুষ্প, (বক্ বা গোকুলের ফুল), মালতী, কেতকী, পদ্ম ও শ্রী তুলস্যাদি দ্বারা দেবকে পূজা করিয়া গীতা ও সহস্র নামাদি দ্বারা স্তব করত বিষ্ণুমন্দিরে অথবা স্বগৃহে গমন পূর্ব্বক শ্রীভাগবত ও রামকথাদি শ্রবণ কীর্ত্তন করিবে। তৈল মর্দ্দন, পরান্ন ও পরনিন্দা বর্জন তথা এক মাস দিবারাত্র ঘৃত বা তৈল দ্বারা দীপ দান করিবে ॥২২

তত্র মন্ত্রো বারাহে ॥

শ্রীনৃসিংহ নমস্তুভ্যমূর্জ্জে কমলয়া সহ।
প্রদীপং তে প্রযচ্ছামি নমোঽনন্তায় বেধসে ॥
গীতবাদিত্রপূর্ব্বং শক্ত্যা নৈবেদ্যানি সমর্পয়েৎ।
একভক্তনক্তাদীনি চ যথাশক্তি কুর্য্যাৎ।
লক্ষপুষ্পিকাং শ্রীতুলস্যা বিল্বস্য চ লক্ষপত্রীং মুনিপুষ্পমালাং চ দেবায় নিবেদয়েৎ।
দণ্ডবৎ প্রণামাংশ্চ বিষ্ণৌ বিশেষতঃ কুর্য্যাৎ ॥ ২৩ ॥
অথ কার্ত্তিক-শুক্লনবম্যাং ত্রেতাযুগাদৌ অক্ষয়নবমীব্রতং কুর্য্যাৎ ॥

দীপদানের মন্ত্র যথা—

বরাহপুরাণে ॥

হে নৃসিংহ! আপনাকে নমস্কার, কার্ত্তিক মাসে কমলার সহিত আপনাকে দীপদান করিতেছি, আপনি অনন্ত ও বিধাতা, আপনাকে নমস্কার ॥

তৎপরে গীত বাদ্য পূর্ব্বক শক্ত্যনুসারে নৈবেদ্যাদি সমর্পণ করিবে। একভক্ত ও নক্তব্রত যথাশক্তি বিধান করিবে। লক্ষ পুষ্পিকা, শ্রী তুলসী ও বিল্বের লক্ষপত্রী তথা মুনিপুষ্পের (বকপুষ্পের) মালা দেবকে নিবেদন করিবে এবং বিষ্ণুকে বিশেষ রূপে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে ॥ ২৩ ॥

অথ ত্রেতাযুগাদি কার্ত্তিক শুক্ল নবমীতে অক্ষয় নবমীব্রত করিবে ॥

অশ্বত্থমূলে জলপূর্ণং পঞ্চরত্নোপেতং গন্ধাদ্যর্চ্চিতং কলসত্রয়ং নিধায় তদুপরি তাম্রময়ং তিলপাত্রত্রয়ং নিধায় মধ্যমকলসোপরি স্বর্ণময়ীং শঙ্খচক্রবরদাভয়হস্তাং শক্ত্যা যোগীশ্বরমূর্ত্তিং তদগ্রে স্বর্ণাশ্বত্থং বিন্যস্য পার্শ্ব-কলসয়োরাজতং যোগীশ্বরমূর্ত্তিদ্বয়ং রাজতাশ্বত্থদ্বয়ো-পেতং বিন্যস্য সম্ভৃতসম্ভারোঽক্ষয়নবমীব্রতং করিষ্যে ইতি সঙ্কল্প্য মধ্যমকলসে সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ ॥ ২৪ ॥

এবং গুণবিশিষ্টায়াং তিথৌ জন্মশতসঞ্চিতপাপক্ষয়ার্থং সকলাভিলষিত-প্রাপ্ত্যর্থঞ্চ যোগীশ্বরপূজনমশ্বত্থসেচনং

অশ্বত্থমূলে জলপূর্ণ পঞ্চরত্নযুক্ত গন্ধাদ্যর্চ্চিত তিনটী কলস স্থাপন করিয়া তাহার উপরে তাম্রময় তিনটী তিল-পাত্র রাখিয়া মধ্যম কলসের উপরে স্বর্ণময়ী শঙ্খ-চক্র-বরদ ও অভয়-হস্তা শক্তির সহিত যোগীশ্বরমূর্ত্তি, তদগ্রে স্বর্ণের অশ্বত্থ বিন্যাস পূর্ব্বক পার্শ্বের দুইটী কলসে রজত নির্ম্মিত দুইটী অশ্বত্থবৃক্ষসমন্বিত রজতময় যোগীশ্বর মূর্ত্তিদ্বয় স্থাপন পূর্ব্বক সম্ভৃতসম্ভার অর্থাৎ পূজোপকরণ সকল আয়োজন করত অক্ষয়নবমীব্রত করিব বলিয়া সঙ্কল্প পূর্ব্বক মধ্যম কলসে সঙ্কল্প করিবে ॥ ২৪ ॥

এইরূপ গুণবিশিষ্ট তিথিতে জন্ম শত সঞ্চিত পাপক্ষয় ও সকলাভিলষিত প্রাপ্তি নিমিত্ত যোগীশ্বর পূজন ও অশ্বত্থসেচন করিব। এই সঙ্কল্প করিয়া পিতৃলোকদিগের

করিষ্যে ইতি সঙ্কল্প্য ॥

পিতৃণামক্ষয়তৃপ্ত্যর্থং বিযোনিনরকোত্তারণার্থং অক্ষয়-নবমীব্রতং করিষ্যে ইতি ॥ ২৫ ॥

আদৌ স্বর্ণপ্রতিমাং পঞ্চামৃতৈঃ সংস্নাপ্যাভিষিচ্য বস্ত্র-যুগ্মমুপানহৌ ছত্রং সজলকমণ্ডলুং চ সমর্প্যাবয়বপূজাং কুর্য্যাৎ ॥

নমো যোগায়েতি পাদয়োঃ। কট্যাং যোগগম্যায় নমঃ। উদরে যোগাত্মনে নমঃ। উরসি বিশ্বনাথায় নমঃ। কণ্ঠে বিশ্বসৃজে নমঃ। শিরসি যোগমূর্ত্তয়ে নমঃ। বাহ্বো জ্ঞানাত্মনে নমঃ। ইতি সর্ব্বত্র স্বনাম্নায়ুধানি ॥ সর্ব্বাঙ্গেষু যোগীশ্বরায় নমঃ।

অক্ষয়তৃপ্তি ও বিযোনি নরকোত্তারণ নিমিত্ত অক্ষয়নবমীব্রত করিব এই সঙ্কল্প করিবে ॥ ২৫ ॥

প্রথমতঃ স্বর্ণপ্রতিমাকে পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান ও অভিষেক পূর্ব্বক বস্ত্রযুগ্ম, পাদুকাদ্বয়, ছত্র ও সজল কমণ্ডলু অর্পণ করিয়া অবয়ব পূজা করিবে ॥

পূজার প্রকার যথা ॥

পদদ্বয়ে "যোগায় নমঃ" কটিতে "যোগগম্যায় নমঃ" উদরে "যোগাত্মনে নমঃ" বক্ষঃস্থলে "বিশ্বনাথায় নমঃ" কণ্ঠে "বিশ্বসৃজে নমঃ" মস্তকে "যোগমূর্ত্তয়ে নমঃ" বাহুদ্বয়ে "জ্ঞানাত্মনে নমঃ"। এইরূপ সর্ব্বত্র স্বীয়নাম দ্বারা অস্ত্র সকলের পূজা করিবে। সর্ব্বাঙ্গে "যোগীশ্বরায় নমঃ"এই বলিয়া

ইতি পুষ্পাদিভিঃ পূজাং কুর্য্যাৎ ॥ ২৬ ॥

ততঃ সফলাক্ষতপুষ্পং সজলশঙ্খমাদায়ার্ঘ্যং দদ্যাৎ ॥

নমোনমস্তে দেবেশ যোগেশ্বর জগৎপতে।

এষোঽর্ঘ্যো হি ময়া দত্তঃ সর্ব্বকামপ্রদো ভব ॥

ইত্যর্ঘ্যমন্ত্রঃ ॥ ২৭ ॥

ততো ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য-তাম্বূলাদীনি সমর্প্য নমস্কৃত্য কলসোদকেনাশ্বত্থং সিঞ্চেৎ ॥

যোগেশ্বরায় দেবায় যোগগম্যায় বেধসে।

পরমাত্মস্বরূপায় ক্ষেত্রজ্ঞায় হরায় চ।

শিবায় শিবরূপায় ব্রহ্মণে বিশ্বরূপিণে

পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে ॥ ২৬ ॥

তদনন্তর সফল অক্ষত, পুষ্প ও সজলশঙ্খ গ্রহণ করিয়া অর্ঘ্য দিবে ॥

অর্ঘ্যমন্ত্র যথা ॥

হে দেবেশ! হে যোগেশ্বর! হে জগৎপতে! আপনাকে নমস্কার, আমি অর্ঘ্য দান করিলাম আপনি সর্ব্বাভিলাষ প্রদান করুন ॥ ২৭ ॥

তদনন্তর ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও তাম্বূলাদি সমর্পণ পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া কলসের জল দ্বারা অশ্বত্থ সেচন করিবে ॥

সেচনমন্ত্র যথা ॥

যোগেশ্বর, দেব, যোগগম্য, বিধাতা, পরমাত্মস্বরূপ, ক্ষেত্রজ্ঞ, হর, শিব, শিবরূপ, ব্রহ্মা, বিশ্বরূপী, নমস্কার জল-

জলশায়ী জগদ্যোনিঃ কেশবঃ প্রীয়তাং ॥ ২৮ ॥
ইতি সেচনমন্ত্রঃ ॥
অথ তং কলসং জলেনাপূর্য্য তিলপাত্রপ্রতিমা স্বর্ণাশ্বত্থ-সহিতং সঙ্কল্পিতফলদাতা ভগবান্ যোগীশ্বরঃ প্রীয়তা-মিত্যাচার্য্যায় দত্ত্বা বস্ত্রং গুড়ং দক্ষিণাঞ্চ দদ্যাৎ ॥ ২৯ ॥
অথোত্তরকলসে পিতৃণামক্ষয়তৃপ্ত্যর্থং যোগীশ্বরপূজন-মশ্বত্থসেচনং চ করিষ্যে।
ইতি সঙ্কল্প্য পূর্ব্ববদ্দেবং সম্পূজ্য প্রাচীনাবীতী গয়াসংস্থং গদাধরং সঞ্চিন্ত্য তেন কলসেনাশ্বত্থং সিঞ্চেৎ ॥ ৩০ ॥
পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।

শায়ী, জগদ্যোনি, কেশব আপনি প্রীত হউন ॥ ২৮ ॥

অনন্তর সেই কলসকে জলদ্বারা পূর্ণ করিয়া তিলপাত্র, প্রতিমা ও স্বর্ণাশ্বত্থ সহিত সেই কলসকে সঙ্কল্পিত ফলদাতা ভগবান্ যোগীশ্বর, প্রীতিযুক্ত হউন এই বলিয়া আচার্য্যকে সমর্পণ করত বস্ত্র, গুড় ও দক্ষিণা প্রদান করিবে ॥ ২৯ ॥

অনন্তর উত্তর কলসে পিতৃলোকের অক্ষয় তৃপ্তি নিমিত্ত যোগীশ্বর-পূজনরূপ অশ্বত্থসেচন করিব এই সঙ্কল্প পূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় দেবকে পূজা করিয়া প্রাচীনাবীতী অর্থাৎ বাম-দিকে যজ্ঞোপবীত ধারণ করত গয়াস্থিত গদাধরকে চিন্তা করত সেই কলস দ্বারা অশ্বত্থ সেচন করিবে ॥ ৩০ ॥

সেচনমন্ত্র যথা ॥

পিতা, পিতামহ, তদ্রূপ প্রপিতামহ, তথা মাতা, মাতা-

মাতা মাতামহশ্চাপি তস্যাপি জনকস্তথা ॥
বৃদ্ধপ্রমাতামহশ্চৈব তৃপ্তিমায়াস্তু শাশ্বতীং।
ময়া দত্তেন নীরেণ বোধিমূলেন সিঞ্চতা ॥
ইতি সেকমন্ত্রঃ ॥ ৩১ ॥

ততঃ সজলং কলসং পিতৃপিতামহাদীনামক্ষয়তৃপ্ত্যর্থ-মেতৎ সর্ব্বং তুভ্যমহং সম্প্রদদে ইত্যাচার্য্যায় দত্ত্বা শক্ত্যা দক্ষিণা নিবাপং চ দদ্যাৎ ॥

ততস্তানেব পিতৄনুদ্দিশ্য হিরণ্যশ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ ॥ ৩২ ॥

অথ দক্ষিণকলসে বিযোনিগতানাং নরকোত্তারণার্থং যোগেশ্বরপূজনমশ্বত্থসেকং করিষ্যে। ইতি সঙ্কল্প্য পূর্ব্ব-বদ্দেবং সম্পূজ্যাশ্বত্থং সিঞ্চেৎ ॥

মহ ও তাঁহার জনক এবং বৃদ্ধপ্রমাতামহ, আমি বোধি-মূলে অর্থাৎ অশ্বত্থমূলে জলদ্বারা সেচন করিতেছি, আপনা-দের নিত্য তৃপ্তি হউক ॥ ৩১ ॥

তদনন্তর পিতৃ পিতামহাদির অক্ষয় তৃপ্তি নিমিত্ত সজল-কলস এবং এই সমুদায় আপনাকে অর্পণ করিতেছি, এই বলিয়া আচার্য্যকে দিয়া তাঁহাকে যথাশক্তি এবং নিবাপ অর্থাৎ পিতৃলোকের উদ্দেশে যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহাও অর্পণ করিবে ও দক্ষিণা দিবে। তৎপরে সেই সমুদায় পিতৃ-লোককে উদ্দেশ করিয়া হিরণ্যশ্রাদ্ধ করিবে ॥ ৩২ ॥

অনন্তর দক্ষিণ কলসে বিযোনিগত সকলের নরকোত্তরণ নিমিত্ত যোগেশ্বর পূজন ও অশ্বত্থসেচন করিব এই সঙ্কল্প পূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় দেবকে পূজা করিয়া অশ্বত্থসেচন করিবে॥

বৃক্ষযোনিং গতা যেচ বিযোনিশ্চাপি যে গতাঃ।
মুকুলত্বং গতা যেচ যেচ প্রেতত্বমাগতাঃ।
ভূতযোনিং গতা যেচ কৃমিযোনিগতাস্তথা।
নরকে যে গতা যেচ তির্য্যগ্‌যোনি গতাস্তথা।
তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু গচ্ছন্তু গতিমুত্তমাং।
প্রসাদাদ্দেবদেবস্য বাসুদেবস্য চক্রিণঃ।
ইতি সেকমন্ত্রঃ ॥ ৩৩ ॥
ততস্তং কলসং বিযোনিগতানাং নরকোত্তারণার্থং যোগেশ্বরপূজনমেতৎসর্ব্বং তুভ্যমহং সম্প্রদদে ইত্যাচার্য্যায় দত্ত্বা দক্ষিণাং দদ্যাৎ ॥ ৩৪ ॥
ততঃ সঙ্কল্পিতাশেষফলসংপ্রাপ্ত্যর্থং বদরাস্থিপ্রমাণাভি

সেচনমন্ত্র যথা ॥

যাঁহারা বৃক্ষযোনি গত, যাঁহারা পক্ষিযোনি গত, যাঁহারা গর্ভশয্যাগত, যাঁহারা প্রেতত্ব গত, যাহারা ভূতযোনি গত, যাহারা কৃমিযোনি গত, যাহারা নরক গত এবং যাহারা তির্য্যক্ যোনি গত, তাহারা সকলে দেবদেব চক্রপাণির প্রসাদে অক্ষয় তৃপ্তি এবং উত্তম গতি প্রাপ্ত হউন ॥ ৩৩ ॥

তদনন্তর বিযোনি গত সকলের নরকোত্তারণ নিমিত্ত সেই কলস এবং যোগেশ্বর পূজন এই সমুদায় আপনাকে অর্পণ করিলাম এই বলিয়া আচার্য্যকে প্রদান পূর্ব্বক দক্ষিণা দান করিবে ॥ ৩৪ ॥

তদনন্তর সঙ্কল্পিত অশেষ ফল সম্প্রাপ্তির নিমিত্ত বদ-

ঘৃতাক্তাভির্গুগ্গুলুগুটিকাভিরষ্টোত্তরশতমষ্টাবিংশতি-
সংখ্যং বা তদ্বিষ্ণোরিতিমন্ত্রেণ হোমং কুর্য্যাৎ ॥
অনেন তু বিধানেন যঃ কুর্য্যান্নবমীং শুভাং ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ পিতৃভিঃ পরিবারিতঃ ॥
ত্রিসপ্ততিযুগানাঞ্চ ভুক্ত্বা ভোগান্মনোরমান্ ।
প্রযাতি বৈষ্ণবং লোকং দাহপ্রলয়বর্জ্জিতং ॥ ৩৫ ॥
॥ * ॥ ইতি পদ্মপুরাণোক্তমক্ষয়নবমীব্রতং ॥ * ॥
অথ কার্ত্তিকশুক্লৈকাদশীমারভ্য পঞ্চদিনাত্মকং ভীষ্ম-
পঞ্চকব্রতং কুর্য্যাৎ ॥
তত্রায়ং সঙ্কল্পঃ ॥

রাস্থি (বদরিকাবীজ) প্রমাণ ঘৃতাক্ত গুগ্গুলগুটিকা দ্বারা একশত অষ্ট অথবা অষ্টাবিংশতি সংখ্যক "তদ্বিষ্ণোঃ" এই মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে ॥

যে ব্যক্তি এই বিধান দ্বারা পবিত্র নবমীব্রত করেন, তিনি সর্ব্বপাপ বিমুক্ত ও পিতৃগণের সহিত পরিবেষ্টিত হইয়া ত্রিসপ্ততিযুগ মনোরম ভোগ উপভোগ করিয়া দাহ প্রলয় বর্জ্জিত বৈষ্ণবলোকে গমন করেন ॥ ৩৫ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীপদ্মপুরাণোক্ত অক্ষয়নবমীব্রত সমাপ্ত ॥ * ॥

অনন্তর কার্ত্তিকমাসের শুক্ল একাদশীতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চদিনাত্মক ভীষ্মপঞ্চকব্রত করিবে ॥

তাহাতে সঙ্কল্প এই ॥

একাদশ্যাং প্রাতঃস্নানাদি নির্ব্বর্ত্ত্য কালং স্মৃত্বা এবং গুণ-
বিশিষ্টায়াং তিথৌ সমস্তপাপক্ষয়ার্থং শ্রীমহাবিষ্ণু-
প্রীত্যর্থং ভীষ্মপঞ্চকব্রতমহং করিষ্যে ইতি ॥ ৩৬ ॥
ততঃ সৌবর্ণদামোদরং কৃত্বা মধ্যাহ্নে স্নাত্বা দেবং পঞ্চা-
মৃতৈঃ সংস্নাপ্য গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য-তাম্বূলাদীনি
দ্বাদশাক্ষরেণ সমর্পয়েৎ ॥
ধূপোগুগ্‌গুলুঃ। নৈবেদ্যং শালিপায়সং। অহোরাত্রং
ঘৃতদীপদানং ॥ ৩৭ ॥
ততো দেবং স্তুত্বা নত্বা অষ্টোত্তরশতং দ্বাদশাক্ষরং জপেৎ ॥
অথ ঘৃতাক্তৈ ব্রীহি তিলৈ বৈষ্ণবষড়ক্ষরেণ তাবদেব
জুহুয়াৎ ॥

একাদশীতে প্রাতঃস্নানাদি সমাধা পূর্ব্বক কালকে অর্থাৎ মাসপক্ষকে স্মরণ করিয়া এই গুণবিশিষ্ট তিথিতে সমস্ত পাপক্ষয় ও মহাবিষ্ণুর প্রীতি নিমিত্ত ভীষ্মপঞ্চকব্রত করিব এই সঙ্কল্প করিবে ॥ ৩৬ ॥

অনন্তর সৌবর্ণের দামোদর করিয়া মধ্যাহ্নে স্নান পূর্ব্বক দেবকে পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইয়া গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও তাম্বূলাদি দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রদ্বারা সমর্পণ করিবে। ধূপ অর্থাৎ গুগ্‌গুলু, নৈবেদ্যশব্দে শালিপায়স ও অহোরাত্র ঘৃত দীপদান ॥ ৩৭ ॥

তদনন্তর দেবকে স্তব ও নমস্কার করিয়া অষ্টোত্তর শত দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিবে ॥

অনন্তর ঘৃতাক্ত ব্রীহি, তিল ষড়ক্ষর বিষ্ণুমন্ত্র (ওঁ নমো

ততঃ সায়ং সন্ধ্যাং উপাস্য পূর্ব্ববদ্দেবং সম্পূজ্য কমলৈঃ পাদৌ সমর্চ্চ্য স্তুত্বা নত্বা কিয়দ্দেগামরং প্রাশ্য জাগরণং কুর্য্যাৎ। দ্বাদশ্যামেবমুপোষ্য পূজাদিকুর্য্যাৎ॥
বিল্বপত্রৈ র্জানুপূজাগোমূত্রপ্রাশনঞ্চ বিশেষঃ।
ত্রয়োদশ্যাং ভৃঙ্গারিকেণ নাভিপূজা ক্ষীরপ্রাশনঞ্চ।
চতুর্দ্দশ্যাং হৃদয়ে বাণপুষ্পপূজা দধিপ্রাশনঞ্চ।
পূর্ণিমায়াং মালত্যা শীর্ষপূজা ঘৃতপ্রাশনঞ্চ বিশেষঃ॥
একাদশ্যাদিচতুর্দ্দিনমুপবাসঃ পূর্ণিমায়াং শক্ত্যা ব্রহ্মণান্ সম্ভোজ্য দক্ষিণাং দত্ত্বা নক্তং বন্ধুভিঃ সহ ভুঞ্জীত॥ ৩৮॥
ইতি ব্রহ্মসংহিতায়াং বিষ্ণুরহস্যে ভীষ্মং প্রতি শ্রীকৃষ্ণেন

বিষ্ণবে) এই মন্ত্র দ্বারা অষ্টোত্তরশত হোম করিবে। তদনন্তর সায়ংসন্ধ্যা উপাসনা করত পূর্ব্বের ন্যায় দেবকে পূজা করিয়া পদ্মদ্বারা চরণদ্বয় অর্চ্চনা পুরঃসর স্তব ও নমস্কার করিয়া কিঞ্চিৎ গোময়ভোজন করত জাগরণ করিবে। দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া পূজাদি করিবে। বিল্বপত্র দ্বারা জানুপূজা ও গোমূত্র ভক্ষণ ইহাই বিশেষ। ত্রয়োদশীতে ভৃঙ্গারিকপুষ্প (কেরিকাপুষ্প) দ্বারা নাভিপূজা, ক্ষীরভোজন, চতুর্দ্দশীতে হৃদয়ে বাণপুষ্প "নীলঝিণ্টীপুষ্প" দ্বারা পূজা ও দধিভক্ষণ, পূর্ণিমায় মালতীপুষ্প দ্বারা মস্তক পূজা ঘৃতভোজন, এই বিশেষ। একাদশ্যাদি চারি দিন উপবাস ও পূর্ণিমায় শক্ত্যনুসারে ব্রাহ্মণভোজন ও দক্ষিণা দান করিয়া রাত্রিতে বন্ধুবর্গের সহিত ভোজন করিবে॥ ৩৮॥
॥ * ॥ ইতি ব্রহ্মসংহিতায় বিষ্ণুরহস্থে ভীষ্মের প্রতি

উক্তং ভীষ্মপঞ্চকব্রতং ॥

অথ কার্ত্তিকপূর্ণিমায়াং ধাত্রীমূলে দামোদরপূজনং কুর্য্যাৎ প্রাতস্তীর্থে স্নাত্বা নিত্যকর্ম্ম-নির্ব্বর্ত্ত্য স্বগৃহাদ্বৈষ্ণবৈঃ সহ-গীত-নৃত্য-বাদিত্রাদি-মহোৎসবেন বাসুদেবাদি-নামানি গায়ন্ ধাত্রীস্থানং গচ্ছেৎ ॥

তথাচ অত্রি শুক্রাবাহতুঃ ॥

ততো নির্গত্য নিলয়ান্নামানীমানি কীর্ত্তয়েৎ ॥

শৃণ্বতঃ সর্ব্বলোকস্য সর্ব্বোপদ্রবশান্তয়ে।
শ্রীবাসুদেবানিরুদ্ধ প্রদ্যুম্নাধোক্ষজাচ্যুত।
শ্রীকৃষ্ণানন্তগোবিন্দ সঙ্কর্ষণ নমোঽস্তু তে ॥ ইতি ॥ ৩৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণোক্ত ভীষ্মপঞ্চকব্রত ॥ * ॥

অথ কার্ত্তিকপূর্ণিমায় ধাত্রীমূলে দামোদর পূজা করিবে ॥ প্রাতঃকালে তীর্থে স্নান করিয়া নিত্যকর্ম্ম সমাধা পূর্ব্বক নিজ গৃহহইতে বৈষ্ণবগণের সহিত নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদি মহোৎসবে বাসুদেবাদি নাম গান করত ধাত্রীস্থানে গমন করিবে ॥

অত্রি ও শুক্র কহিতেছেন যথা ॥

অনন্তর গৃহ হইতে নির্গত হইয়া শ্রবণকারি লোক সকলকে সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব শান্তির নিমিত্ত বক্ষ্যমাণ নাম সকল কীর্ত্তন করিবে ॥

নাম যথা—হে বাসুদেব! হে অনিরুদ্ধ! হে প্রদ্যুম্ন! হে অধোক্ষজ! হে অচ্যুত! হে শ্রীকৃষ্ণ! হে অনন্ত! হে গোবিন্দ! হে সঙ্কর্ষণ! আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৩৯ ॥

অথ শুচিরাচান্তো ধাত্রীমূলে উপবিশ্য ধাত্রীচ্ছায়ামাশ্রিতঃ শক্ত্যা নির্ম্মিতং স্বর্ণময়ং দামোদরং বরাসনে উপবেশ্য সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ॥

মানস-বাচিক-কায়িক-জ্ঞাতাজ্ঞাত-সমস্তপাতকক্ষয়ার্থমায়ুরারোগ্য-মুখ্য--সকলমনোঽভিলষিত-ফলসিদ্ধ্যর্থং শ্রীদামোদর-প্রীত্যর্থং ধাত্রীমূলে দামোদরপূজনং করিষ্যে॥৪০

অথ ঘৃতপ্রস্থেন পুরুষসূক্তেন স্নাপয়িত্বা শুদ্ধোদকেন স্নাপিতং দেবং আসনে উপবেশ্য॥

অষ্টাক্ষরেণ নমোঽস্ত্বনন্তায়েত্যনেন বা মন্ত্রেণ বস্ত্রযুগ্ম-

অনন্তর শুচি ও আচান্ত হইয়া ধাত্রীমূলে উপবেশন পূর্ব্বক ধাত্রী ছায়াকে আশ্রয় করিয়া শক্ত্যনুসারে নির্ম্মিত স্বর্ণময় দামোদরকে উত্তম আসনে উপবেশন করাইয়া সঙ্কল্প করিবে॥

সঙ্কল্পমন্ত্র॥

মানস, বাচিক, কায়িক ও জ্ঞাতাজ্ঞাত সমস্ত পাপ ক্ষয় নিমিত্ত আয়ু, আরোগ্য ও মুখ্য সকল মনোঽভিলষিত ফলসিদ্ধি ও দামোদর প্রীতির নিমিত্ত ধাত্রীমূলে দামোদরের পূজা করিব॥ ৪০॥

অনন্তর প্রস্থপরিমিত ঘৃতদ্বারা পুরুষসূক্তমন্ত্রে স্নান করাইয়া শুদ্ধোদক দ্বারা স্নাতদেবকে আসনে উপবেশন করাইয়া অষ্টাক্ষর অথবা "নমোস্ত্বনন্তায়" এই মন্ত্র দ্বারা

গন্ধমালতীপুষ্পাণি ধূপং দীপং শালিপায়স--নৈবেদ্যং তাম্বূলঞ্চ দেবায় নিবেদ্যাবয়বপূজাং কুর্য্যাৎ ॥ ৪১ ॥
দামোদরায় পদ্ভ্যাং নমঃ। কট্যাং কেশবায় নমঃ।
উদরে নারায়ণায় নমঃ। ভ্রুবোর্ম্মধ্যে বামনায় নমঃ।
কণ্ঠে গোবিন্দায় নমঃ। শিরসি বিষ্ণবে নমঃ।
পদ্ভ্যাং মধুসূদনায় নমঃ। স্বনাম্নায়ুধানি সম্পূজ্য জলপূর্ণেন শঙ্খেন নবদশাক্ষতগন্ধপুষ্পযুক্তেন বংশময়ে পাত্রে অর্ঘ্যং দদ্যাৎ ॥ ৪২ ॥
নমঃ সহস্রশীর্ষায় সহস্রাক্ষ নমোঽস্তু তে।

দেবকে বস্ত্রযুগ্ম, গন্ধমালতীপুষ্প, ধূপ, দীপ, শালিপায়স নৈবেদ্য ও তাম্বূল নিবেদন করিয়া দেবের অবয়ব অর্থাৎ অঙ্গ সকলের পূজা করিবে ॥ ৪১ ॥

অবয়ব পূজা যথা ॥

পদদ্বয়ে "দামোদরায় নমঃ" কটিতে "কেশবায় নমঃ" উদরে "নারায়ণায় নমঃ" ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে "বামনায় নমঃ" কণ্ঠে "গোবিন্দায় নমঃ" মস্তকে "বিষ্ণবে নমঃ" পদদ্বয়ে "মধুসূদনায় নমঃ" নিজ নিজ নামে অস্ত্র সকলকে পূজা করিয়া ও নব দশাক্ষত গন্ধ ও পুষ্পযুক্ত জলপূর্ণ শঙ্খ দ্বারা বংশময় পাত্রে অর্ঘ্য দান করিবে ॥ ৪২ ॥

অর্ঘ্যমন্ত্র যথা ॥

সহস্রশীর্ষকে নমস্কার, সহস্রাক্ষকে নমস্কার, সহস্রাস্য

সহস্রাস্য নমস্তুভ্যং সহস্রার নমোঽস্তু তে
সহস্রনাম্নে দেবায় প্রসীদ ত্বং মমাচ্যুত।
অয়মর্ঘ্যো ময়া দত্তঃ সর্ব্বকামপ্রদো ভব।
অক্ষয়াঃ সর্ব্বলোকাস্তু দামোদর ভবন্তু মে　৪৩॥
ইত্যর্ঘ্যমন্ত্রঃ॥

অথাষ্টশতসহস্রায়ুতলক্ষকোটিসংখ্যকৈর্ব্বদরৈ দেবস্য মহতীং পূজাং কুর্য্যাৎ।
ততোঽষ্টদিক্ষু দীপান্ দত্ত্বা আচার্য্যায় ঘৃতপূর্ণপাত্রং শক্ত্যা কাঞ্চনং দক্ষিণাং দদ্যাৎ। ভোজয়েচ্চ তং॥ ৪৪॥
অথ দামোদরনিবাসভূতায়ৈ ধাত্র্যৈ নমঃ।

তোমাকে নমস্কার, সহস্রার তোমাকে নমস্কার, সহস্র নাম বিশিষ্ট দেব তোমাকে নমস্কার। হে অচ্যুত! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, এই অর্ঘ্য আমি দান করিলাম, আপনি সর্ব্বকামপ্রদ হউন, হে দামোদর! আমার সমস্তলোক অক্ষয় হউক, আপনাকে নমস্কার॥ ৪৩॥

অনন্তর অষ্টোত্তর সহস্র অযুত ও লক্ষকোটি সংখ্যক বদর-ফল দ্বারা দেবের মহতী পূজা করিবে। তৎপরে অষ্ট-দিকে দীপ সকল দিয়া আচার্য্যকে ঘৃতপূর্ণ পাত্র এবং শক্ত্য-নুসারে কাঞ্চন দক্ষিণা দান দিবে। এবং তাঁহাকে ভোজন করাইবে॥ ৪৪॥

অনন্তর "দামোদরনিবাসভূতায়ৈ ধাত্র্যৈ নমঃ" এই বলিয়া

ইতি সূত্রসংবেষ্টিতাং ধাত্রীং গন্ধপুষ্পাদিভিরভ্যর্চ্চ্য শঙ্খোদকধারয়া সন্ততয়া ধাত্রীমভিষিঞ্চেৎ ॥ ৪৫ ॥

তত্র মন্ত্রঃ।

মাতাপিতামহাশ্চান্যে অপুত্রা যে চ গোত্রিণঃ।
বৃক্ষযোনিং গতা যে চ যে চ কীটত্বমাগতাঃ।
রৌরবে নরকে যে চ ময়া রৌরবসংজ্ঞকে।
বিযোনিং চ গতা যে চ যে চ ব্রহ্মাণ্ডমধ্যগাঃ।
পিশাচত্বং গতা যে চ যে চ প্রেতত্বমাগতাঃ।
তে পিবন্তু ময়া দত্তং ধাত্রীমূলে সদা পয়ঃ।
তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু ধাত্রীমূলনিষেচনাৎ ॥ ইত্যষ্টবারং

সূত্রবেষ্টিত ধাত্রীকে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনা পূর্ব্বক নিরন্তর শঙ্খোদক ধারা দ্বারা ধাত্রীকে অভিষেক করিবে ॥ ৪৫ ॥

ধাত্রীসেচনের মন্ত্র যথা ॥

মাতা ও পিতামহ প্রভৃতি তথা অন্য যে সকল অপুত্রক গোত্রোৎপন্ন, যাহারা বৃক্ষযোনি গত, যাহারা কীটত্ব প্রাপ্ত, যাহারা রৌরব ও মহারৌরব নরকে আছে, যাহারা পক্ষিযোনিগত, যাহারা ব্রহ্মাণ্ড মধ্যবর্ত্তী, যাহারা পিশাচত্ব গত এবং যাহারা প্রেতত্ব প্রাপ্ত, আমি ধাত্রীমূলে জল দিতেছি তাহারা সর্ব্বদা পান করুক, এই ধাত্রীমূল সেচন-হেতু তাহারা সকলে তৃপ্তিকে লাভ করুক ॥

এই বলিয়া আট বার প্রদক্ষিণ ও দণ্ডবৎ নমস্কার করিয়া

প্রদক্ষিণীকৃত্য দণ্ডবন্নত্বা অষ্টৌ দীপান্ দদ্যাৎ ॥
গীতনৃত্যাদিনা বৈষ্ণবৈঃ সহ স্বগৃহমাগত্য বৈষ্ণবান্
বিসর্জ্জ্য রাত্রৌ শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদং বন্ধুভিঃ সহ ভুঞ্জীত ॥৪৬॥
অস্য ব্রতস্য ফলমাহ মার্কণ্ডেয়ঃ।
অনেন বিধিনা যস্তু কার্ত্তিক্যাং পূজয়েদ্ধরিং।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বৈষ্ণবং প্রাপ্নুয়াৎ পদং।
যং যং কামমভিধ্যায়ন্ কুর্য্যাচ্চেতন্মহাব্রতং।
তং প্রাপ্নোতি ন সন্দেহো দেবদেবপ্রসাদতঃ।
সর্ব্বতীর্থেষু স্নাতস্য যৎ ফলং পরিকীর্ত্তিতং।
তৎ ফলং প্রাপ্নুয়াদ্রাজন্ ধাত্র্যাশ্ছায়াং সমাশ্রিতঃ।

আট্‌টী দীপ দিবে। তৎপরে গীত নৃত্যাদি দ্বারা বৈষ্ণবগণের সহিত নিজ গৃহে আগমন করিয়া বৈষ্ণবদিগকে বিদায় দিয়া রাত্রিতে শ্রীবিষ্ণুর প্রসাদ বন্ধুবর্গের সহিত ভোজন করিবে ॥ ৪৬ ॥

মার্কণ্ডেয় এই ব্রতের ফল বলিতেছেন যথা ॥

যে ব্যক্তি এই বিধিদ্বারা কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় হরিকে পূজা করেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হয়েন। যে যে কামনা করিয়া এই মহাব্রত করিবে, দেবদেবের প্রসন্নতায় তাহাই প্রাপ্তি হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। হে রাজন্! সর্ব্বতীর্থে স্নাত ব্যক্তির যে ফল কীর্ত্তিত হইয়াছে, ধাত্রীমূলাশ্রিত ব্যক্তির সেই ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই ধাত্রীব্রত করেন, এই ব্রত

নন্দন্তি পিতরস্তস্য প্রবলন্তি পিতামহাঃ।
অক্ষয়াং তৃপ্তিমাপন্না ব্রতস্যাস্য প্রভাবতঃ।
যাবন্তো বিন্দবোরাজন্ সংখ্যাতাঃ পরমর্ষিভিঃ।
তাবল্লক্ষাংশ্চ বর্ষাণাং বিষ্ণুলোকে মহীয়তে।
বিষ্ণুলোকান্মহীপৃষ্ঠে সপ্তদ্বীপাধিপোভবেৎ।
বহুপুত্রোবহুধনো বহুভার্য্যাসমন্বিতঃ।
ন্যায়েন পালয়িত্বাতু ধরাং সাগরমেখলাং।
ক্রীড়িত্বা সুচিরং কালং ততো বিষ্ণুপদং ব্রজেৎ॥ ৪৭॥

॥ * ॥ ইতি পদ্মপুরাণোক্তং ধাত্রীব্রতং॥ * ॥

এবং শ্রবণ-কীর্ত্তন স্মরণ চরণসেবন সমর্চ্চন-বন্দন-দাস্যানি

প্রভাবে তাঁহার পিতৃগণ আনন্দিত,পিতামহগণ পরিতুষ্ট এবং তাঁহারা অক্ষয় তৃপ্তিকে প্রাপ্ত হয়েন॥

হে রাজন্! যে ব্যক্তি ধাত্রীমূল সেচন করেন শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ তাঁহার সেই জলের যত বিন্দু সংখ্যা করিয়াছেন,তত লক্ষ বৎসর তিনি বিষ্ণুলোকে বাস করেন। পরে বিষ্ণু-লোক হইতে পৃথিবীতে আগমন করিয়া বহুপুত্র, বহু-ধন ও বহুভার্য্যাসমন্বিত হইয়া সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর হয়েন এবং তিনি ন্যায়প্রযুক্ত আসমুদ্রা পৃথিবী পালন এবং তাহাতে সুচিরকাল ক্রীড়া করিয়া তৎপরে বিষ্ণুলোকে গমন করেন॥ ৪৭॥

॥ * ॥ ইতি পদ্মপুরাণোক্তধাত্রীব্রত॥ * ॥

এই প্রকার শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, চরণসেবন, অর্চ্চন,

ভগবতি সম্পাদয়ন্নাত্মনিবেদনং কর্ত্তুং শিবলিঙ্গাঙ্কিত-বৃষভবৎ অনন্যাধীনতায়ৈ তপ্তচক্রাদীনি বোধনীদ্বাদশ্যাং ধারয়েৎ ॥ ৪৮ ॥

তত্র শ্রুতয়ঃ ॥

যো হ বৈ সুশ্লোকমৌলে ধর্ম্মাননুতিষ্ঠমানোঽগ্নিনা তপ্তং চক্রং ধত্তে । অগ্নির্বৈ সহস্রারঃ সহস্রারো নিমির্নেমিনা-তপ্ততনুঃ সাযুজ্যং সলোকতামাপ্নোতি ইতি ॥ ৪৯ ॥

চক্রং বিভর্ত্তি বপুষাভিতপ্তং বলং দেবানামমৃতস্য বিষ্ণোঃ । স এতি নাকং দুরিতং বিধূয় বিশন্তি যদ্যতয়োবীতরাগা ইতি ॥ ৫০ ॥

বন্দন, দাস্য প্রভৃতি ভগবানে সম্পাদন করিয়া আত্মনিবেদন করিবার নিমিত্ত শিবলিঙ্গাঙ্কিত বৃষভের ন্যায় অনন্যাধীনতার নিমিত্ত বোধনী দ্বাদশীতে তপ্তচক্রাদি ধারণ করিবে ॥ ৪৮ ॥

তদ্বিষয়ে শ্রুতি সকল যথা ॥

যে ব্যক্তি সুশ্লোকমৌলি শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্ম সকল যাজন করিতে উদ্যত হইয়াছেন তিনি অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত চক্র ধারণ করিবেন। অগ্নিই চক্র, চক্রের প্রান্তভাগের নাম নেমি, যিনি ঐ নেমি দ্বারা দেহ উত্তপ্ত করিবেন, তিনি বিষ্ণুর সাযুজ্য ও সালোক্য মুক্তি প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৪৯ ॥

যিনি অমৃত বিষ্ণুর দেবগণের রক্ষক স্বরূপ চক্র, অগ্নি সন্তপ্ত করিয়া দেহে ধারণ করেন, তিনি সমস্ত পাপ পরিহার পূর্ব্বক দুঃখবর্জিত সেই স্থান প্রাপ্ত হয়েন, যে স্থানে বাসনাশূন্য যতি সকল প্রবেশ করিয়া থাকেন ॥ ৫০ ॥

ঋক্ পরিশিষ্টে।

অতপ্ততনূর্ন তদামো অশ্নুতে শৃতাসইদ্বহন্তস্তৎ সমাস-তেতি যজুঃষু॥

ঋগ্বেদীয়াশ্বলায়নশাখায়াঞ্চ॥

প্রতদ্বিষ্ণো অব্জচক্রে সুতপ্তে
জন্মাম্ভোধিং বর্ত্ততে চর্ষণীন্দ্রাঃ।
মূলে বাহ্বোর্দ্দধতে হ্যন্যে পুরাণা-
লিঙ্গান্যন্যে তপ্তায়ুধান্যর্পয়ন্তে॥ ইতি॥

স্মৃতয়শ্চ বায়ুপুরাণে।

অগ্নিনৈবতু সন্তপ্তচক্রমাদায় বৈষ্ণবঃ।

ঋক্‌পরিশিষ্টে॥

যে ব্যক্তি শরীরে তপ্তমুদ্রা ধারণ করে নাই, সে আম (অপক্ক) অর্থাৎ বালবুদ্ধি। যিনি তপ্ত মুদ্রা শরীরে ধারণ করেন তিনি বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন॥

ঋগ্বেদীয় আশ্বলায়নশাখাতেও॥

যিনি জন্মরূপ সমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া বর্ত্তমান আছেন অর্থাৎ যিনি সংসারী, আর যাঁহারা জীবন্মুক্ত তাঁহারাই পুরাতন,ইহাঁরা সকলে বাহুমূলে বিষ্ণুর প্রতপ্ত পদ্ম ও চক্র ধারণ করেন, আর কতিপয় ব্যক্তি বিষ্ণুর চিহ্ন স্বরূপ আয়ুধ এবং গদা প্রভৃতি সাতটী শরীরে ধারণ করেন॥

স্মৃতি ও বায়ুপুরাণে॥

সকলবর্ণের মধ্যে যিনি বৈষ্ণব, তিনি হরির সালোক্য-

ধারয়েৎ সর্ব্ববর্ণানাং হরিসালোক্যসিদ্ধয়ে ॥ ইতি ॥৫১ ॥
ব্রহ্মাণ্ডে ॥
কৃত্বা ধাতুময়ীং মুদ্রাং তাপয়িত্বা স্বকাং তনুং ।
চক্রাদিচিহ্নিতাস্তুর ধারয়েদ্বৈষ্ণবো নরঃ ॥ ইতি ।
নারদীয়ে পাঞ্চরাত্রে ॥
দ্বাদশারন্তু ষট্‌কোণং বলয়ত্রয়সংযুতং ।
হরেঃ সুদর্শনং তপ্তং ধারয়েৎ তদ্বিচক্ষণঃ ॥ ইতি ॥ ৫২ ॥
নচৈতৎ সর্ব্ববর্ণবিষয়মিতি শঙ্কনীয়ং ॥
সৌপর্ণে তপ্তচক্রাদিধারণং প্রকৃত্য তত্রাধিকারিণং ব্রুহীতি গরুড়েন পৃষ্টো ভগবানাহ ।

সিদ্ধির নিমিত্ত অগ্নি দ্বারা সন্তপ্তচক্র ধারণ করিবেন ॥ ৫১ ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ॥

হে রাজন্! বৈষ্ণব মনুষ্য ধাতুময়ী মুদ্রা নির্ম্মাণ করিয়া অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত করত তদ্দ্বারা স্বীয় শরীর চক্রাদি চিহ্নিত করিয়া ধারণ করিবেন ॥

চক্রনির্ম্মাণ নারদীয় পঞ্চরাত্রে যথা ॥

দ্বাদশ আর (দ্বাদশ প্রান্তভাগ) ছয় কোণ এবং তিনটী বলয় সংযুক্ত যে চক্র, তাহা হরির সুদর্শন চক্র, বিচক্ষণ ব্যক্তি উহা অগ্নিতে তপ্ত করিয়া শরীরে ধারণ করিবেন ॥৫২

ইহা সর্ব্ববর্ণ বিষয়ক নহে এরূপ শঙ্কা করিও না গরুড়-পুরাণে তপ্তচক্রাদি ধারণকে প্রস্তাব করিয়া তদ্বিষয়ে কে অধিকারী হইবে বলুন? গরুড় এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ কহিলেন ॥

গরুত্মন্নবিশেষেণ সর্ব্ববর্ণেষ্বয়ং বিধিঃ।
বিপ্রো বা ক্ষত্রিয়ো বাপি বৈশ্যঃ শূদ্রস্তথৈব চ।
অন্যে শঙ্করজাতাশ্চ চক্রাঙ্কা মম বল্লভা ইতি॥ ৫৩॥
অথর্ব্বপরিশিষ্টে।
তপ্তচক্রাদীনি প্রকৃত্যদেবাসোবিততেন
বাহুনা সুদর্শনেন প্রশাতাঃ স্বর্গমায়ন্।
যেনাঙ্কিতা মনবো লোকসৃষ্টিং
বিতম্বতে ব্রাহ্মণাস্তদ্বহন্তীতি॥ ৫৪॥
তান্যেব প্রকৃত্য পাদ্মে॥

হে গরুত্মন্! সকল বর্ণের সম্বন্ধে অবিশেষে এই চক্র ধারণ বিধি জানিবে,অর্থাৎ সকলবর্ণেই চক্র ধারণ করিবে। কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র এবং অন্য শঙ্কর জাতি সকল চক্রাঙ্কিত হইলে তাহারা আমার প্রিয় হইয়া থাকে॥ ৫৩॥

অথর্ব্ব পরিশিষ্টে তপ্তচক্রাদিকে উদাহরণ করিয়া॥

দেবতা সকল যে স্থানে বিস্তৃত বাহু দ্বারা সুদর্শনাঙ্কিত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন, যাহা দ্বারা অঙ্কিত হইয়া মনু সকল সৃষ্টি বিস্তার করিতেছেন, ব্রাহ্মণ সকল সেই সুদর্শন ধারণ করেন॥ ৫৪॥

ঐ উদ্দেশেই পদ্মপুরাণে
বলিতেছেন যথা॥

উপবীতাদিবদ্ধার্য্যা শঙ্খচক্রাদয়স্তথা ॥
ব্রাহ্মণস্য বিশেষেণ বৈষ্ণবস্য বিশেষতঃ ।
ইতি শ্রুতিস্মৃত্যো ব্রাহ্মণাধিকারিত্বাভিধানাৎ ॥
অধারণে নিষেধশ্চ নিন্দার্থবাদগম্যোঽবগম্যতে ॥ ৫৫ ॥
নারদীয়ে ॥
শ্রীকৃষ্ণশস্ত্রাঙ্কবিহীনগাত্রঃ শ্মশানতুল্যঃ পুরুষোঽথ নারী ॥
দৃষ্ট্বা নরং তং নৃপতে সবাসাঃ স্নাত্বা সমর্চ্চেৎ হরিমঙ্গ-
শুদ্ধ্যৈ ॥ ইতি ॥
পাদ্মে ॥
তপ্তচক্রাঙ্কিতং দৃষ্ট্বা যে নিন্দন্তি নরাধমাঃ ।

বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব যজ্ঞোপবীতের ন্যায় শঙ্খ চক্র প্রভৃতি ধারণ করিবেন। এই শ্রুতি ও স্মৃতিতে চক্রাদি ধারণ বিষয়ে ব্রাহ্মণেরই অধিকার বিধান হেতু অধারণে নিষেধ ও নিন্দার্থবাদ ব্রাহ্মণবিষয়েই জানিতে হইবে ॥ ৫৫ ॥

নারদপুরাণে যথা ॥

পুরুষ হউক বা নারী হউক গাত্রে যদি কৃষ্ণচক্র ধারণ না করে তাহা হইলে তাহার শরীর শ্মশান তুল্য, হে রাজন্! তাহাকে দেখিয়া বস্ত্রের সহিত জলে স্নান করিয়া অঙ্গশুদ্ধির নিমিত্ত হরিপূজা করিবে ॥

পদ্মপুরাণে যথা ॥

যে সকল নরাধম তপ্তচক্রাঙ্কিত ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া

অবলোক্য মুখং তেষামাদিত্যমবলোকয়েদিতি ॥ ৫৬ ॥
অগ্নিপুরাণে ॥
দশরথেন শূকরাদিবুদ্ধ্যা বিদ্ধে শ্রবণে তদাজ্ঞয়া জল-কমণ্ডলুমাদায়াবদতৈব রাজ্ঞা তৎপিত্রোঃ পানীয়েঽর্প্যমাণে হা শ্রবণ কিং বিলম্বিতং শ্রবণ কিং ন বদসি রে শ্রবণেতি সঘৃণমভিভাষমাণে জ্ঞাতান্ধে জরতি জনকে চণ্ডালোঽহং দশরথো ব্রহ্মহন্তা। শ্রবণস্তু লোকান্তরে মিলিষ্যতি।

নিন্দা করে, তাহাদের মুখ দেখিয়া সূর্য্য দর্শন করিবে ॥৫৬॥

অগ্নিপুরাণে যথা ॥

দশরথ রাজা শূকরাদি বুদ্ধিতে মুনিতনয় শ্রবণকে বাণ-দ্বারা বিদ্ধ করিলে ঐ শ্রবণ কহিয়াছিলেন, আমার পিতা মাতার নিমিত্ত জল আনয়ন করিতে আসিয়াছি, তুমি গিয়া এই জল দাও গা, ঋষিতনয় শ্রবণের এই আজ্ঞায় দশরথ জল কমণ্ডলু গ্রহণ করিয়া শ্রবণের পিতামাতার পানীয় জল লইয়া গেলে শ্রবণের পিতা কহিলেন, হা শ্রবণ! কেন বিলম্ব করিতেছ, শ্রবণ! কথা কহিতেছ না, অরে শ্রবণ! এই সকরুণ বাক্য বলিতে থাকিলে, দশরথ জানিতে পারি-লেন শ্রবণের পিতা অন্ধ ও প্রাচীন, তখন দশরথ মুনির নিকটে নিবেদন করিলেন আমি চণ্ডাল দশরথ ব্রহ্মহত্যা করিয়াছি। শ্রবণ পরলোকে আপনার সহিত মিলিত হই-

ইতি কৃষ্ণাহিগরলতুল্যং রাজবচনমাকর্ণ্য সোরস্তাড়মুচ্চৈর্ব্বিলপ্য মূর্চ্ছামনুভূয় চিরাৎ প্রবুধ্য দীর্ঘমুচ্ছ্বস্য শ্রবণপিত্রা সত্রাসমুক্তং॥
শিলাবুদ্ধিঃ কৃতা কিম্বা প্রতিমায়াং হরের্ময়া।
কিং ময়া পথি দৃষ্টস্য বিষ্ণুভক্তস্য কর্হিচিৎ॥
তন্মুদ্রাঙ্কিতদেহস্য চেতসানাদরঃ কৃতঃ।
যেন কর্ম্মবিপাকেন পুত্রশোকো মমেদৃশ ইতি।
অতো নিঃশঙ্কং তপ্তচক্রাদীনি ধারয়েৎ॥ ৫৭॥
উক্তঞ্চ সৌপর্ণে॥
অশুচির্ব্বাপ্যনাচারঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ।

বেন। কৃষ্ণসর্পের গরল তুল্য রাজবাক্য শ্রবণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণ বক্ষঃস্থলে আঘাত পূর্ব্বক উচ্চ বিলাপ করত মূর্চ্ছিত হইলেন, অনেক ক্ষণ পরে চেতন হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রবণপিতা সভয়ে কহিলেন, হায়! আমি কি হরির প্রতিমায় শিলাবুদ্ধি করিয়াছিলাম অথবা বিষ্ণুচক্রাঙ্কিত দেহ কোন বিষ্ণুভক্তকে পথে দর্শন করিয়া মনে মনে আদর করি নাই, যে কর্ম্ম বিপাকে আমার এই প্রকার পুত্রশোক উৎপন্ন হইল?॥

ইত্যাদি প্রমাণানুসারে নিঃশঙ্ক হইয়া তপ্তচক্রাদি ধারণ করিবে॥ ৫৭॥

গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে যথা॥

অশুচি হউক বা অনাচার হউক অথবা সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতই

প্রতপ্তশঙ্খচক্রাভ্যামঙ্কিতঃ পঙ্‌ক্তিপাবনঃ।
ইতি নিষেধবচনানি তু শ্রুতি-স্মৃতি-নিবন্ধ-পুরাণেতিহাসার্ষকাব্যাদিষু বিলিখিতানি ন পশ্যামঃ।
দুর্জ্জনস্মার্ত্ত কল্পিতানি তু পতিব্রতা যা ন করোতি জারং তাং ব্যাধিযোনিং নিয়তং বিজহ্যাদিত্যাদিবদুন্মত্তভাষিতানীত্যুপেক্ষণীয়ানি ॥ ৫৮ ॥
যত্তু ব্রহ্মগীতায়াং বচনং ॥
বজ্রচক্রদরাদীনি নিজাঙ্গেষু দ্বিজোত্তম।
নিত্যং সংধারয়িষ্যন্তি পাষণ্ডোহপহতাঃ কলাবিতি ॥
তদ্বজ্রসমভিব্যাহৃত চক্রাদিবিষয়মিত্যবগন্তব্যং।

হউক, প্রতপ্ত শঙ্খ চক্র দ্বারা অঙ্কিত হইলে পঙ্‌ক্তি পাবন হইবে ॥

ইত্যাদি বচনহেতু নিষেধ বচন সকল শ্রুতি স্মৃতি নিবন্ধ পুরাণ ইতিহাস ও আর্ষকাব্যাদিতে বিলিখিত দেখিতে পাওয়া যায় না। যে পতিব্রতা স্ত্রী জার অর্থাৎ উপপতি করে না সেই ব্যাধিযোনিকে নিয়ত ত্যাগ করিবে। ইহার ন্যায় দুর্জ্জনস্মার্ত্তকল্পিত উন্মত্ত ভাষিতকে উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য ॥ ৫৮ ॥

ব্রহ্মগীতার বচন যথা ॥

হে দ্বিজোত্তম! যাহারা নিজাঙ্গ সকলে বজ্র, চক্র ও শঙ্খ প্রভৃতি নিত্য ধারণ করে তাহারা কলিযুগে পাষণ্ড কর্ত্তৃক অপহত হইয়াছে ॥

এই বচন বজ্রাদি সহিত চক্রাদিবিষয়ক জানিতে হইবে।

এবমন্যেষ্বপি সমূলেষু বিষয়ব্যবস্থা কল্প্যা।
যদ্বা অযথাবদ্ধারণমেব নিষিদ্ধং ॥
অশক্যায়াস্তু ব্যবস্থায়াং সমূলত্বে দৃঢ়ে উদিতানুদিত
হোমবৎ বৈষ্ণবাবৈষ্ণবভেদেন ব্যবস্থিতো বিকল্প আশ্রয়
ণীয়ঃ। সর্ব্বথা বৈষ্ণবানামত্যাবশ্যকং তপ্তচক্রাদি ধারণ-
মিতি সিদ্ধং ॥ ৫৯ ॥
তচ্চ ভার্য্যাপুত্রাদিষ্বপি কুর্য্যাৎ।
অঙ্কয়েৎ তপ্তচক্রাদ্যৈরাত্মনো বাহুমূলয়োঃ।
কলত্রাপত্যভৃত্যেষু পশ্বাদিষু চ সম্পদে।

এইরূপ অন্য কোন সমূলক বচন থাকিলেও তাহাতে এইরূপ বিষয়ভেদে ব্যবস্থা কল্পনা করিতে হইবে। অথবা অযথা ধারণ অর্থাৎ রীতিবহির্ভূত ধারণই নিষিদ্ধ। অসমর্থ ব্যবস্থায় বচনসকলের সমূলত্ব দৃঢ় প্রতিপন্ন হইলে উদিত ও অনুদিত হোমের ন্যায় অর্থাৎ "উদিতে জুহোতি ও অনুদিতে জুহোতি" ইত্যাদি বিধিতে যে রূপ সমর্থাসমর্থভেদে ব্যবস্থা কল্পিত আছে সেইরূপ এস্থলেও বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব ভেদে ব্যবস্থার বিকল্প আশ্রয় করিতে হইবে॥

সর্ব্বতোভাবে বৈষ্ণবদিগের তপ্তচক্রাদি ধারণ করা অত্যাবশ্যক, ইহাই সিদ্ধ হইল॥ ৫৯॥

ভার্য্যা পুত্রাদিতেও চক্রাদি চিহ্ন করিবে যথা—

সম্পদ্ নিমিত্ত আপনার বাহুদ্বয়ের মূলে ভার্য্যা পুত্র ভৃত্য ও পশু প্রভৃতিতে চক্রাদিদ্বারা চিহ্ন করিবে।

ইতি বারাহেঽভিধানাৎ।

চক্রাদেশ্চ প্রতিকৃতিদ্রব্যং নবপ্রশ্নপঞ্চরাত্রেঽভিহিতং ॥

সৌবর্ণং রাজতং তাম্রং কাংস্যমায়সমেব বা।

চক্রং কৃত্বাতু মেধাবী ধারয়েত বিচক্ষণ ইতি।

যেতু অঙ্গদাহস্য নিষিদ্ধত্বেন তৎকরণে প্রায়শ্চিত্তং কর্ত্তব্যমিতি ভাষন্তে। তৈরনাপ্তমীমাংসাক্ষরমসীগন্ধৈ-র্গৃহিণো মণ্ডনস্য নিষিদ্ধত্বেন দীক্ষাঙ্গকেশশ্মশ্রুবপন করণে পরিষদমভ্যর্থ্য রাজদণ্ড ব্রহ্মদণ্ড পুরঃসরগোময়ো-পলিপ্ত শরীরৈ র্গলচ্চীরচিকুরৈশ্চতুষ্পথে দণ্ডবৎ পতিত্বা প্রায়শ্চিত্তং প্রষ্টব্যং। অতঃ কস্যাশ্চিৎ নিজপতিসেবা-

---

বরাহপুরাণে এই বিধান আছে।

চক্রাদির প্রতিকৃতিদ্রব্য নবপ্রশ্নপঞ্চরাত্রে কথিত হই-য়াছে যথা—

বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ মনুষ্য স্বর্ণ, রজত, তাম্র, কাংস্য অথবা লৌহময় চক্র নির্ম্মাণ করিয়া ধারণ করিবেন ॥

অঙ্গদাহনিষিদ্ধহেতু তৎকরণে প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য যাহারা এই কথা বলে, তাহারা অনাপ্তমীমাংসাক্ষর মসীগন্ধ অর্থাৎ মীমাংসা বিষয়ক অক্ষর জ্ঞানশূন্য, গৃহস্থ ব্যক্তির ভূষণ নিষি-দ্ধত্ব হেতু দীক্ষাঙ্গ কেশ শ্মশ্রু বপন করণ বিষয়ে পরিষদকে (সভাকে) অভ্যর্থনা করিয়া রাজদণ্ড ও ব্রহ্মদণ্ড পুরঃসর গোম-য়োপলিপ্ত শরীর ও গলচ্চিকুরে অর্থাৎ কেশমুক্ত করিয়া চতু-ষ্পথে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত জিজ্ঞাসা করিবে। অত এব নিজপতিসেবা পরিত্যাগ করিয়া বিপণিপথে দর্পণহস্ত

মুজ্ঝিত্বা বিপণিশরণৌ দর্পণপাণেঃ কুঙ্কুমসিন্দূরাদি-নির্ম্মাণবৎ রমারমণ ভজনমপহায় ধনিধনাপহারায় কর্ম্ম-কৌশলৈকজীবিনামবলোকনমপি মহীয়সে নরকপাতা-য়েতি তৎসম্ভাষণপ্রসঙ্গত উপরম্যতে॥ ৬০॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমৎপরমবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাচার্য্য শ্রীরামা-চার্য্যবর্য্যসুত শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্য বিনির্ম্মিতায়াং শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মানু-ষ্ঠানপদ্ধতৌ শ্রীনৃসিংহপরিচর্য্যায়াং সপ্তমঃ পটলঃ ॥ * ॥

কোন স্ত্রীর কঙ্কুম সিন্দূরাদি নির্ম্মাণের ন্যায়, রমারমণ অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ভজন পরিত্যাগ করিয়া ধনিধনাপহারের নিমিত্ত কর্ম্ম কৌশলৈক জীবিদিগের অবলোকনও গুরুতর নরকপাতের নিমিত্ত হয় অতএব প্রসঙ্গাধীন তাহাদের সহিত সম্ভাষণ হইতে নিবৃত্ত হইবে॥ ৬০ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমৎপরমবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাচার্য্য শ্রীরামা-চার্য্যবর্য্যসুত শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যবিনির্ম্মিতায়াং শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মা-নুষ্ঠানপদ্ধতৌ শ্রীনৃসিংহপরিচর্য্যায়াং শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্ন-কৃতানুবাদিতায়াং সপ্তমঃ পটলঃ ॥ * ॥ ৭ ॥ * ॥

অষ্টমঃ পটলঃ।

অথ বৈদিক-তান্ত্রিক-মিশ্রেষন্যতমেন বিধিনা ভগবন্ত-মহরহরর্চ্চয়েৎ ॥

তত্র যদ্যপি সূর্য্যাগ্নিজলবিপ্রস্থণ্ডিলাদীনি লেপ্যালেখ্যাদীনি চ পূজাস্থানানি বহূনি তত্রতন্ত্রোক্তানি সন্তি তথাপি শ্রীবৈষ্ণবানাং সন্ধ্যাবন্দনাদি বন্নিয়মার্চ্চনায় শ্রীশালগ্রামশিলৈব মুখ্যং পূজাস্থানং। সত্যাং তস্যাং প্রতিমাদিকৃতাকৃতং।

তত্র প্রতিমালক্ষণং। তত্তদাগমতোঽবগন্তব্যং ॥ ১ ॥

অনন্তর বৈদিক, তান্ত্রিক, মিশ্রিত অর্থাৎ বৈদিক তান্ত্রিক-বিধি মিলিত অনুষ্ঠান বিষয়ে ইহার একতম অনুষ্ঠান দ্বারা ভগবান্‌কে অহরহঃ পূজা করিবে ॥

তাহাতে যদিচ সূর্য্য, অগ্নি, জল, বিপ্র, স্থণ্ডিল ও লেপ্য লেখ্য প্রভৃতি বহু বহু পূজা স্থান সেই সেই শাস্ত্রে উক্ত আছে, তথাপি শ্রীবৈষ্ণবদিগের সন্ধ্যাবন্দনাদির ন্যায় নিত্যানুষ্ঠানে শ্রীশালগ্রামশিলাই মুখ্যপূজার স্থান জানিতে হইবে। শালগ্রামশিলা বিদ্যমানে বিপ্রতিমাদিতে কৃত নিত্যপূজাদি অকৃত স্বরূপ। প্রতিমার লক্ষণ সেই সেই শাস্ত্র হইতে জানিতে হইবে ॥ ১ ॥

সাধারণপ্রতিমালক্ষণন্তু কথ্যতে ।
কে ম সং দা বাসু প্রদ্যু বি মা হনি পূর্ব্বহধো জনাঃ ।
গো ত্রি শ্রী হৃ নৃসিংহাহচ্যু বা না পোপ হ কৃ ক্রমাদিতি ।
কেশবাদিক কৃষ্ণান্ত মূর্ত্তিষট্‌ক চতুষ্টয়ে ।
সব্যাপসব্যে গণয়েৎ পুনঃ কোণান্তথৈব চ ।

সাধারণ প্রতিমার লক্ষণ বলিতেছি যথা ॥

কে, ম, সং, দা, বাসু, প্রদ্যু, বি, মা, অনি, পুরু, অধো, জন, গো, ত্রি, শ্রী, হৃ, নৃসিংহ, অচ্যু, বা, না, প, উপ, হ, কৃ এই ক্রমে কেশবাদি কৃষ্ণান্ত চতুর্বিংশতি মূর্ত্তি হয়। অর্থাৎ 'কে' কেশব, 'ম' মধুসূদন, 'সং' সঙ্কর্ষণ, 'দা' দামোদর, 'বাসু' বাসুদেব, 'প্রদ্যু' প্রদ্যুম্ন, 'বি' বিষ্ণু, 'মা' মাধব, 'অনি' অনিরুদ্ধ, 'পুরু' পুরুষোত্তম, 'অধো' অধোক্ষজ, 'জন' জনার্দ্দন। 'গো' গোবিন্দ, 'ত্রি' ত্রিবিক্রম, 'শ্রী' শ্রীধর, 'হৃ' হৃষীকেশ, 'নৃসিংহ' নৃসিংহ, 'অচ্যু' অচ্যুত 'বা' বামন 'না' নারায়ণ, 'প' পদ্মনাভ, 'উপ' উপেন্দ্র, 'হ' হরি, 'কৃ' কৃষ্ণ, এই চতুর্বিংশতিমূর্ত্তিকে ছয় ছয়টী করিয়া চারিটী ভাগ করিবে। সব্য অর্থাৎ বাম এবং অপসব্য অর্থাৎ দক্ষিণ ক্রমে গণনা করিবে। পুনর্ব্বার কোণ হইতে অর্থাৎ কোণাকণি বাম ক্রমে এবং কোণাকোণি দক্ষিণ ক্রমে গণনা করিবে, পুনর্ব্বার কোণ হইতে বামক্রমে আসিয়া কোণাকোণি গণনা করিবে। পুনর্ব্বার কোণ হইতে দক্ষিণ ক্রমে

সব্যমেতৎ পুনঃ কোণাদপসব্যস্তু কোণতঃ। ইতি।
দক্ষিণোর্দ্ধকরমারভ্য ক্রমেণ শঙ্খচক্রগদাপদ্মানি গণয়েৎ॥
সব্যেন শঙ্খাদৌ গণ্যমানে কেশবঃ। অপসব্যেন মধু-
সূদনঃ। কোণমাগত্য তস্মাৎসব্যেন সঙ্কর্ষণঃ।
অপসব্যেন দামোদরঃ সব্যমাগত্য কোণাৎ গণ্যমানে

আসিয়া কোণাকোণি গণনা করিবে। গণনার এই ছয় ক্রম হইল॥

প্রথম ষট্‌কের দক্ষিণদিকের ঊর্দ্ধকরকে আরম্ভ করিয়া ক্রমে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম গণনা করিবে। যথা বামদিক্-ক্রমে শঙ্খাদি গণনা করিলে কেশব হয়েন, অর্থাৎ বামাবর্ত্তে যাহার দক্ষিণ ঊর্দ্ধহস্তে শঙ্খ, বাম ঊর্দ্ধ্বহস্তে চক্র, বাম অধো-হস্তে গদা এবং দক্ষিণ অধোহস্তে পদ্ম,তাঁহার নাম কেশব।১ দক্ষিণদিক্ ক্রমে যাঁহার দক্ষিণদিকের ঊর্দ্ধহস্তে শঙ্খ, দক্ষিণদিকের অধোহস্তে চক্র, বামদিগের অধোহস্তে গদা এবং বামদিগের ঊর্দ্ধহস্তে পদ্ম। তাঁহার নাম মধুসূদন। ২। কোণ হইতে কোণে আসিয়া তথা হইতে বামগতিতে সঙ্ক-র্ষণ হয় অর্থাৎ যাঁহার দক্ষিণ ঊর্দ্ধহস্তে শঙ্খ, বাম অধোহস্তে চক্র, দক্ষিণ অধোহস্তে গদা ও বাম ঊর্দ্ধহস্তে পদ্ম, তাঁহাকে সঙ্কর্ষণ বলে। ৩।

কোন হইতে আসিয়া দক্ষিণগতিতে দামোদর হয় অর্থাৎ যাঁহার দক্ষিণদিকের ঊর্দ্ধ্বহস্তে শঙ্খ, বামদিকের অধোহস্তে চক্র, বামদিকের ঊর্দ্ধহস্তে গদা এবং দক্ষিণদিকের অধো-

বাসুদেবঃ। অপসব্যমাগত্য কোণতঃ প্রদ্যুম্নঃ।
এব　বামোর্দ্ধকরমারভ্য বিষ্ণুঃ। মাধবঃ। অনিরুদ্ধঃ

হস্তে পদ্ম, তাঁহার নাম দামোদর *। ৪। বামাবর্ত্তে আসিয়া কোণ হইতে কোণাকোণি গণনা করিলে বাসুদেব হয়, অর্থাৎ যাঁহার দক্ষিণ ঊর্দ্ধ্ব হস্তে শঙ্খ, বাম ঊর্দ্ধহস্তে চক্র, দক্ষিণ অধোহস্তে গদা এবং বাম অধোহস্তে পদ্ম তাঁহার নাম বাসু-দেব। ৫। দক্ষিণাবর্ত্তে আগমন করিয়া কোণ হইতে গণনা করিলে প্রদ্যুম্ন হয় অর্থাৎ যাঁহার দক্ষিণ ঊর্দ্ধ্ব হস্তে শঙ্খ, দক্ষিণ অধোহস্তে চক্র, বাম ঊর্দ্ধ হস্তে গদা এবং বাম অধো-হস্তে পদ্ম, তাঁহার নাম প্রদ্যুম্ন। ৬।

দ্বিতীয় ষট্ক, বামদিকের ঊর্দ্ধ্ব হস্ত হইতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম গণনা আরম্ভ করিতে হইবে॥

বামাবর্ত্তে শঙ্খাদির গণনা করিলে বিষ্ণু হয় অর্থাৎ যাঁহার বাম ঊর্দ্ধ্ব হস্তে শঙ্খ, বাম অধোহস্তে চক্র, দক্ষিণ অধোহস্তে গদা এবং দক্ষিণ ঊর্দ্ধ হস্তে পদ্ম, তাঁহার নাম বিষ্ণু। ১। দক্ষিণাবর্ত্তে গণনা করিলে মাধব হয়। অর্থাৎ যাঁহার বাম ঊর্দ্ধ হস্তে শঙ্খ, দক্ষিণ ঊর্দ্ধ হস্তে চক্র, দক্ষিণ অধোহস্তে গদা এবং বাম অধোহস্তে পদ্ম তাঁহার নাম মাধব। ২। কোণ

* এই দামোদরমূর্ত্তির গণনা হরিভক্তিবিলাসে লিপিকর প্রমাদহেতু ভুল হইয়াছে, এতদ্দৃষ্টে চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যখণ্ডে ২০ পরিচ্ছেদে সেই রূপ ভ্রমসহিত পয়ার রচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ দেখিয়া তাহার শোধন করিতে হইবে॥

পুরুষোত্তমঃ। অধোক্ষজঃ। জনার্দ্দনঃ। ষট্‌কং তথৈব গণয়েৎ। বামাধস্তনস্থকরমারভ্য গোবিন্দঃ। ত্রিবিক্রমঃ।

হইতে কোণে আসিয়া তথা হইতে বাম গতিতে অনিরুদ্ধ হয় অর্থাৎ যাঁহার বাম ঊর্দ্ধহস্তে শঙ্খ, দক্ষিণ অধোহস্তে চক্র, দক্ষিণ ঊর্দ্ধহস্তে গদা এবং বাম অধোহস্তে পদ্ম, তাহার নাম অনিরুদ্ধ। ৩। কোণ হইতে আসিয়া দক্ষিণ গতিতে পুরুষোত্তম হয়, অর্থাৎ যাঁহার বাম ঊর্দ্ধহস্তে শঙ্খ, দক্ষিণ অধোহস্তে চক্র, বাম অধোহস্তে গদা এবং দক্ষিণ ঊর্দ্ধহস্তে পদ্ম, তাহার নাম পুরুষোত্তম। ৪। বামাবর্ত্তে আসিয়া কোণ হইতে কোণাকোণি গণনা করিলে অধোক্ষজ হয়। অর্থাৎ যাঁহার বাম ঊর্দ্ধহস্তে শঙ্খ, বাম অধোহস্তে চক্র, দক্ষিণ ঊর্দ্ধহস্তে গদা এবং দক্ষিণ অধোহস্তে পদ্ম, তাঁহার নাম অধোক্ষজ। ৫। দক্ষিণাবর্ত্তে আগমন করিয়া কোণ হইতে কোণাকোণি গণনা করিলে জনার্দ্দন হয়, অর্থাৎ যাঁহার বাম ঊর্দ্ধহস্তে শঙ্খ, দক্ষিণ ঊর্দ্ধহস্তে চক্র, বাম অধোহস্তে গদা এবং দক্ষিণ অধোহস্তে পদ্ম, তাঁহার নাম জনার্দ্দন ॥ ৬ ॥

তৃতীয় ষট্‌কে সেই রূপ গণনা করিবে ॥

অর্থাৎ বামদিকের অধস্তন কর হইতে আরম্ভ করিয়া শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম গণনা করিবে।

বামগতিতে শঙ্খাদির গণনা করিলে গোবিন্দ হয় অর্থাৎ যাঁহার বাম অধোহস্তে শঙ্খ, দক্ষিণ অধোহস্তে চক্র, দক্ষিণ ঊর্দ্ধহস্তে গদা এবং বাম ঊর্দ্ধহস্তে পদ্ম, তাঁহার নাম

শ্রীধরঃ। হৃষীকেশঃ। নৃসিংহঃ। অচ্যুতঃ। ষট্কং।
দক্ষিণাধস্তনমারভ্য বামনঃ　নারায়ং　পদ্মনাভঃ।

গোবিন্দ। ১। দক্ষিণদিক্ ক্রমে গণনা করিলে ত্রিবিক্রম হয়, অর্থাৎ যাঁহার বাম অধোহস্তে শঙ্খ, বাম ঊর্দ্ধহস্তে চক্র, দক্ষিণ ঊর্দ্ধহস্তে গদা এবং দক্ষিণ অধোহস্তে পদ্ম তাঁহার নাম ত্রিবিক্রম। ২। কোণাকোণি আসিয়া বামগতিতে শ্রীধর হয়, অর্থাৎ যাঁহার বাম অধোহস্তে শঙ্খ, দক্ষিণ ঊর্দ্ধহস্তে চক্র, বাম ঊর্দ্ধহস্তে গদা এবং দক্ষিণ অধোহস্তে পদ্ম, তাঁহার নাম শ্রীধর। ৩। কোণাকোণি আসিয়া দক্ষিণগতিতে হৃষীকেশ হয়, অর্থাৎ যাঁহার বাম অধোহস্তে শঙ্খ, দক্ষিণ ঊর্দ্ধহস্তে চক্র; দক্ষিণ অধোহস্তে গদা এবং বাম ঊর্দ্ধহস্তে পদ্ম, তাঁহার নাম হৃষীকেশ। ৪। বামাবর্ত্তে কোণাকোণি আসিয়া কোণ হইতে বামাবর্ত্তে গণনা করিলে নৃসিংহ হয় অর্থাৎ যাঁহার বাম অধোহস্তে শঙ্খ, দক্ষিণ অধোহস্তে চক্র, বাম ঊর্দ্ধ্বহস্তে গদা এবং দক্ষিণ ঊর্দ্ধ্বহস্তে চক্র, তাঁহার নাম নৃসিংহ। ৫। দক্ষিণাবর্ত্তে হইতে আসিয়া কোণ হইতে কোণাকোণি গণনা করিলে অচ্যুত হয়, অর্থাৎ যাঁহার বাম অধোহস্তে শঙ্খ, বাম ঊর্দ্ধ্বহস্তে চক্র, দক্ষিণ অধোহস্তে গদা এবং দক্ষিণ ঊর্দ্ধ্বহস্তে পদ্ম, তাঁহার নাম অচ্যুত ॥ ৬ ॥

চতুর্থ ষট্কে, দক্ষিণ অধোহস্ত হইতে আরম্ভ করিয়া শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম গণনা করিবে ॥

উপেন্দ্রঃ। হরিঃ। কৃষ্ণঃ। ইতি ষট্ কৃষ্ণ গণয়েৎ ॥ ২ ॥

দক্ষিণদিকের অধোহস্ত হইতে বামগতিতে বামন হয়, অর্থাৎ যাঁহার দক্ষিণ অধোহস্তে শঙ্খ, দক্ষিণ ঊর্দ্ধহস্তে চক্র, বাম ঊর্দ্ধহস্তে গদা এবং বাম অধোহস্তে পদ্ম তাঁহার নাম বামন। ১। দক্ষিণদিক্ ক্রমে গণনা করিলে নারায়ণ হয়, অর্থাৎ যাঁহার দক্ষিণ অধোহস্তে শঙ্খ, বাম অধোহস্তে চক্র, বাম ঊর্দ্ধহস্তে গদা এবং দক্ষিণ ঊর্দ্ধ্বহস্তে পদ্ম, তাঁহার নাম নারায়ণ। ২। কোণ হইতে কোণে আসিয়া তথা হইতে বামগতিতে পদ্মনাভ হয় অর্থাৎ যাঁহার দক্ষিণ অধোহস্তে শঙ্খ, বাম ঊর্দ্ধহস্তে চক্র, বাম অধোহস্তে গদা এবং দক্ষিণ ঊর্দ্ধহস্তে পদ্ম, তাঁহার নাম পদ্মনাভ।৩। কোণ হইতে কোণে দক্ষিণগতিতে উপেন্দ্র হয় অর্থাৎ যাঁহার দক্ষিণ অধোহস্তে শঙ্খ, বাম ঊর্দ্ধহস্তে চক্র, দক্ষিণ ঊর্দ্ধ্বহস্তে গদা এবং বাম অধোহস্তে পদ্ম তাঁহার নাম উপেন্দ্র হয়। ৪। বামাবর্ত্তে আসিয়া কোণ হইতে কোণাকোণি গণনা করিলে হরি হয়, অর্থাৎ দক্ষিণ অধোহস্তে শঙ্খ, দক্ষিণ ঊর্দ্ধহস্তে চক্র, দক্ষিণ বাম অধোহস্তে গদা এবং বাম ঊর্দ্ধ্বহস্তে পদ্ম, তাঁহার নাম হরি। ৫। দক্ষিণাবর্ত্তে আসিয়া কোণ হইতে কোণাকোণি গণনা করিলে কৃষ্ণ হয়, অর্থাৎ দক্ষিণ অধোহস্তে শঙ্খ, বাম অধোহস্তে চক্র, দক্ষিণ ঊর্দ্ধহস্তে গদা এবং বাম ঊর্দ্ধহস্তে পদ্ম, তাঁহার নাম কৃষ্ণ। এই ছয় গণনা করিবে। ৬ ॥ ২ ॥

তথাচোক্তমস্মজ্জনকৈঃ শ্রীরামাচার্য্যবর্য্যৈঃ।
সব্যাপসব্যৈর্গণয়েৎ পুনঃ কোণাত্তথৈব চ।
সব্যমেত্য পুনঃ কোণাদপসব্যস্তু কোণতঃ।
ইতি চতুর্ব্বিংশতিমূর্ত্তিসংগ্রহ একেন শ্লোকেন বিজ্ঞেয়ঃ॥৩॥
শালগ্রামশিলালক্ষণং তু স্কন্দপুরাণাদবগন্তব্যং।
তথাহি।
স্নিগ্ধা সিদ্ধিকরী মন্ত্রে কৃষ্ণা কীর্ত্তিং দদাতি চ।
পাণ্ডুরা পাপদহনী পীতা পুত্রফলপ্রদা।
নীলা সন্দিশতে লক্ষীমিত্যাদিবচনাদেতা অতিপ্রশস্তাঃ।

এইরূপ আমার জনক শ্রীরামাচার্য্যবর্য্য বলিয়াছেন॥

বাম দক্ষিণ হইতে গণনা করিবে, পুনর্ব্বার কোণ হইতে সেই প্রকার, বামদিকে আসিয়া এবং কোণ হইতে দক্ষিণ-দিকে গণনা করিবে। এই এক শ্লোক দ্বারা চতুর্বিংশতি মূর্ত্তিকে জানিতে হইবে॥ ৩॥

শালগ্রাম শিলার লক্ষণ স্কন্দপুরাণ হইতে অবগত হইবে॥

উক্ত বিষয়ের প্রমাণ যথা॥

স্নিগ্ধ অর্থাৎ চাকচিক্যশালিনী শিলা মন্ত্রসিদ্ধিকারিণী হয়েন, কৃষ্ণশিলা কীর্ত্তি দান করেন, পাণ্ডুরবর্ণা পাপনাশিনী ও পীতবর্ণা পুত্র ফলদায়িনী। নীলা লক্ষ্মীকে আদেশ করেন, ইত্যাদি বচন হেতু এই সকল শীলা অতি প্রশস্তা।

যত্তু নিন্দাবচনং।
রুক্ষা রোগপ্রদা নিত্যং রক্তা উদ্বেগদায়িনী।
স্থূলা নিহন্তি চৈবায়ুর্ব্বক্রা দারিদ্র্যদায়িকাঃ॥
কপিলা দদ্রুরা ভগ্নাবহুচক্রৈকচক্রিকা।
বৃহন্মুখী বৃহচ্চক্রা লগ্নচক্রাথবা পুনঃ।
বদ্ধচক্রাথ বা যা স্যাৎ ভগ্নচক্রা ত্বধোমুখী।
পূজয়েদযঃ প্রমাদেন দুঃখমেব লভেত স ইত্যাদি।
তৎ সকামার্চ্চনবিষয়মিত্যেকে। মুখ্যসম্ভববিষয়ম্বা। তদ-সম্ভবেতু রুক্ষাদ্যা অপি পূজ্যাঃ।
শালগ্রামশিলাপূজাং বিনা যোহশ্নাতি কিঞ্চন।
স চাণ্ডালাদিবিষ্ঠায়ামাকল্পং জায়তে কৃমিরিতি

রুক্ষাশীলা নিত্য রোগ প্রদান করেন, রক্তা উদ্বেগদায়িনী হয়েন। স্থূলা আয়ুকে নাশ করেন, বক্রা দারিদ্র্যদায়িনী হয়েন। কপিলা, দদ্রুরা, ভগ্না, বহুচক্রা, একচক্রা, বৃহ-ন্মুখী, বৃহচ্চক্রা, লগ্নচক্রা, বদ্ধচক্রা অথবা ভগ্নচক্রা ও অধোমুখী, যে ব্যক্তি প্রমাদ বশতঃ এই সকল শীলা পূজা করেন সে দুঃখ প্রাপ্ত হইবে ইত্যাদি যে নিন্দা বচন আছে, তাহা সকাম অর্চ্চন বিষয়ে, কোন কোন পণ্ডিত এই কথা বলিয়া থাকেন। অথবা মুখ্যসম্ভববিষয়, মুখ্যের অভাব হইলে রুক্ষাদিকেও পূজা করিবে॥

শালগ্রাম শিলাপূজাদি ব্যতিরেকে যে কিছু ভোজন করে, সে ব্যক্তি কল্পপর্য্যন্ত চণ্ডালাদির বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

পাদ্মে নিত্যত্বস্য ॥

খণ্ডিতং স্ফুটিতং ভগ্নং পার্শ্বে ভিন্নং বিভেদিতং ॥

শালগ্রামসমুদ্ভূতং শৈলং দোষাবহং নহি।

ইতি ব্রাহ্ম্যে দোষাভাবস্য চোক্তত্বাৎ।

গৃহি--যতি--বিষয়ত্বেনৈব বিরোধঃ পরিহর্ত্তব্য ইতি বদন্তোদেবপূজায়ামশক্তা নিষেধপক্ষৈকশরণা ইত্যুপেক্ষ-ণীয়াঃ ॥ ৪ ॥

অত্রাধিষ্ঠানে মূর্ত্তিবিশেষলক্ষণানি।

দ্বারদেশে সমে চক্রেদৃশ্যতে নান্তরীয়কে ॥

পদ্মপুরাণে এই নিত্যত্বের বিধান আছে ॥

অপর, খণ্ডিত, স্ফুটিত, ভগ্ন, পার্শ্বে ভিন্ন অথবা ভেদি-তই হউক শালগ্রাম স্থলীতে উৎপন্ন শিলায় কোন দোষ হইতে পারে না ॥

ব্রহ্মপুরাণে এই দোষের অভাব উক্ত হইয়াছে।

গৃহী ও যতিবিষয়ত্বহেতু বিরোধ পরিহার করা কর্ত্তব্য এই বলিয়া দেবপূজায় অশক্ত এবং নিষেধ পক্ষেরই একমাত্রাশ্রিত ব্যক্তিদিগকে উপেক্ষা করিবে ॥ ৪ ॥

এই অধিষ্ঠানে অর্থাৎ শালগ্রামে
মূর্ত্তি বিশেষের লক্ষণ যথা ॥

যে শিলার দ্বারদেশে দুইটী সমান চক্র, নিতান্ত মধ্য-দেশে অবস্থিত নহে, আর যাহা দেখিতে শুক্লবর্ণ ও অতি

বাসুদেবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ শুক্লাভশ্চাতিশোভনঃ ॥ ৫ ॥
দ্বৌ চক্রাবেকলগ্নৌ তু পূর্ব্বভাগশ্চ পুষ্কলঃ।
সঙ্কর্ষণঃ স বিজ্ঞেয়ো রক্তাভশ্চ স্বতেজসা ॥ ৬ ॥
প্রদ্যুম্নঃ সূক্ষ্মচক্রস্তু পীতদীপ্তিস্তথৈব চ।
শুষিরং ছিদ্রবহুলং দীর্ঘাকারস্তু তদ্ভবেৎ ॥ ৭ ॥
অনিরুদ্ধস্তু নীলাভং বর্ত্তুলং চাতিশোভনং।
রেখাত্রয়ং তথা দ্বারে পৃষ্ঠে পদ্মস্তু লাঞ্ছিতং ॥ ৮ ॥
সৌভাগ্যং কেশবো দদ্যাচ্চতুষ্কোণো ভবেত্তু যঃ ॥৯ ॥
শ্যামং নারায়ণং বিদ্যান্নাভিচক্রং তথোন্নতং।

মনোহর তাঁহার নাম বাসুদেব ॥ ৫ ॥

যাঁহার দুইটী চক্র একভাগে সংযুক্ত কিন্তু অগ্রভাগে পৃথক্ পরিপুষ্ট এবং যাহা রক্তবর্ণ ও সাতিশয় শোভাশালী, তাঁহার নাম সঙ্কর্ষণ ॥ ৬ ॥

প্রদ্যুম্নের চক্র সূক্ষ্ম এবং পীত বর্ণ। উহাঁর মুখছিদ্র, দীর্ঘ এবং সেই ছিদ্রের অভ্যন্তরে অনেক ছিদ্র ॥ ৭ ॥

অনিরুদ্ধের বর্ণ নীল, আকার বর্ত্তুলের সদৃশ, দেখিতে অতি সুন্দর, উহাঁর মুখদ্বারে তিনটী রেখা এবং পৃষ্ঠ পদ্ম-দ্বারা চিহ্নিত ॥ ৮ ॥

যিনি চতুষ্কোণ, তাঁহার নাম কেশব, তিনি সৌভাগ্য দান করেন ॥ ৯ ॥

যিনি শ্যামবর্ণ, তাঁহার নাম নারায়ণ, নারায়ণের নাভি-

দীর্ঘরেখা সমোপেতং দক্ষিণে শুষিরং পৃথক্॥ ১০ ॥
ঊর্দ্ধং মুখং বিজানীয়াৎ দ্বারেচ হরিরূপিণং।
কামদং মোক্ষদঞ্চৈব অর্থদঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ১১ ॥
পরমেষ্ঠী লোহিতাভশ্চক্রমেকং তথাম্বুজং।
বিম্বাকৃতি স্তথা রেখা শুষিরঞ্চাতিপুষ্কলং ॥ ১২ ॥
কৃষ্ণবর্ণং তথা বিষ্ণুং স্থূলে চক্রে সুশোভনে।
গদাকারা তথা রেখা লাঞ্ছনং মধ্যদেশতঃ।
লাঞ্ছনঞ্চাত্র পীতবর্ণং ॥ ১৩ ॥
বৈকুণ্ঠোঽরুণরত্নাভশ্চক্রমেকং তথাম্বুজং।
দ্বারোপরি তথা রেখা ধ্বজাকারা সুশোভনা ॥

চক্র উন্নত, রেখা দীর্ঘ, দক্ষিণভাগে বিস্তৃত মুখছিদ্র ॥ ১০ ॥

যাঁহার বিবরদ্বার ঊর্দ্ধমুখ, তাঁহার নাম হরি। হরি অভীষ্ট ও মুক্তি এবং বিশেষতঃ অর্থদান করেন ॥ ১১ ॥

যাঁহার বর্ণ লোহিত এবং যাঁহার পদ্ম ও চক্র আছে, তাঁহার নাম পরমেষ্ঠি, পরমেষ্ঠির আকার বিম্বের সদৃশ, ইহাঁর পৃষ্ঠভাগে স্পষ্টরূপে প্রকাশমান মুখছিদ্র আছে ॥১২॥

বিষ্ণু কৃষ্ণবর্ণ, ইনি দেখিতে অতিসুন্দর এবং ইহাঁর দুইটী স্থূলচক্র ও মধ্যদেশ হইতে পীতবর্ণ গদাকার রেখা লাঞ্ছিত ॥

লাঞ্ছন শব্দের অর্থ এখানে পীতবর্ণ ॥ ১৩ ॥

যাঁহার বর্ণ অরুণ রত্নের ন্যায়, যাঁহাতে একটী চক্র ও একটী পদ্ম এবং যাঁহার মুখের উপরে ধ্বজাকার সুশোভন

চক্রমেকমধঃ তথা অম্বুজং রেখাময়ং। তালুবিপরীতং চেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

নানাবর্ণমনন্তঃ স্যান্নাগভোগেন চিহ্নিতং।

শিরসীতি শেষঃ ॥

অনেকমূর্ত্তিসংযুক্তং সর্ব্বকামফলপ্রদং ॥ ১৫ ॥

বিদিক্ষু দিক্ষু সর্ব্বাসু যস্যোর্দ্ধং দৃশ্যতে মুখং ॥

স দেবদেবো বিজ্ঞেয়ঃ সুখদঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৬ ॥

অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতির্দ্দেবো হৃষীকেশ উদাহৃতঃ।

শ্রীধরস্তু তথা দেবং চিহ্নিতং বনমালয়া।

পরিত ইত্যর্থঃ।

রেখা আছে, তাঁহার নাম বৈকুণ্ঠ ॥

চক্র একটী, নিম্নদিকে রেখাময় পদ্ম এবং তালু বিপরীত এই অর্থ ॥ ১৪ ॥

অনন্তের বর্ণ নানাবিধ, তাহাতে সর্পদেহের চিহ্ন, এই চিহ্ন মস্তকে হইলে তাঁহার নাম শেষ হয়। অনন্ত অনেক মূর্ত্তি সংযুক্ত এবং ইনি সমুদায় অভিলষিত ফল দান করেন ॥ ১৫ ॥

যাঁহার সকল দিক্ বিদিকে ঊর্দ্ধদিকে মুখ দেখা যায়, তাঁহাকে দেবদেব পুরুষোত্তম জানিতে হইবে, ইনি সকল সুখ প্রদান করেন ॥ ১৬ ॥

যাঁহার আকৃতি অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায়, তাঁহার নাম হৃষীকেশ। যে দেব বনমালায় চিহ্নিত তাঁহার নাম শ্রীধর। এই চিহ্ন

কদম্বকুসুমাকারং রেখাপঞ্চকসংযুতং।
কদম্বকুসুমাকারং বর্ত্তুলমিত্যর্থঃ।
অত্র সর্ব্বত্ররেখাযুক্তত্বং দ্বারোপরি জ্ঞেয়ং।
দ্বারোপরি তথা রেখা। রেখাদ্বয়ঞ্চ তদ্দ্বারে ইতি তত্র
তত্র বিশেষাভিধানাৎ ॥ ১৭ ॥
মৎস্যরূপস্তু দেবেশং দীর্ঘাকারস্তু তদ্ভবেৎ ॥
বিন্দুত্রয়সমাযুক্তং কাংস্যবর্ণং সুশোভনং।
যত্র কুত্রাপি বিন্দবঃ বিন্দবশ্চাত্র সৌবর্ণাঃ ॥ ১৮ ॥
হয়গ্রীবাঙ্কুশাকারো রেখাপঞ্চ ভবন্তি হি।
বহুবিন্দুসমাযুক্তো দৃশ্যতে নীলরূপকঃ।

সকলদিকে জানিতে হইবে। তাঁহার আকার কদম্বকুসুমের ন্যায় এবং পঞ্চরেখা সংযুক্ত। কদম্ব কুসুমের ন্যায় বর্ত্তুল, তাহাতে সকল স্থানে রেখাযুক্ত, এই রেখা দ্বারের উপরে জানিতে হইবে। "দ্বারোপরি তথা রেখা" ইহার অর্থ তাঁহার দ্বারে দুইটী রেখা, সেই সেই স্থানে বিশেষ উল্লেখ আছে ॥ ১৭ ॥

যাহা দীর্ঘাকার, যাহা বিন্দুত্রয় সংযুক্ত, যাহা কাংস্যবর্ণ ও অতিসুন্দর, তাঁহার নাম মৎস্য ॥

ইহাঁর যে কোন স্থানে বিন্দু থাকিবে, বিন্দু এস্থলে সুবর্ণের জানিতে হইবে ॥ ১৮ ॥

হয়গ্রীব অঙ্কুশাকার তাঁহাতে পাঁচটী রেখা থাকে। তিনি বহু বিন্দুযুক্ত ও নীলবর্ণ দৃষ্ট হয়েন। অথবা, যাঁহার

অথবা। অশ্বাকৃতিমুখং যস্য সাক্ষমালঃ সপুস্তকঃ।
লাঞ্ছনেন॥
পদ্মাকৃতি র্ভবেদ্বাপি হয়গ্রীবস্ততো ভবেৎ॥ ১৯॥
কূর্ম্মস্তথোন্নতঃ পৃষ্ঠে বর্ত্তুলাবর্ত্তপূরিতঃ। পৃষ্ঠ এব।
কৌস্তুভবর্ণমাখ্যাতং হরিতং বা মনোরমং॥ ২০॥
বারাহং শক্তিলিঙ্গে চ চক্রে চ বিষমে স্মৃতে।
ইন্দ্রনীলনিভং স্থূলং ত্রিরেখালাঞ্ছিতং শুভং॥ ২১॥
বামপার্শ্বে সমে চক্রে কৃষ্ণবর্ণঃ সবিন্দুকঃ।
লক্ষ্মীনৃসিংহ আখ্যাতো ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ॥ ২২॥
কপিলো নারসিংহোঽথ পৃথক্ চক্রে সুশোভনে।

মুখ অশ্বাকৃতি, যিনি অক্ষমালা ও পুস্তক চিহ্নে চিহ্নিত এবং যিনি পদ্মাকৃতি, তিনি হয়গ্রীব হয়েন॥ ১৯॥

যাঁহার পৃষ্ঠভাগ উন্নত, যিনি বর্ত্তুলাকার আবর্ত্তে পরিপূরিত অর্থাৎ পৃষ্ঠ বর্ত্তুলাকার, যিনি কৌস্তুভবর্ণে বিখ্যাত অথবা মনোরম হরিতবর্ণ, তাঁহার নাম কূর্ম্ম॥ ২০॥

যে শিলায় দুইটী শক্তিচিহ্ন এবং দুইটী বিষম চক্র থাকে, যাঁহার বর্ণ ইন্দ্রনীলমণি বর্ণের তুল্য, যাহা স্থূল, ও যাহাতে তিনটী রেখা থাকে এবং যাহা দেখিতে অতি সুন্দর, তাঁহার নাম বরাহ॥ ২১॥

যাঁহার বামভাগে দুইটী সমান চক্র ও বর্ণ কৃষ্ণ এবং যাঁহাতে বিন্দু চিহ্ন আছে, তাঁহার নাম লক্ষ্মীনৃসিংহ, ইনি ভোগফল ও মুক্তি ফল প্রদান করেন॥ ২২॥

কপিল ও নরসিংহের দুইটী পৃথক্ পৃথক্ শোভন চক্র

ব্রহ্মচার্য্যধিকারী স্যান্নান্যথা পূজনং ভবেৎ।
নরসিংহস্ত্রিবিন্দুঃ স্যাৎ কপিলঃ পঞ্চবিন্দুকঃ।
ব্রহ্মচর্য্যেণ পূজ্যঃ স্যাৎ অন্যথা সর্ব্ববিঘ্নদঃ ॥ ২৩ ॥
স্থূলং চক্রং দ্বয়ং মধ্যে গুড়লাক্ষাভবর্ণকং।
দ্বারোপরি তথা রেখা নৃসিংহো যোগসংজ্ঞকঃ ॥ ২৪ ॥
বর্ত্তুলং বামনং প্রোক্তমতিহ্রস্বং মনোরমং।
অতসীপুষ্পসঙ্কাশং বিন্দুনোপরিভূষিতং।
যদ্বা।
বামনাখ্যো ভবেদ্দেবোহ্রস্বো যশ্চাসিতদ্যুতিঃ।

আছে। ব্রহ্মচারী ব্যক্তিই ইহাঁদিগের পূজায় অধিকারী, অন্যপ্রকারে তাঁহাদিগের পূজা হয় না ॥

নরসিংহের তিনবিন্দু এবং কপিলের পাঁচ বিন্দু থাকে, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া ইহাঁদিগের পূজা করিতে হয়, তাহা না করিলে ইহাঁরা সর্ব্ব প্রকারে বিঘ্ন করেন ॥ ২৩ ॥

যাঁহার মুখের বিবরে দুইটী স্থূলচক্র, বর্ণ গুড় ও লাক্ষার সমান তথা মুখ দ্বারের উপরিভাগে রেখা হইলে তিনি যোগ সংজ্ঞক নৃসিংহ হয়েন ॥ ২৪ ॥

যিনি বর্ত্তুল অতি হ্রস্ব, মনোহর, অতসী কুসুমের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট ও বিন্দু দ্বারা সর্ব্বতোভাবে শোভিত তাঁহাকে বামন বলে ॥

অথবা। যিনি খর্ব্বাকৃতি, যাঁহার মহতী কান্তি এবং

ঊর্দ্ধচক্রস্ত্বধশ্চক্রঃ সোঽভীষ্টার্থপ্রদোঽর্চ্চিতঃ ॥ ২৫ ॥
ত্রিবিক্রমস্তথা দেবঃ শ্যামবর্ণো মহাদ্যুতিঃ।
বামপার্শ্বে স্থিতে চক্রে রেখা চৈবতু দক্ষিণে ॥ ২৬ ॥
প্রদক্ষিণাবর্ত্তকৃতবনমালাবিভূষিতঃ।
যা শিলা কৃষ্ণসংজ্ঞা সা ধনধান্যসুখপ্রদা ॥ ২৭ ॥
স্থূলো দামোদরো জ্ঞেয়ঃ সূক্ষ্মচক্রো ভবেত্তু যঃ।
চক্রেতু মধ্যদেশস্থে পূজিতঃ সুখদঃ সদা ॥ ২৮ ॥
চতস্রো যত্র দৃশ্যন্তে রেখাঃ পার্শ্বসমীপগাঃ।
দ্বে চক্রে মধ্যদেশে তু সা শিলা স্যাচ্চতুর্ম্মুখী ॥ ২৯ ॥

যাঁহার ঊর্দ্ধ ও নিম্নভাগে চক্র, তিনি বামন, অর্চ্চনা করিলে বামন অভীষ্ট ফলপ্রদান করেন ॥ ২৫ ॥

ত্রিবিক্রম শ্যামবর্ণ, তাঁহার কান্তি মহতী, বামপার্শ্বে দুই চক্র এবং দক্ষিণপার্শ্বে এক রেখা ॥ ২৬ ॥

যে শিলায় দক্ষিণাবর্ত্তকৃত বনমালার শোভন চিহ্ন থাকে, তাঁহার নাম কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ধন, ধান্য ও সুখ প্রদান করেন ॥ ২৭ ॥

দামোদর স্থূল, তাঁহার চক্র সূক্ষ্ম এবং তাঁহার মধ্য-ভাগে দুই চক্র, পূজা করিলে দামোদর সর্ব্বদা সুখ প্রদান করেন ॥ ২৮ ॥

যে শিলায় চারিটী রেখা পরস্পর নিকটস্থ দেখা যায় এবং যাঁহার মধ্যভাগে দুই চক্র, তাঁহার নাম চতুর্ম্মুখ ॥২৯॥

এতল্লক্ষণ লক্ষিতাঃ শ্রীশালগ্রামশিলাঃ প্রশস্তাঃ পূজ্যাঃ ।
তত্রাপি সূক্ষ্মাস্ত্বতিপ্রশস্তাঃ ॥
যথা যথা শিলা সূক্ষ্মা স্যাত্তথৈব মহৎ ফলং ।
তস্যামেব সদা ব্রহ্মন্ শ্রিয়া সহ বসাম্যহং ।
ইতি ব্রাহ্ম্যে ভগবতোক্তত্বাৎ ॥ ৩০ ॥
তাশ্চ দ্বাদশ পূজয়েৎ । তথাচ পাদ্মে বিকুণ্ডলং প্রতি [ত্তঃ ।
শিলা দ্বাদশভো বৈশ্য শালগ্রামসমুদ্ভবাঃ ।
বিধিবৎ পূজিতা যেন তস্য পুণ্যং বদামি তে ॥
কোটিদ্বাদশলিঙ্গৈস্তু পূজিতৈঃ স্বর্ণপঙ্কজৈঃ ।
যৎ স্যাৎ দ্বাদশকল্পৈস্তু দিনেনৈকেন তদ্ভবেৎ ॥ ইতি ।

এই সকল লক্ষণলক্ষিত শালগ্রাম শিলা প্রশস্ত ও পূজ্য । তন্মধ্যেও সূক্ষ্মশিলা অতি প্রশস্ত । যেমন যেমন শিলা সূক্ষ্ম হয়, তেমনি তাহাতে মহৎফল হইয়া থাকে । হে ব্রহ্মন্ ! সেই শিলাতেই আমি লক্ষ্মীর সহিত বাস করি । ব্রহ্মপুরাণে ভগবানের এই উক্তি আছে ॥ ৩০ ॥

ঐ শিলা দ্বাদশটী পূজা করিবে ॥

পদ্মপুরাণে মাঘমাহাত্ম্যে দেবদূত বিকুণ্ডল সম্বাদে যথা ॥

হে বৈশ্য ! যিনি বিধি অনুসারে দ্বাদশ শিলার অর্চ্চনা করিয়াছেন, তাঁহার পুণ্যের কথা তোমাকে বলি । দ্বাদশকোটি শিবলিঙ্গ দ্বাদশ কল্পকাল স্বর্ণপদ্ম দ্বারা পূজা করিলে যে ফল হয়, একদিন মাত্র শালগ্রাম শিলার পূজায় সেই ফল হইয়া থাকে ॥

শতপূজা তু মহাফলা ॥
যঃ পুনঃ পূজয়েদ্ভক্ত্যা শালগ্রামশিলাশতং।
উষিত্বা স হরের্লোকে চক্রবর্ত্তীহ জায়তে।
ইতি তেনৈবোক্তত্বাৎ ॥ ৩১ ॥

শালগ্রামশিলাসন্নিধানে চ শ্রাদ্ধ-দান-হোমাদীনি বিধেয়ানি॥
শালগ্রামশিলায়াস্তু যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ।
পিতরস্তস্য তিষ্ঠন্তি তৃপ্তাঃ কল্পশতং দিবি ॥ ইতি ॥
শালগ্রামশিলায়াস্ত্বিতি সামীপ্যে সপ্তমী।
তথা।
শালগ্রামশিলা যত্র তত্তীর্থং যোজনত্রয়ং।

একশত শালগ্রাম শিলার পূজায় মহাফল হয় ॥

আর যিনি ভক্তিসহকারে একশত শালগ্রাম শিলার পূজা করেন, তিনি বিষ্ণুলোকে বাস করিয়া পরে চক্রবর্ত্তি রাজা হয়েন ॥

এই বিষয় দেবদূতই বলিয়াছেন ॥ ৩১ ॥

শালগ্রাম শিলাসন্নিধানে শ্রাদ্ধ দান ও হোমাদি করা বিধেয় ॥

শালগ্রাম শিলার সন্নিধানে যিনি শ্রাদ্ধ করেন তাঁহার পিতৃলোক তৃপ্ত হইয়া শতকল্প স্বর্গে বাস করেন ॥

"শালগ্রামশিলায়াস্তু" ইহাতে সামীপ্য অর্থে সপ্তমী বিভক্তি হইয়াছে। তথা। যে স্থানে শালগ্রাম শিলা অবস্থিতি করেন, তথায় তিন যোজন স্থান তীর্থ হয়, সেই

তত্র দানঞ্চ হোমশ্চ সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ ॥
ইতি বচনাৎ ॥ ৩২ ॥
শালগ্রামশিলাং সৎপাত্রে দদ্যাৎ।
তথাচ পাদ্মে।
শালগ্রামশিলাচক্রং যো দদ্যাদ্দানমুত্তমং।
ভূচক্রং তেন দত্তং স্যাৎ সশৈলবনকাননমিতি ॥ ৩৩ ॥
ক্রয়বিক্রয়ৌ বাস্যাঃ সর্ব্বথা বর্জ্জয়েৎ।
শালগ্রামশিলায়াং যো মূল্যমুৎপাদয়েন্নরঃ।
বিক্রেতা বানুমন্তা চ যঃ পরীক্ষ্যানুমোদয়েৎ।
সর্ব্বে তে নরকং যান্তি যাবদাভূতসংপ্লবং ॥

স্থানে দান ও হোম করিলে সমস্ত কোটিগুণ হইয়া থাকে। এই বচন আছে ॥ ৩২ ॥

শালগ্রামশিলা সৎপাত্রে দান করিবে ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ পদ্মপুরাণে যথা ॥

শালগ্রামশিলাচক্র সকলদানের মধ্যে উত্তম দান, যে ব্যক্তি এই শালগ্রামশিলাচক্র দান করেন, তাঁহার শৈল-বন ও কাননের সহিত ভূমণ্ডল দান করা হইয়াছে ॥ ৩৩ ॥

শালগ্রামশিলার ক্রয় বিক্রয় সর্ব্বপ্রকারে বর্জন করিবে ॥

যে ব্যক্তি শালগ্রামশিলার মূল্য করে, যে বিক্রয় করে, যে মূল্যকরণে সম্মতি দেয় এবং যে শিলার গুণ দোষ পরীক্ষা করে, তাহারা সকলেই, যত দিন মহাপ্রলয় না হয়, তত দিন নরকে বাস করে ॥

ইতি তত্রৈবোক্তত্বাৎ ॥ ৩৪ ॥

মরণঞ্চৈতৎসমীপে কাশীতুল্যং ॥

অত আহ দেবদূতঃ।

শালগ্রামসমীপে তু ক্রোশমাত্রং সমন্ততঃ।

কীকটেঽপি মৃতো যাতি বৈকুণ্ঠভবনং নরঃ ॥ ইতি ॥৩৫॥

অতঃ শালগ্রামশিলাপ্রাণবদ্বৈষ্ণবৈঃ সন্ধার্য্যা।

সাচ দ্বারকাচক্রাঙ্কিতোঽপেতৈব পূজ্যা, ন কেবলা ॥

শালগ্রামোদ্ভবো দেবো দেবো দ্বারবতীভবঃ।

উভয়োঃ সঙ্গমো যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ।

ইতি প্রহ্লাদসংহিতায়ামভিধানাৎ ॥ ৩৬ ॥

ইহা সেই স্থানেই কথিত হইয়াছে ॥ ৩৪ ॥

শালগ্রাম সমীপে মরণও কাশীতে মরণের তুল্য হয় ॥

অতএব দেবদূত কহিতেছেন ॥

শালগ্রাম সন্নিকটে একক্রোশের মধ্যে মরিলে কীকট-দেশ জাত মনুষ্যও বৈকুণ্ঠধামে গমন করে ॥ ৩৫ ॥

বৈষ্ণবগণ শালগ্রাম শিলাকে প্রাণতুল্য ধারণ করিবেন। সেই শালগ্রামশিলা দ্বারকাচক্রাঙ্কিত শিলার সহিতই পূজনীয় হয়েন, কেবল শালগ্রামশিলার পূজা হয় না ॥

শালগ্রামোৎপন্ন দেব এবং দ্বারবতীসমুৎপন্ন দেব, যে স্থানে এই দুইয়ের সম্মিলন আছে, সেই স্থানেই হরি সন্নিহিত থাকেন। প্রহ্লাদসংহিতাতে এই কথার উল্লেখ আছে ॥ ৩৬ ॥

চক্রাঙ্কলক্ষণঞ্চ তত্ৰৈবোক্তং ॥
একাৎ সুদর্শনো দ্বাভ্যাং লক্ষ্মীনারায়ণঃ স্মৃতঃ
ত্রিভিস্ত্রিবিক্রমো নাম চতুর্ভিস্তু জনার্দ্দনঃ।
পঞ্চভির্ব্বাসুদেবস্তু ষড়্ভিঃ প্রদ্যুম্ন উচ্যতে।
সপ্তভির্ব্বলদেবস্তু অষ্টভিঃ পুরুষোত্তমঃ।
নবভিস্তু নবব্যূহো দশভির্দ্দশমূর্ত্তিকঃ।
একাদশৈশ্চানিরুদ্ধো দ্বাদশৈর্দ্বাদশাত্মকঃ।
অন্যেষু বহুচক্রেষু অনন্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৭
অপূজ্যাস্তু ॥
কৃষ্ণা মৃত্যুপ্রদা নিত্যং কপিলা চ ভয়াবহা।

চক্রাঙ্ক লক্ষণ সেই স্থানেই উক্ত হইয়াছে যথা ॥

যিনি একচক্র তিনি সুদর্শন, যাঁহার দুই চক্র তাঁহার নাম লক্ষ্মীনারায়ণ, তিন চক্রাঙ্কিতের নাম ত্রিবিক্রম, চারিচক্রাঙ্কিতের নাম জনার্দ্দন, পঞ্চচক্রাঙ্কিতের নাম বাসুদেব, ষট্চক্রাঙ্কিতের নাম প্রদ্যুম্ন, সপ্তচক্র বলদেব, অষ্টচক্র পুরুষোত্তম, নবচক্র নবব্যূহ, দশচক্র দশমূর্ত্তি, একাদশচক্রাঙ্কিত শিলার নাম অনিরুদ্ধ। দ্বাদশচক্রের নাম দ্বাদশাত্মক, যাঁহার ইহা অপেক্ষা অধিকচক্র, তাঁহাকে অনন্ত বলিয়া কীর্ত্তন করা যায় ॥ ৩৭ ॥

দ্বারাবতীশিলার অপূজ্যত্ব যথা ॥

কৃষ্ণবর্ণ মৃত্যু প্রদান করেন, কপিলবর্ণ সর্ব্বদা ভয়প্রদ

রোগার্ত্তিং কর্ব্বুরা দদ্যাৎ পীতা বিত্তপ্রণাশিনী॥
ধূম্রাভা পুত্রনাশায় ভগ্না ভার্য্যা-বিনাশিকা॥
সচ্ছিদ্রা চ ত্রিকোণা চ তথা বিষমচক্রিকা।
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি র্যা চ পূজ্যাস্তা ন ভবন্তি হি॥ ইতি॥ ৩৮॥
অতশ্চক্রাঙ্কোপেতাশালগ্রামশিলৈব মুখ্যং পূজাস্থানং।
শিবনাভশিলা তু হরিহরয়োরধিষ্ঠানং॥
শালগ্রামশিলালিঙ্গে নিত্যং সন্নিহিতো হরিরিতি পাদ্মে-ঽভিধানাৎ॥ ৩৯॥
তথা স্কান্দে শিববাক্যং॥
শালগ্রামশিলালিঙ্গে যঃ করোতি মমার্চ্চনং।

হয়েন। কর্ব্বুর অর্থাৎ নানাবর্ণ রোগ জন্য যাতনা দেন, পীতবর্ণ ধন নাশ করেন, ধূম্রবর্ণ পুত্র নাশ এবং ভগ্নশিলা ভার্য্যানাশ করিয়া থাকেন, যাহাতে ছিদ্র আছে, যাহা ত্রিকোণ, যাহার চক্র বিষম ও যাঁহার আকৃতি অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায়, এরূপ শিলার কদাচ পূজা করিবে না॥ ৩৮॥

অতএব চক্রাঙ্কযুক্ত শালগ্রাম শিলাই মুখ্যপূজার স্থান। শিবনাভ শিলা হরি ও হরের অধিষ্ঠান স্বরূপ। শালগ্রাম-শিলালিঙ্গে হরি সর্ব্বদা সন্নিহিত আছেন। পদ্মপুরাণে এই উল্লেখ আছে॥ ৩৯॥

স্কন্দপুরাণে শিববাক্য যথা॥

শিব কহিলেন, শালগ্রাম শিলালিঙ্গে যে আমার অর্চ্চনা

তেনার্চ্চিতঃ কার্ত্তিকেয় যুগানামেকসপ্ততিরিতি ॥ ৪০ ॥
নচাত্র নৈবেদ্যাদেরগ্রাহ্যত্বং।
অনর্হং মম নৈবেদ্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলং।
শালগ্রামশিলালিঙ্গে সর্ব্বং যাতি পবিত্রতামিতি তেনৈ-
বোক্তত্বাৎ ॥ ৪১ ॥
নাত্র প্রতিষ্ঠাপ্রয়াসঃ ॥
শালগ্রামশিলায়াস্তু প্রতিষ্ঠানৈব দৃশ্যতে।
মহাপূজাস্তু কৃত্বাদৌ পূজয়েত্তাং সদা বুধঃ ॥
ইতি স্কান্দেঽভিধানাৎ।
সুবর্ণাদি প্রতিমায়াস্তু প্রতিষ্ঠয়ৈব ভগবদাবির্ভাবাৎ

করে, হে কার্ত্তিকেয়! সে ব্যক্তি এক সপ্ততিযুগ আমাকে পূজা করিয়াছে ॥ ৪০ ॥

এস্থলে নৈবেদ্যাদির অগ্রাহ্যত্ব নাই ॥

শিব কহিলেন, আমার নৈবেদ্য পত্র, পুষ্প, ফল ও জল প্রভৃতি সমুদায়ই অগ্রাহ্য, কিন্তু তৎ সমুদায় যদি শালগ্রাম শিলালিঙ্গে অর্পিত হয়, তাহা হইলে সমুদায় পবিত্রতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

শালগ্রামশিলার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে প্রয়াস করিতে নাই ॥

শালগ্রামশিলার প্রতিষ্ঠা নাই, সর্ব্বাগ্রে মহাপূজা করিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি পরে ঐ শিলাই পূজা করিবেন। স্কন্ধপুরাণে এই বিধান আছে ॥

স্বর্ণাদি প্রতিমাতে প্রতিষ্ঠা দ্বারা আবির্ভাব হেতু যথা-

বিধিতঃ প্রতিষ্ঠা কর্ত্তব্যা ॥ ৪২ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমৎপরমবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাচার্য্য শ্রীরামাচার্য্যবর্য্যসুত শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্য বিনির্ম্মিতায়াং শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতৌ শ্রীনৃসিংহপরিচর্য্যায়াং অষ্টমঃ পটলঃ ॥ * ॥

বিধি প্রতিষ্ঠা করিবে ॥ ৪২ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমৎপরমবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাচার্য্যশ্রীরামাচার্য্যবর্য্যসুতশ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যবিনির্ম্মিতায়াং শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতৌ শ্রীনৃসিংহপরিচর্য্যায়াং শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নানুবাদিতায়াং অষ্টমঃ পটলঃ ॥ * ॥ ৮ ॥ * ॥

নবমঃ পটলং।

এবং তাবদ্গৃহীতদীক্ষস্যানুষ্ঠেয়া ধর্ম্মা নিরূপিতাঃ। পূজাস্থানঞ্চ নির্ণীতং॥

অধুনা পূজাপ্রকারং বক্তুং শয্যোত্থানাদারভ্য বৈষ্ণবস্য কৃত্যবিশেষঃ প্রপঞ্চ্যতে॥ ১॥

তচ্চ ব্রাহ্ম্যে মুহূর্ত্তে উত্থায় যথাবিধি কৃতমলোৎসর্গঃ শৌচাঙ্ঘ্রি করবদন---প্রক্ষালন--দন্তধাবন---গণ্ডূষাচমনানি বিধায় দেবাগারে উপবিশ্য ঘণ্টাদিঘোষপূর্ব্বং বেদ-স্তুত্যা দেবং প্রবোধ্য নীরাজ্য সোহসাবদব্রেতি ভগব-

এই প্রকার বিষ্ণুদীক্ষা গৃহীত ব্যক্তির অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম নিরূপিত হইল এবং পূজাস্থানও বিস্তৃত করা হইল। এক্ষণে পূজার প্রকার বলিবার নিমিত্ত শয্যোত্থানকে আরম্ভ করিয়া বৈষ্ণবের কৃত্য বিশেষ বিস্তার করা হইতেছে॥ ১॥

সেই কৃত্য যথা—বৈষ্ণব ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্তে উত্থিত হইয়া যথাবিধি মলত্যাগ করিয়া শৌচ-চরণ-বদন-প্রক্ষালন-দন্ত-ধাবন-গণ্ডূষ ও আচমন বিধান পুরঃসর দেবমন্দিরে উপবেশন করত ঘণ্টাদিধ্বনি পূর্ব্বক বেদস্তুতি দ্বারা দেবকে প্রবোধ ও নীরাজন (আরাত্রিক) করিয়া "সোসাবদব্ভ্র করুণঃ" ইত্যাদি ৩ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ের ব্রহ্মস্তবের শ্লোক দ্বারা ভগ-

দনুগ্রহমাশাস্য ॥
দেব প্রপন্নার্ত্তিহর প্রসাদং কুরু কেশব।
অবলোকনদানেন ভূয়ো মাং পাবয়াব্যয়।
নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহং।
তেষু তেম্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি।
যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েম্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু।
অবিনয়মপনয় বিষ্ণো দময় মনঃ শময় বিষয়-রস-তৃষ্ণাং।

বানের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া পাঠ করিবে যথা—হে দেব! হে প্রপন্ন-ভয়ভঞ্জন! হে কেশব! আমার প্রতি অনুগ্রহ বিস্তার করুন। হে অচ্যুত! পুনরায় অবলোকন দ্বারা আমাকে পবিত্রিত করুন ॥

হে নাথ! হে অচ্যুত! আমি সহস্রযোনির মধ্যে যে যে স্থানে জন্মগ্রহণ করিব, সেই সেই জন্মে যেন আপনাতে আমার অচলা ভক্তি থাকে ॥

বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের প্রীতি কেবল বিষয়েই সম্বদ্ধ থাকে কিন্তু আপনাকে স্মরণ করিয়া আমার অন্তঃকরণে যে প্রীতির উদয় হইল, ইহা যেন মদীয় চিত্ত হইতে কখন অপগত না হয় ॥

হে বিষ্ণো! আমার অবিনয় অপনয়ন করুন, তথা মনের দমন ও বিষয় রসের তৃষ্ণা শমন করুন। প্রাণিমাত্রে

ভূতদয়াং বিস্তারয় তারয় সংসারসাগরত ইতি দেবমভ্যর্থ্য।
ত্রৈলোক্য চৈতন্যময়াদিদেব শ্রীনাথবিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে।
জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তি র্জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ।
নৃসিংহদেবেন হৃদিস্থিতেন যথানিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।
স্থিতিঃ সেবাগতি র্যাত্রা স্মৃতিশ্চিন্তাস্তুতির্বচঃ।
ভূয়াৎ সর্ব্বাত্মনা বিষ্ণোর্মদীয়ং ত্বয়ি চেষ্টিতং।
ইতি চেতসা পরিভাব্য ॥
প্রাতঃস্মরামীতি স্তোত্রং মৃদ্বষ্টকং সহস্রনামকবচং গীতা-

দয়া বিস্তার এবং সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ করুন।

এই বলিয়া দেবকে প্রার্থনা করিয়া, হে ত্রৈলোক্য-চৈতন্যময়! হে আদিদেব! হে শ্রীনাথ! হে বিষ্ণো! আপনার আজ্ঞায় স্বয়ং উত্থিত হইয়া আপনার নিমিত্ত সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিব ॥

হে ভগবন্! আমি ধর্ম্ম জানি কিন্তু তাহাতে প্রবৃত্তি নাই, অধর্ম্ম জানি কিন্তু তাহা-হইতে নিবৃত্তি নাই। আপনি নৃসিংহদেব হৃদয়ে থাকিয়া যে রূপে নিযুক্ত করিতেছেন, সেইরূপ করিতেছি ॥

স্থিতি, সেবা, গতি, যাত্রা, স্মৃতি, চিন্তা, স্তুতি ও বাক্য-সকল এবং আমার চেষ্টিত আপনি যে বিষ্ণু আপনাতে সর্ব্বতোভাবে হউক ॥

এই সমুদায় চিত্তে ভাবনা করিয়া। প্রাতঃস্মরামি ইত্যাদি স্তোত্র, মৃদ্বষ্টক, সহস্রনাম, কবচ, গীতা, গজেন্দ্র

গজগোক্ষণানুস্মৃতি স্তবরাজাদীনিচ জপ্ত্বা দেবস্য তুলসী-বর্জ্জং নির্ম্মাল্যমপসার্য্য করচরণ-বদন-ক্ষালন-পুরঃসরং পতদ্গ্রহে গণ্ডূষাণি দত্ত্বা শ্রীতুলসীং সমর্প্য ॥

এবং নিশা সা। তা দীপদীপ্তৈঃ ॥ উদ্গায়তীনাং। ক্ষৌমং

মোক্ষণ, অনুস্মৃতি ও স্তবরাজাদি জপ করিয়া দেবের তুলসী ব্যতিরেকে নির্ম্মাল্য অপসরণ তথা কর-চরণ-বদন ক্ষালন পুরঃসর পতদ্গ্রাহে (আচমনীয়পাত্রে-পিকদানীতে) গণ্ডূষ দিয়া শ্রীতুলসী সমর্পণ করত দশমস্কন্ধের ৪৬ অধ্যায়ে ৩৪। ৩৫ শ্লোক পাঠ করিবে যথা--

"এবং নিশাসা ব্রুবতো ব্যতীতা
নন্দস্য কৃষ্ণানুচরস্য রাজন্।
গোপ্যঃ সমুত্থায় নিরূপ্য দীপান্
বাস্তূন্ সমভ্যর্চ্চ্য দধীন্যমন্থন্ ॥"
তা দীপ দীপ্তৈ র্মণিভির্বিরেজূ
রজ্জু র্বিকর্ষদ্ভুজকঙ্কণস্রজঃ।
চলন্নিতম্বস্তনহারকুণ্ডল-
ত্বিষ্যৎকপোলারুণকুঙ্কুমাননাঃ ॥
উদ্গায়তীনামরবিন্দলোচনং
ব্রজাঙ্গনানাং দিবমস্পৃশদ্ধ্বনিঃ।
দধ্নশ্চ নির্ম্মন্থনশব্দমিশ্রিতো
নিরস্যতে যেন দিশামমঙ্গলং ॥
১০ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ১ শ্লোকঃ ॥

বাসঃ। বর্হাপীড়ং। বেত্রী ভোজাধিপস্যেত্যাদিশ্লোকান্ জপ্ত্বা মহাবাদিত্র পুরঃসরং মঙ্গলনীরাজনং কুর্য্যাৎ ॥ ২ ॥ এতচ্চ নীরাজনং সুবাসিনীভিঃ পতিচিরায়ুষ্ট্বদ্বারা পুত্রাদিলাভায় ॥

কন্যাদিভিঃ সদ্বরলাভায়। পুরুষৈশ্চ স্বোদ্যমফললাভায়। সর্ব্বৈরপি সমস্তদারিদ্র্যদৈন্যদুরিতোপশান্তয়েচ নরৈ-

ক্ষৌমং বাসঃ পৃথু কটিতটে বিভ্রতীসূত্রনদ্ধং
পুত্রস্নেহস্নুতকুচযুগং জাতকম্পঞ্চ সুভ্রূঃ।
রজ্বাকর্ষশ্রমভুজচলৎ কঙ্কণৌ কুণ্ডলেচ
স্বিন্নং বক্তুং কবরবিগলন্মালতী নির্ম্মমন্থ ॥
তত্রৈব ২১ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকঃ ॥
বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাং।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ ॥

তথা বেত্রী ভোজাধিপস্য” ইত্যাদি শ্লোক সকল জপ করিয়া মহাবাদ্য পুরঃসর মঙ্গলনীরাজন করিবে ॥ ২ ॥

সুবাসিনী স্ত্রীগণ পতির চিরায়ুষ্ট্ব দ্বারা পুত্রাদি লাভের নিমিত্ত, কন্যাগণ সদ্বরলাভের নিমিত্ত, পুরুষগণ স্বীয় উদ্যম ফললাভের নিমিত্ত এবং সমুদায় নর দারিদ্র্য, দৈন্য ও দুরিত উপশমের নিমিত্ত অতিশয় আদরের সহিত গাত্রোত্থান

রত্যাদরেণোত্থায় শুচিশরীরৈঃ কর্ত্তব্যং ॥ ৩ ॥
ততঃ স্নানার্থং বাসুদেব নামান্যুচ্চারয়ন্ বহির্গচ্ছেৎ ॥
ততস্তীর্থং গত্বা শৌচাদিপূর্ব্বং কৃতসঙ্কল্পঃ শ্রীগঙ্গাদি-
তীর্থানি স্মৃত্বা তীর্থায়ার্ঘ্যং দত্ত্বা ভৈরবং স্মৃত্বা।
সাগরস্বননির্ঘোষ দণ্ডহস্তাসুরান্তক।
জগৎস্রষ্ট র্জগন্মর্দ্দিন্নমামি ত্বাং সুরেশ্বর।
ইমং মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য তীর্থস্নানং সমাচরেৎ।
অন্যথা তৎফলস্যার্দ্ধং তীর্থেশো হরতি ধ্রুবমিতি ॥৪ ॥
নত্বা শ্রীবিষ্ণুং স্নানানুজ্ঞাং প্রার্থয়েৎ।
দেবদেব জগন্নাথ শঙ্খচক্রগদাধর।

করিয়া শুচি শরীরে এই নীরাজন করিবে ॥ ৩ ॥

তদনন্তর স্নানার্থ বাসুদেবের নাম সকল উচ্চারণ করিয়া বাহিরে গমন করিবে। তৎপরে তীর্থে গিয়া শৌচাদি পূর্ব্বক সঙ্কল্প করত শ্রীগঙ্গাদিতীর্থ সকলকে স্মরণ করিয়া তীর্থকে অর্ঘ্য দান ও ভৈরব স্মরণ করিবে। অনন্তর, হে সাগরস্বননির্ঘোষ! হে দণ্ডহস্ত! হে অসুরান্তক! হে জগৎ স্রষ্টঃ! হে জগন্মর্দ্দিন্! হে সুরেশ্বর! তোমাকে নমস্কার ॥

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তীর্থস্নান করিবে, ইহার অন্যথা হইলে তীর্থের ঈশ্বর নিশ্চয় তীর্থের অর্দ্ধফল হরণ করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

শ্রীবিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া স্নানের নিমিত্ত অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিবে যথা—হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! হে শঙ্খ-

দেহি বিষ্ণো মমানুজ্ঞাং তব তীর্থনিষেবণে॥ ইতি ॥ ৫ ॥
ততো নারায়ণনামোচ্চারণপূর্ব্বং যথাবিধি স্নায়াৎ।
সকৃন্নারায়ণেত্যুক্ত্বা পুমান্ কল্পশতত্রয়ং।
গঙ্গাদি সর্ব্বতীর্থেষু স্নাতো ভবতি পুত্রক।
ইতি ব্রহ্মবচনাৎ॥
ততোঽঘমর্ষণান্তং কৃত্বা কেশবাদি-দ্বাদশভি-র্নামভি-র্দ্বাদশধা নিমজ্যাচম্য গুরোঃ পিত্রোশ্চ পাদোদকেনাভি-ষেকং কুর্য্যাৎ।
গুরোঃ পাদোদকং পুত্রতীর্থকোটিফলপ্রদমিতি।
পিত্রোঃ পাদোদকং ক্লিন্নং যস্য তিষ্ঠতি বৈ শিরঃ।

চক্রগদাধর! হে বিষ্ণো! আপনার তীর্থনিষেবণে আমাকে অনুজ্ঞা দিউন॥ ৫ ॥

তদনন্তর, নারায়ণ নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক যথাবিধি স্নান করিবে।

হে পুত্র! একবার মাত্র নারায়ণ নাম উচ্চারণ করিয়া পুরুষ তিনশতকল্প গঙ্গাদি সকল তীর্থে স্নাত হয়, ব্রহ্মার এই বাক্য আছে॥

তৎপরে অঘমর্ষণ করিয়া কেশবাদি দ্বাদশ নাম দ্বারা দ্বাদশ স্নান পূর্ব্বক আচমন করিয়া গুরু এবং পিতার পাদো-দক দ্বারা অভিষেক করিবে।

হে পুত্র! গুরুর পাদোদক কোটিতীর্থের ফল প্রদান করেন।

পিতা মাতার পাদোদক দ্বারা যাহার মস্তক ক্লিন্ন হয়,

তস্য ভাগীরথীস্নানমহন্যহনি জায়তে।
ইতি পাদ্মেঽভিধানাৎ ॥ ৬ ॥

ততস্তীরে গৃহে বা ন্যাসং কৃত্বা মূলমন্ত্রেণ শঙ্খেন যথাগমং আত্মানমভিষিঞ্চেৎ ॥

ততঃ শ্রীতুলসীবিমিশ্র-শ্রীশালগ্রামশিলাতীর্থেনাভিষেকং কুর্য্যাৎ পিবেচ্চ ॥

স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
শালগ্রামশিলাতোয়ৈ র্যোঽভিষেকং সমাচরেৎ।
শালগ্রামশিলাতোয়ং যঃ পিবেৎ বিন্দুনা সমং।
মাতুস্তন্যং পুনর্নৈব স জীবন্মুক্তিভাঙ্ নরঃ।
ইতি পাদ্মেঽভিধানাৎ।

তাহার দিন দিন ভাগীরথী স্নান হইয়া থাকে।
পদ্মপুরাণে এই বিধান আছে ॥ ৬ ॥

তদনন্তর তীরে অথবা গৃহে ন্যাস করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক শঙ্খ দ্বারা অভিষেক করিবে।

তদনন্তর শ্রীতুলসী বিমিশ্রিত শালগ্রামশিলার চরণামৃত দ্বারা অভিষেক ও পান করিবে ॥

যে ব্যক্তি শালগ্রাম শিলার জলদ্বারা অভিষেক করে, সে সকল তীর্থে স্নান ও সকল যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছে।

যে মনুষ্য শালগ্রামশিলার বিন্দু তুল্য জলপান করে, সে আর মাতৃস্তন পান করে না এবং সে জীবদ্দশাতেই মুক্তিভাগী হইয়াছে।

পদ্মপুরাণে এই বিধান আছে ॥

অত্র মন্ত্রঃ ॥

অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনং।
বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহমিতি।
ততো বিসর্জ্জনন্যাসং কৃত্বা তর্পণাদি চ বাসঃপরিধানান্তং কুর্য্যাৎ ॥ ৬ ॥

গৃহে তু কালং স্মৃত্বা শ্রীমহাবিষ্ণুচরণারবিন্দোদকমিশ্রিতেন স্নানং করিষ্যে ইতি সঙ্কল্প্য ॥
নলিনী নন্দিনী সীতা মালতী চ মহাপগা।
বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতা গঙ্গা ত্রিপথগামিনী ॥
ভাগীরথী ভোগবতী জাহ্নবী ত্রিদশেশ্বরীতি দ্বাদশনামভির্জ্জলভাজনে গঙ্গামাবাহ্যানুজ্ঞাপ্রস্তাবং বিধায় ন্যাসং

মন্ত্র যথা ॥

যাহা অকাল মৃত্যু হরণ ও সর্ব্বব্যাধি বিনাশ করে বিষ্ণুর তাদৃশ পাদোদক পান করিয়া আমি মস্তকে ধারণ করিতেছি ॥

তৎপরে বিসর্জন ন্যাস করিয়া তর্পণ ও বস্ত্র পরিধান করিবে ॥ ৭ ॥

গৃহে স্নান করিতে হইলে কালকে অর্থাৎ মাস পক্ষ তিথিকে স্মরণ করিয়া শ্রীবিষ্ণুর চরণারবিন্দোদক মিশ্রিত জলদ্বারা স্নান করিব, এই সঙ্কল্প করিয়া নলিনী, নন্দিনী, সীতা, মালতী, মহাপগা, বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতা, গঙ্গা, ত্রিপথগামিনী, ভাগীরথী, ভোগবতী, জাহ্নবী, ত্রিদশেশ্বরী এই দ্বাদশ নাম দ্বারা জলপাত্রে গঙ্গাকে আবাহন পূর্ব্বক অনুজ্ঞা

কৃত্বাঙ্গমলমপসার্য্য স্নাত্বা আপোহিষ্ঠেতি সম্মার্জ্য জলং বিলোড্য নাসালগ্নেন চুলুকেনাঘমর্ষণং কৃত্বা গুরুবিপ্রাদি-তীর্থাভিষেকপূর্ব্বকং তুলসীমিশ্রিত শালগ্রামতীর্থং শঙ্খে কৃত্বা মূলেনৈকাদশধাভিষিচ্য ন্যাসং কৃত্বা বাসঃ পরিদধ্যাৎ ॥ ৮ ॥

স্নানেচামলক্যাঃ ষষ্ঠী নবমী সপ্তমী ত্রয়োদশী পর্ব্ব রবি-সংক্রান্তিবর্জ্জং প্রশস্তাঃ। বিশেষতশ্চৈকাদশ্যাং ॥ ৯ ॥

ততঃ কালাত্যয়ভিয়া সংক্ষিপ্তং তিলকং বিধায় সন্ধ্যাদি-হোমান্তং নির্ব্বর্ত্ত্য আগমিকঞ্চ জপধ্যানাদিকং কৃত্বা তিলকাদিকং কুর্ব্বন্ ভগবতোঽনুলেপনেন সর্ব্বাঙ্গানি

প্রস্তাব বিধান করত অঙ্গের মলাপসারণ করিবে। তৎপরে স্নান করিয়া "আপোহিষ্ঠেতি" মন্ত্র দ্বারা সম্মার্জন করত জলকে চালনা পূর্ব্বক নাসালগ্ন চুলুক দ্বারা অঘমর্ষণ করিয়া গুরু বিপ্রাদি তীর্থাভিষেক পূর্ব্বক তুলসীমিশ্রিত শালগ্রাম চরণামৃত মূলমন্ত্র দ্বারা একাদশবার অভিষেক করত ন্যাস করিয়া বস্ত্র পরিধান করিবে ॥ ৮ ॥

আমলকীর দ্বারা স্নান করিতে হইলে ষষ্ঠী, নবমী, সপ্তমী, ত্রয়োদশী, পর্ব্ব ও রবিসংক্রান্তি বর্জন করা প্রশস্ত। বিশে-ষতঃ একাদশীতে বর্জ্জন করিবে ॥ ৯ ॥

অনন্তর কাল অতিক্রম হইবে ভয়ে সঙ্ক্ষিপ্ত তিলক বিধান পূর্ব্বক সন্ধ্যাদি হোম পর্য্যন্ত নির্ব্বাহ করিয়া আগ-মোক্ত জপ ধ্যানাদি করত ভগবানের অনুলেপন দ্বারা অঙ্গ

সংমৃজ্যাৎ ॥

শালগ্রামশিলালগ্নং চন্দনং ধারয়েৎ সদা।

সর্ব্বাঙ্গেষু মহাশুদ্ধিসিদ্ধয়ে কমলাসনেতি ব্রাহ্মে ভগবতোক্তত্বাৎ ॥ ১০ ॥

ততো গোপীচন্দনেন স্মার্ত্তান্ দ্বাদশ তিলকান্ কেশবাদিনামপূর্ব্বং নির্ম্মায় ॥

ললাটে তু গদাধার্য্যা মূর্দ্ধ্নি চাপবরং তথা।

হৃদয়ে নন্দকং কুর্য্যাৎ শঙ্খচক্রে ভুজদ্বয়ে।

ইতি পঞ্চায়ুধানি ধারয়েৎ। তথা নারায়ণীং মুদ্রাং।

সা চৈবং দক্ষিণহস্তে অধঃ শঙ্খঃ উপরি পদ্মং।

বামেঽধশ্চক্রং উপরি গদেতি লেখনীয়া নচৈষা প্রতি-

সমুদায় মার্জন করিবে ॥

হে ব্রহ্মন্। মহাশুদ্ধির নিমিত্ত শালগ্রামশিলালগ্ন চন্দন সর্ব্বদা সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিবে। ব্রহ্মপুরাণে ভগবানের এই উক্তি আছে ॥ ১০ ॥

তদনন্তর গোপীচন্দন দ্বারা স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত দ্বাদশ তিলক কেশবাদি নামোল্লেখ পূর্ব্বক নির্ম্মাণ করিয়া ললাটে গদা মস্তকে উৎকৃষ্ট ধনু, হৃদয়ে নন্দক (খড়্গ) ও ভুজদ্বয়ে শঙ্খ, চক্র এই পঞ্চ অস্ত্র ধারণ করিবে ॥

তথা নারায়ণী মুদ্রা। সেই মুদ্রা দক্ষিণহস্তের অধঃ শঙ্খ, উপরে পদ্ম, বামহস্তের অধঃ চক্র ও উপরি গদা লেখনীয়, ইহা প্রতিবিম্ব (ছাপা) নহে, সে হেতু চক্র লিখিবে,

বিশ্বনীয়া।
লিখিতে চক্রে লিখিতে শঙ্খে ইতি বিশেষাভিধানাৎ।
তথাচ দক্ষিণেতরকরয়োর্ম্মৎস্যকূর্ম্মৌ ধারয়েৎ।
উভাভ্যামপি চিহ্নাভ্যাং যোঽঙ্কিতোমৎস্যমুদ্রয়া॥
কূর্ম্ময়াপি স্বকং তেজো নিক্ষিপ্তং তস্য বিগ্রহে।
ইতি ভগবতোক্তত্বাৎ॥ ১১॥
স্ব-স্ব-পূজনীয়মূর্ত্তেরায়ুধানি চ ধারণীয়ানি।
সাম্প্রদায়িকশিষ্টসমাচারতঃ সর্ব্বাঙ্গেষু যথারুচি শঙ্খ-চক্রাদীনি ধারয়েৎ॥
চক্রশঙ্খৌ চ মিশ্রৌ ধার্য্যৌ।
কেবলং নোদ্বহেৎ শঙ্খমাদৌ চাসুরবিগ্রহং।

শঙ্খ লিখিবে এই বিশেষ উল্লেখ আছে। তথাচ দক্ষিণ ও বাম করদ্বয়ে মৎস্য কূর্ম্ম ধারণ করিবে যথা—উভয় চিহ্ন দ্বারা যে ব্যক্তি অঙ্কিত হয়, মৎস্যমুদ্রা ও কূর্ম্মমুদ্রা দ্বারা তাহার শরীরে নিজতেজ নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। ভগবানের এই উক্তি আছে॥ ১১॥

যে ব্যক্তির সম্বন্ধে যে মূর্ত্তি পূজনীয়, তিনি সেই সেই মূর্ত্তির অস্ত্র সকল ধারণ করিবেন। সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি শিষ্টাচার অনুসারে যথারুচি সর্ব্বাঙ্গে শঙ্খ চক্রাদি ধারণ করিবেন। শঙ্খ ও চক্রকে মিশ্রিত করিয়া ধারণ করা কর্ত্তব্য॥

অগ্রে কেবল শঙ্খ ধারণ করিবে না, যে হেতু শঙ্খ অসুর-

অতশ্চক্রবিমিশ্রং তং বিভৃয়াদ্বৈষ্ণবঃ সদেতি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-বচনাৎ। আবশ্যকং চৈতচ্ছঙ্খচক্রাদিধারণং অকরণে কর্ম্মানধিকারদোষস্য গারুড়ে ভগবতোক্তত্বাৎ।

সর্ব্বকর্ম্মাধিকারশ্চ শুচীনামেব চোদিতঃ।

শুচিত্বঞ্চ বিজানীয়াম্মদীয়ায়ুধধারণাৎ॥ ১২॥

লক্ষণন্তু।

দ্বাদশারন্তু ষট্‌কোণং বলয়ত্রয়সংযুতং।

হরেঃ সুদর্শনমিতি চক্রস্য। শঙ্খঃ স্যাদ্দক্ষিণাবর্ত্ত ইতি শঙ্খস্য। গদাপদ্মে লোকপ্রসিদ্ধে।

মূর্ত্ত হয় অতএব বৈষ্ণবব্যক্তি সর্ব্বদা চক্রবিমিশ্রিত শঙ্খ ধারণ করিবেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তের এই বচন আছে॥

এই শঙ্খ চক্রাদি ধারণ আবশ্যক, অকরণে কর্ম্মে অনধিকার দোষ গুরুড়পুরাণে ভগবান্‌ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে॥

শুচি ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে আমি সকল কর্ম্মের অধিকার বলিয়াছি। আমার অস্ত্রধারণ হেতু শুচিত্ব জানিতে হইবে॥ ১২॥

চক্রলক্ষণ যথা॥

দ্বাদশ আর (দ্বাদশ প্রান্তভাগ) ছয় কোণ এবং তিনটী বলয় সংযুক্ত যে চক্র তাহা হরির সুদর্শনচক্র, বিচক্ষণ ব্যক্তি উহা অগ্নিতে তপ্ত করিয়া ধারণ করিবেন॥

শঙ্খ দক্ষিণাবর্ত্ত হইবে। গদা ও পদ্ম লোকে প্রসিদ্ধ

সর্ব্বাণ্যপি বা ভগবন্নামাঙ্কিতানি অষ্টাক্ষরদ্বাদশাক্ষরা অঙ্কিতানি বা কুর্য্যাৎ।

ধারণঞ্চৈষাং শ্রীমন্ত্ররাজেন দ্বাদশাক্ষরেণ বা কার্য্যং।

চক্রং চাত্র প্রথমং ধার্য্যং।

শঙ্খাভিপ্রায়স্য দৈত্যাদ্যাদ্ভবস্য বহ্নিপুরাণেঽভিহিতত্বাৎ ॥ ১৩ ॥

এবং মুদ্রাঙ্কিতঃ শ্রীতুলসীমূলমৃত্তিকাং ললাটে ধারয়েৎ।

তুলসীমৃত্তিকাপুণ্ড্রং যঃ করোতি দিনে দিনে।

তস্যাবলোকনাৎ পাপং যাতি বর্ষশতং নৃণামিতি গারুড়েঽভিধানাৎ ধূপাঙ্গারমসীধারণন্তু ন স্পষ্টং পশ্যামঃ।

আছে। সমস্ত অস্ত্রকে ভগবন্নামাঙ্কিত অথবা অষ্টাক্ষর কিম্বা দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রাঙ্কিত করিবে। অথবা এই সকলের ধারণ শ্রীমন্ত্ররাজ (অষ্টাদশাক্ষর) অথবা দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে করিবে। এস্থলে প্রথমত চক্র ধারণ করিবে। যে হেতু শঙ্খ পঞ্চজন নামক দৈত্য হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। অগ্নিপুরাণে এই উল্লেখ আছে ॥ ১৩ ॥

এই প্রকার মুদ্রাঙ্কিত বৈষ্ণব শ্রীতুলসীর মূলমৃত্তিকা ললাটে ধারণ করিবে ॥

যে ব্যক্তি প্রতিদিন তুলসীর মৃত্তিকা পুণ্ড্র ধারণ করেন, তাহার দর্শনে মনুষ্যদিগের শতবর্ষের পাপ দূরীভূত হয়। গরুড়পুরাণে এই বিধান আছে ॥

ধূপের অঙ্গারের মসীধারণ স্পষ্ট দেখিতে পাই না। যদিচ

যদি তু সদাচারো গ্রাহ্যঃ তর্হি ধূপশেষাখ্যমন্যপরমপি কিঞ্চিদভ্যর্থনীয়ং।

তুলসীপ্রসাদঞ্চ সর্ব্বদা ধারয়েৎ॥ ১৪॥

অথ বিষ্ণুসমর্পিতাং তুলসীকাষ্ঠমালাং ধাত্রীমালাং পদ্মাখ্যমালাং তুলসীদলমালাং কণ্ঠে বিভৃয়াৎ।

তুলসীকাষ্ঠভূষণানিচ শিরঃকণ্ঠবাহুকর্ণেষু ধারয়েৎ।

শ্রাদ্ধাদিচ। তুলসীকাষ্ঠমালান্বিতেন ক্রিয়মাণমনন্তফলং। ব্রহ্মযজ্ঞাদাবপি পিতৃতর্পণং শালগ্রামোদকেন কার্য্যং শিরসা বিষ্ণুনির্ম্মাল্যং পাদোদেনাপি তর্পণং।

পিতৃণাং দেবতানাঞ্চেতি স্কান্দেহভিধানাৎ॥ ১৫॥

সদাচার গ্রাহ্য তথাপি ধূপ শেষাখ্য অন্য পরও কিঞ্চিৎ প্রার্থনীয়, অপর তুলসীপ্রসাদও সর্ব্বদা ধারণ করিবে॥ ১৪॥

অনন্তর বিষ্ণুসমর্পিত তুলসীকাষ্ঠমালা, ধাত্রীমালা, পদ্মবীজমালা ও তুলসীদলমালা কণ্ঠে ধারণ করিবে। তুলসীকাষ্ঠের ভূষণসকলও মস্তক, কণ্ঠ, বাহু ও কর্ণ সকলে ধারণ করিবে

তুলসীকাষ্ঠান্বিত হইয়া শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম করিলে সেই কর্ম্মের অনন্ত ফল হয়, ব্রহ্মযজ্ঞাদিতেও ঐ রূপ তুলসী কাষ্ঠান্বিত হইবে। পিতৃতর্পণ শালগ্রামোদক দ্বারা করিবে॥

মস্তকে বিষ্ণুনির্ম্মাল্য ধারণ বিষ্ণুপাদোদক দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করিবে। পিতৃলোক ও দেবলোকের তৃপ্তি হয় স্কন্দপুরাণে এই বিধান আছে॥ ১৫॥

অথ ব্রহ্মযজ্ঞং বিধায় শুচৌ বিবিক্তে দেশে কুশকৃষ্ণাজিন-শ্বেতকম্বলৈশ্চোত্তরে আসনে সমুপবিশ্য ভূতাদীন্যপ্যপসার্য্য প্রাণানাযম্য পাদাদিমূর্দ্ধান্তং চতুষ্কোণাদিরূপ-পৃথিব্যাদিমণ্ডলানি সবীজানি সঞ্চিন্ত্য পাপপুরুষং পূর্ব্বং তত্তদ্বীজেন যথাগমং শোষণ দহন-প্লাবনঘনীকরণামৃতী-করণৈ দিব্যদেহং নির্ম্মায্য প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কৃত্বা মাতৃকায়াঃ শুদ্ধসবিন্দুকাদি প্রপঞ্চযাগান্তং শক্ত্যা কৃত্বা ধ্যানজপাদি নির্ব্বর্ত্ত্য ভুবনেশ্বর্য্যা মন্ত্রান্ গুরূপদিষ্টান্ ছন্দঋষ্যাদি-পূর্ব্বং শক্ত্যা জপ্ত্বা প্রধানদেবতারাধনমন্তর্যাগবিধানং সবিস্তরমনেকমানসদিব্যোপচারোপেতং যাবন্মনস্তোষং

অনন্তর ব্রহ্মযজ্ঞ বিধান পূর্ব্বক শুচি ও নির্জনদেশে কুশ, কৃষ্ণাজিন, শ্বেতকম্বলোত্তর আসনে উপবেশন পুরঃসর ভূতাদি অপসারণ করিয়া প্রাণায়াম করিবে। তৎপরে পাদাদি মস্তক পর্য্যন্ত চতুষ্কোণাদি রূপ সবীজ পৃথিব্যাদি মণ্ডল সকলকে চিন্তা করিয়া পূর্ব্ব পাপপুরুষকে তত্তদ্বীজ দ্বারা যে রূপ বিধান আছে তদনুসারে শোষণ, দহন, প্লাবন, ঘনীকরণ ও অমৃতকরণ দ্বারা দিব্য দেহ নির্ম্মাণ করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। তৎপরে মাতৃকাবর্ণের শুদ্ধ সবিন্দুকাদি প্রপঞ্চ যাগপর্য্যন্ত শক্তি অনুসারে করিয়া ধ্যান জপাদি সম্পাদন করত গুরূপদিষ্ট ভুবনেশ্বরীর মন্ত্র সকল ঋষ্যাদি পূর্ব্বক যথাশক্তি জপ করিয়া প্রধান দেবতারাধন অন্তর্যাগবিধান, সবিস্তর অনেক মানস দিব্য উপচারযুক্ত,

শ্রীচরণাদিমুকুটান্তর্ধ্যানং যথাশক্তি বিধায় অষ্টোত্তরশত-
সহস্রাদিসংখ্যয়া জপ্ত্বা জপং নিবেদ্য বিসর্জ্জয়েৎ ॥১৬॥
অথ মধ্যাহ্নস্নানাৎ প্রাক্ পুষ্পাদ্যবচিত্য ভৃত্যাদিদ্বারেণ
বা সম্পাদ্য মীমাংসাধর্ম্মশাস্ত্রষড়ঙ্গবেদপঠনগুণশ্রবণব্যাখ্যা-
নাদিকং শক্ত্যা কৃত্বা তদপি ভগবতে সমর্প্য মধ্যাহ্ন-
স্নানাশক্তৌ মান্ত্রং * বা স্নানং কৃত্বা কৃতনৈত্যিকো দেব-
গৃহে গোময়োদকাভ্যাং দেবস্য পুরত উপলিপ্য শিলো-

যে পর্য্যন্ত মনের সন্তোষ শ্রীচরণাদি মুকুটান্তধ্যান, যথা-
শক্তি বিধান করিয়া অষ্টোত্তর সহস্রাদি সংখ্যায় জপ করত
নিবেদন করিয়া বিসর্জন করিবে ॥ ১৬ ॥

অনন্তর মধ্যাহ্ন স্নানের পূর্ব্বে স্বয়ং পুষ্পচয়ন অথবা
ভৃত্য দ্বারা পুষ্পসম্পাদন করিয়া মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্র ষড়ঙ্গ
বেদপঠন, গুণশ্রবণ এবং ব্যাখ্যানাদি শক্ত্যনুসারে ভগ-
বান্‌কে সমর্পণ করিয়া মধ্যাহ্ন স্নানে অসমর্থ হইলে মন্ত্র স্নান
নিত্য কৃত্য সম্পন্ন করিয়া দেবগৃহে গোময় ও জলদ্বারা
দেবের অগ্রে শিলা, উপল ও রঙ্গমালিকা দ্বারা স্বস্তিকাদি

---

* অসামর্থ্যাৎ শরীরস্থ কালশক্ত্যাদ্যপেক্ষয়া। মন্ত্রস্নানাদিতঃ সপ্ত কেচিদি-
চ্ছন্তি সূচয়ঃ। যথা মান্ত্রং ভৌমং তথাগ্নেয়ং বায়ব্যং দিব্যমেবচ। বারুণং মানস-
ঞ্চৈব সপ্তস্নানং প্রকীর্ত্তিতং। আপোহিষ্ঠেতি বৈ মান্ত্রং। মৃদালম্ভস্তু পার্থিবং।
আগ্নেয়ং ভস্মনা স্নানং বায়ব্যং গোরজঃ স্মৃতং। যত্তু আতপ বর্ষেণ স্নানং তদ্দিব্য-
মুচ্যতে। রুবারুণঞ্চাবগাহঞ্চ মানসং বিষ্ণুচিন্তনং। সমস্তং স্নানমুদ্দিষ্টং মন্ত্রস্নান-
ক্রমেণ তু॥

পল্লকৃতয়া রঙ্গমালিকয়া স্বস্তিকাদীনি রচয়েৎ ॥ ১৭ ॥

তদ্যথা ॥

মধ্যে সিংহাসনং বিধায় তন্মধ্যে ভগবৎপাদৌ নির্ম্মায় তদুপরি ছত্রং। তদুপরি শ্রীনৃসিংহনাম উভয়তশ্চামর-ধারিণ্যৌ পুত্তলিকে। তদুপরি উভয়তশ্চক্রপিণাকে। তদু-ভয়তঃ শরদরৌ। তদধোঽব্জগদে। শরদরোভয়পার্শ্বয়োঃ সর্ব্বতোভদ্রস্বস্তিকে। তদধ উভয়তোঽষ্টদলে। তদধঃ কৃতাঞ্জলিগরুড়ানন্তৌ তদধোঽষ্টদলে। সিংহাসনাদধঃ পাদুকে। তদুভয়তঃ। পতদ্গ্রহধারিকে। তদুভয়তঃ খড়্গপদ্মকে ষট্‌কোণে পাদুকাধোঽষ্টদলং। তদুভয়তো ধূপস্থানারাত্রিকে। তদুভয়তো ব্যজনং ঘটে। খড়্গপদ্ম-

রচনা করিবে ॥ ১৭ ॥

স্বস্তিকরচনা যথা ॥

মধ্যে সিংহাসন করিয়া তন্মধ্যে ভগবানের পদদ্বয় নির্ম্মাণ করত তাহার উপরে ছত্র, তদুপরি শ্রীনৃসিংহ নাম, দুই দিকে চামর ধারিণী দুইটী পুত্তলিকা, তাহার উপরে দুই দিকে চক্র ও পিণাক (ধনুঃ) তাহার দুই দিকে বাণ ও শঙ্খ, তাহার নিম্নদিকে পদ্ম ও গদা, বাণ ও শঙ্খের উভয়-পার্শ্বে সর্ব্বতোভদ্র ও স্বস্তিকমণ্ডল, তাহার দুই দিকে পত-দ্গ্রহ ধারিকা, তাহার দুই দিকে খড়্গ ও পদ্ম, ষট্‌কোণে পাদুকা, পাদুকার নিম্নে অষ্টদল, তাহার দুই দিকে ধূপপাত্র ও আরাত্রিক, তাহার দুই দিকে ব্যজন ও ঘট। খড়্গ ও পদ্ম

ষট্‌কোণয়োরুপর্য্যুভয়তঃ পঞ্চবাণনন্দকে।
তদুপর্য্যুশীরব্যজনকে এবং শ্রৌতনৃসিংহারাধকানাং রঙ্গ-
মালিকানির্ম্মাণং ॥ ১৮ ॥
তদিতরবৈষ্ণবানাস্তু স্বপূজনীয়দেবতায়ুধমাত্রমন্যত্রাত্রচ।
উপলিপ্য হরেরস্ত্রং রাজপূজাপরিচ্ছদৈঃ।
নন্দ্যাবর্ত্তাভিতো ভদ্রপদ্মাদ্যৈর্ম্মণ্ডয়েৎ গৃহং।
রক্ততণ্ডুলচূর্ণাদ্যৈঃ শিলোপলমৃদীকৃতৈঃ ;
ইতি নবপ্রশ্নপঞ্চরাত্রিকাদিবচনানি
সদাচারশ্চ প্রমাণং ॥
অশক্তৌ যথাশক্তি খণ্ডপদ্মষট্‌কোণানন্যানি চ চিহ্নানি

ষট্‌কোণদ্বয়ে তাহার দুইদিকে কন্দর্পের পঞ্চবাণ ও নন্দক এবং তাহার উপরে বেনামূলের দুইটী ব্যজন। এই প্রকার শ্রুতি বিহিত নৃসিংহ-পূজকের রঙ্গমালিকা নির্ম্মাণের বিধি লিখিত হইল ॥ ১৮ ॥

নৃসিংহারাধক হইতে অন্য বৈষ্ণবদিগের নিজের পূজনীয় দেবতার আয়ুধমাত্র এই রূপ অন্য স্থানেও জানিতে হইবে ॥

উপলেপন করিয়া হরির অস্ত্রকে রাজতুল্য উপচার ও পরিচ্ছদ দ্বারা তথা রক্ত তণ্ডুলচূর্ণ, শিলা ও উপলকে মৃদু করিয়া তদ্দ্বারা নন্দ্যাবর্ত্ত ও সর্ব্বতোভাবে ভদ্রাদিমণ্ডল দ্বারা গৃহকে ভূষিত করিবে ॥

এই নবপ্রশ্নপঞ্চরাত্রিকাদির বচন সকল আছে ॥

সদাচারও প্রমাণ। অশক্তের প্রতি যথাশক্তি খণ্ড, পদ্ম

ক্রমবিশেষস্তু শোভানুসারাৎ ॥

স্ব-স্ব-সম্প্রদায়ানুসারেণ বা রুচ্যা বা রঙ্গমালিকাং নিয়মতঃ কুর্য্যাৎ॥ ১৯ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাচার্য্য শ্রীরামাচার্য্যবর্য্যসুতশ্রীকৃষ্ণদেববিনির্ম্মিতায়াং বৈষ্ণবধর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতৌ শ্রীনৃসিংহপরিচর্য্যায়াং নবমঃ পটলঃ ॥ * ॥ ৯ ॥ * ॥

ও ষট্‌কোণ প্রভৃতি অন্যান্য চিহ্ন সকল শোভানুসারে ক্রমে বিশেষ করিবে। স্বীয় ২ সম্প্রদায় অথবা রুচি অনুসারে রঙ্গমালিকা নিয়মমত করিবে ॥ ১৯ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমৎপরমবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাচার্য্যশ্রীরামাচার্য্যবর্য্যসুত শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যবিনির্ম্মিতায়াং শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতৌ শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নানুবাদিতায়াং শ্রীনৃসিংহপরিচর্য্যায়াং নবমঃ পটলঃ ॥ * ॥ ৯ ॥ * ॥

দশমঃ পটলঃ।

অথ দেবস্য শ্বেতদুকূলমাঞ্জিষ্ঠাদিভির্মনোহরাসনেষু পূজাং কুর্য্যাৎ ॥

ততো গুরৌ সন্নিহিতে তং নমস্কৃত্যাসনে উপবিশ্য দেবপূজামারভেত ॥ তচ্চ ॥

বংশাশ্ম-দারু-ধরণী-তৃণ-পল্লব-নির্ম্মিতং।
বর্জ্জয়েদাসনং বিদ্বান্ দারিদ্র্যব্যাধিদুঃখদং।
কৃষ্ণাজিনং কম্বলম্বা নান্যদাসনমিষ্যতে।
ইতি নারদীয়পঞ্চরাত্রোক্তং বেদিতব্যং ॥ ১ ॥

অনন্তর শ্বেতবর্ণ দুকূল ও মাঞ্জিষ্ঠাদি দ্বারা মনোহর আসন সকলে উপবেশন করিয়া দেবের পূজা করিবে। তদনন্তর গুরু সন্নিধানে তাঁহাকে নমস্কার পূর্ব্বক আসনে উপবেশন করিয়া দেবের পূজা আরম্ভ করিবে। সেই আসন, বংশ, প্রস্তর, কাষ্ঠ, মৃত্তিকা, তৃণ ও পল্লব হইলে বিদ্বান্ ব্যক্তি তাহা বর্জ্জন করিবেন, যে হেতু ঐ সকল আসন দারিদ্র্য, ব্যাধি ও দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে, কৃষ্ণাজিন ও কম্বল ভিন্ন অন্য আসন উপযুক্ত হয় না। নারদপঞ্চরাত্রে বিহিত আসন এইরূপ জানিতে হইবে ॥ ১ ॥

পুরতঃ শঙ্খং স্থাপয়েৎ ॥
স্বস্য দক্ষিণভাগে গন্ধতুলস্যাদিপাত্রাণি।
বামভাগে জলপূর্ণং কলসং। ঘৃতদীপশ্চ দক্ষিণতঃ।
তৈলদীপো বামতঃ ॥ ২ ॥

অথাসনপ্রাণায়ামচ্ছন্দঋষ্যাদি-স্মরণপূর্ব্বমাত্মানং শকলীকৃত্য দেবোভূত্বা মন্ত্রদেবতাত্মনামৈক্যং ভাবয়ন্ সজলশঙ্খার্চ্চনাভিমন্ত্রেণাত্মাভিষেকার্চ্চন যাগভূমিদ্রব্য প্রোক্ষণাদি যথা সম্প্রদায়ং কৃত্বা পীঠপূজাং নির্ব্বর্ত্ত্যাসনাবাহনানন্তরং। দূর্ব্বাবিষ্ণুপত্রীশ্যামাকপদ্মানি পাদ্যপাত্রে। সিদ্ধার্থাক্ষত-কুশাগ্র-তিল-যব-গন্ধপুষ্পাণি অর্ঘ্যপাত্রে।

সম্মুখে শঙ্খ স্থাপন করিবে।

আপনার দক্ষিণদিকে গন্ধ ও তুলসী প্রভৃতির পাত্র রাখিবে। বামদিকে জলপূর্ণ কলস, দক্ষিণদিকে ঘৃতদীপ, বামদিকে তৈল দীপ স্থাপন করিবে ॥ ২ ॥

অনন্তর আসন, প্রাণায়াম, ছন্দ ও ঋষ্যাদি স্মরণ পূর্ব্বক আপনাকে শকলীকরণ অর্থাৎ অনুরক্ত * করিয়া দেব হইয়া মন্ত্র ও দেবতার সহিত ঐক্য চিন্তা করত সজল শঙ্খার্চ্চন, অভিমন্ত্রণ, অভিষেক, অর্চ্চন, যাগভূমি ও দ্রব্যপ্রোক্ষণাদি যথা—সম্প্রদায় বিধান করিয়া আসন ও আবাহনের পর, দূর্ব্বা, বিষ্ণুপত্রী, শ্যামাক ও পদ্ম পাদ্যপাত্রে। সিদ্ধার্থ (শ্বেত সর্ষপ) আতপতণ্ডুল, কুশাগ্র, তিল, যব, চন্দন ও পুষ্প সকল অর্ঘ্যপাত্রে স্থাপন করিবে ॥

---

* "শকল" শব্দের অর্থ এস্থলে অনুরক্ত বা আসক্তই উচিত।

অর্ঘ্যপাত্রঞ্চ শঙ্খঃ ॥
শঙ্খে কৃত্বা তু পানীয়ং সপুষ্পং সফলাক্ষতং।
অর্ঘ্যং দদাতি দেবস্য সসাগরধরাফলং।
ইতি স্কান্দেঽভিধানাৎ ॥ ৩ ॥
লবঙ্গজাতীফলককোলান্যাচমনপাত্রে।
পয়োদধিমধুঘৃতখণ্ডদ্রব্যাণি মধুপর্কপাত্রে ॥
এতেষামভাবে তুলসীপুষ্পাদি তত্তদ্ভাবনয়া প্রক্ষিপ্য দেবায় পাদ্যাদীনি সমর্প্য দেবস্য ন্যাসপূর্ব্বং ঘণ্টাদি-নিনাদেন মহাভিষেকং শঙ্খেন কুর্য্যাৎ।
পঞ্চামৃত স্নপনঞ্চ ॥ ৪ ॥

অর্ঘ্যপাত্র শঙ্খ ॥

জল ও পুষ্প, ফল ও অক্ষত (আতপ তণ্ডুল) শঙ্খে করিয়া যে ব্যক্তি দেবকে অর্ঘ্যদান করেন তিনি সাগরসমন্বিত পৃথিবী দানের ফল প্রাপ্ত হয়েন। স্কন্দপুরাণে এই বিধান আছে ॥ ৩ ॥

লবঙ্গ, জাতীফল ও কক্কোল সকল আচমন পাত্রে এবং দুগ্ধ, দধি, মধু, ঘৃত ও শর্করা মধুপর্ক পাত্রে দিবে। এই সকলের অভাব হইলে তুলসী ও পুষ্পাদি তত্তদ্দ্রব্যের ভাবনা দ্বারা প্রক্ষেপ করত দেবকে সমর্পণ করিয়া, দেবের ন্যাস-পূর্ব্বক ঘণ্টাদি নিনাদসহকারে শঙ্খ দ্বারা মহা অভিষেক করিবে এবং পঞ্চামৃতেও স্নান করাইবে ॥ ৪ ॥

কাপিলমন্যগোসম্ভবং ক্ষীরং শঙ্খেন কৃত্বাভিষেকে কৃতে
পারায়ণযজ্ঞাযুতসহস্রফললাভঃ।
একাদশ্যাং বিশেষেণ ক্ষীরস্নপনং কার্য্যং।
স্নানে চাষ্টাক্ষরোমন্ত্রঃ॥
ক্ষিপ্ত্বা গন্ধোদকং শঙ্খে যঃ স্নাপয়তি কেশবং।
নমো নারায়ণায়েতি মুচ্যতে যোনিসঙ্কটাৎ।
ইতি সৌপর্ণেঽভিধানাৎ। মূলমন্ত্রশ্চ॥
ঘণ্টানাদশ্চ স্কান্দে॥
স্নানকালে বিশেষেণ ঘণ্টানাদং করোতি যঃ।
পুরতো বাসুদেবস্য তস্য পুণ্যমনন্তকমিতি।
ঘণ্টা চ গরুড়েন চক্রেণ বা উভাভ্যাং বা মূর্দ্ধ্নি চিহ্নিতা।

কপিলা ও অন্য গোসম্ভব ক্ষীর শঙ্খে করিয়া অভিষেক করিলে পারায়ণ ও সহস্র অযুত যজ্ঞের ফললাভ হয়।

একাদশীতে বিশেষ করিয়া দুগ্ধ দ্বারা স্নান এবং অষ্টাক্ষর মন্ত্র দ্বারাও স্নান করাইবে। গন্ধোদক শঙ্খে নিক্ষেপ করিয়া "নমোনারায়ণায়" এই মন্ত্র দ্বারা যিনি কেশবকে স্নান করান্, তিনি যোনিসঙ্কট হইতে মুক্ত হয়েন। সৌপর্ণ অর্থাৎ গরুড়পুরাণে এই বিধান আছে। মূলমন্ত্র দ্বারাও স্নান করাইবে॥ ৫॥

ঘণ্টানাদ যথা—স্কন্দপুরাণে॥

যে ব্যক্তি স্নান কালে বিশেষ রূপে বাসুদেবের অগ্রে ঘণ্টানাদ করেন তাঁহার অনন্ত পুণ্য হয়॥

গরুড় অথবা চক্র কিম্বা উভয় চিহ্ন দ্বারা ঘণ্টার মস্তক

শ্রীভগবন্নামাঙ্কিতা চ কার্য্যা॥ ৬॥
স্নানাদিপূজাকালে গীতাদি চ কর্ত্তব্যং।
গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ তথা পুস্তকবাচনং॥
স্তোত্রং নামসহস্রঞ্চ পূজাকালে হরেঃ প্রিয়মিতি তন্ত্রে-
বোক্তত্বাৎ॥ ৭॥
অথ বস্ত্রালঙ্কারাদীন্ সমর্প্য গন্ধমর্পয়েৎ।
তচ্চ কনিষ্ঠয়া॥
কনিষ্ঠাদ্যাঃ। এতাভির্ব্বীজপূর্ব্বকং গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-
নৈবেদ্যানি সমর্পয়েদিতি তত্ত্বসাগরেঽভিধানাৎ॥ ৮॥
অথ চন্দনাদি কনিষ্ঠাদিভিরর্পয়েৎ।
চন্দনঞ্চ শঙ্খপাণ্যাং স্থাপ্যং।

চিহ্নিত অথবা ভগবানের নাম দ্বারা ঘণ্টার মস্তক চিহ্নিত করিবে॥ ৬॥

স্নানাদি পূজাকালে গীতবাদ্য করা কর্ত্তব্য। গীত, বাদ্য, নৃত্য তথা পুস্তকবাচন, স্তোত্র ও সহস্র নাম পূজাকালে এই সমুদায় হরির প্রিয় হয়। বিষ্ণুপুরাণে এই বিধান আছে॥৭॥

অনন্তর গন্ধপুষ্পাদি সমর্পণ পূর্ব্বক গন্ধ অর্পণ করিবে। এই গন্ধ দান কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা করিতে হইবে। কনিষ্ঠাদি ক্রমে এই সমুদায় বীজপূর্ব্বক গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবে-দ্যাদি সমর্পণ করিবে, তত্ত্বসাগরে এই উল্লেখ আছে॥ ৮॥

অনন্তর চন্দনাদি কনিষ্ঠাঙ্গুলি প্রভৃতির দ্বারা অর্পণ করিবে। চন্দন শঙ্খপাণিতে স্থাপন করিবে॥

বিলেপয়তি দেবেশং শঙ্খে কৃত্বা তু চন্দনং।
পরমাত্মা পরাং প্রীতিং করোতি শতবার্ষিকীমিতি
পুরাণান্তরবচনাৎ।
তচ্চ তুলসীদলেন গ্রাহ্যং॥
তুলসীদললগ্নেন চন্দনেন জনার্দ্দনং।
বিলেপয়তি যো নিত্যং লভতে চিন্তিতং ফলমিতি গারু-
ড়োক্তেঃ॥ ৯ ॥
তুলসীকাষ্ঠং মলয়জসম্ভবং কর্পূরাগুরুমৃগমদকুঙ্কুমমিশ্রিতং
কুর্য্যাৎ॥
নিয়মতস্তু তুলসীকাষ্ঠজং সমর্পয়েৎ হরেরতিপ্রিয়ত্বাৎ।
দেবদারুজং কিঞ্চৎসুরভিত্বাৎ। কাদম্বজঞ্চ শীতলত্বাৎ।

যে ব্যক্তি শঙ্খমধ্যে চন্দন স্থাপন করিয়া দেবেশ্বরকে লেপন করেন, পরমাত্মা শতবৎসর ব্যাপিয়া তাঁহার প্রীতি বিধান করেন। পুরাণান্তরের এই বচন আছে॥

এই চন্দন তুলসীপত্রে করিয়া দিবে।

যে ব্যক্তি নিত্য তুলসীদললগ্ন চন্দন দ্বারা জনার্দ্দনকে লেপন করেন, তাঁহার বাঞ্ছিত ফল লাভ হইয়া থাকে। গরুড়পুরাণে এই বিধান আছে॥ ৯ ॥

তুলসীকাষ্ঠ চন্দন ও মলয়জ চন্দন কর্পূর, অগুরু, মৃগমদ ও কঙ্কুমের সহিত মিশ্রিত করিবে। নিয়ম পূর্ব্বক তুলসী-কাষ্ঠ সমর্পণ করিবে, যে হেতু ইহা হরির অতিশয় প্রিয়। দেবদারু জনিত চন্দনের সৌগন্ধি আছে, কদম্ব জনিত চন্দন

অন্যাসম্ভবে গ্রাহ্যং।

অথ সুকোমলদলরূপয়া মঞ্জরীরূপয়া তুলস্যা মহাপূজাং কুর্য্যাৎ॥

যদ্যপি পত্রপূজাতঃ পুষ্পপূজাভ্যধিকা, তথাপি—

মণিকাঞ্চনপুষ্পাণি তথা মুক্তাময়ানি চ।

তুলসীপত্রদানস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং॥

ইতি পাদ্মেঽভিধানাৎ তুলসীপত্রমধিকং॥ ১০॥

তুলসীনিয়মশ্চ বৈষ্ণবানাং প্রতীয়মানো ন নির্ম্মূলঃ শঙ্কনীয়ঃ।

নিত্যমর্চ্চয়তে যো বৈ তুলস্যা কৃষ্ণমীশ্বরং॥

মহাপাপানি নশ্যন্তি কিং পুনশ্চোপপাতকং॥ ইতি।

ব্রাহ্ম্যে নিত্যপদশ্রবণাৎ॥

শীতল হয়, এই সকল অন্যের অসম্ভবে গ্রহণীয় হইবে।

অনন্তর সুকোমলদল ও মঞ্জরীরূপা তুলসীর দ্বারা মহাপূজা করিবে॥

যদিচ পত্রপূজা হইতে পুষ্পপূজা অধিক, তথাপি মণি ও কাঞ্চনপুষ্প তথা মুক্তাময় পুষ্পসকল তুলসীপত্র দানের ষোড়শ কলার এককলারও যোগ্য হয় না। পদ্মপুরাণের এই বিধান হেতু সর্ব্বাপেক্ষা তুলসীপত্র অধিক হয়॥ ১০॥

বৈষ্ণবদিগের সম্বন্ধে তুলসীনিয়ম প্রতীয়মান হইতেছে নির্ম্মূল বলিয়া আশঙ্কা করিও না। যে ব্যক্তি তুলসী দ্বারা নিত্য ঈশ্বর কৃষ্ণকে পূজা করেন, তাঁহার যখন মহাপাতক সকল বিনষ্ট হয়, তখন তাহার উপপাতক সকলের কথা কি ?। ব্রহ্মপুরাণেও নিত্যপদ শ্রবণ আছে॥

তুলসী ন যেষাং হরিপূজনার্থং
সংপ্রাপ্যতে মাধব পুণ্যবাসরে।
ধিগ্ যৌবনং জীবনমর্থসন্ততিং
তেষাং সুখং নেহ চ দৃশ্যতে পরে।
ইত্যকরণে দোষশ্রবণাচ্চ ॥ ১১ ॥
তুলসীদলচূর্ণসংগ্রহশ্চ ন নির্ম্মূলঃ ॥
বর্জ্জ্যং পর্য্যুষিতং পুষ্পং বর্জ্যং পর্য্যুষিতং জলং।
ন বর্জ্যং তুলসীপত্রং ন বর্জ্যং জাহ্নবীজলং ॥ ইতি নিত্য-
ত্বানুগ্রাহিণঃ পর্য্যুষিতত্বস্য নারদেনাভ্যনুজ্ঞাতত্বাৎ॥১২॥
অবচয়শ্চাস্যা দ্বাদশ্যাং ন কার্য্যঃ।

বৈশাখ মাস অথবা পুণ্যদিন অক্ষয়তৃতীয়া কিম্বা একাদশী প্রভৃতি তিথিতে যাঁহারা হরিপূজার নিমিত্ত তুলসী-সংগ্রহ না করে, তাহাদিগের যৌবন, জীবন এবং অর্থ-সঞ্চয়ে ধিক্। তাহারা ইহকালে বা পরকালে কোন সুখ অনুভব করিতে পায় না॥

অকরণে এই দোষ শ্রবণ আছে ॥ ১১ ॥

তুলসীদল চূর্ণ সংগ্রহ করা নির্ম্মূল নহে॥

পর্য্যুষিত পুষ্প ও পর্য্যুষিত ফল পরিত্যাগ করিবে কিন্তু তুলসীপত্র ও গঙ্গাজল পর্য্যুষিত হইলেও পরিত্যাগ করিবে না॥

নারদের এই অনুজ্ঞা আছে ॥ ১২ ॥

দ্বাদশীতে তুলসীচয়ন করিবে না॥

ন ছিন্দ্যাত্তুলসীং বিপ্রা দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবঃ কচিৎ ॥
ইতি নিষেধাৎ ॥
ভানুবারং বিনা দূর্ব্বাং তুলসীং দ্বাদশীং বিনা।
জীবিতস্যাবিনাশায় অবচিন্বীত ধর্ম্মবিৎ ॥
ইতি গারুড়েঽভিধানাৎ ॥ ১৩ ॥
অবচয়মন্ত্রশ্চ ॥
তুলস্যমৃতজন্মাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়া।
কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে ॥ ইত্যাদি॥১৪
অথ পুষ্পপূজাং কুর্য্যাৎ ॥
তত্র হেমপুষ্পং হরেরতিপ্রিয়ং।

হে বিপ্রগণ! বৈষ্ণবজন দ্বাদশীতে কখন তুলসীচ্ছেদন করিবেন না। এই নিষেধ আছে ॥

ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি যদি আয়ুর ক্ষয় ইচ্ছা না করেন, তাহা হইলে রবিবারে দূর্ব্বা এবং দ্বাদশীতে তুলসীচয়ন করিবেন না, করিলে আয়ুঃক্ষয় হয় ॥

গরুড়পুরাণে এই বিধান আছে ॥ ১৩ ॥

তুলসীচয়নের মন্ত্রার্থ যথা ॥

হে শোভনে! হে তুলসি! অমৃত হইতে তোমার জন্ম এবং তুমি সকল সময়েই কেশবের প্রিয়া, কেশবপূজার নিমিত্ত আমি তোমাকে চয়ন করিতেছি, তুমি বরপ্রদা হও ॥ ১৪ ॥

অনন্তর পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে ॥

পুষ্পের মধ্যে হেমপুষ্প হরির অতিশয় প্রিয় হয়। হেম-

নচাস্য কদাচিন্নির্ম্মাল্যতা ॥

ন নির্ম্মাল্যং হেমপুষ্পমর্পয়েদর্পিতং সদা ॥ ইতি দেবীবচনাৎ ॥ বৃক্ষাদিজান্যপি সদ্বর্ণসুগন্ধবন্তি তত্তৎকালোদ্ভবান্যনিষিদ্ধানি গ্রাহ্যাণি ॥

নিষিদ্ধানি তু কীট-কেশ-শ্বাসোর্ণোপহতাপবিদ্ধশীর্ণ পর্য্যুষিতাপক্রান্ত ঘ্রাত-ভগ্নপত্র-পতিতাগন্ধোগ্রগন্ধামগন্ধ-মুকুলাতিফুল্লম্লান-চৈত্য-চতুষ্পথ-শিবস্থানজ-যাম্যাহন্যাহৃতানি রক্তাদীনি বর্জ্জয়েৎ ॥ ১৫ ॥

অথ বিশেষবিহিতানি ॥

মল্লিকা-যূথিকাদ্বয়-কেতকী-চম্পক-কুরুবক--কুন্দ--পুন্নাগ-বকুল--পাটলাশোক--নীলশ্বেতরক্তপদ্ম-কুমুদ-জপা-বন্ধূক-

পুষ্প কখন নির্ম্মাল্যতা প্রাপ্ত হয় না। সর্ব্বদা অর্পণ করিবে, দেবীপুরাণের এই বচন আছে ॥

বৃক্ষাদিজনিত, সদ্বর্ণ ও সুগন্ধশালী এবং সেই২ কালোৎপন্ন অনিষদ্ধ পুষ্প গ্রহণ করিবে। কিন্তু কীট, কেশ, শ্বাস ও ঊর্ণা কর্ত্তৃক উপহত, অপবিদ্ধ, শীর্ণ, পর্য্যুষিত, অপক্রান্ত অর্থাৎ উল্লঙ্ঘিত, আঘ্রাত, ভগ্নপত্র, পতিত, অগন্ধ, উগ্রগন্ধ, আমগন্ধ, মুকুল, অতিফুল্ল, ম্লান, চৈত্য, অর্থাৎ গ্রাম্যজনের পূজ্য বেদিকাবদ্ধ বৃক্ষ, চতুষ্পথ, শিবস্থানজাত, যাম্য, (শ্মশান) অন্যকর্ত্তৃক আহৃত ও রক্তাদি পুষ্প বর্জন করিবে ॥ ১৫ ॥

অথ বিশেষ বিহিত পুষ্প সকল যথা ॥

মল্লিকা, দুই প্রকার যূথিকা, কেতকী, চম্পক, কুরুবক, কুন্দ, পুন্নাগ, বকুল, পাটল, অশোক, নীল, পীত, শ্বেত ও রক্তপদ্ম,

করবীরদ্বয়-কুঙ্কুম-কেশর-কিংশুক-মুনিদ্বয়-কুসুম্ভ-জাতী-নন্দ্যাবর্ত্ত-কুব্জকাটরূষকাতসী-শমী-পুষ্প-কর্ণিকার কোবিদার-নাগকেশর-ত্রিসন্ধ্যা-কদম্ব-শতপত্র-বাণ চূত-বিল্ব-পুষ্পাতিমুক্তকাদীনি প্রশস্তানি। আরণ্যানি চ প্রশস্তানি॥ মল্লিকাহোরাত্রং নিবেদ্যা। শম্পাকযূথিকে রাত্রৌ॥ নন্দ্যাবর্ত্তমর্দ্ধরাত্রে। প্রাতর্ম্মালতী। ইতরাণি দিবা। জাত্যাদিপুষ্পমালাবিতানানি চ প্রশস্তানি॥ ১৬॥

অথ বিশেষনিষিদ্ধানি॥

অর্ক-ধুস্তূর-শাল্মলী-শিরীষ-কপিত্থ-বিভীতক-করঞ্জ--কাঞ্চ-

কুমুদ, জবা, বন্ধূক, করবীরদ্বয় অর্থাৎ শ্বেতকরবী ও রক্তকরবী, কঙ্কুম, কেশর, কিংশুক, মুনিদ্বয়, কুসুম্ভ, জাতী, নন্দ্যাবর্ত্ত, কূব্জক, অটরূষক, অতসী, শমীপুষ্প, কর্ণিকার, কোবিদার, নাগকেশর, ত্রিসন্ধ্যা, কদম্ব, শতপত্র, বাণ, চূত, বিল্বপুষ্প ও অতিমুক্তক প্রভৃতি পুষ্প সকল অতি প্রশস্ত। বনজাতপুষ্প প্রশস্ত। সমুদায়ই মল্লিকা অহোরাত্র নিবেদন যোগ্য। শম্পাক ও যূথিকা রাত্রিতে নিবেদন যোগ্য। নন্দ্যাবর্ত্ত (তগর্ বা টগর) অর্দ্ধরাত্রে, প্রাতঃকালে মালতী এবং অন্যান্য পুষ্প সকল দিবায় নিবেদন করিবে। জাতী প্রভৃতি পুষ্পসকল বিতান অর্থাৎ শয্যার নিমিত্ত প্রশস্ত হয়॥ ১৬॥

অথ বিশেষ নিষিদ্ধ পুষ্প সকল যথা॥

অর্ক, ধুস্তূর, শাল্মলী, শিরীশ, কপিত্থ, বিভীতক, করঞ্জ,

নার-কুটজ-কোরটকাদীনি ॥

করবীরদ্বয়ঞ্চ গৃহে নিষিদ্ধং ॥

ন গৃহে করবীরৈস্তৈঃ কুসুমৈরর্চ্চয়েদ্ধরিমিতি।

বিষ্ণুধর্ম্মে প্রহ্লাদবচনাৎ ॥

নচাত্র করবীরকুসুমৈর্গৃহে ন হরিমর্চ্চয়েৎ ইত্যন্বয়ঃ শঙ্ক-
নীয়ঃ শিষ্টাচারবিরোধাৎ ॥

অতো গৃহে জাতং যৎ করবীরদ্বয়ং তৎস্তৈহরিতি যোজ-
নীয়ং ॥ ১৭ ॥

উক্তঞ্চ বারাহে ॥

বন্ধূক-করবীরে চ ন গৃহে রোপয়েৎ ক্বচিৎ। ইতি।

বামনপুরাণাদিগতো বন্ধূক-জপাদিনিষেধস্তু কেবল-

কাঞ্চনার, কুটজ (গিরিমল্লিকা অর্থাৎকুর্চি) ও কোরটক
প্রভৃতি পুষ্প সমুদায় নিষিদ্ধ।

গৃহজাত করবীরদ্বয় নিষিদ্ধ ॥

গৃহ করবীরস্থ পুষ্প দ্বারা হরিকে অর্চ্চনা করিবে না,
বিষ্ণুধর্ম্মে প্রহ্লাদের এই বচন আছে ॥

এস্থলে করবীর কুসুম দ্বারা গৃহে হরিকে অর্চ্চনা
করিবে না, এই অন্বয় শঙ্কা করিও না, যে হেতু ইহা শিষ্টা-
চার বিরুদ্ধ হয়। অতএব গৃহে জাত যে দুই করবীর
তদীয় পুষ্পদ্বারা অর্চ্চনা করিবে না, এই রূপ অন্বয় যোজনা
করিবে ॥ ১৭ ॥

বরাহপুরাণে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

বন্ধূক ও করবীর কখন গৃহে রোপণ করিবে না। বামন-
পুরাণাদি গত বন্ধূক জবাদি নিষেধ কেবল বিহিতপুষ্পের

বিহিত-পুষ্পালাভাভিপ্রায়েণ ॥
বিহিতপ্রতিষিদ্ধৈস্তু বিহিতালাভতোঽর্চ্চয়েৎ।
ইতি পাদ্মেঽভিধানাৎ ॥
অত্রচ। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরতত্ত্বসাগরসংহিতা বৈশ্বানরসংহিতা
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মন্ত্রপ্রকাশাদি প্রমাণং ॥ ১৮ ॥
পত্রাণি ॥
আমলকী-মুনি-বিল্ব-শমী-কুশ-চূতাদি-ভবানি।
অঙ্কুরাশ্চ দূর্ব্বাঙ্কুরাদয়ঃ।

অলাভেরও অভিপ্রায়ে জানিতে হইবে ॥

বিহিতের অলাভ হইলে বিহিতপ্রতিষিদ্ধ দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। পদ্মপুরাণে এই বিধান আছে। অর্থাৎ যে সকল পুষ্প শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে এবং তাহাদিগের মধ্যেও আবার যে সকলের নিষেধ করিয়াছেন। বিহিতপুষ্প না মিলিলে ঐ সকল বিহিত মধ্যে নিষিদ্ধপুষ্প গ্রহণ করিতে পারিবে। কিন্তু যে সকল পুষ্প একেবারে নিষিদ্ধ সে সকল কখনই গ্রহণ করিতে পারিবে না ॥

এস্থলেও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, তত্ত্বসাগরসংহিতা, বৈশ্বানর সংহিতা, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও মন্ত্রপ্রকাশাদি গ্রন্থ প্রমাণ স্বরূপ ॥ ১৮

পত্র সকল যথা ॥

আমলকী, মুনি, বিল্ব, শমী, কুশ ও চূতাদি জনিত পত্র সকল পূজায় প্রশস্ত। অঙ্কুর অর্থাৎ দূর্ব্বাঙ্কুরাদি পূজায়

এবং সাঙ্গং সংপূজ্য সাম্প্রদায়িকান্ শ্লোকান্ পঠিত্বা ঘণ্টাদিনাদপূর্ব্বং ধূপং সমর্পয়েৎ ॥ ১৯ ॥

তচ্চ দশাঙ্গং আজ্য-শর্করা-মিশ্রং কেবলাজ্যমিশ্রং বা।

মাহিষ-গুগ্গুলু-চন্দন-কর্পূর-মিশ্রং অগুরু বা ॥

অগুরু-গুগ্গুলু-সিতশর্করাজ্য-মধু-চন্দনানি বা প্রজ্বাল্য নীচৈর্ধূপয়েৎ। হরিমন্দিরঞ্চ সর্ব্বং ধূপয়েৎ ॥

ততো ধূপশেষমবঘ্রায় বহুবিধবর্ত্তিযুক্তং ঘৃতেন তৈলেন বা আরাত্রিকং প্রজ্বাল্য ধূপপুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা গীতবাদিত্রাদিভিঃ সহ ভগবন্তং মূর্দ্ধ্নি নীরাজয়েৎ ॥

আরাত্রিকস্য মূর্দ্ধ্না বদনং কুর্য্যাৎ ॥

প্রশস্ত। এই প্রকার অঙ্গ পূজা করিয়া সাম্প্রদায়িক শ্লোক সকল পাঠ করত ঘণ্টাদিনাদ পূর্ব্বক ধূপ সমর্পণ করিবে ॥১৯

কিন্তু ঐ ধূপ দশাঙ্গ হওয়া প্রয়োজন। ঘৃতশর্করামিশ্র অথবা কেবল ঘৃতমিশ্র। মাহিষগুগ্লু, চন্দন, কর্পূর অথবা অগুরু-মিশ্র। অগুরু, গগ্গুলু, সিতশর্করা, ঘৃত, মধু ও চন্দন, এই সকল প্রজ্জ্বলিত করিয়া ধূপ দিবে। সমস্ত হরিমন্দির ধূপিত করিবে ॥

তৎপরে ধূপশেষ আঘ্রাণ করিয়া বহুবিধ বর্ত্তিযুক্ত ঘৃত অথবা তৈল দ্বারা আরাত্রিক প্রজ্বলিত করত ধূপ ও পুষ্পাঞ্জলি দিয়া গীত ও বাদ্যের সহিত ভগবানের মস্তকে নীরাজন করিবে ॥

আরাত্রিকের মস্তকের দিকে বদন করিতে হইবে। কর্পূর

কর্পূরেণ চারাত্রিকমতিপ্রশস্তং ॥
অন্যকৃত-ধূপ-দীপাবলোকন-বন্দনে তু স্বামিদর্শনতুল্যে
ফলে ॥ ২০ ॥
অথ হৈমে রৌপ্যে কাংস্যে তাম্রে মার্ত্তিকে পালাশ-পদ্ম-
পত্ররূপে বা পাত্রে ক্ষালিতে তুলসীদলযুক্তে।
গুড়--পায়স-সর্পিঃ--শষ্কুল্য-পূপ-মোদক-সূপ-সংযাবাদিকং
নৈবেদ্যং সতি বিভবে যথাশক্তি বা। ছত্র-চামর-গীত-
বাদিত্রাদিভিঃ সমানীয় সমর্প্য জবনিকামন্তর্ধায় ॥ ২১ ॥
ব্রহ্মেশাদ্যৈঃ পরিতঋষিভিঃ সূপবিষ্টৈঃ সমেতো--
লক্ষ্ম্যা সিঞ্জদ্বলয়করয়া সাদরং বীজ্যমানঃ।

দ্বারা আরাত্রিক অতিপ্রশস্ত। ধূপ ও দীপ অন্যে করি-
তেছে এমত অবস্থায় অবলোকন ও বন্দন করিলে তাহা
স্বামিদর্শনের তুল্য ফলপ্রদ হয় ॥ ২০ ॥

অনন্তর হৈম, রৌপ্য, কাংস্য, তাম্র, মৃণ্ময়, পলাশ ও
পদ্মপত্র রূপ পাত্রকে ক্ষালন ও তুলসীদলসংযুক্ত করিয়া
তাহাতে গুড়, পায়স, ঘৃত, শষ্কুল্য, পূপ, মোদক (মিষ্টান্ন), সূপ
সংযাবাদি অর্থাৎ পিষ্টক প্রভৃতি নৈবেদ্য বিভবসত্ত্বে অথবা
যথাশক্তি প্রস্তুত করিয়া তৎপরে ছত্র, চামর ও গীত বাদ্য
দ্বারা মন্দিরে আনয়ন করিয়া অর্চ্চনা করত জবনিকা (আচ্ছা-
দক বস্ত্রবিশেষ বা পর্দ্দা) দ্বারা আবরণ করিবে ॥ ২১ ॥

ভোজনকালের ধ্যান যথা ॥

ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি দেবগণ ও ঋষিগণ যাঁহার চতুর্দ্দিকে
উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন, লক্ষ্মী বলয়ধ্বনি সহকৃত হস্ত-

নর্ম্মক্ষ্বেলীপ্রহসনমুখৈর্হাসয়ন্ পঙ্‌ক্তিভোক্তৄন্
ভুঙ্‌ক্তে পাত্রে পবিত্রে সুকনকঘটিতে ষড়্রসং শ্রীরমেশঃ॥২২
শালের্ভক্তং সুভক্তং সসিতমশিতিরুক্‌পায়সাপূপসূপং
লেহ্যং পেয়ং সুচোষ্যং পরমমৃতফলং ঘারিকাদ্যং সুখাদ্যং।
আজ্যং প্রাজ্যং সমজ্যানয়নরুচিকরং রাজিকৈলামরীচ-
স্বাদীয়ঃশাকরাজীপরিকরমমৃতাহারজোষং জুষস্ব ॥
ইতি পঠিত্বা ॥ ২৩॥
জবনিকামপসার্য্য নীরাজ্য অগ্নাবাজ্যং হুত্বা বিশ্বক্সেনায়

দ্বারা আদর পূর্ব্বক যাঁহাকে ব্যজন করিতেছেন এবং যিনি পরিহাস বাক্য, ক্রীড়া ও হাস্য প্রভৃতি সহকারে পঙ্‌ক্তি-ভোজকদিগকে হাসাইতেছেন, সেই রমাপতি স্বর্ণনির্ম্মিত পাত্রে ষড়্‌বিধ রস (কটু, তিক্ত, কষায়, অম্ল, মিষ্ট, লবণ,) ভোজন করিতেছেন ॥ ২২ ॥

নিবেদন করিয়া জপ করিবে ॥

হে ভগবন্! শালীভক্ত (উৎকৃষ্ট তণ্ডুলের অন্ন), হিম-সদৃশ শুভ্রবর্ণ ও অন্য প্রকার উত্তম অন্ন, পায়স, পিষ্টক, সূপ, লেহ্য, পেয়, চোষ্য ও উত্তম অমৃতময় ফল, ঘারিকা (ঘিওর-মিষ্টান্নবিশেষ) প্রভৃতি উত্তম খাদ্য, ঘৃত, সভ্যগণের নয়নের তৃপ্তিকর প্রচুর ঘৃত, এলাইচ ও মরীচ প্রভৃতি দ্বারা সংস্কৃত অতি সুস্বাদু অত্যুত্তম ঘৃতবহুল পক্কান্ন এবং সুস্বাদু শাকাদি উপকরণ এই সমুদায় অমৃত তুল্য বস্তুর আস্বাদন জনিতসুখ ভোগ করুন ॥ ২৩ ॥

এই পাঠ করিয়া জবনিকা (পর্দ্দা) অপসারণ করিয়া,

ভাগং ভাগং দত্ত্বাচমনমুখবাসতাম্বূলাদি সমর্প্য—॥
ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যং।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং ॥ ২৪ ॥
ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যং।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাব-
দ্বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং ॥ ২৫ ॥

নীরাজন ও অগ্নিতে আহুতি তথা বিশ্বক্সেনকে ভাগ ভাগ দিয়া আচমন, মুখবাস ও তাম্বূলাদি সমর্পণ করিয়া, একাদশ-স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ের ৩১। ৩২ শ্লোক জপ করিবে যথা—

হে প্রণতপাল! হে মহাপুরুষ! আপনার যে চরণার-বিন্দ ধ্যান যোগ্য, ইন্দ্রিয় ও কুটুম্বাদি জনিত পরাভব নিবা-রক, মনোরথ পূরক, গঙ্গাপ্রভৃতি তীর্থের আশ্রয়, শিব ও ব্রহ্মার স্তুত, আশ্রয়যোগ্য, ভক্তগণের দুঃখনাশক এবং সংসার সাগরের পারকারক তাহা আমি বন্দনা করি ॥ ২৪ ॥

হে ধর্ম্মিষ্ঠ মহাপুরুষ! যাহা অন্যের পক্ষে ত্যাগ করা দুষ্কর এবং দেবগণেরও বাঞ্ছিত তাদৃশ রাজ্যলক্ষ্মী পরিত্যাগ করিয়া আপনি পিতৃবাক্যে অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন এবং নিজ প্রিয়া সীতার সন্তোষার্থ মায়ামৃগের অভিমুখে ধাবমান হইয়াছিলেন, অতএব আপনার চরণারবিন্দ বন্দনা করি ॥২৫

ইত্যাদি জপন্নষ্টাঙ্গং দণ্ডবৎ প্রণামান্ শক্ত্যা কুর্য্যাৎ ॥

পদ্ভ্যাং করাভ্যামূরুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা।
মনসা বচসা চেতি প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ। ইত্যষ্টাঙ্গানি ॥

প্রতিনমস্কারঞ্চ প্রসীদ ভগবন্নিত্যুচ্চারয়েৎ ॥ ২৬ ॥

ততঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বাদর্শচ্ছত্রচামরাদি সমর্প্য গীতনৃত্যাদিভিঃ পরিতোষ্য পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা মুদ্রাঃ প্রদর্শ্য ॥

প্রপন্নং পাহি মামীশ ভীতং মৃত্যুগ্রহার্ণবাৎ ॥ ইতি প্রার্থ্য।

শেষং মহাপ্রসাদ ইতি শিরসি ধৃত্বা।

ইত্যাদি জপ করত যথাশক্তি অষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে ॥

অষ্টাঙ্গপ্রণাম যথা ॥

পাদদ্বয়, করদ্বয়, উরুদ্বয়, বক্ষঃস্থল, মস্তক, দৃষ্টি, মন ও বাক্য এই অষ্ট অবয়ব দ্বারা যে প্রণাম তাহা অষ্টাঙ্গ শব্দে নিরূপিত হইয়াছে ॥

প্রতিনমস্কার। হে ভগবন্! প্রসন্ন হউন, এই উচ্চারণ করিবে ॥ ২৬ ॥

তদনন্তর প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক দর্পণ, ছত্র ও চামর অর্পণ করত গীত নৃত্যাদি দ্বারা ভগবান্‌কে পরিতুষ্ট করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দান পূর্ব্বক মুদ্রা প্রদর্শন করাইবে। তৎপরে, হে ঈশ! আমি শরণাগত এবং ভীত হইয়াছি, মৃত্যুরূপ গ্রহ বিশিষ্ট সমুদ্র হইতে আমাকে রক্ষা করুন ॥

এই প্রার্থনা করিয়া, অবশিষ্ট ভাগকে মহাপ্রসাদ এই বলিয়া মস্তকে ধারণ করিবে।

পূজিতোঽসি ময়া ভক্ত্যা ভগবন্ কমলাপতে।
সলক্ষ্মীকো মম স্বান্তং বিশ বিশ্রান্তিহেতবে॥ ইতি হৃদয়ে উদ্বাস্য বিসর্জ্জনন্যাসং কৃত্বা জলপূর্ণশঙ্খং শ্রীভগবন্মূর্দ্ধ্নি ভ্রাময়িত্বা ভগবদ্দৃষ্টিপূতং জলং শ্রীশালগ্রামশিলাতীর্থঞ্চ তত্র নিক্ষিপ্য বৈষ্ণবেভ্যো দত্ত্বা স্বয়মভিবন্দ্য প্রাশ্নীয়াৎ॥ নচাচমেৎ॥ ২৭॥

বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীত্বা পশ্চাদশুচি-শঙ্কয়া।
আচামতি চ যো মোহাদ্ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে।
ইতি স্কান্দে শিববচনাৎ॥ ২৮॥

ভগবান্ পবিত্রং ভগবৎপাদৌ পবিত্রং ভগবৎপাদোদকং

তৎপরে, হে ভগবন্! হে কমলাপতে! আপনি বিশ্রামের নিমিত্ত লক্ষ্মীর সহিত আমার অন্তঃকরণে প্রবেশ করুন॥

এই বলিয়া হৃদয়ে স্থাপন পূর্ব্বক বিসর্জন ন্যাস করিয়া জলপূর্ণ শঙ্খ শ্রীভগবানের মস্তকে ভ্রমণ করাইয়া ভবদ্দৃষ্টি পূত জল ও শ্রীশালগ্রামের চরণামৃত শঙ্খে নিক্ষেপ করত বৈষ্ণব সকলকে দিয়া স্বয়ং অভিবন্দনা পূর্ব্বক পান করিবে, কিন্তু পান করিয়া আর আচমন করিবে না॥ ২৭॥

বিষ্ণুপাদোদক পান করিয়া পশ্চাৎ অশুচি আশঙ্কায় যে ব্যক্তি মোহবশতঃ আচমন করে, সে ব্রহ্মহত্যাকারী বলিয়া কথিত হয়। স্কন্দপুরাণে এই শিবের বচন আছে॥ ২৮॥

ভগবান্ পবিত্র, ভগবানের চরণদ্বয় পবিত্র ও ভগবৎ-

পবিত্রং ন তৎপানে আচমনীয়ং যথা হি সোমঃ ॥
ইতি শ্রুতেঃ ॥
ভক্তপাদোদকঞ্চ পীত্বা চ নাচমেৎ।
বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা ভক্তপাদোদকং তথা।
য আচামতি সংমোহাদ্ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে।
ইতি গৌপর্ণেঽভিধানাৎ ॥ ২৯ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাচার্য্য শ্রীরামাচার্য্যবর্য্য-সুতশ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যবিনির্ম্মিতায়াং বৈষ্ণবধর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতৌ শ্রীনৃসিংহপরিচর্য্যায়াং দশমঃ পটলঃ ॥ * ॥ ১০ ॥ * ॥

পাদোদক পবিত্র, তাহার পানে আচমন করিতে নাই, যেমন সোম, তদ্রূপ। এই শ্রুতি আছে।

ভক্তপাদোদক পান করিয়াও আচমন করিবে না।

বিষ্ণুপাদোদক ও ভক্তপাদোদক পান করিয়া যে ব্যক্তি মোহ বশতঃ আচমন করে সে ব্রহ্মহত্যাকারী বলিয়া কথিত হয় ॥

গরুড়পুরাণে এই বিধান আছে ॥ ২৯ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমৎপরমবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাচার্য্যশ্রীরামাচার্য্যবর্য্যসুতশ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যবিনির্ম্মিতায়াং শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতৌ শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নানুবাদিতায়াং শ্রীনৃসিংহপরিচর্য্যায়াং দশমঃ পটলঃ ॥ * ॥ ১০ ॥ * ॥

একাদশঃ পটলঃ।

অথ কৃতদেবতার্চ্চনঃ স্বগৃহোক্তমার্গেণ বৈশ্বদেবাদিকং কুর্য্যাৎ ॥

নন্বু গৃহাগ্নিশিশুদেবানাং যতীনাং ব্রহ্মচারিণাং।
পিতৃপাকো ন দাতব্যো যাবৎপিণ্ডান্ন নির্ব্বপেদিতি নিষেধ-শ্রবণাৎ পিতৃশ্রাদ্ধাদিকর্ম্ম আদাবেব কর্ত্তব্যং ॥ ১ ॥

সত্যং। বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরং।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥
ইতি মহাভারতে ॥

অনন্তর দেবার্চ্চনা পূর্ব্বক স্বগৃহোক্ত অর্থাৎ নিজ নিজ বেদশাখায় উক্ত মার্গ দ্বারা বৈশ্যদেবাদি করিবে।

অহে! গৃহ, অগ্নি, শিশু, দেব, যতি ও ব্রহ্মচারিদিগকে যে পর্য্যন্ত পিণ্ডপ্রদান করা না হইয়াছে, তাবৎ পিতৃ নিমিত্ত পাককৃত অন্ন প্রদান করিবে না, এই নিষেধ শ্রবণ হেতু। পিতৃশ্রাদ্ধাদি অগ্রে করাই কর্ত্তব্য ॥ ১ ॥

সত্য বলিয়াছ। বিষ্ণুর নিবেদিত অন্ন দ্বারা অন্যান্য দেবগণের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য এবং পিতৃগণকেও সেই বিষ্ণু নিবেদিত অন্ন প্রদান করিবে, তাহা হইলে তাহা অনন্ত ফলের নিমিত্ত কল্পিত হয়। এই মহাভারতের বচন আছে ॥

সাত্বতং বিধিমাস্থায় প্রাক্ সূর্য্যমুখনিঃসৃতং।
পূজয়ামাস দেবেশং তচ্ছেষেণ পিতামহান্॥ ইতি॥ ২॥
শ্রুতৌ চ॥

একএব নারায়ণ আসীৎ ন ব্রহ্মা নেমে দ্যাবাপৃথিব্যৌ সর্ব্বদেবাঃ সর্ব্বে পিতরঃ সর্ব্বে মনুষ্যা বিষ্ণুনা অশিত-মশ্নন্তি বিষ্ণুনা ঘ্রাতং জিঘ্রন্তি বিষ্ণুনা পীতং পিবন্তি তস্মাদ্বিদ্বাংসো বিষ্ণূপহৃতং ভক্ষয়েয়ুঃ॥ ৩॥

এবমাদিবিশেষবাক্যেভ্যো বিষ্ণ্বতিরিক্তদেবতাবিষয়ত্বা-বগমাৎ। ন চাস্য নিত্যশ্রাদ্ধাদিপরত্বেন পার্ব্বণাদৌ

বৈষ্ণবসম্বন্ধীয় বিধি অবলম্বন করিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শ্রীভগবানের পূজা করিয়া তন্নিবেদিত অন্ন দ্বারা পিতামহ-গণকে অর্চ্চনা করিবে॥ ২॥

শ্রুতিতেও যথা॥

একমাত্র নারায়ণ ছিলেন, ব্রহ্মা এবং দ্যাবাপৃথিবী (আকাশ ও পৃথিবী) কিছুই ছিল না। সমস্ত দেবতা, সমস্ত পিতৃলোক ও সমস্ত মনুষ্য বিষ্ণুর ভুক্তান্নভোজন, বিষ্ণুর আঘ্রাত বস্তুর আঘ্রাণ এবং বিষ্ণুর পান করা দ্রব্য পান করেন, অতএব পণ্ডিতগণ বিষ্ণুর নিবেদিত দ্রব্য সকল ভোজন করিবেন॥ ৩॥

ইত্যাদি বিশেষ বাক্য সমূহ হইতে বিষ্ণু যে অতিরিক্ত (শ্রেষ্ঠ) দেবতা তদ্বিষয় বিশেষ জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, সুতরাং ইহা নিত্য শ্রাদ্ধাদি পর, অতএব পার্ব্বণাদিতে নিষেধ যে,

নিষেধতাদবস্থ্যং শঙ্কনীয়ং ॥
যঃ শ্রাদ্ধকালে হরিভুক্তশেষং
দদাতি ভক্ত্যা পিতৃদেবতানাং।
তেনৈব পিণ্ডান্ তুলসীবিমিশ্রা-
নাকল্পকোটিং পিতরঃ সুতৃপ্তাঃ ॥

ইতি ব্রহ্মপুরাণবচনাত্তত্রাপি নিষেধানবকাশাৎ ॥ ৪ ॥
নমু বিষ্ণ্বর্পিতস্য পিত্রাদিভ্যো দানে দত্তাপহারঃ প্রস-জ্যেত। ন। স্বিষ্টকৃতবদবিরোধাৎ ॥
তথাপি বিষ্ণ্বর্পিতস্য স্বত্বাভাবেন মমেতি ত্যাগোঽনুপ-

সেইরূপ অবস্থাপন্নই রহিল এরূপ শঙ্কা করিও না ॥

যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে ভক্তিপূর্ব্বক পিতৃ ও দেবগণকে ভগবদুচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ এবং তদ্দ্বারা তুলসী বিমিশ্রিত পিণ্ড সকল প্রদান করেন, তাঁহার পিতৃগণ কোটিকল্প কাল পরি-তৃপ্ত হয়েন ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের এই বচন হেতু তাহাতেও নিষেধের অবকাশ নাই ॥ ৪ ॥

অহে! বিষ্ণুসমর্পিত বস্তু পিত্রাদিকে দান করিলে দত্তাপহারের প্রসক্তি অর্থাৎ উপস্থিতি হয়।

এ কথা বলিও না, স্বিষ্ট কৃতের অর্থাৎ যজ্ঞাবশিষ্ট বস্তু দ্বারা হোমের ন্যায় বিরোধ হয় না। তথাপি বিষ্ণুতে অর্পিত বস্তুর স্বত্বের অভাব হেতু, আমার এই শব্দ বাচ্য এই ত্যাগ করা অনুপযুক্ত হয়। ইহা বলিও না, স্বিষ্টকৃত হোমেও এই-

পন্নঃ। ন। স্বিষ্টকৃত্যনুপপত্তিসাম্যাৎ॥
অথ তত্রাগ্ন্যাদিদত্তাবশিষ্টস্যার্থাৎ স্বত্বাত্যাগোপপত্তিঃ সাত্রাপি সমা॥ ৫॥
কিঞ্চ॥
শ্রীবিষ্ণুরেব সর্ব্বস্যাস্মাদেঃ স্বামী তেন তৎ সূদাদিবত্তস্মৈ সমর্প্যতে। অতএব ন তত্র মমেতি প্রয়োগঃ॥
প্রত্যুপচারং কল্পয়ামীত্যেব সাম্প্রদায়িকপ্রয়োগদর্শনাৎ। অতশ্চ নাত্র দত্তাপহারাদিশঙ্কাগন্ধোঽপি।
তর্হি স্বত্বাভাবে পিত্রাদাবপি ন মমেতি ত্যাগোঽনুপপন্নঃ। ন। শ্রীবিষ্ণূপভুক্তস্য প্রসাদতয়ার্থাৎ স্বত্বসম্ভবাৎ॥

রূপ অনুপপত্তির সাম্য আছে॥

অনন্তর সেই স্থলে অগ্ন্যাদিতে দত্তাবশিষ্টের অর্থ হেতু স্বত্বের অত্যাগের যে রূপে উপপত্তি এস্থলেও সেইরূপ॥ ৫॥

অপর, শ্রীবিষ্ণুই সকল অস্মাদির স্বামী, সেই হেতু তাঁহার সূদাদির অর্থাৎ পাচকাদির ন্যায় তাঁহার বস্তুই তাঁহাকে সমর্পণ করিবে। অতএব সে স্থলে "আমার" এই প্রয়োগ হয় না। প্রত্যুপচার কল্পনা করিতেছি এই সাম্প্রদায়িক প্রয়োগ আছে। এই হেতু দত্তাপহারাদি শঙ্কালেশও এস্থানে নাই। তবে স্বত্বের অভাবে পিত্রাদিতেও, "আমার নহে" এই শব্দবাচ্য ত্যাগও যুক্ত হয় না। ইহাও বলিতে পার না। শ্রীবিষ্ণুকর্ত্তৃক উপভুক্ত বস্তুতে প্রসাদরূপে স্বত্বের সম্ভব আছে।

শ্রাদ্ধাদিবিধিবলাদ্বা তৎকল্পনাৎ ॥ ৬ ॥

নন্নু স্বিষ্টকৃতাদিবৎ শেষদ্রব্যকত্বেন শ্রাদ্ধাদেগু‍র্ণকর্ম্মত্ব-প্রসঙ্গঃ। ন। অস্যৈব ফলসম্বন্ধাবগমাৎ ॥

প্রোক্ষণাবেক্ষণাদিবদ্ভগবদর্পণস্যৈব দ্রব্যসংস্কারকতয়া গুণকর্ম্মত্বাবগতেঃ।

নন্নু বৈষ্ণবগৃহে শ্রাদ্ধভোক্তু র্বৈষ্ণবস্য তদন্নস্বাম্যাভাবাৎ কথমুপহার-সমর্পণ-নিয়মঃ সিধ্যেৎ ॥

অহো দুরাগ্রহঃ স্মার্ত্তবন্ধোঃ। যৎ সম্প্রযুক্তমেব সূদ-দৃষ্টান্তং বিস্মরতি।

অথবা শ্রাদ্ধাদি বিধির বল প্রযুক্তই তাহার কল্পনা করা যায় ॥ ৬ ॥

অহে! স্বিষ্টকৃতাদির ন্যায় শেষ দ্রব্যসম্পাদ্যত্ব হেতু শ্রাদ্ধাদির গুণকর্ম্মত্ব অর্থাৎ অঙ্গত্ব প্রসক্তি হয়। ইহা বলিও না। কারণ ইহার ফলজনকতা আছে। প্রোক্ষণ ও অবেক্ষণাদির ন্যায় ভগবদর্পণেরই অর্থাৎ ভগবান্‌কে নিবেদন করাই দ্রব্য সংস্কারতা রূপে গুণকর্ম্মত্বের অর্থাৎ অঙ্গতার বোধ আছে ॥

অহে! বৈষ্ণবগৃহে শ্রাদ্ধভোক্তা বৈষ্ণবের তদন্ন স্বামিত্বের অভাব হেতু কি প্রকারে উপহার সমর্পণ নিয়ম সিদ্ধ হইবে। অহো স্মার্ত্তবন্ধুর কি দুরাগ্রহ! (দুরভিসন্ধি)। যে হেতু, সম্যক্‌রূপে প্রযুক্ত সূদ (পাচক) দৃষ্টান্তকেও বিস্মৃত হইতেছে ॥

কিঞ্চ অনিবেদ্য ভুঞ্জানস্য প্রায়শ্চিত্তবিধ্যনুপপত্তিস্তু কং কমঘটমানমপি ন ঘটয়তি।
কিং পুনরুক্তরীত্যা ঘটমানপদবীমারূঢ়ানিত্যলমতি-বিস্তরেণ॥
পার্ব্বণচর্চ্চাদৌ নৈবেদ্যার্পণনিয়মো নৃসিংহপরিতোষিণ্যাং অস্মাভিরুক্তোঽন্বেষ্টব্যঃ॥ ৭॥
শ্রাদ্ধবিশেষেণ তুলসী গ্রাহ্যা॥
পিতৃপিণ্ডার্চ্চনং শ্রাদ্ধে যৎ কৃতং তুলসীদলৈঃ।
প্রীণিতাঃ পিতরস্তেন যাবদিন্দ্বর্কমেদিনি।

অপিচ যে ব্যক্তি অনিবেদিত বস্তু ভোজন করে তাহার প্রতি যে প্রায়শ্চিত্তের অনুপযুক্ততা কথাই কোন্ কোন্ অঘটমান বিষয়কে অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তকে ঘটাইতে না পারে ?।

উক্তরীতিতে অর্থাৎ অনিবেদ্য ভোজন করিলে ঘটমান-পদবী অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তাই যে হইবে তাহা আর কি বলিব, এবিষয়ে অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই॥

পার্ব্বণানুষ্ঠানাদিতে নৈবেদ্যার্পণের নিয়ম নৃসিংহপরি-তোষিণী নামক গ্রন্থে আমা কর্তৃক যে উক্ত হইয়াছে, তাহা অন্বেষণ করিবা॥ ৭॥

শ্রাদ্ধবিশেষে তুলসীগ্রহণ করিবে॥

যে ব্যক্তি তুলসীপত্র দ্বারা পিতৃপিণ্ডের অর্চ্চনা করেন, তদ্দ্বারা তাঁহার পিতৃগণ যে পর্য্যন্ত পৃথিবীতে চন্দ্র সূর্য্য থাকিবেন সেই পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত হয়েন। বৃদ্ধি শ্রাদ্ধে, ত্র্যহ-

বৃদ্ধৌ শ্রাদ্ধে ক্ষয়াহে বা পার্ব্বণে চ বিশেষতঃ ।
কৃত্বা চ তুলসীপূজা পিতৃণাং তৃপ্তিমাবহেৎ ॥
ইতি স্কান্দেঽভিধানাৎ ॥ ৮ ॥
ততো গন্ধাদিপূজিতশঙ্খং শ্রীবিষ্ণোঃ পুরতঃ স্থাপয়েৎ ॥
উক্তঞ্চ পাদ্মে ॥
সপুষ্পং বারিজং যস্য দূর্ব্বাক্ষতসমন্বিতং ।
পুরতো বাসুদেবস্য তস্য শ্রীঃ সর্ব্বতোমুখী ॥ ইতি ॥ ৯ ॥
ততো গন্ধশেষনির্ম্মাল্যে ধারয়েৎ ॥
উক্তঞ্চ গারুড়ে ॥
হরেমূর্ত্ত্যবশেষন্তু তুলসীকাষ্ঠচন্দনং ।

স্পর্শে, বিশেষতঃ পার্ব্বণশ্রাদ্ধে যিনি তুলসীর পূজা করেন তাঁহার পিতৃগণ অক্ষয়তৃপ্তি প্রাপ্ত হন। স্কন্দপুরাণের এই বচন আছে ॥ ৮ ॥

তদনন্তর গন্ধাদি দ্বারা পূজিত শঙ্খকে শ্রীবিষ্ণুর সম্মুখে স্থাপন করিবে ॥

এই বিষয় পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

যে ব্যক্তি বাসুদেবের সম্মুখে দূর্ব্বা ও অক্ষত সমন্বিত সপুষ্প শঙ্খ স্থাপন করেন, তাঁহার শ্রী অর্থাৎ সম্পত্তি সর্ব্বতোমুখী অর্থাৎ সকলদিক্ হইতে আসিয়া উপস্থিত হয় ॥ ৯

তৎপরে গন্ধশেষ ও নির্ম্মাল্য ধারণ করিবে ॥

এই বিষয় গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে যথা—॥

যিনি হরিমূর্ত্তির দত্তাবশেষ তুলসীকাষ্ঠচন্দন ও নির্ম্মাল্য

নির্ম্মাল্যঞ্চ বহেদ্‌যস্তু তীর্থকোটিফলং লভেৎ ॥ ইতি ॥১০
অথ শ্রীতুলসীবৃন্দাবনং গত্বা ॥
শ্রিয়ঃ শ্রিয়ে শ্রিয়াবাসে নিত্যং শ্রীধর-সৎকৃতে ।
ভক্ত্যা দত্তং ময়া দেবি অর্ঘ্যং গৃহ্ণ * নমোঽস্তু তে ।
ইতি তুলস্যৈ অর্ঘং দত্ত্বা ॥
নির্ম্মিতা ত্বং পুরা দেবৈরর্চ্চিতা ত্বং সুরাসুরৈঃ ॥
তুলসি হর মে পাপং পূজাং গৃহ্ণ নমোঽস্তু তে ।
ইতি দেবীং গন্ধপুষ্পাদিভিঃ প্রপূজ্য ।

ধারণ করেন, তাঁহার কোটিতীর্থের ফল হয় ॥ ১০ ॥

অনন্তর শ্রীতুলসীকাননে গমন করিয়া শ্রীতুলসীকে অর্ঘ্যদান করিবে যথা ॥

হে দেবি ! আপনি লক্ষ্মীর আশ্রয় ও নিবাস স্থান, শ্রীধর নিত্য আপনার আদর করেন, আমি ভক্তিভাবে অর্ঘ্য দান করিলাম গ্রহণ করুন, আপনাকে নমস্কার ॥

এই মন্ত্রে শ্রীতুলসীকে অর্ঘ্য দান করিবে ॥

শ্রীতুলসীপূজা মন্ত্র যথা ॥

হে তুলসি ! পূর্ব্বকালে দেবগণ আপনাকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন,দেব ও অসুর আপনার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, আমার পাপ হরণ করুন এবং পূজা গ্রহণ করুন আপনাকে নমস্কার করি ॥

এই মন্ত্রে শ্রীতুলসীদেবীকে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া, এই বাক্যে প্রার্থনা করিবে—॥

---

* পূর্ব্ববদত্রাপি "গৃহ্ণ" ইতি পদদ্বয়ং আর্ষং "গৃহাণ" ইতি সাধু ॥

শ্রিয়ং দেহি যশো দেহি কীর্ত্তিমায়ুস্তথা সুখং।
বলং পুষ্টিং তথা ধর্ম্মং তুলসি ত্বং প্রযচ্ছ মে॥ ইতি সংপ্রার্থ্য॥

যা দৃষ্টা নিখিলাঘসঙ্ঘশমনী স্পৃষ্টা বপুঃপাবনী।
রোগাণামভিবন্দিতা নিরসনী সিক্তান্তকত্রাসিনী॥
প্রত্যাসত্তিবিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সংরোপিতা।
ন্যস্তা তচ্চরণে বিমুক্তিফলদা তস্যৈ তুলস্যৈ নমঃ॥
ইতি দণ্ডবন্নমস্কুর্য্যাৎ॥ ১১॥

প্রার্থনা যথা॥

হে তুলসি! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমাকে লক্ষ্মী, যশঃ, কীর্ত্তি, আয়ুঃ, সুখ, বল, পুষ্টি ও ধর্ম্ম দান করুন॥

প্রণাম মন্ত্র যথা॥

যিনি দৃষ্টিগোচর হইলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট করেন, স্পর্শ করিলে শরীর পবিত্র করেন, প্রণাম করিলে রোগ সকল নষ্ট করেন, জল দ্বারা সিক্ত করিলে যমভয় নিবারণ করেন, যাঁহাকে রোপণ করিলে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করান এবং শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্পণ করিলে যিনি বিশিষ্ট মুক্তি ফল অর্থাৎ প্রেমধন প্রাপ্ত করাইয়া দেন, সেই তুলসী-দেবীকে নমস্কার করি॥

এই মন্ত্রে দণ্ডের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইয়া নমস্কার করিবে॥ ১১॥

মহিমা চাস্যাঃ স্মৃতিপুরাণাদিসঙ্কটেষু ন মাতীতি কৃতং
মাদৃশ-মশক-মনীষা-পক্ষপ্রান্ত-বাহনাভিমান-প্রৌঢ়িম্না।
লেশতস্তূক্তোহস্মাভি নৃসিংহদৃষ্টৌ॥
গোধূমচূর্ণঘটিতেন্দুকনাশশৌণ্ড-
শ্চেৎ কর্কটীজঠরসংস্থিতউগ্রগন্ধঃ।
তৎ কিং প্রপঞ্চনিচয়ক্ষপণেন দক্ষঃ
সিংহস্য পাদতুলসীমকরন্দগন্ধঃ॥ ১২॥
ততস্তাং স্বতনৌ সংযোজ্য॥

এই তুলসীদেবীর মহিমা দুর্গম, স্মৃতি ও পুরাণাদিতেও অপরিমিত অর্থাৎ বর্ণনাতীত সুতরাং ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্রতম মাদৃশ ব্যক্তির বুদ্ধিতে তাহার বর্ণনার আশা করা, ক্ষুদ্রতম মশক অর্থাৎ দংশক বা মশার পক্ষপ্রান্তের চালনার ন্যায় নিষ্ফল, অতএব তদ্বিষয়ে গর্ব্ব ও প্রৌঢ়িতার কোনই প্রয়োজন নাই॥

কিন্তু এবিষয়ে লেশমাত্র কেবল নৃসিংহদেবের দৃষ্টি অর্থাৎ অনুগ্রহে বলিলাম॥

কর্কটী অর্থাৎ কাঁকড়াশৃঙ্গীর জঠর সংস্থিত যে উগ্রগন্ধ যদিও গোধূম চূর্ণঘটিত কর্পূরগন্ধ নাশ করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলেও কি সে সংসারসমূহ নাশ করিতে পারে। অর্থাৎ কখনই পারে না কিন্তু নৃসিংহদেবের পাদতুলসীর মকরন্দ গন্ধই কেবল সংসার নাশে সমর্থ হয়॥ ১২॥

অতএব সেই তুলসীকে নিজ শরীরে সংযোজন করিয়া

গুরুগৃহং গত্বা কৃতন্যাসো গুরুরূপে হরৌ ন্যাসপূর্ব্বকং পূজাং কৃত্বা শ্রীতুলসীং সমর্প্য ত্র্যবরানসমান্ দণ্ডবৎ প্রণামান্ কৃত্বা দেবশাস্ত্রাদিগুরূন্ সংপূজ্য নমস্কৃত্য গৃহমাগত্য শ্রীবিষ্ণোঃ পুরতঃ সহ বন্ধুভির্ভুঞ্জীত ॥ ১৩ ॥

তত্র গায়ত্র্যাভিমন্ত্রিতমন্নং মূলমন্ত্রেণ সপ্তধাভিমন্ত্র্য পরিষিচ্য চিত্রাদিভাগমপনীয় ভগবচ্চরণতীর্থং শ্রীতুলসীমিশ্রিতং গৃহীত্বা ॥

ত্বয়োপযুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।

গুরুগৃহে গমনপূর্ব্বক আপন অঙ্গে ন্যাস করত গুরুরূপি হরিতে ন্যাস পূর্ব্বক পূজা করিয়া শ্রীতুলসী সমর্পণ,তথা ন্যূন কল্পে তিনবার অসমান দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে, তৎপরে বেদশাস্ত্রাদি ও গুরুবর্গকে পূজা, ও নমস্কার করিয়া গৃহে আগমন করত শ্রীবিষ্ণুর অগ্রে বন্ধুবর্গের সহিত ভোজন করিবে ॥ ১৩ ॥

ভোজন বিষয়ে, গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত অন্নকে মূলমন্ত্র দ্বারা সপ্তবার অভিমন্ত্রণা পূর্ব্বক অভিষেচন এবং চিত্রাদিভাগ অপনয়ন করত শ্রীতুলসীমিশ্রিত ভগবচ্চরণতীর্থকে অর্থাৎ ভগবচ্চরণোদককে গ্রহণ করিয়া—॥

একাদশস্কন্ধের ৬ অধ্যায়ের ৩১ শ্লোক
পাঠ করিবে যথা ॥

হে ভগবন্! আমরা তোমার দাস, তোমাতে সমর্পিত মাল্য, চন্দন, বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রভৃতিতে ভূষিত হইয়া

উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি। ইতি জপ্ত্বা অমৃতোপস্তরণমসীতি পূর্ব্বমুক্ত্বা তীর্থামৃতেনাপি দধ্যাৎ সর্ব্বথা শ্রীহরিং অনভ্যর্চ্চ্য ন ভোক্তব্যং।

অনর্চ্চয়িত্বা গোবিন্দং যৈ র্ভুক্তং ধর্ম্মবর্জ্জিতৈঃ।
শ্বানবিষ্ঠাসমং চান্নং নীরঞ্চ সুরয়া সমং॥
ইতি কৌর্ম্মে নিষেধাৎ॥ ১৪॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেঽপি ত্বসমর্প্য কিমপি ন ভোক্তব্যমিত্যুক্তং।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়মন্নপানাদ্যমৌষধং।

তোমার উচ্ছিষ্ট ভোজন করত ত্বদীয় অনুগ্রহে ত্বদীয় মায়া (সংসারবন্ধন) জয় করিব॥

তৎপরে "অমৃতোপস্তরণমসি" এই মন্ত্র উল্লেখ করিয়া তীর্থামৃতের (চরণামৃতের) সহিত ধারণ করিবে॥

শ্রীহরিকে অর্চ্চনা না করিয়া কোন ক্রমে ভোজন করিবে না॥

যে সকল অধার্ম্মিক লোক গোবিন্দকে অর্চ্চনা না করিয়া ভোজন করে তাহাদের অন্ন কুক্কুরবিষ্ঠার তুল্য ও জল মদ্য সমান হইয়া থাকে॥

কূর্ম্মপুরাণে এই নিষেধ আছে॥ ১৪॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও শ্রীভগবান্‌কে নিবেদন না করিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও ভোজন করিবে না এই উল্লেখ আছে যথা—পত্র, পুষ্প, ফল, জল, অন্ন, পান, ঔষধ এবং যাহা কিছু

অনিবেদ্য ন ভুঞ্জীত যদাহারায় কল্পিতং।
অনিবেদ্য তু ভুঞ্জানঃ প্রায়শ্চিত্তী ভবেন্নরঃ।
ভুক্ত্বান্যদেবনৈবেদ্যং দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ।
অনিবেদ্য হরের্ভুঞ্জন্ সপ্তজন্মানি নারকী॥ ইতি॥ ১৫॥
বস্ত্রাদ্যপি সমর্প্যৈব ভোগ্যং।
অম্বরীষ নবং বস্ত্রং ফলমন্নং রসাদিকং॥
কৃত্বা কৃষ্ণোপভোগ্যং তু সদা সেব্যং হি বৈষ্ণবৈঃ॥
ইতি তত্রৈবোক্তত্বাৎ।
সোঽয়ং সর্ব্বোপহারনিয়মো বৈষ্ণবানাং॥ ১৬॥
অথাচম্য শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদতাম্বূলাদি স্বীকৃত্য সতাং মন্দির-

আহারের নিমিত্ত কল্পিত হয়, তাহা বিষ্ণুকে নিবেদন না করিয়া ভোজন করিবে না। বিষ্ণুর অনিবেদ্য ভোজন করিলে মনুষ্যকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। অন্য দেবের নৈবেদ্য ভোজন করিলে দ্বিজগণ চান্দ্রায়ণ করিবেন। হরির অনিবেদ্য ভোজন করিলে সপ্ত জন্ম নারকী হয়॥ ১৫॥

বস্ত্রাদিও হরিকে নিবেদন করিয়া উপভোগ করা কর্ত্তব্য। হে অম্বরীষ! নূতন বস্ত্র, ফল, অন্ন ও রস প্রভৃতি দ্রব্য সকল শ্রীকৃষ্ণের উপভোগ্য করিয়া বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা সেবন করিবেন। সেই স্থানেই এই উক্তি আছে। বৈষ্ণবদিগের সম্বন্ধে ইহা সর্ব্বোপহার নিয়ম জানিতে হইবে॥ ১৬॥

অনন্তর আচমন পূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদ তাম্বূলাদি স্বীকার

মুপসৃত্য ॥
বৈষ্ণবো বৈষ্ণবং দৃষ্ট্বা দণ্ডবৎ প্রণমেদ্ভুবি।
উভয়োরন্তরা বিষ্ণুঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
ইতি তেজোদ্রবিণপঞ্চরাত্রেঽভিধানাৎ।
তান্ দণ্ডবন্নমস্কৃত্যান্তরে বর্ত্তমানং যং তমপি নমস্কৃত্য শ্রীভাগবতীং কথাং প্রযতঃ শৃণুয়াৎ।
হরি-হর-গুরু-নিজমন্দিরেষু স্বয়ং বা কীর্ত্তয়েৎ ॥ ১৭ ॥
নিত্যশ্চৈষ বিধিঃ ॥
শ্লোকার্দ্ধং শ্লোকপাদং বা নিত্যং ভাগবতোদ্ভব
পঠেচ্ছৃণোতি যো ভক্ত্যা গোসহস্রফলং লভেৎ ॥

করিয়া সাধুগণের গৃহে গমন করিবেন ॥

বৈষ্ণব ব্যক্তি বৈষ্ণবকে দর্শন করিয়া ভূমিতে দণ্ডের ন্যায় পতিত হইয়া প্রণাম করিবেন। যে হেতু শঙ্খচক্রগদা-পদ্মধারী বিষ্ণু উভয়ের অন্তরে বিদ্যমান আছেন। তেজো-দ্রবিণপঞ্চরাত্রে এই উল্লেখ আছে ॥

বৈষ্ণবদিগকে দণ্ডবৎ নমস্কার পূর্ব্বক ইহাঁদিগের অন্তরে বর্ত্তমান, যে কোন দেব তাঁহাকে নমস্কার করিয়া যত্ন পূর্ব্বক শ্রীভাগবতী কথা শ্রবণ করিবে। অথবা হরি হর গুরু বা নিজ মন্দিরে স্বয়ং কীর্ত্তন করিবে ॥ ১৭ ॥

এই বিধি নিত্য ॥

যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে ভাগবতস্থিত অর্দ্ধশ্লোক বা পাদশ্লোক (শ্লোকের চতুর্থাংশ একচরণ) নিত্য পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহার সহস্র গোদানের ফল লাভ হয় ॥

ইতি স্কান্দে নিত্যপদশ্রবণাৎ ॥
অবশ্যং শ্রীভাগবতশাস্ত্রং গৃহে সংগ্রাহ্যং অর্চ্চনীয়ঞ্চ ॥
কথং স বৈষ্ণবো জ্ঞেয়ঃ শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
গৃহে ন তিষ্ঠতে যস্য শ্বপচাদধিকো হি সঃ।
অর্চ্চনীয়ং সদা গেহে শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ ॥
ইতি স্কান্দেঽভিধানাৎ ॥
পুরাণান্তরাণ্যপি শৃণুয়াৎ কীর্ত্তয়েদপি বা।
ইতিহাসপুরাণাভ্যাং ষষ্ঠসপ্তমকৌ নয়েদিতি স্মৃতেঃ ॥
অস্মাদ্বাক্যাৎ কথাসময়োঽপি ভোজনোর্দ্ধং ন সায়মুক্তো বেদিতব্যঃ ॥ ১৮ ॥

স্কন্দপুরাণে এই নিত্যপদ শ্রবণ আছে ॥

ভাগবত শাস্ত্র গৃহে অবশ্য সংগ্রহ এবং পূজা করিবে ॥

কলিযুগে যাহার গৃহে ভাগবত শাস্ত্র অবস্থিতি করেন না তাহাকে কি প্রকারে বৈষ্ণব বলিয়া জানা যায়, সে ব্যক্তি চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম ॥

কলিযুগে গৃহে সর্ব্বদা ভাগবতের পূজা করিবে। স্কন্দপুরাণে এই উল্লেখ আছে। অন্যান্যপুরাণও শ্রবণ অথবা কীর্ত্তন করিবে। ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা দিবার ষষ্ঠ ও সপ্তমভাগ যাপন করিবে, স্মৃতিতে এই বিধান আছে ॥

এই বাক্য হেতু, ভোজনের পর কথা শ্রবণ করিবে কিন্তু সায়ংকাল কথার সময় নহে ইহা জানিতে হইবে ॥১৮॥

ততঃ সন্ধ্যাদি নিত্যকর্ম্ম নির্ব্বর্ত্য দেবং ষোড়শভির্দশভিঃ পঞ্চভির্ব্বোপচারৈঃ প্রপূজ্য মহামঙ্গলনীরাজনং কৃত্বা শক্ত্যা জপং কুর্য্যাৎ।

জপশ্চ ত্রৈকালিকোঽপি জপমালয়া কর্ত্তব্যঃ।

সা চ হারীতেনোক্তা॥

শঙ্খরৌপ্যময়ী মালা কাঞ্চনী নীরজোৎপলৈঃ।
পদ্মাক্ষৈশ্চাপি রুদ্রাক্ষৈ র্বিদ্রুমৈ র্মণিমৌক্তিকৈঃ
নির্ম্মিতেন্দ্রাক্ষকৈর্ম্মালা তথৈবাঙ্গুলিপর্ব্বভিঃ।
পুত্রজীবময়ী মালা শস্তা বৈ জপকর্ম্মণি॥ ইতি॥ ১৯॥

সংখ্যাপ্রকারবিনিয়োগাবিশেষাস্তু ঈশ্বরেণোক্তাঃ।

তদনন্তর সন্ধ্যাদি নিত্যকর্ম্ম সমাধান পূর্ব্বক দেবকে ষোড়শ অথবা দশোপচার কিম্বা পঞ্চোপচার দ্বারা পূজা করিয়া মহামঙ্গল নীরাজন করত শক্ত্যনুসারে জপ করিবে॥

ত্রিসন্ধ্যা জপমালা দ্বারা জপ করিবে॥

জপমালা হারীত কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে যথা॥

শঙ্খময়ী, রৌপ্যময়ী, কাঞ্চনময়ী, পদ্মময়ী, কুমুদময়ী, পদ্মবীজ, রুদ্রাক্ষ, বিদ্রুম (প্রবাল), মণি, মুক্তা এবং ইন্দ্রাক্ষ দ্বারা নির্ম্মিত মালা তথা অঙ্গুলিপর্ব্ব এবং পুত্রজীবময়ী মালা, জপকর্ম্মে এই সকল প্রশস্ত হয়॥ ১৯॥

সংখ্যাপ্রকারের বিনিয়োগের অবশেষ অর্থাৎ বিধানের বিশেষ বিশেষ নিয়ম ঈশ্বরকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে॥

কালান্তরে ॥

অক্ষসূত্রং প্রকর্ত্তব্যং শতেনাষ্টোত্তরেণ চ।

উত্তমং পরিকীর্ত্তিতং ॥

তদর্দ্ধান্মধ্যমং শস্তং তদর্দ্ধাচ্চ কনীয়সং ॥ ২০ ॥

রুদ্রাক্ষেষু তু।

একবক্ত্রৈস্ত্রিবক্ত্রৈশ্চ চতুর্ব্বক্ত্রৈশ্চ পঞ্চভিঃ।

ষড়্বক্ত্রৈর্ব্বাথ কর্ত্তব্যং মিথোমিশ্রাংস্তু বর্জ্জয়েৎ।

মুখে মুখং প্রকর্ত্তব্যং মুখে মূলং বিবর্জ্জয়েৎ।

ধাত্রীফলপ্রমাণেন শ্রেষ্ঠমেতদুদাহৃতং।

বদরাণ্ড-প্রমাণেন চনকান্মধ্যমাধমে ॥

কালান্তরে যথা ॥

একশত অষ্ট সূত্রে দ্বারা অক্ষসূত্র করিবে, ইহাই উত্তম বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। তাহার অর্দ্ধ মধ্য এবং তাহার অর্দ্ধ কনিষ্ঠ বলিয়া প্রশস্ত ॥ ২০ ॥

রুদ্রাক্ষ সমূহে—

একমুখ, ত্রিমুখ, চতুর্ম্মুখ, পঞ্চমুখ, বা ছয়মুখ রুদ্রাক্ষের এক জাতীয় লইয়া মালা গ্রন্থন করিবে, পরস্পর অসমান জাতীয় অর্থাৎ একমুখের সহিত ত্রিমুখ রুদ্রাক্ষের মালা যোজনা করিবে না ॥

মালার মুখের দিকে মুখ নিযোজিত করিবে, মূলে মুখ নিযোজিত করিবে না, ধাত্রীফল পরিমিত মালা শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়, বদর এবং চনকপরিমিত মালাকে মধ্যম ও কনিষ্ঠ বলিয়া গণ্য করা যায় ॥

নবত্রিতন্তুনা চৈতৎ গ্রথনীয়মসংস্পৃশন্।
অসংস্পর্শনস্তু তত্র ফলং ॥
ঊর্দ্ধবক্ত্রস্তু মের্ব্বাখ্যং কর্ত্তব্যং তন্ন লঙ্ঘয়েৎ ॥ ২১ ॥
ক্ষালয়েৎ সদ্যোজাতেন বামদেবেন ঘর্ষয়েৎ।
ধূপয়েদ্বাপ্যঘোরেণ লেপয়েৎ পুরুষেণ তু।
মন্ত্রয়েৎ পঞ্চমেনৈব প্রত্যেকন্তু শতং শতং।
মেরুঞ্চ পঞ্চমেনৈব তথা ঘোরেণ মন্ত্রয়েৎ।
মুদ্রাষ্টকং দর্শয়িত্বা প্রত্যেকং পূজয়েৎ ক্রমাৎ।

প্রথম ত্রিগুণ করিয়া পশ্চাৎ ত্রিগুণ করিয়া নবগুণিত সূত্রে মালা গ্রন্থন করিবে, কিন্তু যাহাতে পরস্পর সংস্পৃষ্ট না হয় এমত করিয়া প্রত্যেক মালাদ্বয়ের মধ্যে ব্রহ্মগ্রন্থি সংযুক্ত করিবে। ইহার তাৎপর্য্য কেহ কাহাকে স্পর্শ করিবে না। ঊর্দ্ধমুখ করিয়া মেরু সংস্থাপন করিবে, জপ কালীন মেরু লঙ্ঘন করিবে না ॥ ২১ ॥

অথ মালাসংস্কার ॥

সদ্যোজাত মন্ত্র দ্বারা মালাকে ক্ষালন করিবে, বামদেব মন্ত্র দ্বারা ঘর্ষণ করিবে, অঘোর মন্ত্র দ্বারা ধূপন করিবে, তৎ পুরুষ মন্ত্র দ্বারা লেপন করিবে। এবং পঞ্চম অর্থাৎ ঈশানাদি মন্ত্র দ্বারা প্রত্যেক এক একশতবার অভিমন্ত্রিত করিবে। তথা মেরুকে পঞ্চম মন্ত্র অর্থাৎ ঈশানাদি মন্ত্র ও অঘোর মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে। পূর্ব্বে যেমন পঞ্চ মন্ত্র দ্বারা পূজা করিয়া মস্তকাদি ক্রমে মালা গ্রন্থন করি-

গ্রথিতং পঞ্চভিঃ পূজ্য পূর্ব্ববচ্চ যথাশিরঃ ॥ ২২ ॥
অনামামধ্যমাক্রম্য জপং কুর্য্যাত্তু মানসং * ।
মধ্যমা মধ্যমাক্রম্য জপং কুর্য্যাদুপাংশুকং ।
তর্জ্জনীস্তু সমাক্রম্য জপং নৈব তু কারয়েৎ ।
একৈকমণিমঙ্গুষ্ঠেনাকর্ষন্ প্রজপেন্মনুং ।
মেরৌ তু লঙ্ঘিতে দেবি ন মন্ত্রঃ ফলভাগ্ ভবেৎ ॥
প্রমাদাৎ পতিতে হস্তাজ্জপেদষ্টোত্তরং শতং ।
পাদয়োঃ পতিতে তস্মি প্রক্ষাল্যদ্বিগুণং জপেদিতি ॥২৩
পুত্রজীবময়ং পুত্রার্থে ॥

য়াছে, তদ্রূপ আবাহনাদি অষ্ট মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া যথা-ক্রমে প্রত্যেককে পূজা করিবে ॥ ২২ ॥

অথ জপের অঙ্গুল্যাদি নিয়ম ॥

অনামিকার মধ্যকে আক্রমণ করিয়া মানস জপ করিবে, মধ্যমার মধ্য আক্রমণ করিয়া উপাংশু জপ করিবে, কিন্তু কখন তর্জনীকে আক্রমণ করিয়া জপ করিবে না, এক একটী মণিকে (মালাকে) অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা আকর্ষণ করিয়া মন্ত্র জপ করিবে।
দেবি ! মেরুলঙ্ঘিত হইলে মন্ত্র জপের ফলভাগী হয় না ॥

অনবধান বশতঃ মালা হস্ত হইতে পতিত হইলে অষ্টোত্তর শত জপ করিবে। পদদ্বয়ে পতিত হইলে প্রক্ষা-লন পূর্ব্বক অষ্টোত্তর শতের দ্বিগুণ জপ করিবে ॥ ২৩ ॥

পুত্রজীবময়ী মালা পুত্র নিমিত্ত। ইন্দ্রাক্ষমালা রাজ্য

---

* উচ্চরেদর্থমুদ্দিশ্য মানসঃ স জপঃ স্মৃতঃ। জিহ্বোষ্ঠৌ চালয়েৎ কিঞ্চিদ্দেবতাগতমানসঃ ॥ কিঞ্চিচ্ছ্রবণযোগ্যং স্যাদুপাংশুঃ স জপঃ স্মৃতঃ। মন্ত্রমুচ্চারয়েদ্বাচ ।বাচিকঃ স জপঃ স্মৃতঃ ॥

রাজ্যায়েন্দ্রাক্ষং অরিষ্টহানয়ে চারিষ্টং।
অণিমাদিসিদ্ধয়ে পাদ্মং। সম্পদে হেমময়ং।
আপ্যায়নায় শাঙ্খং। মুক্তয়ে মৌক্তিকং।
ভূতয়ে স্ফাটিকং। মারণে ত্রপুসীসায়স্ত্রিযুজং।
উচ্চাটনে রাজাবর্ত্তং। বশ্যে বৈদ্রুমং।
ভুক্তিমুক্ত্যর্থং রত্নজং। সস্যায় সস্যজমিত্যাদি।
মেরুশ্চাত্র ন লঙ্ঘনীয় ইত্যেষা দিক্।
বিশেষতস্তু তত্র তত্রান্বেষ্টব্যঃ।
ইত্থং মন্ত্রজপং কৃত্বা শক্ত্যা নামজপং কুর্য্যাৎ।
তত্র পাপক্ষয়ার্থী শ্রীনরসিংহ জয় নরসিংহ জয় জয় নর-
সিংহেতি একবিংশতিবারং জপেৎ॥

নিমিত্ত। অরিষ্ট হানির নিমিত্ত অরিষ্ট অর্থাৎ কট্‌কীফলের মালা। অণিমাদি সিদ্ধির নিমিত্ত পদ্মমালা। সম্পৎ নিমিত্ত স্বর্ণময়ী মালা। তৃপ্তি নিমিত্ত শঙ্খমালা। মুক্তির নিমিত্ত মুক্তামালা। ঐশ্বর্য্য নিমিত্ত স্ফাটিকমালা। মারণে রঙ্গ, সীস ও লৌহ এই তিন ধাতুবিশিষ্ট মালা। উচ্চাটনে রাজাবর্ত্ত-মালা। বৈশ্যকর্ম্মে বিদ্রুম মালা। ভুক্তি মুক্তি নিমিত্ত রত্নজমালা। সস্য নিমিত্ত সস্যজাত মালা। জপবিষয়ে মেরুলঙ্ঘন করিবে না। বিশেষ জানিতে হইলে সেই সেই স্থানে অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য॥

এইরূপ মন্ত্র জপ করিয়া যথাশক্তি নাম জপ করিবে। নাম জপবিষয়ে পাপক্ষয়ার্থী শ্রীনরসিংহ, জয় নরসিংহ জয় জয় নরসিংহ, ইহাই একবিংশতিবার জপ করিবে॥

শ্রীশব্দপূর্ব্বং জয়শব্দমধ্যং পুনর্জ্জয়াদুত্তরতস্তথা হি।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো নরসিংহনাম জপ্তং নিহন্যাদপি বিপ্রহত্যাং॥
ইতি কৌর্ম্মেঽভিধানাৎ॥ ২৪॥
মহাভয়নিবারণার্থস্তু শ্রীনরসিংহ জয় জয় নরসিংহেতি একবিংশতিবারমেব জপেৎ।
শ্রীপূর্ব্বো নরসিংহো দ্বির্জ্জয়াদুত্তরতস্তু সঃ।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো জপ্তস্তু মহাভয়নিবারণে।
ইতি তত্রৈবাভিধানাৎ॥ ২৫॥
কাম্যান্যপি নামানি তত্তৎকামনয়া জপেৎ।
তথাচ পুলস্ত্যঃ।

পূর্ব্বে শ্রীশব্দ, মধ্যে জয় শব্দ, পুনর্ব্বার জয়শব্দ এবং তাহার উত্তর জয়শব্দ দিয়া একবিংশতিবার নরসিংহ নাম জপ করিবে, এইরূপ জপ করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপও বিনষ্ট হয়। কূর্ম্মপুরাণের এই বচন আছে॥ ২৪॥

মহাভয় নিবারণের নিমিত্ত, শ্রীনরসিংহ, জয় জয় নরসিংহ, এই মন্ত্র একবিংশতিবার জপ করিবে॥

শ্রীপূর্ব্ব নরসিংহ, দুই জয় শব্দের উত্তর নরসিংহ, একবিংশতিবার জপ করিলে মহাভয় নিবারণ হয়॥

এই বচন সেই কূর্ম্মপুরাণে উল্লেখিত আছে॥ ২৫॥

কামনাপ্রদ নাম সকলও সেই সেই কামনায় জপ করিবে॥

এই বিষয়ে পুলস্ত্য বলিয়াছেন যথা॥

কামঃ কামপ্রদঃ কান্তঃ কামপালস্তথা হরিঃ।
আনন্দো মাধবশ্চৈব কামসংসিদ্ধয়ে জপেৎ।
রামঃ পরশুরামশ্চ নৃসিংহো বিষ্ণুরেব চ।
বিক্রমশ্চৈবমাদীনি জপ্যানি বিজিগীষুভিঃ।
বিদ্যামভ্যসতা নিত্যং জপ্তব্যঃ পুরুষোত্তমঃ।
দামোদরং বন্ধগতো নিত্যমেব জপেন্নরঃ।
কেশবং পুণ্ডরীকাক্ষমনিশং হি তথা জপেৎ।
তত্র বাধাসু সর্ব্বাসু হৃষীকেশং ভয়েষু চ ॥ ২৬ ॥
অচ্যুতং চামৃতঞ্চৈব জপেদৌষধকর্ম্মণি।
সংগ্রামাভিমুখো গচ্ছন্ সংস্মরেদপরাজিতং।

কাম, কামপ্রদ, কান্ত, কামপাল, হরি, আনন্দ ও মাধব, কামনাসিদ্ধির নিমিত্ত এই সকল নাম জপ করিবে ॥

রাম, পরশুরাম, নৃসিংহ, বিষ্ণু এবং ত্রিবিক্রম, জয়েচ্ছু ব্যক্তি এই সমুদায় নাম জপ করিবেন।

যিনি বিদ্যা অভ্যাস করেন তিনি নিত্য পুরুষোত্তম নাম জপ করিবেন। বন্ধগ্রস্ত নিত্য দামোদর নাম অথবা কেশব বা পুণ্ডরীকাক্ষ নাম জপ করিবেন। বাধা এবং ভয় সকল উপস্থিত হইলে হৃষীকেশ নাম জপ করিবে ॥ ২৬ ॥

ঔষধকর্ম্মে অচ্যুত ও অমৃত নাম জপ করিবে। সংগ্রামের অভিমুখে গমন করিতে হইলে অপরাজিত নাম স্মরণ করিবে। এবং নিত্যপ্রবাসী ব্যক্তি কল্যাণের নিমিত্ত পূর্ব্বাদি-

চক্রিণং গদিনঞ্চৈব শার্ঙ্গিণং খড়্গিনং তথা ।
ক্ষেমার্থী প্রবসন্নিত্যং দিক্ষু প্রাচ্যাদিষু স্মরেৎ ।
অজিতঞ্চাধিপঞ্চৈব সর্ব্বং সর্ব্বেশ্বরং তথা ।
সংস্মরেৎ পুরুষো ভক্ত্যা ব্যবহারেষু সর্ব্বদা ।
নারায়ণং সর্ব্বকালং ক্ষুতপ্রস্খলনাদিষু ॥ ২৭ ॥
গ্রহনক্ষত্রপীড়াসু দেববাধাসু সর্ব্বতঃ ।
দস্যুবৈরিবিরোধেষু ব্যাঘ্রসিংহাদিসঙ্কটে ।
অন্ধকারে তমস্তীব্রে নরসিংহমনুস্মরেৎ ।
তরত্যখিল দুর্গাণি তাপার্ত্তৌ জলশায়িনং ।
গরুড়ধ্বজানুস্মরণাৎ বিষবীর্য্যং ব্যপোহতি ।
স্নানে দেবার্চ্চনে হোমে প্রণিপাতে প্রদক্ষিণে ।
কীর্ত্তয়েদ্ভগবন্নাম বাসুদেবেতি তৎপরঃ ॥ ২৮ ॥

দিকে চক্রী, গদী, শার্ঙ্গী ও খড়্গী এই সকলকে স্মরণ করিবে। পুরুষ ভক্তিসহকারে ব্যবহার সকলে সর্ব্বদা অজিত, অধিপ, সর্ব্ব ও সর্ব্বেশ্বরকে স্মরণ করিবে। ক্ষুত এবং প্রস্খলনাদিতে সকল কালে নারায়ণকে স্মরণ করিবে ॥ ২৭ ॥

গ্রহপীড়া, নক্ষত্রপীড়া, সর্ব্বতোভাবে দেববাধা, দস্যু, বৈরিবিরোধ, ব্যাঘ্র সিংহাদি সঙ্কট, অন্ধকার ও ঘোর অন্ধকার এই সকলকালে নরসিংহকে স্মরণ করিবে। তাপজনিত পীড়াতে জলশায়িকে স্মরণ করিলে অখিল কষ্ট হইতে বিমুক্ত হয়। গরুড়ধ্বজের অনুস্মরণে বিষবীর্য্য বিনষ্ট হয়। স্নান, দান, দেবার্চ্চন, হোম, প্রণাম ও প্রদক্ষিণে তৎপর ব্যক্তি বাসুদেব এই নাম কীর্ত্তন করিবেন ॥ ২৮ ॥

স্থাপনে নিধিধান্যাদেরপধ্যানে চ দুষ্টজে।
কুর্ব্বী ত তন্মনা ভূত্বা অনন্তাচ্যুতকীর্ত্তনং।
নারায়ণং শার্ঙ্গধরং শ্রীধরং পুরুষোত্তমং।
বামনং খড়্গিনঞ্চৈব দুষ্টস্বপ্নে সদা স্মরেৎ ॥ ২৯ ॥
একার্ণবাদৌ পর্য্যঙ্কশায়িনঞ্চ নরঃ স্মরেৎ।
বলভদ্রং সমৃদ্ধ্যর্থং সীরকর্ম্মণি কীর্ত্তয়েৎ।
জগৎপতিমপত্যার্থং স্তুবন্ ভক্ত্যা ন সীদতি।
শ্রীশং সর্ব্বাভ্যুদয়িকে কর্ম্মণ্যাশু প্রকীর্ত্তয়েৎ।
অরিষ্টেষু হ্যশেষেষু বিশোকঞ্চ সদা জপেৎ ॥ ৩০ ॥
মরুপ্রপাতাগ্নিজলবন্ধনাদিষু মৃত্যুষু।

নিধিধ্যানাদির স্থাপনে এবং দুষ্টজনকর্ত্তৃক অপধ্যানে (অমঙ্গল চিন্তায়) তন্মনা হইয়া অনন্ত ও অচ্যুতের নাম কীর্ত্তন করিবেন। দুষ্টস্বপ্ন দর্শনে নারায়ণ, শার্ঙ্গধর, শ্রীধর, পুরুষোত্তম, বামন ও খড়্গী এই সকল নাম দর্ব্বদা স্মরণ করিবে ॥ ২৯ ॥

মনুষ্য একার্ণবাদিতে অর্থাৎ সমুদ্রের জলপ্লাবনে জলশায়িকে স্মরণ এবং সীরকর্ম্মের অর্থাৎ লাঙ্গল কার্য্যের সমৃদ্ধ নিমিত্ত (কৃষিকার্য্যে) বলভদ্রের নাম কীর্ত্তন করিবে। সন্তান নিমিত্ত জগৎপতি ভগবান্‌কে ভক্তিসহকারে স্তব করিলে ক্লেশ পায় না। সমুদায় আভ্যুদয়িক কর্ম্মে শীঘ্র শ্রীশ ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিবে। সকল অরিষ্টে (বিঘ্নে) সর্ব্বদা বিশোকের নাম জপ করিবে ॥ ৩০ ॥

মরু, প্রপাত, অগ্নি, জল ও বন্ধনাদিরূপ মৃত্যু সকলে তথা

স্বতন্ত্রপরতন্ত্রেষু বাসুদেবং জপেদ্বুধঃ।
সর্ব্বার্থশক্তিযুক্তস্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ।
যথাভিরোচতে নাম তৎ সর্ব্বার্থেষু কীর্ত্তয়েৎ।
সর্ব্বার্থসিদ্ধিমাপ্নোতি নাম্নামেকার্থতা যতঃ।
সর্ব্বাণ্যেতানি নামানি পরস্য ব্রহ্মণোহনঘ॥ ইতি॥৩১॥
এবং প্রজপতি বিসর্জ্জনগীতনৃত্যাদিহোমান্ সন্বিধায় দেবং শয্যাগারমানীয় তত্রত্যোপচারান্ প্রকল্প্য। কায়েন বাচেতি কর্ম্মজাতং নিবেদ্যানুজ্ঞামাশাস্য দণ্ডবৎ-প্রণম্য সায়ং ভুক্ত্বা দেবং স্মরন্ তদঙ্ঘ্রিযুগলং উচ্ছীর্ষকং

স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্রে জ্ঞানবান্ মনুষ্য বাসুদেবকে জপ করিবেন।

সমস্ত অর্থ ও শক্তিযুক্ত দেবদেব চক্রপাণির নাম যেরূপ রুচি হয় সকল অর্থে কীর্ত্তন করিবে। হে নিষ্পাপ! পরব্রহ্মের এই সমুদায় নাম, সকল নামের যখন এক অর্থ, যে কোন নাম কীর্ত্তন করিলে সকল অর্থেরই সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়॥ ৩১॥

এই প্রকার নাম সকল জপ পূর্ব্বক জপ বিসর্জন, গীত, নৃত্যাদি হোম সকল বিধান করিয়া দেবকে শয্যাগৃহে আনয়ন করত তথায় উপচার সকল কল্পনা করিবে। তৎপরে "কায়েন বাচেতি" এই মন্ত্র দ্বারা কর্ম্ম সমুদায় নিবেদন করিয়া অনুজ্ঞা প্রার্থনা পূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। তদনন্তর সায়ং ভোজন করত দেবকে স্মরণ করিয়া তাঁহার

ভাবয়ন্ সুখং সুপ্যাৎ ॥ ৩২ ॥

এবং যাবজ্জীবমহরহঃ শ্রীমহাবিষ্ণুং ভজতো ভুক্তিমুক্তী গৃহদাসিকাতুল্যে অবলোকনাবসরমেব ন লভ্যেতে। ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি তুলপরমাণুতুলিতানি নাসাগ্র-বাতমপি ন সহন্তে। উচ্চাটন-মোহন-মারণ--বশীকর-ণানিতু সর্ব্বভূতাত্মানং পরমাত্মানং সর্ব্বাত্মানং ভজতা-মুপেক্ষাপক্ষনিক্ষিপ্তানি ন পৌমর্থ্যশঙ্কামপ্যর্হন্তি ॥ ৩৩ ॥

আধ্যাত্মিকাদিদুঃখসংঘাতঃ পুনস্তন্নাম্নস্ত্র্যস্যন্ ভয়সমুত্থ-শীতজ্বরিকাজনিত-দন্তবাদিত্রো-দিগন্তাদীনি লঙ্ঘয়ন্

চরণযুগলকে উচ্ছীর্ষক (উপধান) চিন্তা করিয়া সুখে শয়ন করিবে ॥ ৩২ ॥

এইরূপ যাবজ্জীবন প্রতিদিবস যাঁহারা বিষ্ণুকে ভজনা করেন তাঁহাদিগের গৃহদাসী তুল্য ভুক্তি মুক্তি তাঁহাদিগকে অবলোকন করিতে অবসর প্রাপ্ত হয়েন না এবং তাঁহা-দিগের নিকট ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি পাপ সকল তুলার পরমাণু তুল্য হইয়া নাসাগ্র বায়ুকেও সহ্য করিতে পারে না। যাঁহারা সর্ব্বভূতাত্মা, পরমাত্মা ও সর্ব্বাত্মকে ভজনা করেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে উচ্চাটন, মোহন, মারণ, ও বশীকরণ প্রভৃতি উপেক্ষা পক্ষে নিক্ষিপ্ত হয়, পৌরুষিক শঙ্কা মাত্র ও দিতে সমর্থ হয় না ॥ ৩৩ ॥

আধ্যাত্মিকাদি দুঃখ সমূহ পুনর্ব্বার তাঁহার নাম হইতে ত্রাসযুক্ত হইয়া ভয়সমুৎপন্ন শীতজ্বরজনিত দন্তবাদ্য করিতে করিতে দিগন্ত সকলকে লঙ্ঘন করত অদ্যাপি স্থির

নাদ্যাপি প্রতিষ্ঠাং লভতে ॥ ৩৪ ॥
ভূত-প্রেত-পিশাচ-শাকিনী-বিনায়ক-ডাকিনী-প্রেতনায়ক যক্ষ-রাক্ষস-গ্রহ-ব্রহ্মগ্রহাদয়শ্চ দন্তাঙ্গুষ্ঠধরা বিনা বেতনমিষ্টবিষ্টিমাত্রেণ ক্ষেত্ররক্ষণাদি-সেবামত্যর্থমভ্যর্থয়ন্তো দৃষ্টিপাতমাত্রস্যাপ্যবসরং নাসাদয়ন্তি ॥ ৩৫ ॥
জগত্তাপনস্তপনোঽপি পীযূষতি। মৃত্যুর্বিভেতি। উরগো রজ্জুখণ্ডায়তে। শত্রুর্মিত্রতি। যদাজ্ঞয়া চন্দ্রমা অমায়ামপি পূর্ণায়ামিব পূর্ণমণ্ডলো রজনীমুখমলংকুর্ব্বন্ যানমাকাশমারুরুক্ষন্ জনতানয়নগোচরীভবন্ কর্ণসরণিমধিতিষ্ঠতি ॥ ৩৬ ॥

হইতে পারিল না ॥ ৩৪ ॥

নরসিংহ নাম জাপকের সম্বন্ধে ভূত, প্রেত, পিশাচ, শাকিনী, বিনায়ক, ডাকিনী, প্রেতনায়ক, যক্ষ, রাক্ষস, গ্রহ, ব্রহ্মগ্রহ প্রভৃতি সমুদায় দন্তে অঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিয়া বেতন ব্যতিরেকে ইষ্ট বিষ্টি মাত্র দ্বারা ক্ষেত্ররক্ষণাদি সেবা প্রার্থনা করত দৃষ্টিপাত মাত্রেরও অবসর প্রাপ্ত হইতেছে না ॥ ৩৫ ॥

জগত্তাপন তপন অর্থাৎ সূর্য্যও তাঁহার প্রতি অমৃতবৎ আচরণ করেন, মৃত্যুও ভয় পান, উরগ (সর্প) রজ্জুখণ্ড হয়, শত্রু মিত্র হয়। যাঁহাদিগের আজ্ঞায় চন্দ্র আমাবস্যাতেও পূর্ণিমার ন্যায় পূর্ণমণ্ডল হইয়া রজনীমুখকে অলঙ্কৃত করত আকাশ যানকে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিয়া জনসকলের নয়নগোচর হওত কর্ণপথে অবস্থিতি করেন ॥ ৩৬ ॥

সোঽয়ং শ্রীরমণচরণ-চঞ্চরীকঃ শ্রবণকীর্ত্তন-স্মরণ-চরণ-সেবন-সমর্চ্চন--বন্দন--দাস্য--সখ্যাত্মনিবেদনরূপ--নববিধ-ভজনক্রিয়ালক্ষণভক্তিসাধ্যাং ভক্তিং পরমপ্রেমলক্ষণাং ফলরূপাং ভক্তিমনবরতং সমাশ্রিতঃ সদেহ-বিদেহ-মুক্তেভ্যোঽপ্যতিরিচ্যতে শেতে ইতি বৈষ্ণবসিদ্ধান্তরহস্যং। উপপাদনন্তু নৃসিংহোপাসনায়ামস্মাভিঃ কৃতমিতি নেহ বিবিচ্যতে ইতি সর্ব্বমনবদ্যং ॥ ৩৭ ॥

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাত্তু সম্প্রদায়াগমক্রমাৎ।
সংগ্রহো বিষ্ণুধর্ম্মাণাং যথামতি কৃতো ময়া।
অজ্ঞান-সন্দেহ-বিপর্য্যয়াদ্গুরু-

সেই ইনি শ্রীরমণ অর্থাৎ নারায়ণদেবের চরণের মধুকর হইয়া শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন রূপ নববিধ ভজন ক্রিয়া লক্ষণ ভক্তি-সাধ্য ভক্তি ও পরম প্রেমলক্ষণ ফলরূপ ভক্তিকে অনবরত আশ্রয় করিয়া সদেহ ও বিদেহ মুক্তি হইতে অতিরিক্ত হইয়া শয়ন করেন, ইহাই বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের রহস্য। নৃসিংহ উপাসনায় ইহা উপপন্ন হইল, কিন্তু আমাদিগের কর্ত্তৃক যে কৃত হইল ইহা বিবেচনা করিবে না। এই সকল অনবদ্য অর্থাৎ অনিন্দনীয় ॥ ৩৭ ॥

শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ হইতে সম্প্রদায়ের অনুসারে আমার যেমন মতি তদনুসারে এই বিষ্ণুধর্ম্ম সকলের সংগ্রহ করিলাম। অজ্ঞানমূল সন্দেহের আধিক্য বশতঃ গুরুবর্গকে

নসত্তমীকৃত্য সতোঽপি ধার্ষ্ট্যতঃ।
নিরঙ্কুশং যচ্চ ময়াত্র জল্পিতং
সন্তোঽপি বালে পিতরো ভবন্তু ॥ ৩৮ ॥
মোক্ষায়ানাদিসঙ্কীর্ণবিষ্ণুধর্ম্মোল্লসত্তনুঃ।
প্রীতিমায়াতু সিংহাস্যো নৃসিংহপরিচর্য্যয়া ॥ ৩৯ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমৎপরমবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাচার্য্য-শ্রীরামাচার্য্যবর্য্যসুত-শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্য-বিনির্ম্মিতায়াং শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতৌ শ্রীনৃসিংহপরিচর্য্যায়াং একাদশঃ পটলঃ ॥ * ॥

॥ * ॥ সমাপ্তেয়ং শ্রীনৃসিংহপরিচর্য্যা ॥ * ॥

অনাদর করিয়া পাণ্ডিত্যাভিমান প্রযুক্ত আমি যে এস্থলে নিরঙ্কুশ (স্বচ্ছন্দ) জল্পনা করিয়াছি, তদ্বিষয়ে পণ্ডিতগণ বালকের প্রতি পিতৃতুল্য হউন ॥ ৩৮ ॥

মোক্ষের নিমিত্ত অনাদি কাল হইতে আচরিত বিষ্ণুধর্ম্মানুষ্ঠানে উল্লসিত শরীর হইয়া সিংহাস্য অর্থাৎ সিংহবদন হরি (নৃসিংহদেব) নৃসিংহপরিচর্য্যা দ্বারা প্রীতি প্রাপ্ত হউন ॥৩৯॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমৎপরমবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাচার্য্যশ্রীরামাচার্য্যবর্য্যসুতশ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যবিনির্ম্মিতায়াং শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতৌ শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নানুবাদিতায়াং শ্রীনৃসিংহপরিচর্য্যায়াং একাদশঃ পটলঃ ॥ * ॥ ১১ ॥ * ॥

॥ * ॥ নৃসিংহপরিচর্য্যা গ্রন্থঃ সমাপ্তঃ ॥ * ॥

অথ স্বকুলান্যকুলভেদঃ।

উ ঊ ও গ জ ড দ ব লা অঃ পার্থিবাঃ। ঋ ৠ ঔ ঘ ঝ ঢ ধ ভ ব সা বারুণাঃ। ই ঈ ঐ খ ছ ঠ থ ফ র ক্ষা আগ্নেয়াঃ। অ আ এ ক চ ট ত প য ষা মারুতাঃ। ঌ ৡ অং ঙ ঞ ণ ন ম শ হা নাভসাঃ॥

সাধকস্যাক্ষরং পূর্ব্বং মন্ত্রস্যাপি তদক্ষরং।
যদ্যেকভূতদৈবত্যং জানীয়াৎ স্বকুলং হি তৎ।
ভৌমস্য বারুণং মিত্রমাগ্নেয়স্যাপি মারুতং।
মারুতং পার্থিবানাঞ্চ শত্রুরাগ্নেয়মম্ভসাং।
নাভসং সর্ব্বমিত্রং স্যাৎ বিরুদ্ধং নৈব মেলয়েৎ॥

অথ স্বকুল ও অন্যকুল ভেদ॥

"উ, ঊ, ও, গ, জ, ড়, দ, ব, ল, অঃ" এই সকল পার্থিব, ঋ, ৠ, ঔ, ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ, ব, সা" এই সকল বারুণ। ই, ঈ, ঐ, খ, ছ, ঠ, থ, ফ, র, ক্ষ" এই সকল আগ্নেয়। "অ, আ, এ, ক, চ, ট, ত, প, য, ষ" এই সকল মারুত। "ঌ, ৡ, অং, ঙ, ঞ, ণ, ন, ম, শ, হ" এই সকল নাভস॥

সাধকের নামের প্রথমাক্ষর এবং মন্ত্রেরও যদি সেই প্রথমাক্ষর একদৈবত হয়, তাহাকে স্বকুল অর্থাৎ আপনার হিতকর জানিবে॥

ভৌমের বারুণ মিত্র, আগ্নেয়ের মারুত মিত্র, পার্থিব সকলের মারুত শত্রু এবং আগ্নেয়ের বারুণ শত্রু। নাভস, সকলেরই মিত্র হয়, বিরুদ্ধ বর্ণ সকলকে মেল করিবে না॥

আরভ্যৈকাক্ষরং মন্ত্রং বাল আ ষোড়শাক্ষরাৎ।
তত আ বিংশতেঃ প্রৌঢ়াস্ততোঽন্যে স্থবিরা মতাঃ॥
স্বাহান্তাঃ স্ত্রীস্বরূপাশ্চ নমোঽন্তাশ্চ নপুংসকাঃ।
হুঁফড়ন্তাশ্চ যে মন্ত্রাঃ পুমাংসস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
অগ্নীষোমাত্মকা মন্ত্রা বিজ্ঞেয়াঃ ক্রূরসৌম্যয়োঃ।
কর্ম্মণোর্বহ্নিতারান্ত্যবিয়ৎপ্রায়াঃ সমীরিতাঃ।
আগ্নেয়া মনবঃ সৌম্যা ভূয়িষ্ঠেন্দ্বমৃতাক্ষরাঃ॥
আগ্নেয়াঃ সংপ্রবুধ্যন্তে প্রাণে চরতি দক্ষিণে॥

এক অক্ষরকে আরম্ভ করিয়া ষোড়শ অক্ষর পর্য্যন্ত মন্ত্র বালক হয়, তাহা হইতে বিংশতি অক্ষর পর্য্যন্ত প্রৌঢ়, তৎপরে যত অক্ষর সকলই প্রাচীন॥

স্বাহান্ত মন্ত্র স্ত্রী, নমোঽন্ত মন্ত্র নপুংসক, হুঁ ফড়ন্ত যে মন্ত্র তাহা পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। অগ্নি এবং সোমাত্মক মন্ত্রকে ক্রূর ও সৌম্য জানিবে॥

ক্রূর ও সৌম্য কর্ম্মে অর্থাৎ অভিচার ও শান্তি প্রভৃতি কার্য্যে অগ্নি ও সোমাত্মক মন্ত্র জানিতে হইবে। যথা—অভিচারাদিতে আগ্নেয় মন্ত্র ও শান্তি প্রভৃতিতে সৌম্য মন্ত্র প্রয়োগ করিতে হয়। যে মন্ত্রে বহ্নি (র) তার (ওঁ) অন্ত্য (ক্ষ) বিয়ৎ (হ) এই সকল বর্ণ অধিক থাকে তাহাকে আগ্নেয় বলে এবং যে মন্ত্রে ইন্দু (স) অমৃত (ব) এই দুবর্ণ অধিক থাকে, তাহার নাম সৌম্য॥

যে সময়ে দক্ষিণ নাসা হইতে অধিক বায়ু নিঃসৃত হয় ঐ সময়ে ঐ আগ্নেয় মন্ত্র জপ করিলে মন্ত্র জাগরিত হয়

ভাগেঽন্যস্মিন্ স্থিতে প্রাণে সৌম্যা বোধং প্রয়াস্তি চ ॥
ইতি সুপ্তবুদ্ধাদিভেদঃ ॥
শ্রীমতে লক্ষ্মীনৃসিংহায় নমো নমঃ।

এবং যে সময়ে বাম নাসা হইতে নিশ্বাস বিনিঃসৃত হয়, ঐ সময়ে ঐ সৌম্যমন্ত্র জপ করিলে মন্ত্র জাগরিত হয় ॥

এইরূপে মন্ত্রের সুপ্তবুদ্ধাদি ভেদ অর্থাৎ অচেতন ও চেতন ভাব জানিতে হইবে ॥

শ্রীমান্ লক্ষ্মীসহিত নৃসিংহদেবকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার! ॥

ময়া খলু প্রকাশিতো বিবুধকৃষ্ণদেবেন হি,
ব্রতাদিসকলো বিধিঃ সুকৃতিবৈষ্ণবাণাং মুদে।
নৃসিংহচরণাশ্রিতে রজসি ভক্তিভাজাং তয়া,
নৃসিংহপরিচর্য্যয়া ভবতু কার্য্যসিদ্ধিঃ সদা ॥

পক্ষ-চন্দ্র-গজ-সোম-সম্মিতে,
হায়নে শকবসুন্ধরাপতেঃ।
ভাদ্রমাসি শুভ-পূর্ণিমা-তিথৌ;
পুস্তিকা হি ময়কা সমাপিতা ॥
বিদ্যারত্নোপনাম-শ্রীরামনারায়ণেন হি।
রাধারমণযন্ত্রেঽস্মিন্ মুদ্রিতেয়ং প্রযত্নতঃ ॥

সন ১২৯৭। ১৬ ভাদ্রে।

২১৭ পৃষ্ঠোল্লিখ চতুর্বিংশ মূর্ত্তি ভেদ চক্রং

১ম ষট্কং।	২য় ষট্কং।	৩য় ষট্কং।	৪র্থ ষট্কং।
শ ১ চ কেশবঃ প গ	প ৭ শ বিষ্ণুঃ গ চ	গ ১৩ প গোবিন্দঃ চ শ	চ ১৯ গ বামনঃ শ প
শ ২ প মধুসূদনঃ চ গ	চ ৮ শ মাধবঃ গ প	গ ১৪ চ ত্রিবিক্রমঃ প শ	প ২০ গ নারায়ণঃ শ চ
শ ৩ প সঙ্কর্ষণঃ গ চ	গ ৯ শ অনিরুদ্ধঃ চ প	চ ১৫ গ শ্রীধরঃ প শ	প ২১ চ পদ্মনাভঃ শ গ
শ ৪ গ দামোদরঃ চ	প ১০ শ পুরুষোত্তমঃ চ গ	চ ১৬ প হৃষীকেশঃ গ শ	গ ২২ উপেন্দ্রঃ শ
৫ চ বাসুদেবঃ গ প	গ ১১ শ অধোক্ষজঃ প চ	প ১৭ গ নৃসিংহঃ চ শ	চ ২৩ হরিঃ শ গ
শ ৬ গ প্রদ্যুম্নঃ	চ ১২ শ জনার্দ্দনঃ	প ১৮ চ অচ্যুতঃ	গ ২৪ প কৃষ্ণঃ